INDEX

DATE	PAGE

FRIDAY, THE 24TH MAY, 1985.

MONDAY, THE 27TH MAY, 1985

CORRIGENDA

to the Head lines

1) "Questions & Answers"— at Pages 3,5,7,9,11 13,15, and 17

2) "Reference Period"— at Pages 19,21,23,25,27,29 and 31

3) "Calling Attention"— at Pages 33, and 35

TUESDAY, THE 28TH MAY, 1985

WEDNESDAY, THE 29TH MAY, 1985

PROCEEDINGS OF THE SESSION OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Tripura Legislative Assemble met in the Assembly building on Friday, 24th May, 1985 at 11 A. M.

PRESENT

The Hon'ble Speaker Shri Amarendra Sharma, in the chair, Chief Minister, the 8(Eight) Ministers, the Deputy Speaker and 39 Members.

প্রশ্ন ও উত্তর

মিঃ স্পীকার ঃ আজকের কার্য-সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণে-র নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়-ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস ও শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস ঃ—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৩।

মিঃ স্পীকার ঃ—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় মোট কতটি বাজার শেড নির্মান করিবার জন্য কৃষি দপ্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকের কোন কোন বাজারে এই সময়ের মধ্যে কতটি শেড নির্মান করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। মোট ৬১টি বাজার শেড্ নির্মান-কার্য্যের পরিকল্পনা রহিয়াছে।

পানিসাগর ব্লকে ৭টি ও কাঞ্চনপুর ব্লকে ৩টি বাজার শেড নির্মান করিবার পরিকল্পনা আছে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে সব বাজারে ২।৩ হাজার লোক হাটবারে উপস্থিত হন সেখানে একটি বাজার শেড এবং যেখানে ২০।২৫ হাজার লোক জমায়েত হন সেখানেও একটি বাজার শেড নির্মান করার পরিকল্পনা নিয়েছেন কিনা ? যদি সে রকমই নেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আমি বলতে চাই, যে সব বাজারে বেশী লোক জমায়েৎ হবেন সেখানে ২।৩টি বাজার শেড নির্মান করা হউক। পানিসাগরে কোন বাজার শেড নেই। সেখানে বিশালগড় এবং তেলিয়ামুড়ার মতই জমি অধিগ্রহণ করে বাজার শেড নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে বাজার শেড নির্মান—করা হয়। যে সব বড় বাজার আছে তার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৪টি বাজার কে আওতায় আনা হয়েছে। আরো কিছু বাজারকে আনার পরিকল্পনা আছে। বড় বাজার গুলিকে এর আওতায় এনে ডেভেলাপমেণ্ট করার পরিকল্পনা আছে। এ কথা সত্য যে, দেখা যাচ্ছে, কোন কোন জায়গায় বাজারে লোক বেশী হয়, কিন্তু সেখানে বাজার বাড়ানোর কোন উপায় নেই। সেই সব জায়গায় জোত জায়গা কিনে বাজার সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা আছে। তাছাড়া, ছোট ছোট বাজার শেডও করা হবে।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অন্যান্য ব্লক গুলিতে কতটি বাজার শেড নির্মান করা হবে ? .

শ্রী বাদল চৌধুরী :—এই তথ্য বর্ত্তমানে আমার কাছে নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে। তবে এই টুকু বলতে পারি যে, ব্লকগুলির জন্য বাজার শেড নির্মানের পরিকল্পনা আছে। তাছাড়া, সবে মাত্র আর্থিক বছর শুরু হয়েছে।

শ্রী ফয়জুর রহমান :—কাঞ্চনপুর ব্লকে এবং পানিসাগর ব্লকের কোন্ কোন্ বাজারে ১৯৮৫-৮৬ সালের আর্থিক বছরে নির্মান করা হবে, তা জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—পানিসাগর ব্লকে যে ৭টি বাজার শেড নির্মান করা হবে সেগুলি হল :— ১। পানিসাগর বাজার, (২) শনিছড়া, (৩) কদমতলা, (৪) কালাছড়া (৫) রামনগর, (৬) জলেবাসা ও (৭) হাফলং।

কাঞ্চনপুরে যে ৩টি বাজার শেড নির্মান করা হবে সেগুলি হল :—

(১) লালজুরি বাজার, (২) সাতনালা ও (৩) পেচারথল।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এখনও পরিকল্পনা বরাদ্দ করেন নাই। ১৯৮৫-৮৬ সনের এখন যে শেষ হতে চলেছে জুন এসে গেছে প্রায়। এই

অবস্থায় এখনও চূড়ান্ত পরিকল্পনা হয় নি? এছাড়া, ১৯৮২ সালে ছেছুয়ায় একটি শেড নির্মানের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেটা কোথায় উঠিয়ে নেয়া হয়েছে তার কোন পাত্তাই পাওয়া যায় নি। এই যে অবস্থা চলছে তা দূর করা হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ছেছুয়া বাজার সম্পর্কে প্রশ্ন হলে বলা যাবে। উন্নয়ন করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে দেখা গেল নানা রকম অসুবিধা বিশেষ করে জায়গার অসুবিধার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করা যায় না। তাছাড়া, কাজেও ডিলে হয়। আমি এখানে বলেছি, বছরের প্রথম দিকে বাজার শেড তৈরী করার পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এই বছরে ৬১টি বাজারকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার, ৬।

মিঃ স্পীকার :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬।

শ্রী বাদল চৌধুরী : মাননীয় স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কমলা চাষীদের সুবিধার্থে কমলা সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। যদি থাকে তবে তা কোথায় স্থাপন করা হবে এবং উহার কাজ কবে পর্যান্ত আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়?

৩। এইরূপ পরিকল্পনা না থাকলে এর প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখা হবে কিনা?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। হ্যাঁ। তবে এটা সভার জানার জন্য বলছি যে, এন. ই. সি-এর একটি সংস্থা নর্থ ইষ্টার্ন রিজনাল অ্যাগ্রিকালচারেল মার্কেটিং কর্পোরেশন উত্তর ত্রিপুরা জেলার পাবিয়াছড়া মৌজায় আনারস ও কমলা সংরক্ষণের জন্য প্রতি ঘণ্টায় দুই টন উৎপাদনক্ষম একটি ফল সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নিয়াছে। উক্ত ফল সংস্করণ কেন্দ্রের জন্য ভারত সরকার মোট ২, ১৩, ৫৬, ০০০ (দুই কোটি তের লক্ষ চাপান্ন হাজার) টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। ভারত সরকারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এ কাজ ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ শেষ হইবে

বলিয়া আশা করা যায়। এছাড়া গত ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ইং সনে কমলা লেবু থেকে উৎপাদিত স্কোয়াস উৎপাদন করে ৬০-৭০ মেঃ টন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী কাশীরাম রিয়াং। মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী গীতা চৌধুরী। মাননীয় সদস্যা অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৩।

মিঃ স্পীকার :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩।

শ্রী অনিল সরকার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৩৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ইং সন হইতে ১৯৮৫ইং সনের মার্চ পর্যান্ত স্ব-নির্ভর কর্মসূচী অনুযায়ী কতজন শিক্ষিত ও কতজন অর্ধ-শিক্ষিত বেকারকে ঋণ দেওয়ার জন্য মনোনীত করা হয়েছে,

২। উক্ত মনোনয়ন কিসের ভিত্তিতে হয়ে থাকে,

৩। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে স্ব-নির্ভর কর্মসূচীতে ঋণ দানের প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে কাহারো নিকট থেকে কোন প্রকারের অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কিনা,

৪। পেয়ে থাকলে উক্ত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা,

৫। উক্ত স্বনির্ভর পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন প্রকারের ভর্তুকী দেন কিনা,

৬। দিয়ে থাকলে উহার হার কত শতাংশ।

উত্তর

১।

	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
কেন্দ্রীয় প্রকল্পে (শিক্ষিত)	২৬০ জন	৭৭৫ জন
রাজ্য প্রকল্পে (অর্ধ শিক্ষিত)	১৫৪ জন	৫৯০ জন

২। প্রাথমিক তদন্তের পর টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন করা হয়।

৩। ১৯৮৩-৮৪ইং সনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই। ১৯৮৪-৮৫ইং সনে ৫টি

অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

৪। হ্যাঁ, ৫টি ক্ষেত্রে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তক্রমে বাতিল করা হইয়াছে।

৫। হ্যাঁ।

৬। ২৫ শতাংশ।

শ্রী জহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই স্বনির্ভর কর্মসূচী বিশেষ করে বেকারদের কর্মনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত বাস্তবমুখী গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে স্বনির্ভর কর্মসূচীর ক্ষেত্রে বেকারদের মনোনয়নের জন্য যে বোর্ড আছে সে বোর্ড কিছুটা দলীয় দৃষ্টিভংগী গ্রহন করছে এবং প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নানা রকম দুর্নীতি করছেন যার ফলে কিছু দিন আগে উদয়পুরে এ নিয়ে গোলমাল এবং যারা মনোনীত করেছেন তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং জানা থাকলে এই দুর্নীতি বা পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সরকার তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার :—স্যার, আমি বলছি যে কংক্রেটলী ৫টা অভিযোগ আমাদের কাছে এসেছে এবং সেগুলি আমরা তদন্ত করে দেখেছি ৫টা কেসেই কেউ জাল সার্টিফিকেট নিয়ে কারো স্বামী বা কারো আত্মীয়স্বজন পেয়েছে। সেগুলি বাতিল করা হয়েছে। দলীয় লোকাদের দেওয়া হচ্ছে বলে তিনি যে কথা বলেছেন সেটা ঠিক নয়, কারণ টাস্ক ফোর্সে কারা কারা থাকবে সে সম্পর্কে সেনট্রাল গভার্নমেন্ট থেকে নির্দেশ আছে। সেখানে বলা আছে-ব্যাংকের লোক থাকবে, সিডুয়েল ট্রাইবস- এর ব্যাপার হলে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের লোক থাকবে, ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন প্রতিনিধি থাকবে। এর বাইরে কারো কিছু করার নেই। কংক্রীট অভিযোগ থাকলে সেগুলি ওদের সামনে পেশ করে এবং তদন্ত করে সেগুলি বাতিল করা যাবে, এইট্ কুইট।

শ্রী জহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত আর্থিক বছরে অমরপুর থেকে যারা আবেদন করেছিল তাদের আবেদন পত্রগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে মফস্বল থেকে যারা আবেদন করে এবং উদয়পুরে ইন্টারভিউ দিতে আসে তাদেরকে পাত্তাই দেওয়া হয় না তাদের আবেদনগুলি বাতিল করে দিয়ে নিকৃষ্ট মানের লোকাদের মনোনীত করা হয়। আমার কাছে নিদর্শন রয়েছে যতনবাড়ীতে মাধুরী সাহা নামে

একটি মেয়ে টেইলারিং-এ আই, টি, আই, ট্রেনিং দিয়েছে এবং সে মাধ্যমিক পাসও খুব গরীব লোক। সে আবেদন করায় তাকে ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং উদয়-থেকে আরেকজন মাধ্যমিক পাস প্রার্থীকে দেওয়া হয়েছে ২০ হাজার টাকা। তার টাকা অংক বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সে আবার আবেদন করে। কাজেই বেকারদের যাতে এভাবে বঞ্চনা না করা হয় তারজন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী অনিল সরকার :—স্যার, কেন্দ্র থেকে পরিস্কার ভাবে বলে দেওয়া হয় যে, প্রতি বছরে কতজন প্রার্থীকে দেওয়া হবে। ১৯৮৩-৮৪ সালে টারগেট ছিল ৯০০ জন। আমরা ৯৬৩ জনকে মনোনীত করে ব্যাংকের কাছে পাঠিয়েছি। দরখাস্ত করে ৪৫ হাজার বেকার। কাজেই কোথাও সবগুলি বাতিল হয়েছে বা কোথাও বাতিল হয়নি এটা ঠিক নয়। সব জায়গাতেই ডিষ্ট্রিবিউট করে দেওয়া হয়। ৮৪-৮৫ইং সালে কেন্দ্রীয় সরকার টারগেটআরও কমিয়ে দিয়েছেন। ভারত সরকারের ধারনা শিক্ষিত বেকারদের তারা কাজ দিতে পারছেন, তাই বেকারের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং তাই তারা প্রতি বছর টারগেট কমিয়ে দিচ্ছেন। এখানে আমাদের কিছু করার নেই। জহরবাবু বলেছেন যে অমরপুরের সবগুলি আবেদন পত্র বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক নয়। ৮৩-৮৪ইং সালে অমরপুর থেকে যা আবেদন পত্র এসেছিল তার মধ্যে ৪০টি কেস রিকমাণ্ডেশান করে পাঠানো হয়েছে এবং টাকার পরিমান হচ্ছে ৮,২০ লক্ষ টাকা। আর ডম্বুর নগর থেকে ১০টি কেস রিকমডেশান করে পাঠানো হয়েছে, টাকার পরিমান হচ্ছে ৭,২৫ লক্ষ টাকা। টাস্ক ফোর্স বেকারদের ইন্টারভিউ নিয়ে সেখানে ঠিক করে কার কত হাজার টাকা লাগবে। এখানে আমাদের কিছু করার নেই। ব্যাংকে লোকেরা এই কেসগুলি সিলেকশান করে, সেখানে আমাদের কিছু করার নেই। আমরা চাই স্টেটকে আরও বেশী কোটা দেওয়া হোক। ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত মিলে বেকার সংখ্যা ৮০ হাজার। সেখানে স্বনির্ভর কর্ম্মসুচীর জন্য টাকার অংক আরও বাড়িয়ে দেওয়া হোক এটা আমরা চাই।

শ্রী নকুল দাস :—সাপ্লীমেনটারী স্যার, বেকারদের স্বনির্ভর কর্মসুচীর জন্য ব্যাংক থেকে যে লোন দেওয়া হচ্ছে, আমার যতটা জানা আছে তার মডেল স্কীম করতে তাদের ২০০।২৫০ টাকা খরচ করতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৪।৫ হাজার বেকার আবেদন করে, তন্মধ্যে মাত্র ১ হাজার প্রার্থী লোন পায়। কিন্তু এই স্কীমের জন্য সব প্রার্থীকেই টাকা খরচ করতে

হয়, ফলে তাদের ভোগান্তি বেশী হয়। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে তাঁর দপ্তর থেকে এই মডেল স্কীমগুলি তৈরী করে দেওয়া যায় কিনা যাতে বেকাররা ২০০।২৫০ টাকা খরচের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ— স্যার, মডেল স্কীম করে আমরা প্রতিটি ব্লকে প্রতিটি জায়গাতেই দিয়েছি। এটা যাতে আরও বেশী করে পৌঁছে দেওয়া যায় সেটা আমরা দেখছি।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ-- সাপ্লীমেনটারী স্যার ১) এই যে বেকারদের স্বনির্ভর প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে, যাদের বয়স-সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে বা গেছে তাদের সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কি ? ২ (এই প্রকল্পের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সে টাকা খরচ করতে না পারার দরুন ফেরৎ গেছে কি ? ৩) না ? যেখানে এই টাকা শিক্ষিত বেকারদের দেওয়ার কথা সেখানে কর্মচারীদের স্ত্রী, বিশেষ করে সমন্বয়ীদের স্ত্রীরা স্থান পাচ্ছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নটি যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি আপনার অনুমতি নিয়ে হাউসের সামনে এ ব্যাপারে দু'একটি কথা বলতে চাই। এই স্কীমটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্কীম এবং যে সব স্কীমে টাকা দেওয়া হয় সেগুলি ব্যাংকের ঋণ হওয়া চাই। ডি, আই, সি, শুধু বিস্তৃত আকারে তৈরী করে সেগুলি ব্লকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমরা রাজ্য সরকার বলেছিলাম ব্লক ভিত্তিক দরখাস্তগুলির উপর মতামত নিয়ে তারপর যেন ওরা করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের যে নির্দেশনামা আছে তাতে এ রকম কোন মতামত গ্রহণের সুযোগ নেই। তারা কি ধরনের টাস্ক ফোর্স হবে, কি ভাবে তদন্ত করবেন এর গাইড লাইন পরিষ্কার ভাবে দিয়েছেন। এই গাইড লাইন প্রধানতঃ ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল। ব্যাংক ইচ্ছা করলে কোন স্কীমে ১০ হাজার টাকা দিতে পারে আবার কোন স্কীমে ২৫ হাজার টাকাও দিতে পারে। সেই জন্যই এই জিনিষগুলি ঘটছে। তারপর মাননীয় সদস্য সমন্বয়ীদের কথা বলেছেন, সমন্বয়ী বা অন্য কারোর এতে সুযোগ নেই। কারণ এই টাস্ক ফোর্সে সমন্বয়ের কোন লোক থাকছে না। অফিসারদের নিয়ে এটা গঠিত হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল। এ্যাপ্রোচ স্কীমেও ব্যাংক টাকা তারা পাবেন কিনা এই সব ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বিশেষ কোন হাত নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী-ঃ—মাননীয় সদস্য আর একটা কথা বলেছেন বয়সের কথা। এখানে লেখা আছে যাদের ৩৫ বছর পার হয়ে যাবে তারা আর এই স্কীমে সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে

পারবেন না। তারপর এই কথা বলা হয়েছে যে টাকা আমরা খরচ করতে পারি নি বলে চলে গিয়েছেকিনা। এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই ব্যাংক যদি তার টাকা না লগ্নি করে তাহলে যত বড় কোটাই আমাদের দেওয়া হোক না কেন সেই কোটা আমাদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। অনেক জায়গায় আমরা দেখি একটা জায়গায় বসে ৩।৪ কোটি টাকা বিলি বণ্টন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের এখানে রাজ্য সরকার এই ধরনের ব্যাংক মেলা করবেন না যে ৩।৪ কোটি টাকা বিলি করে যাবেন ব্যাংকগুলিকে ডেকে যে তুমি এই সব ভাবে বিলি করে দাও। অনুমোদন পাওয়ার পরও ৬।৮ মাস চলে যায় তারপরও টাকা আসে না, এটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহা।

মতিলাল সাহা—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২।

শ্রী বাদল চৌধুরী—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০২।

প্রশ্ন

১। ক) বিশালগড় এগ্রি-প্রডিউস মার্কেটের নিম্ন বর্ণিত অসুবিধাগুলি দূর করতে সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কিনা,

ক) বাজারের ভিতরের গলিগুলি উপযোগী করে তোলা

খ) বাজার সংলগ্ন জলাশয়টি সংস্কার করা,

গ) ঐ জলাশয়ের পাড় ভেঙ্গে পার্শ্ববর্তী বাড়ীগুলির যে ক্ষতি হচ্ছে তা দূর করা,

২। যদি ব্যবস্থা করে থাকেন, তবে কবে পর্যন্ত উক্ত কাজগুলি শেষ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ক) সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

খ) জলাশয়টি ইজারা দেওয়া হইয়াছে। জলাশয় সংস্কার করিতে হইলে জল-নিষ্কাসনের প্রয়োজন। কাজেই জল-নিষ্কাশনে ইজারাদারদের মৎস্য চাষ বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকায় সংস্কার সাধনে কাজ অনেক সময় বিলম্বিত হয়।

গ) উক্ত ব্যাপারে সরকার তদন্তক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে।

শ্রীমতিলাল সাহা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কিছুক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পর বাজারে জল জমে যায় সেই জল নিষ্কাসনের স্থায়ী ব্রীজ বাজারের মধ্যে নেই যার জন্য জনসাধারণ বাজারে ঢুকতে পারে না, সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু করবেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, বাজারে তো বিভিন্ন কারনে অসুবিধা দেখা দিতে পারে এবং এই ধরনের যদি অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীমতিলাল সাহা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বাজার সংলগ্ন যে জলাধারটি আছে তার জন্য প্রতি বছর বন্যার সময় সংলগ্ন এলাকায় যে বসত বাড়ীগুলি আছে প্রচুর পরিমানে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এই ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা আছে কিনা সরকার জানাবেন কিনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— স্যার, এটা তো প্রশ্নের উত্তরে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে কয়টি কোয়াড্রন ব্রীজ আছে,

২। ইহা কি সত্য যে সব কয়টি কোয়াড্রন ব্রীজই বর্তমানে চালু অবস্থায় নেই, এবং

৩। সত্য হইলে তাহার কারন ?

উত্তর

১। বর্তমানে একটি মাত্র কোয়াড্রন ব্রীজ ভগ্ন অবস্থায় আছে

২। ১নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। ১ ও ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, যে কমলপুর এবং আমবাসার মধ্যে যে রোডটা আছে তার মধ্যে যে ব্রীজটা আছে এটা অনুমান করা হয়েছিল কোয়াড্রন ব্রীজ এবং এটাতে যানবাহন রীতিমত চলাচল করার আগেই একদিন একটা লোডেড ট্রাক এটার উপর উঠলে ট্রাকটি ভেঙ্গে পড়ে যায় এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, এই ব্রীজটা করার পর আমাদের আরও কিছু কাজ ছিল, লোড টেষ্টিং করার আগে একটা লোডেড ট্রাক উঠে যায় ফলে সেটা ভেঙ্গে যায় এবং ট্রাকটা পড়ে যায়। আমরা এখন ঠিক করেছি এই স্থানে ২৫.৬৫ মিটার এটাকে আর বসানো যাবে না, আমরা এটা তুলে নিয়ে অন্য ছোট স্থানে কোন জায়গায় বসাবো আর কাঠালছড়ার ব্রীজ এটার কথা আমরা ভাবছি এবং চিন্তা করছি।

-

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা, যে এই ব্রীজটার পাস যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কোন প্রোটেকশ্যান দেওয়া ছিল কিনা, দ্বিতীয়তঃ এই ব্রীজের মেটেরিয়েলগুলি কোন কোম্পানি সাপ্লাই দিয়েছিল, সেই কোম্পানির কোন রকম অস্তিত্ব আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, কোন কোম্পানি আমার খোনে নেই। আমাদের সাপ্লাই দেওয়ার পর অনুমোদন নিয়ে, সদস্য নিয়ে আমরা দুটা ব্রীজের জন্য কোলাইছড়া, পকল্লছড়ার এগ্রিমেন্ট আমরা করি, ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪০ টাকা স্যাংশ্যান হয়। এই ধরনের ব্রীজ আমাদের ত্রিপুরাতে এই প্রথম। পাশ দেওয়ার আগে জেনারেল নিয়ম হচ্ছে লোড টেষ্টিং করে তারপর পাস্ দিতে হয়, তার আগে দেওয়া যায় না তবে এখানে কোন ট্রাক বা যানবাহন চলাচল করার জন্য কোন রকম প্রোটেকশ্যান ছিল কিনা, তা আমরা এখানে নেই।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার-মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা যে, সুখময় বাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তাঁর সময়ে কোম্পানি এই মালগুলি মনিপুরে সাপ্লাই দিয়েছিল, কিন্তু মনিপুর গভর্ণমেন্ট এইগুলি রিজেকট করেন ভাল নয় বলে। সেখান থেকে ত্রিপুরাতে মালগুলি বুক হয় এবং মালগুলি ত্রিপুরাতে পেঁছবার আগেই কাগজপত্র দেখিয়ে সেই মালগুলি গ্রহন করা হয়। এই মালগুলি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট গ্রহন করে, এই মাল নিয়েই এই ব্রীজটা নির্মান করা হয়েছিল এবং এটাতে অযথা অনেকগুলি টাকা খরচ হয়েছে। এই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা, যদি জানা না থাকে তাহলে তদন্ত করে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, মাননীয় সদস্য যে তথ্য দিলেন আমি খোঁজ নিয়ে দেখব।

শ্রী জহর সাহা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এইযে কমলপুরে কোয়াড্রন ব্রিজ যেটা করা হয়েছিল, লরী এটার উপরে পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল সেই ব্রীজ তৈরী করতে কত টাকা ব্যয় হয়েছিল ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—স্যার, এই হিসাব এখন আমার কাছে নাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরন সরকার।

শ্রী হরিচরন সরকার ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৯।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৯।

প্রশ্ন

১। গান্ধী গ্রাম পোল্ট্রি ফার্মে ১৯৮০-৮১ সন হইতে ১৯৮৪-৮৫ইং সন পর্যন্ত আর্থিক বৎসরগুলিতে কি পরিমান ডিম এবং মাংস উৎপাদিত হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

ডিম ১৯৮০-৮১ সনে ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮২৬টি, ৮১-৮২ সনে ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৯৯টি ৮২-৮৩ সনে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮৭৮টি, ৮৩-৮৪ সনে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩২১টি, ৮৪-৮৫ সনে ৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮০১টি, মাংস ঐ সময়ের মধ্যে ২ হাজার ৯০৪ কেজি, ৭ হাজার ৩২৭ কেজি, ৮ হাজার ৬৯৮ কেজি, ৩ হাজার ১৫৩ কেজি, ১ হাজার ২৫০ কেজি।

শ্রী হরিচরন সরকার ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই উৎপাদিত ডিম এবং মাংস কোথায় কোথায় সাপ্লাই দেওয়া হয় এবং সেই ডিম এবং মাংস বিক্রী করে সরকারের কত টাকা আয় হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফার্মে এই ডিম উৎপাদনে সাধারনতঃ বিভিন্ন স্কীমে বাচ্চা ফুটিয়ে বিলি করা হয়, অতিরিক্ত ডিমগুলি জি, বি. এবং ভি, এম হাসপাতালে সাপ্লাই করা হয় এবং আইজরমার সামনে একটা কাউন্টার সপ্তাহে ২ দিন বিলি করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অ্যাক্সকারশানে অথিতি যারা আসে ডিম মাংস দেওয়া হয়েছে, আর এইখানে রেভেনিউর কথা উল্লেখ নাই, সেইহেতু এইখানে তা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীহরিচরন সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে, ডিম এবং মাংশ উৎপাদনের জন্য বিশেষ করে তিনি যে হিসাব এইখানে রেখেছেন দেখা যায় প্রতি বৎসরে ১ বৎসর ছাড়া বিভিন্ন বৎসরে উৎপাদন কমছে, সেই উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা, যদি হয়ে থাকে তাহলে তা কার্যকরী হয়নি কেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিম উৎপাদন সাধারণতঃ বিভিন্ন স্কীমে বাচ্চা ফুটানোর জন্য হয়ে থাকে। তবে ৮২-৮৩ সনে ডিমের উৎপাদন কমেছে, তার কারণ এই সময়ের মধ্যে একটা রোগ দেখা যায়, এই রোগের ফলে মোরগ মারা যায়, তারপর কমার আর একটি কারণ আছে অনেক সময় লেয়ার হাউসগুলি রিপেয়ার করতে হয়, তখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরানো হয়, তখন যেগুলি ডিম পাড়ার অনুপযোগী বিক্রী করে দিতে হয়।

শ্রী জহর সাহা :— পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, ১৯৮১-৮২ সন থেকে ৮৪-৮৫ সন পর্যন্ত যে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তার একটা বড় অংশ বাচ্চার জন্য রাখা হয় এবং সেখানে বাচ্চা ফুটানো হয়। এই সময়ের মধ্যে ৮০-৮১ সন থেকে ৮৪-৮৫ সন পর্যন্ত এই গান্ধীগ্রাম পোলট্রি ফার্মে কত পরিমান বাচ্চা সেখানে ফুটানো হয়েছে এবং সেগুলি কোথায় কোথায় বিক্রী করা হয়েছে এবং সেই বিক্রীর মূল্য কত ? দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বিশেষ একটা বৎসরে উৎপাদন কমে গেছে, তখন পোলট্রির মোরগ কতগুলি মারা গেছে, মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত এর সংখ্যা কত ছিল এবং কত পরিমান মারা গেছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। মাননীয় সদস্য যদি আলাদাভাবে এই প্রশ্ন করেন তাহলে জবাব নিশ্চয়ই দেওয়া হবে।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— পার্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে সারা ভারতবর্ষে দেখা যায় যে খোলা বাজারে পলট্রির ডিম পাওয়া যায়। রাস্তায়

ঘাটে সর্বত্রই দেখা যায়। সেই ত্রিপুরার কথা চিন্তা করে, ত্রিপুরায় খাদ্যের যে ডিফিকাল্টি সেই কথা চিন্তা করে এই ফার্মকে বিকেন্দ্রীকরন অর্থাৎ গ্রামস্তরে পর্য্যন্ত ফার্ম করার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে ফার্ম আছে তা কমার্শিয়েল বেসিক নয়। এইটা প্রথমতঃ উন্নত মানের মোরগ গ্রামবাসীদের সাপ্লাই করার জন্য সরকার থেকে আমরা চেষ্টা করছি, যদি এই ডিম উৎপাদন বাড়ানো যায় তাহলে আরবান এলাকাতে কিছু যুবকদের দিয়ে ফার্ম করা যায় কিনা তার চেষ্টা হচ্ছে ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—আ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫৩।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—আ্যাডমিটেড :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১২৩।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যান্ত দ্বিতীয় সড়ক তৈরীর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। থাকিলে কবে পর্যান্ত এর কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়, এবং,

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। ধর্মনগর হইতে আগরতলা পর্যান্ত দ্বিতীয় সড়ক তৈরীর কোন পরিকল্পনা নাই, তবে পেচার থল হইতে ছেবরী পর্যান্ত একটি রাস্তা তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে ।

২। উপরোক্ত রাস্তার মোট ৯২ কিঃ মিঃ এর মধ্যে ফটিকরায় হইতে ৪৪ কিঃ মিঃ অংশের কাজ ইতিমধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে।

৩। ১নং এবং ২নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫৮।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫৮।

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কি পরিমান টিলা ভূমি কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২। টিলাভূমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন কিনা।

৩। নিলে, তার বিবরন।

উত্তর

১। আনুমানিক ৮০,০০০ হেক্টর।

২। হ্যাঁ।

৩। টিলাভূমির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন। প্রযুক্তিগত পদ্ধতিগুলি হচ্ছে,— ১। ভূমি ও জল সংরক্ষন, ২। শুখা ফসলের চাষ, ৩। বৃক্ষ জাতীয় ফসলের চাষ, ৪। বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী চাষ, ৫। মশল্লা ও ঔষধ, জাতীয় ফসলের চাষ, ৬। অধিক জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহার, ৭। জলাধার তৈরী ও সেচের ব্যবস্থা, ৮। উন্নত পদ্ধতিতে জুম চাষ, ৯। টিলাভূমির উৎপাদন ক্ষমতা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা ও নীরিক্ষা, ১০। বড় মাঝারী ও ছোট ধরনের ওয়াটার শেড্ প্রকল্পের মাধ্যমে জল, জমি ও শ্রমিকের সুষ্ঠ ব্যবস্থা, ১১। টিলা ভূমির নিবিড় ব্যবহার ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন করে ডাইরক্টরেট অব হর্টিকালচার অ্যাণ্ড সয়েল কনজারেশন স্থাপন করা হচ্ছে। ১২। রাজ্যে কর্পোরেশন স্থাপনের মাধ্যমে টিলাভূমির যথাযথ ব্যাহার ও অর্থকরী ফসল উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, ত্রিপুরার মত পাহাড় সংকুল রাজ্যে সমতল ভূমির পরিমান খুবই সীমিত, এখানকার বৃহত্তর অংশের মানুষ টিলা চাষের উপর নির্ভরশীল এবং তাদের বৃহত্তর অংশই হচ্ছে জুমিয়া,। যারা এই টিলা চাষের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। অথচ তাদের মধ্যে এখন পর্যান্ত টিলা ভূমিতে চাষ করে সম্পূর্ণরূপে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছে না, মানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এইটা এখন পর্যান্ত কোন সরকার দেখাতে পারেন নি। এই জুমিয়া পূর্নবাসন বা বিভিন্ন পুনর্বাসনের যে স্কীম আছে তার পরেও এই টিলা ভূমিতে এখন পর্যান্ত কোন পরিবারকে

সাবলম্বী করে তোলা গেল না যে কারণগুলি খতিয়ে দেখা হয়েছে কি না এবং সেই কারণ-গুলি কি কি সেটা জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই বলেছি যে টিলা জমিতে চাষ করার জন্য বা সেগুলিকে চাষের কাজে লাগানোর জন্য আমরা ইতিমধ্যেই যে সব ব্যবস্থাগুলি গ্রহন করেছি, বিশেষ করে সিপটিং ক্যালটিভেশান যেটা প্রশ্ন উঠেছে সেটাকেও যাতে যথাযোগ্য ভাবে কাজে লাগানো যায় তার জন্য নূতন ভাবে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে ওয়াটারের মেনেজমেন্ট, তার পরে ফরেষ্ট করপোরেশান এবং নূতন করে চিন্তা করছি যে এখানে হর্টিকালচার ডেভেলাপমেণ্টের উপর কোন করপোরেশান করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলির সাহায্য সেখানে গ্রহন করা যায় কি না, সেগুলি দেখার দিক দিয়ে এই গুলি আমাদের বিচার বিবেচনার মধ্যে আছে। মাননীয় সদস্য যে বলেছেন যে গাছ লাগিয়ে ফসল ফলানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধার কথা সেই ব্যাপারে বা অন্যান্য দিক দিয়েও আমাদের দিক থেকে যতটুকু চেষ্টা বা পরিকল্পনা নেওয়া যায় সেটা আমরা নেব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমানে দেখা যায় উপজাতিদের মধ্যে এক অংশের মানুষ রাবার চাষে আগ্রহী হয়ে আছেন এবং বিভিন্ন হর্টিকালচারের দিকেও এগিয়ে আসছেন কিন্তু তাদেরকে ঠিক সেই ভাবে সরকার থেকে সাহায্য করা হচ্ছে না। এবং সেই কারণেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের টিলা ভূমিগুলিকে উৎপাদনের কাজে ঠিক ভাবে ব্যবহার করা যায় না। কাজেই এই অসুবিধাগুলি দূর করে এই সব টিলা ভূমি-গুলি যাতে অকেজো হয়ে পরে না থাকে এবং সঠিকভাবে যাতে তার উৎপাদন ব্যবস্থা করা হয় তার একটা ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি না ?

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ—স্যার রাবার চাষ ফরেষ্ট করপোরেশান থেকে করে থাকে এবং গত কয়েক বছর ধরে এই কর্মসূচীকে সুষ্ঠভাবে রুপায়ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাসঃ-স্যার, এই যে টিলা ভূমিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কথা একটু আগে বলেছেন তা আমাদের খোয়াইতে আমরা দেখেছি যে ভূমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে

টিলা ভূমিকে চাষের আওতায় আনা হচ্ছে, কিন্তু এই জমিতে যদি জল সেচের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে সেখানে ভাল কিছু ফসল হত, যেমন কিছু জায়গা আছে রামদয়াল কলনী ও লংথরাই প্রভৃতি বিভিন্ন এরিয়াগুলি টিলার উপর এবং সেখানে সেই সমস্ত জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে ফসল ভাল হবে। কাজেই এই ব্যাপারে সরকার থেকে কোন চিন্তা করেছেন কি না, মানে জল সেচ পরিকল্পনা নিয়ে সরকার কোন চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— আমি আগেই বলেছি টিলা জমিতে জল সেচ ব্যবস্থা করে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো যায় এবং ফসল বেশী উৎপাদন করা যায় তার জন্য আমাদের কর্মসূচী আছে। তার থেকে ইতিমধ্যেই কিছু ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে, কিন্তু ব্যাপকহারে ব্যবস্থা নিতে গেলে তার জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেই টাকার অভাবে আমরা সেটা ব্যাপক ভাবে নিতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৬৬।

শ্রী অনিল সরকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—১৬৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আই, টি, আই, ইন্দ্রনগর আগরতলায় পাঠ্যরত ছাত্র-ছাত্রীগন গত দুই মাসাধিক কাল যাবত ষ্টাইপেণ্ড পাইতেছে না,

২। যদি না পাইয়া থাকে তবে তাহার কারণ, এবং

৩। কবে নাগাদ উক্ত ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হইবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সত্য নহে, ২। প্রশ্ন উঠে না, ৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— স্যার, এই যে ষ্টাইপেণ্ডটা দেওয়া হয়েছে এইটা ইরে-গুলারিটি হওয়াতে ত্রিপুরার বাহিরের ছাত্রদের এখানে থেকে পড়াশুনা করতে অসুবিধা

হচ্ছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, যে এই ইরেগুলারিটি দূর করে ছাত্ররা যাতে ঠিক সময় মত এই ষ্টাইপেণ্ডটা পায় তার জন্য কোন নির্দ্দেশ বা পন্থা প্রসাশনকে দেবেন কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার :—স্যার, আমরা যেটা বলেছি ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া সম্পর্কে তাতে সাধারনতঃ প্রত্যেক মাসের ষ্টাইপেণ্ড পরবর্ত্তী মাসের ২০ তারিখ (একমাত্র প্রতি মার্চ মাস ব্যতীত) দেওয়া হইয়া থাকে। আর্থিক বৎসরের প্রথম মাসে সরকারী মঞ্জুরী পাইতে বিলম্ব হওয়াটাই একমাত্র প্রথম মাসের ষ্টাইপেণ্ড দিতে বিলম্বের কারণ। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে উপজাতি কল্যান দপ্তর হইতে তপঃ জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র ছাত্রীদের তহবিলের অনুমোদন দেওয়া হয় নাই। পরবর্ত্তী সময়ে উক্ত বিভাগের তহবিলের অনুমোদন সাপেক্ষে শিল্প বিভাগের তহবিল হইতে বিভাগীয় অধিকর্ত্তার অনুমোদন ক্রমে তপশিলী জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত ছাত্র ছাত্রীগণকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হইয়াছে। গত মাসের ষ্টাইপেণ্ডও যথা সময়ে দেওয়া হইয়াছে। এইটুকু তথ্য আমার কাছে আছে, কাজেই ২০ তারিখের মধ্যে যাতে ছাত্ররা সেটা পায় সেই নির্দ্দেশ দেওয়া আছে এবং তাতে যাতে কোন বিলম্ব না হয় নিশ্চয়ই তা দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী তরনী মোহন সিনহা।

শ্রী তরনী মোহন সিনহা :—অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭৪

শ্রী অনিল সরকার :—অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৭৪

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় সুতাকল স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কি না,

২। যদি করে থাকেন তবে এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামত কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২। গত ৪, ১, ৮৫ইং তারিখে প্ল্যানিং কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপের ত্রিপুরার স্পিনিংমিল সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা হয়। তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মতে ভারতের

বহু জায়গায় ইতিমধ্যে অনেক স্পিনিং মিল স্থাপিত হয়েছে। সরকারী সংস্থাগুলি যাহারা সুতা সরবরাহ করেন তাহারা ত্রিপুরার চাহিদা মেটাতে পারবেন। তাহাদের মতে ন্যাশনেল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন উত্তর পূর্ব-ভারতের নানা রাজ্যে (আগরতলা সহ) সুতার ব্যাংক খুলিবেন। ফলে সুতার অভাব হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। তাহারা বলেছেন যে ত্রিপুরার স্পিনিং মিলে গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থান হইতে তুলা আমদানী করে সুতা তৈরী হইলে প্রজেকটি লাভজনক হইবে না। এইটা তাদের মতামত। আমরা যে সুতা কলটা চেয়েছিলাম এইটা ২৫ হাজার টাকায় হাব এবং এইটাকে সমবায় ভিত্তিতে করা হবে প্রজেকটির মূল ধন লাগাব প্রায় ১২ কোটি টাকা, তার মধ্যে রাজ্য সরকার দেবে ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, কোপারেটিভগুলি দেব ৫৬ লক্ষ টাকা। রাজ্যের প্লেনিং কমিশনের এইটা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্লেনিং রয়েছে যেটা ন্যাশানেল ডেভেলাপমেন্ট হ্যাণ্ডলোম কর্পোরেশান, নর্থ ইষ্টার্ন জোন, তারা যে সুতা দেবে তাতে আমরা তার সঙ্গে একমত নই। আমরা ২৫ হাজার টাকার সুতা কল এখানে চাই, সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লাইসেন্স-এর জন্য আমরা আবেদন করেছি, লাইসেন্স পেলে অন্যান্যদের সহযোগিতায় যাতে টাকা সংগ্রহ এখানে করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং এইটা আমাদের দাবী। আমরা এই সুতা কল-এর দিক থেকে পিছিয়ে যেতে রাজি নই। ত্রিপুরার জাতি উপজাতিদের জন্য এই সুতা কল এখানে প্রয়োজন।

শ্রী তরনী মোহন সিনহা :—স্যার, আমাদের ত্রিপুরা ট্রাইবেল অঞ্চলে প্রচুর পরিমানে কারপাশ তুলা হয়, এবং এইটা খুব কম দামে ফরিয়াদের হাত দিয়ে বাহিরে চলে যায়, ফলে ট্রাইবেলরা তাদের ন্যার্য্য মূল্য পায় না। কাজেই এই সুতা কল স্থাপিত হলে ওরা তাদের ন্যার্য্য মূল্য পাবে এবং রাজ্যের অনেক বেকার-এর কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হবে কাজেই এই ব্যাপারে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী অনিল সরকার :—আমরা এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছি এবং তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মতামতটাও আমি এখান পড়ে শুনিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ ইং সনে ভয়ংকর বন্যায় পানিসাগর বল্‌কে মোট কত হেক্‌টার ভূমিতে বালির স্তর পড়ে জমি বিনষ্ট হয়েছিল,

২। এরমধ্যে কত হেক্‌টার ভূমির বালি অপসারনের কাজ ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত শেষ হয়েছে এবং,

৩। উক্ত বালি অপসারন বাবদ মোট কত টাকা সরকারের খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। আনুমানিক ১৪২৬৫ হেক্‌টর জমি।

২। ৪´ হইতে ১২´´ বালি পড়া ৬৫.১৩ হেক্‌টর জমি হইতে বালি সরানো হইয়াছে।

৩। মোট ১' ৭৮' ০০০'৮০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

শ্রী সুবোধ দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিগত বন্যায় পানিসাগর বল্‌ক এলাকার বিস্তির্ণ এলাকা চাষের জমিতে বালির স্তর পড়ে সেখানে এখন কৃষকরা চাষবাস করতে পারছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সমস্ত জমিতে বালিস্তর পড়েছে সে সমস্ত জমি থেকে বালি সরানোর জন্য ব্যাপক কোন উদ্যোগ সরকার নেবেন কিনা।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত বন্যায় পানিসাগর বল্‌ক এলাকায় ২১টি গাঁওসভার অন্তর্গত জমিতে বালি পড়ার ফলে ১১২টি কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে যে সমস্ত জমি থেকে বালি সরানো সম্ভব হয়নি সে সমস্ত জমি থেকে যাতে অতি সত্বর বালি অপসারন করা যায় তার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহন করছেন।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, অনেক সময় দেখা গেছে যে, জমি থেকে বালি সরানোর জন্য যে অর্থ দেওয়া হয়ে থাকে কাজ না করেও সে অর্থ নিয়ে নেবার জন্য

কিছু কিছু লোক চেষ্টা করে থাকে। এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে, ফুলবাড়ি গাঁও-সভাতে। সেখানকার ভি, এল, ডবলিউকে নাকি এই জন্য কিছু লোক আক্রমনও করেছিল। এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন তথ্য আমার নিকট নেই।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি যে, সয়েল কনজারভেটিভ থেকে এই কাজেরজন্য ৩৩ পারসেন্ট সাবসিডি দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, পুরাপুরি কাজ কমপ্লিট না করায় সেই ৩৩ পারসেন্ট সাবসিডি দেওয়া হয়না। তাই এই সাবসিডির টাকার পরিমান আরো বাড়ানো হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, বন্যার ফলে জমিতে বালি পড়লে সেটা আপসারন করবার জন্য সয়েল কনজারভেটিভ থেকে ৩০ পারসেন্ট সাবসিডি দেওয়া হয়। আর কাজ সম্পুন্ন হবার আগে সেটা দিলে অনেক সময় দেখা যায় যে, ওয়ার্ক অর্ডার দেবার পর ওয়ার্ক হয়ে গেলে এই সাবসিডি দেওয়া হয়। আর কাজ সম্পন্ন হবার আগে সেটা দিলে অনেক সময় দেখা যায় যে, টাকা দেওয়া সত্বেও কাজ আর হয় না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী জহওর সাহা।

শ্রী জহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চান নাম্বার-৯৯।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোশ্চান-৯৯।

প্রশ্ন

১। অমরপুর দৈনিক বাজার নির্মানের জন্য মোট কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে এবং উক্ত বাজারটি স্থাপনের কাজ বর্ত্তমানে কি পর্যায়ে আছে ?

২। উক্ত বাজারের জন্য কত পরিমান জমি এখন পর্যন্ত (৩।৫।৮৫) পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে এবং ঐ জমির মধ্যে জোত এবং খাস জমির পরিমান কত তার আলাদা হিসাব,

৩। উক্ত বাজারে শেড নির্মানের কাজ এখনও শুরু না করার কারনকি ?

উত্তর

১। অমরপুর বাজারের নির্মান কাজের জন্য মোট ৩, ৪৩, ৬১০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং নির্মান কাজে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে।

২। ১.৮২৮ একর পরিমান জমি এখন পর্য্যন্ত কৃষি দপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে। উক্ত জমির মধ্যে ১,১৫৪ একর জোত জমি এবং ০.৬৭৪ একর খাস জমি।

৩। দরপত্র চূড়ান্ত হইলেই নির্মানের কাজ শুরু করা যাইতে পারে।

শ্রী জহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই অমরপুর শহরের বাজারটিতে শেড নির্মানের জন্য বহু দিন ধরেই সেখানকার জনগণ দাবী করে আসছেন। এই শেড নির্মান না করার ফলে সেখানে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ কৃষক যারা কৃষি পণ্য বিক্রি করবার জন্য বাজারে যান তাদের শেডের অভাবে বাজারে অথবা রাস্তার উপরে বসে তাদের কৃষি পণ্য বিক্রয় করেন। এতে তাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ সেখানকার জনগন এই বাজারে শেড নির্মানের জন্য দাবী করে আসছেন এই হাউসেও অনেকবার সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কিন্তু সেটা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে, এই বাজারে শেড নির্মানের জন্য নাকি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু এই দরপত্র আহ্বান করার পরও সে কাজ হবে কি না সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং এই বাজারে যাতে অবিলম্বে শেড নির্মান করে দেওয়া যায় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন তারিখ থেকে কাজ শুরু হবে তা জানাবেন কি?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের টাকা পয়সার অভাবে এবং আইনগত কিছু বাঁধা থাকায় এই বাজারে শেড নির্মান করার কাজ একটু দেরী হয়ে গেছে। তবে টেণ্ডার কল যখন করা হয়েছে তখন আমরা আশা করছি যে, বর্তমান আর্থিক বছরেই আমরা এটা করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন উত্তরের সময় শেষ।

যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির

লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES "A" & 'B"

স্মৃতি তর্পন

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হচ্ছে :—

ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সৈনিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবীন নায়ক সি, পি, আই (এম) নেতা পুচালা পল্লি সুন্দরাইয়ার স্মৃতি তর্পণ।

ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর দুঃখের সাথে ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সৈনিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবীণ নামক সি, পি, আই, (এম) নেতা পুচালা পল্লি সুন্দরাইয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ১৯শে মে ভোর ৬টা ৪৫ মিনিটে মাদ্রাজে এ্যাপোলো হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বৎসর।

১৯২৩ সালের ১লা মে নেল্লোর জেলার অ'লাগিরি পাড়ুগ্রামে তাঁর জন্ম। সুন্দরাইয়া ছিলেন একজন উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। মাদ্রাজের তিরাভেলুরে তিনি প্রাথমিক স্কুলে পড়াশুনা করেন। এরপর এলুরো মিশন স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে রাজমুন্দ্রি এবং পরে মাদ্রাজ হিন্দু হাইস্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে মাদ্রাজের লয়তলা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য ইন্টারমিডিয়েট ক্লাস থেকে পড়াশুনা ছেড়ে দেন।

তাঁর মাতৃভাষা তেলেগু ছাড়াও তিনি ইংরেজী, হিন্দী, মালায়ালাম এবং মারাঠী ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন।

স্কুল জীবনে সুন্দরাইয়া আত্মত্যাগ ও জনগণের সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। স্কুল-ছাত্র জীবনেই তিনি হিন্দু গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং নিজের বাড়ীতে হরিজনদের সাথে আহার করেন।

শৈশবেই তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মাদ্রাজ ছাত্র আন্দোলনের সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। চৌদ্দ বছরের কিশোর সুন্দরাইয়া তখন কংগ্রেসে। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং গ্রেপ্তার বরণ করেন।

১৯৩৪ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন।

১৯৩৫ সালে কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির মাদ্রাজ সম্মেলনে তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় আজকের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নেতাদের যাঁরা সেদিন কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতা ছিলেন।

১৯৩১ সাল থেকে তিনি সক্রিয়ভাবে কৃষক আন্দোলন শুরু করেন। এর পরবর্তী সময়ে সারা ভারত কৃষক সভার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৯৩৮ সাল থেকে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য। ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হওয়ার পর তিনি সি, পি, আই, (এম)-এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং এই পদে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য।

১৯৪২-৪৩ সালে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন দমনে নিজামের রাজাকার বাহিনী অন্যান্যদের সাহায্য নিয়ে বর্বরোচিত হত্যালীলা চালাতে থাকে। ১৯৪৬ সালে অন্ধ্রের কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়। সে সময় থেকে ১৯৫১-এর ২১ শে অক্টোবর পর্যন্ত তিনি আত্মগোপন করেন এবং কৃষক গেরিলা বাহিনীর সাথে যোদ্ধার ভূমিকা নেন, নেতৃত্ব দেন।

১৯৫২ সালে তিনি রাজ্য সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। পুনরায় অন্ধ্রপ্রদেশ বিধান সভায় নির্বাচিত হন ১৯৭৮ সালে।

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৯৬৩-এর জুলাই পর্যন্ত এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে কারাগারে তিনি বন্দী ছিলেন।

তিনি বহুবার দলের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশ সফরে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন জনদরদী অভিজ্ঞ নেতাকে হারাল।

এই সভা প্রয়াত এই নেতার স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(সভাস্থ সকলে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন)

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা—স্যার, অমরপুর বি, ডি, সি, এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে দুরব্যবহার করেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আমাদের তো এখন এটা আলোচ্য বিষয় নয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা—স্যার, আমি বি ডি ও এর দুর্ব্যবহার সম্পর্কে এখানে এই মুহূর্তে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে থাকতে পারছি না। তিনি বি, ডি, সি, এর মিটিং বর্জন করে জনগণের সংগে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এটা সম্পর্কে আমি হাউসে আলোচনার দাবি করছি।

আর একটা কথা হলো ১৯৮৫—৮৬ সনের বাজেট লিকেজ হয়ে গেছে বলে আমরা পত্রপত্রিকাতে দেখেছি। এই সম্পর্কে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবী করছি।
মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এটা বলার স্কোপ এখন নাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী)—স্যার, এই হাউসে কোন বিষয় তুলতে হলে কতগুলি নিয়ম কানুন আছে। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে, যদি তিনি বিষয়টা তুলতে চান তাহলে হাউসকে লিখিতভাবে দিন। যখন খুশি যেমন খুশি তুললে চলবে না।

(গণ্ডগোল)

(গোলমাল ও চীৎকারের মধ্যেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে বিজনেস আডভাইসারী কমিটির রিপোর্টটি উত্থাপন করার জন্য আহবান করেন)
অধ্যক্ষ মহাশয়—মাননীয় সদস্যবৃন্দ সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।
বর্তমান অধিবেশনের ২৪শে মে, শুক্রবার, ১৯৮৫ ইং তারিখ থেকে ৩রা জুন, সোমবার ১৯৮৫ ইং তারিখ পর্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময়-নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ২৪শে মে, শুক্রবার ১৯৮৫ ইং তারিখ থেকে ৩রা জুন সোমবার, ১৯৮৫ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য " বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময়-নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা এক মত'।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল—"বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টানের সহিত এই সভা একমত"।

(মোশানটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়। বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি)

অধ্যক্ষ মহাশয় : - অতএব, রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

'(বিরোধী দলের নেতা শ্রী অশোক ভট্টাচার্য এই সময়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের ডায়াসের সামনে গিয়ে হাজির হন এবং কিছু বলতে থাকেন)

শ্রী অশোক ভট্টাচার্য :—স্যার, আপনি একটা লিকেজ করা বাজেট হাউসে পাশ করতে দিতে পারেন না। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হইল— 'গত ৫ই এপ্রিল, ১৯৮৫ ইং কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত সেতরাই এলাকায় উপজাতি যুবসমিতির মদতপুষ্ট টি, এন. ভি উগ্রপন্থিদের আক্রমণে কমলপুর থানার এস, আই, পীযূস ধর চৌধুরী সহ ৯ জন আরক্ষা কর্মী ও সি, আর, পি, এফের জোয়ানদের নিহত হওয়া সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি অকর্ষণী প্রস্তাবটির উত্থাপনে সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ-টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে পরবর্তী কোন দিনে এই বিষয়ে বিবৃতি দিবেন, আমাকে জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ২৭শে মে, ১৯৮৫ইং তারিখে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে আগামী ২৭শে মে' ১৯৮৫ইং তারিখে একটি বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন।

আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়ের নিকট হইতে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হইল—'গত ১লা মে সাতডুবিয়া নিবাসী ডি, ওয়াই, এফ, কর্মি অবিনাশ সরকার কং (ই) দুর্বৃত্ত কর্তৃক খুন হওয়া সম্পর্কে'।

আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীসরকার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপন সম্মতি দিয়েছি। এখন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আজ এই সম্পর্কে বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তবে পরবর্তী কোন দিনে তিনি এই বিষয়ে তাঁর বিবৃতি দেবেন, আমাকে জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ২৭শে মে তারিখে এই বিষয়ে আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৭শে মে' ১৯৮৫ ইং তারিখে এই বিষয়ে তাঁর বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন।

আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করছি, আপনারা নিজ নিজ বসার জায়গায় বসুন, এভাবে হাউস চলতে পারে না, হাউস চলার যে নিয়ম কানুন আছে, তা সব সদস্যকেই মানতে হবে।

(এই মূহুর্তে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সদস্যগণ ও নির্দল সদস্য সর্বশ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ও জহর সাহা প্রতিবাদ স্বরূপ সভাকক্ষ ত্যাগ করেন)

মিঃ স্পীকার— একটি ঘোষণা। সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে নিম্নে বর্ণিত বিলগুলি মাননীয় রাজ্যপালের সম্মতি লাভ করেছে :—

বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
1. The Tripura Appropriation (No.2) Bill. 1985 (Tripura Bill No.5 of 1985)	25-3-1985
2. The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 3 of 1985)	25-3-1985
3. The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (Repeal) Bill, 1985 (Tripura Bill No.7 of 1985)	.. 31-3-1985

অনারেব্‌ল মেম্বার্স, আমি আর একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হল—In the last Session, the House passed a Bill 'Indian Stamps (Third Amendment) Bill, 1985 which in its Section 2 sub-clause 3 of proviso contained that "provided that nothing in this sub-section shall apply to any instruments registered before the date of commencement of the Indian Stamps (Tripura Third Amendent) Act, 1984". As the year 1984 mentioned in the proviso was a typographical erorr which has been intimated by the Revenue Department, Government of Tripura. I have also examined that mist

was due to printing error. But the 'Third Amendment" having been passed by the House, I have decided to instruct the Secretary to make necessary correction in the said proviso to insert 1985 instead of 1984

I think the House has consciousness in it.

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হল, ১৯৮৫-৮৬ সনের বাজেট পেশ।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি এই বাজেট পেশ করার অনুমতি দিতে পারেন না, কারন এই বাজেট এই হাউসে পেশ করার অনেক আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। কাজেই এই বাজেট সম্পর্কে কি হয়েছে না হয়েছে, তা হাউসের প্রিভিলেজ। এই সম্পর্কে আগে সিদ্ধান্ত হউক যে বাজেট লিকেজ হয়েছে কি হয় নি। শুধু মাত্র মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটা প্রেস রিলিজ দিয়ে দিলেন এবং আমরা যারা সদস্য আমরা তাঁর সেই প্রেস রিলিজে সেটিস্ফাইড নই। কাজেই এই বাজেট পেশ করার আগে তার সম্পর্কে একটা পুনাঙ্গ আলোচনার দাবী আমরা আপনার কাছে রাখছি। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে, যদি এই বাজেট লিকেজ হয়ে থাকে, তবে তার পুর্নাঙ্গ আলোচনা হওয়ার পর যদি এটা সিদ্ধান্ত হয়, তবে আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা প্রিভিলেজ মোশান আনছি। কাজেই, স্যার, আপনি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে এই বাজেট পেশ করার অনুমতি দিতে পারেন না, কারণ এটা হবে সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং মুখ্য মন্ত্রী যদি এই বাজেট পেশ করেন, তাহলে সেটা সম্পূর্ণ বে-আইনী বাজেট পেশ করা হবে, এটাই হচ্ছে আমার কর্তব্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় সদস্যদের বলছি যে বাজেট লিকেজের কোন প্রশ্নই উঠে না, বাজেট এখনও তৈরী হয় নি। মাননীয় সদস্যদের জানান যে বাজেট মন্ত্রী সভায় গৃহীত হয় এবং মন্ত্রী সভায় অনেক পরে এই বাজেট গৃহীত হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত আজগুবী গল্প যেটা পত্রিকা ছড়িয়েছে, আমি আশা করব যে এই হাউস এই সমস্ত গল্পের দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হবেন না।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য ঃ-- মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিষয়ে এখানে যখন একটা কনফিউশান-এর সৃষ্টি হয়েছে, এটা আমার যারা সদস্য আছি, তাদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে, আর এটাই হচ্ছে প্রিভিলেজ অব দি হাউস।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে বাজেট লিকেজ হয় নি।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য : মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা উনার এই বক্তব্যে স্যাটিসফাইড নই। কাজেই এই যে বাজেট এখানে পেশ করা হবে, সেটা লিকেজ বাজেট। এটা হাউসের প্রিভিলেজ, আপনি এটা পেশ করার জন্য অনুমতি দিতে পারেন না, কারণ এটা সম্পূর্ণ বে-আইনী। আর উনি যদি জোর করে পেশ করার চেষ্টা করেন, তাহলেও এটা সম্পূর্ণ বে-আইনী হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা তার প্রতিবাদ স্বরূপ এই সভাকক্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট পেশ করছি।

(এই মুহূর্তে বিরোধী কংগ্রেস দলের সদস্যরা প্রতিবাদ স্বরূপ সভাকক্ষ ত্যাগ করেন)

১.১ বিধানসভার এই অধিবেশন এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। যখন বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী মানুষ এবং তাদের সরকার হিটলারের ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৪০ তম বার্ষিকী উৎযাপন করছেন তখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ রেগন খোলাখুলি ভাবেই হিটলার পন্থীদের পছন্দ করছেন এবং তিনি মানবিক বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন যা আরো সাংঘাতিক ভয়ংকর ও বিধ্বংসী হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সীমান্তে যে যুদ্ধ ঘাটিগুলি তৈরী করা হয়েছে সেগুলি আমাদের সকলের জন্যই অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

২.২ জাতীয় পরিস্থিতিও কম সংকটাপন্ন নয়। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে নব নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সরকার এক নতুন আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছেন যা পুরোপুরি নতুন নয় এবং যা শুধু বড় ব্যবসায়ী এবং তাদের বহুজাতিক সহযোগিদের সাহায্য করবে। স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রস্তাবিত লক্ষ্য, ধনী ও গরীবের মধ্যে ফারাক কমিয়ে আনার ঘোষিত নীতি, দ্রব্যমূল্য হ্রাস এবং বেকারদের জন্য আরও কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি বর্জন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক রেল বাজেট এবং কেন্দ্রীয় বাজেটে এই নূতন নীতি অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে যা শুধু বড় ব্যবসায়ী এবং তাদের আন্তর্জাতিক বন্ধুদের দ্বারাই সমাদৃত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশের অভ্যন্তরের প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং সমস্ত সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি অস্থিরতা

সৃষ্টি করে দেশকে দুর্বল করার জন্য এই বিপদজ্জনক পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে। পাঞ্জাব সমস্যা, আসাম সমস্যা এবং এই অঞ্চলে যখন উগ্রপন্থী সমস্যা অমিমাংসিত রয়ে গেছে তখন গুজরাটে ঘুটে গেল আরও মারাত্মক বিপর্জয় যেখানে রাজপথে নেমে এসেছে বর্ণ সংঘর্ষ। এই জাতীয় বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে আমরা যদি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারি তা হলে ভারতের মতো দেশে যেখানে গ্রামাঞ্চলে এখনো সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলো অত্যন্ত ক্রিয়াশীল এবং সমাজে বর্ণ বৈষম্য শিকড় গেড়ে আছে সেখানে বর্ণযুদ্ধ কোন একটি বা দুটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে।

২,৩ ত্রিপুরায় এই বিচ্ছেদকামী শক্তিগুলি বহুলাংশে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে এখন সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। বাংলাদেশের আস্তানা থেকে টি. এন. ভি, উগ্রপন্থী ও তাদের সহযোগিরা যখনই কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করে তখনই তারা রাজনৈতিক সমর্থন পায়। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং পরিস্থিতি এখন আয়ত্বে এসে গেছে।

৩,১ ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি অনগ্রসর ও অবহেলিত রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাবের যে প্রায় কোন পরিবর্তন হয়নি সে সম্পর্কে আমাদের হতাশার কথা জানাতে চাই। দীনেশ সিং কমিটির সুপারিশগুলির একটিও কেন্দ্রীয় সরকার রূপায়িত করেননি যদিও সেই সুপারিশগুলির মধ্যে ছিল রেলপথ সম্প্রসারণ, কাগজ কল স্থাপন ইত্যাদি। ত্রিপুরায় প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখানে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ নেন নি।

৩,২ এই অবহেলার অনিবার্য ফল স্বরূপ রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এখনই এই অঞ্চলের সাতটি রাজ্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় নীতি সংশোধন করে প্রত্যেকটি রাজ্যের এবং সামগ্রিক ভাবে এই অঞ্চলের বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪,১ ১৯৮৪'র ১৬ই মার্চ ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট পেশ করার সময় আমি ১৯৮৩'র আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের বিধ্বংসী বন্যার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছিলেন। সেই বন্যার ধকল পুরোপুরি সামলে উঠার আগেই ১৯৮৪'র মে

মাসে এই রাজ্যে আবার বন্যা হল যা ১৯৮৩'র আগষ্টের বন্যা থেকে মোটেই কম বিধ্বংসী ছিল না। ১৯৮৪'র ২৭শে জুন থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত একটি কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল ত্রিপুরা সফর করেন এবং বন্যাত্রাণের জন্য রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত ১১'০৬ কোটি টাকার পরিবর্তে ৭'৯৯ কোটি টাকার উর্দ্ধসীমা নির্ধারণের সুপারিশ করেন। এই ৭'৯৯ কোটি টাকার মধ্যে ১৯৮৪-৮৫ সালের জন্য ছিল ৭'৩০ কোটি টাকা এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য ছিল ০'৬৯ কোটি টাকা।

৪,২ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ত্রাণ বাবদ খরচের শতকরা ১০০ ভাগ কেন্দ্রীয় সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকার অষ্টম অর্থ কমিশনের কাছে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন উক্ত কমিশন তা গ্রহণ করেন নি। বন্যাত্রাণ বাবদ খরচের নির্ধারিত উচ্চ সীমার অংক থেকে সাধারণ সাহায্যের অংক কেটে নিয়ে যা থাকবে তার শতকরা ৭৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার দেবেন। এর ফলে রাজ্যের দুর্বল অর্থনীতির উপর খুব চাপ পড়েছে এবং ভবিষ্যতেও পড়বে।

১৯৮৪'র ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্যাপীড়িত মানুষের ত্রাণ বাবদ খরচ হয়েছে ৪'৮৩ কোটি টাকা এবং ১৯৮৫'র ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭'১৭ কোটি টাকা।

৫, উগ্রপন্থীদের অধিকাংশই আত্মসমর্পণ করছে এবং ছোট সশস্ত্র উগ্রপন্থী দল মাঝে মধ্যে সীমান্তের উপার থেকে এসে খুনখারাপি ও লুটতরাজ করে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এইসব উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনায় সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা খুন সন্ত্রাস এবং টাকা আদায় ইত্যাদির মাধ্যমে উপদ্রব সৃষ্টি করছে এবং রাজ্যের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত করছে। বিপথে চালিত এই উগ্রপন্থীদের অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে সরকার তাদের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

৬, সপ্তম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য পরিকল্পনা কমিশন যে প্রস্তাবনা তৈরী করেছেন তাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উপর খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনি অবগত আছেন যে জাতীয় গ্রামীন কর্মসংস্থান প্রকল্প এবং কেন্দ্রীয় সরকার অনুদিত গ্রামীণ ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানের সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্প ছাড়াও আমরা একটি রাজ্য গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্প রূপায়ণ করছি। অনুরূপ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বনিযুক্তি প্রকল্প ছাড়া রাজ্য

সরকারও একটি স্বনিযুক্তি প্রকল্প চালু করেছেন।

৭. স্বনিযুক্তি প্রকল্প এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের অধিকাংশ প্রকল্পই ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীল। এই রাজ্যের মানুষ এখন ব্যাঙ্ক থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। ১৯৮৫'র ৩১ মার্চ তারিখে এই রাজ্যে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ১৬১টি শাখা ছিল। ঐ তারিখে যদিও দেশের প্রতি ১৭ হাজার মানুষের জন্য ১টি ব্যাঙ্কে শাখা খোলার জাতীয় লক্ষ্য ছিল কিন্তু এই রাজ্যে ঐ তারিখে প্রতি ১২,৭৫১ জনের জন্য একটি শাখা ছিল। অবশ্য ব্যাঙ্কগুলির এখনও দেশের উন্নয়নের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারছে না। তাদের ফিল্ডের কাজের ব্যবস্থা গুণগত ভাবে সন্তোষজনক নয় এবং সম্ভবতঃ এখনো তার অনেক দেশের সামাজিক প্রতিশ্রুতিগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। হয়তো বা দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচী এবং স্বনিযুক্তি কর্মসূচীগুলি রূপায়ণের মাধ্যমে ঠিকঠিক ভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যাঙ্কগুলির নিচুতলার প্রশাসন যন্ত্র আরও শক্তিশালি করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য অর্জন করতে সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এটা আরও বেশী প্রয়োজন কেননা শিল্প বলতে যা বুঝায় তা এখানে নেই এবং সেই কারণে এখানে বেসরকারী ক্ষেত্রে কর্ম সংস্থানের কোন সুযোগ নেই এবং সরকারী চাকরীতে জনশক্তি বৃদ্ধির আর বিশেষ সুযোগ নেই।

৮, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখায় এই অঞ্চলের উন্নয়নের বৈষম্য দূর করা সম্পর্কে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেই অনুযায়ী এই বৈষম্য দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ না নিলে এই রাজ্যে সপ্তম পরিকল্পনায় কোন সুফল পাওয়া যাবে না। এই দূর করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার জন্য প্রথমেই যা করতে হবে তা হচ্ছে এর অর্থনীতিকে দ্রুত উন্নত করে জাতীয় অর্থনীতির স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন। তাই রাজ্য সরকার ক্রমাগতই জরুরী ভিত্তিতে রেলপথ সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। সেই সঙ্গে সরকারী স্তরে কাগজ কল, সুতা কল, গ্যাস-ভিত্তিক শিল্প, দ্বিতীয় পাটকল ইত্যাদির মাধ্যমে শিল্পায়ণ করা প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে হলে বে-সরকারী ভাবেও শিল্প গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। এটা দুঃখের বিষয় যে রাজ্যে রেল সম্প্রসারণের কর্মসূচীটি উপযুক্ত গুরুত্ব পায় নি এবং রেল পথের কাজ খুব ধীর গতিতে চলছে। তাই আমরা এই আবেদন রাখছি যে সপ্তম পরিকল্পনার রূপরেখায় উল্লেখিত আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে রেল মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই রাজ্যে রেল সম্প্রসারণের জন্য কাজ শুরু করুন। এর ফলে ত্রিপুরার শিল্পায়ণও দ্রুত হতে থাকবে।

৯.১ ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট পেশ করার সময় আমি উল্লেখ করেছিলাম যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ত্রিপুরার প্রয়োজনগুলি নিরূপণ করার জন্য আমরা অষ্টম অর্থ কমিশনকে অনুরোধ করেছিলাম। ১৯৮৪'র ১৩ই সেপ্টেম্বর এই বিধানসভায় আমি বলেছিলাম যে ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের প্রাপ্য কর এবং শুল্কের হিসেব ছাড়া গ্রেন্ট-ইন-এড্ হিসেবে অষ্টম অর্থ কমিশনের কাছে আমরা ১১৬৫'৮১ কোটি টাকার প্রস্তাব করেছিলাম। তা থেকে অষ্টম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কর ও শুল্ক থেকে আমাদের প্রাপ্য হিসেবে ৩৫৭'৬৭ কোটি টাকা বাদ দিলেও অর্থ কমিশনের কাছে প্রদত্ত আমাদের স্মারকপত্র অনুযায়ী ঐ পাঁচ বছরের জন্য গ্রান্ট-ইন-এড্ হিসেবে আমাদের প্রাপ্য হওয়া উচিত ৮০৮'১৪ কোটি টাকা। কিন্তু অষ্টম অর্থ কমিশন ঘাটতি রাজস্ব পূরণ, ত্রাণ বাবদ খরচের প্রান্তিক অর্থ এবং প্রশাসন উন্নয়ন ইত্যাদি বাবদ মাত্র ২০৩'৫১ কোটি টাকা অনুদানের সুপারিশ করেছেন যা রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত টাকার ২৫ শতাংশ মাত্র।

৯'২ ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত রাজস্ব ঘাটতি বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয় নীট গ্রান্ট-ইন-এড্ এর ১৮৭'০৫ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের দাবীর তুলনায় খুবই কম। অষ্টম অর্থ কমিশন রাজ্য সরকার সম্ভাব্য ব্যয় যা ধরেছিলেন তা প্রায় ৫০ শতাংশ কমিয়ে এবং কর বহির্ভূত আনুমানিক রাজস্ব দ্বিগুণ ধরে নিয়ে এবং কর থেকে রাজস্ব ৩৩ শতাংশের বেশী বাড়িয়ে ধরে গ্রান্ট-ইন-এড্ এর হিসেব করেছেন বলেই এমনটি হয়েছে।

৯.৩ রাজ্যের সম্পদ সংগ্রহের বুনিয়াদ অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় অষ্টম অর্থ কমিশন কর বহির্ভূত খাতে এবং কর থেকে রাজস্ব যে হারে বৃদ্ধি হবে বলে আশা করেছেন সেই আশা পূরণ করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। রাজ্য সরকার অষ্টম অর্থ কমিশনের কাছে প্রদত্ত স্মারকপত্রে আনুমানিক খরচের যে হিসেব দিয়েছেন—ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই খরচ ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শহরাঞ্চলের বুদ্ধিজীবী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় ভোগ্য দ্রব্য মূল্যের সাধারণ সূচক সংখ্যা (ভিত্তি ১৯৬০=১০০) যা ১৯৮৩'র নভেম্বরে ছিল ৫০০ তা ১৯৮৪'র নভেম্বরে বেড়ে গিয়ে হয়েছিল ৫৪৯।

১০.১ সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার জন্য অর্থ কমিশন কি সুপারিশ করবেন তা যদিও আমরা জানতাম না তবুও ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট পেশ করার সময় ঘোষণা করেছিলাম যে একটি উপযুক্ত সূত্র উদ্ভাবন করে কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা সংশোধিত বেতন হারের সঙ্গে যুক্ত করা হবে এবং দ্বিতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশকৃত সূত্র অনুযায়ী ১৯৮৪'র ১লা মার্চ থেকে দুই কিস্তি অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হবে।

১০.২ আপনি অবগত আছেন যে সরকারী কর্মচারীদের বেতন হার সংশোধনের আদেশটি ১৯৮২ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে না দিয়ে ১৯৮২'র ৪ঠা সেপ্টেম্বর দেওয়াতে অষ্টম অর্থ কমিশন ঐ বছর ১লা জানুয়ারী থেকে সংশোধিত বেতনের আর্থিক দায় বিবেচনা করেন নি। এর ফলে অর্থ কমিশন শিল্প শ্রমিকদের সর্বভারতীয় ভোগ্য দ্রব্য মূল্য সূচক সংখ্যা (১৯৬০ = ১০০) ২০০ ধরে সেই মূল্য স্তরের ভিত্তিতে সমস্ত রাজ্যের কর্মচারীদের গড় বেতনের সমতা আনার উদ্দেশ্যে ১৯৮৪-৮৫ থেকে পাঁচ বছরের জন্য বেতন সংশোধনের খরচ বাবদ ২৭.৯৬ কোটি টাকার সুপারিশ করেছেন। সর্বভারতীয় শিল্প শ্রমিকদের ভোগ্য দ্রব্য মূল্য সূচক ২০০'র সঙ্গে যুক্ত বেতন ক্রমের মহার্ঘ ভাতা উক্ত মূল্য সূচকের ৫২০ সংখ্যা পর্যন্ত দেওয়ার জন্য অর্থ কমিশন ১৯৮৫-৮৫ থেকে পাঁচ বছরের জন্য ১১২.৭৫ কোটি টাকা সুপারিশ করেছেন। ২০০ সূচক সংখ্যার স্তর পর্যন্ত বেতন সংশোধনের জন্য এবং ঐ সংশোধিত বেতনের উপর ৫২০ সূচক সংখ্যা পর্যন্ত মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জন্য অষ্টম অর্থ কমিশন মোট ১৪০.৭১ কোটি টাকা দিয়েছেন।

১০.৩ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বেতন হার উপরোক্ত মূল্য সূচকের ২০০ সূচক সংখ্যার ভিত্তিতে রচিত। আমরা যতদূর জানি অন্যান্য রাজ্যের কর্মচারীদের বেতন হারও ঐ সূচক সংখ্যার সঙ্গেই যুক্ত। এ ক্ষেত্রে ত্রিপুরাই ব্যতিক্রম এবং ত্রিপুরার কর্মচারী-দের বেতন হার ৩৩৬ সূচক সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত। তাই রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন হার সংশোধন এবং সেই বেতন হারের উপর প্রদত্ত মহার্ঘ ভাতা এবং অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতার দায় অষ্টম অর্থ কমিশনের দেওয়া টাকার চেয়ে অনেক বেশী।

১০.৪ ১৯৮৪'র ১৩ই সেপ্টেম্বর এই বিধানসভায় অষ্টম অর্থ কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে আমার বিবৃতি দেওয়ার পর কর্মচারীদের সংশোধিত বেতন হার এবং মহার্ঘ

ভাতা বাবদ দায় বিভিন্ন দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছিল বেতন হার সংশোধন এবং তখন পর্যন্ত মঞ্জুরীকৃত মহার্ঘ ভাতা এবং অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা বাবত খরচ অষ্টম অর্থ কমিশনের প্রদত্ত টাকার চেয়ে ৫৪.২৯ কোটি টাকা বেশী। তথাপিও রাজ্য সরকার কর্মচারীদের প্রতি সব সময়েই সহানুভূতিশীল হওয়ায় ১৯৮৫ ১লা জানুয়ারী থেকে দুই কিস্তি অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা এবং ১৯৮৫'র ১লা এপ্রিল থেকে আরও দুই কিস্তি অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা মঞ্জুর করেছেন ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত, বেতন হার সংশোধন এবং এ পর্যন্ত ঘোষিত মহার্ঘ ভাতা এবং অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতার জন্য দায় অষ্টম অর্থ কমিশন যে টাকা দিয়েছেন তার চেয়ে প্রায় ৯০ কোটি টাকা বেশী হবে। আমি কর্মচারীদের এই আশ্বাস দিতে চাই যে ভবিষ্যতেও সরকার কর্মচারীদের প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল থেকে রাজ্যের সার্বিক আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে আর্থিক সুবিধা দানের প্রশ্নটি বিবেচনা করে যাবেন।

১০.৫ আমি এটাও উল্লেখ করতে চাই যে কর্মচারীদের হিতসাধনের প্রতি সরকার লক্ষ্যশীল বলে ১৯৮৫'র ১লা এপ্রিল থেকে কর্মচারীদের বাড়ী ভাড়া ভাতা ১০ টাকা করে এবং পুলিশ কর্মচারীদের পোষাক ভাতা ও ১০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ১৯৮৪'র ১লা জুলাই থেকে পুলিশ কর্মীদের রেশন ভাতা এবং ঐ বছর ১লা নভেম্বর থেকে সমস্ত নন্ গেজেটেড সরকারী কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা বাড়ানো হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে অষ্টম অর্থ কমিশন কর্মচারীদের বেতন সংশোধন এবং অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতা দানের জন্য সীমিত পরিমাণ টাকা ছাড়া কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য আর কোন টাকা দেন নি। উপরোক্ত বাড়ী ভাড়া চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি বৃদ্ধি বাবদ বছরে প্রায় ১'১৫ কোটি টাকা খরচ হবে।

১১. চাকুরীতে থাকা অবস্থায় কোন কর্মচারীর মৃত্যু হলে তার পরিবারকে বীমার টাকা দেওয়া অথবা পদত্যাগ, অবসর গ্রহণ এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে এককালীন আর্থিক সুবিধা দেওয়ার জন্য অল্প খরচে পুরোপুরি কনট্রিবিউটরী এবং স্বনির্ভর অর্থ সংস্থান ভিত্তিক গ্রুপ ইনসুরেন্স স্কীম নামে একটি প্রকল্প ১৯৮৪'র ১লা মার্চ থেকে চালু করা সম্পর্কে আমি ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট পেশ করার সময় উল্লেখ করেছিলাম। অধিকাংশ কর্মচারীই এই প্রকল্পে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু কোন কোন মহল থেকে বিরূপ প্রচারাভিযান চালানোর ফলে কিছু সংখ্যক কর্মচারী এই প্রকল্পে যোগ দেননি। এইরূপ

কর্মচারীদের এই প্রকল্পের সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকার তাদের কাছ থেকে আবেদন পত্র পাচ্ছেন। এই প্রকল্প চালু করার দিন যারা চাকুরীতে ছিলেন তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি সুবিধাজনক তারিখ থেকে তাদেরকে এই প্রকল্পে অংশ গ্রহণে আর একটি সুযোগ দানের বিষয়টি সক্রিয় ভাবে বিবেচনা করছেন। এই সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত শিগগিরই ঘোষণা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১২, আমি এখন সংক্ষেপে কয়েকটি বিভাগের কাজকর্ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখছি :—

(ক) কৃষি :

১৯৮৪-৮৫ সালে ১১০ টন বীজ বন্টন করা হয়েছিল আর ১৯৮৫-৮৬ সালে ১৩০০ টন বীজ বন্টন করবার প্রস্তাব আছে। অনুরূপভাবে ১৯৮৫-৮৬ সালে ৪০০০ টন সার (এন, পি, কে) বন্টন করার প্রস্তাব আছে। এর আগের বছর বন্টন হয়েছিল ৩৪৫০ টন।

যেখানে গতবছর ৬০০ তালিকাভুক্ত বর্গাদারকে আর্থিকসাহায্য দেওয়া হয়েছিল সেখানে এই বছর অর্থাৎ ১৯৮৫-৮৬ সালে ৩০০০ বর্গাদারকে আর্থিক সাহায্য করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তপশিলী জাতি বা উপজাতি নন এমন ১০০০ ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক পরিবারকে ফলের বাগানের মাধ্যমে পুনর্বাসন দিয়ে মুরগী এবং শূকর পালনের সাহায্য করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গত বছর শুষ্ক জমিতে চাষ করবার জন্য ১০টি পাওয়ার টিলার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল: আর এ বছর অনুরূপ চাষের ক্ষেত্রে ১০০টি পাওয়ার টিলার কেনার জন্য ২০ শতাংশ সাহায্য দানের প্রস্তাব আছে।

(খ) সমবায় :

১৯৮৩'র ৩০শে জুন তারিখে যেখানে রাজ্যে ১৪০৫টি সমবায় সমিতি ছিল সেখানে ১৯৮৪'র ৩০শে জুন তারিখে সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১৪৮৩। প্রায় ৯৫ শতাংশ উপ-জাতি পরিবার এবং ৪৫ শতাংশ অ-উপজাতি পরিবার এই সমিতিগুলির আওতায় এসেছে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশেরও বেশী লোক সমবায়ের সুবিধা পাচ্ছেন।

জাতীয় সমবায় উন্নয়ণ কর্পোরেশনের সাহায্যে গোদাম নির্মাণের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০০০ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি হিমঘর নির্মাণের কাজও প্রায় শেষ হওয়ার পথে।

ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বটন সুনিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরা পাইকারী ভোক্তা সমবায় ফেডারেশন বৃহদায়তন সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক কৃষি ঋণ দান সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে ঐ সব সামগ্রীর সুষ্ঠ বন্টনের ব্যবস্থা করছে।

(গ) শিক্ষা এবং সমাজ কল্যাণ:

(১) উচ্চ শিক্ষা :

১৯৮৫-৮৬ সালে সাম্মানিক সহ নতুন পাঠক্রম এবং বিষয় চালু করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব আছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৮৫-৮৬ সালে বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি বৃত্তি মূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর গ্রুপ হেড কোয়ার্টার এবং একটি পাঠ্য বই কর্পোরেশন স্থাপনের প্রশ্নগুলি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

(২) বিদ্যালয় শিক্ষা :

১৯৮৪-৮৫ সালে প্রধানতঃ তপশিলী জাতি এবং উপজাতি অধ্যুষিত বহু এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে, একজন শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে আরও শিক্ষক নিয়োগ করে এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়কে উন্নীত করা হয়েছে। ৪০টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টি উপজাতি উপপরিকল্পনা এলাকায় এবং ১২টি তপশিলী জাতি অধ্যুষিত এলাকায় অনুরূপভাবে ২৫টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭টি উপজাতি উপ-পরিকল্পনা এলাকায় এবং ৪টি তপশিলী জাতি অধ্যুষিত এলাকায়।

১৯৮৫-৮৬ সালে ২৪০টি প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয় এবং ৪০টি নন্ ফরম্যাল শিক্ষা কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে। ৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মধ্য বিদ্যালয়ে, ৩০টি মধ্য বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১৫টি উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রস্তাব আছে। ৫টি নৈশ বিদ্যালয় এবং ৬টি আবাসিক বিদ্যালয় খোলার একটি প্রস্তাবও সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

শারীরিক অক্ষম শিশুদেরকে শিক্ষার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫-৮৬ সালে ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্দী ছেলে মেয়েদের জন্য একটি সুসংহত শিক্ষা কর্মসূচী চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে যেসব বিদ্যালয়ে ককবরক ভাষী শিশুর সংখ্যা ৩০ শতাংশ বা তার বেশী সেইসব বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ককবরক চালু করা হয়েছে। ক্রমশঃ চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ককবরক চালু করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিনা মূল্যে বণ্টনের জন্য ককবরক পাঠ্য বই তৈরী করা হচ্ছে

সরকার প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মৈতৈ চালু করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রাথমিক স্তরে যাতে বেশী সংখ্যক শিশু ভর্তি হয় এবং বিদ্যালয়ে থেকে যায় সেজন্য ১৯৮০'র মার্চ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫'র শেষে ২'৬? লক্ষ ছাত্রকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে; এদের মধ্যে ০'৮৫ লক্ষ উপজাতি উপ-পরিকল্পনার এলাকায় এবং ০'৫৩ লক্ষ তপশিলী জাতি অধ্যুষিত এলাকায়। দুপুরের খাবার ছাড়াও ছেলেমেয়েদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে আছে তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণীর তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রীদেরকে পোষাক দেওয়া, দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রীদের উপস্থিতির জন্য বৃত্তি দান, তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাস বৃত্তি এবং বই কেনার টাকা প্রদান এবং দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর হরিজন ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ বৃত্তি দান ইত্যাদি। আশা করা যাচ্ছে যে, সপ্তম পরিকল্পনা কাল শেষ হওয়ার পূর্বেই ৬-১৪ বছর বয়সের সমস্ত ছেলে মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসবে।

(৩) সমাজ শিক্ষা :

সপ্তম পরিকল্পনায় উপজাতি অঞ্চলে ৩০০টি শিশু কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের অংগ হিসেবে ১৯৮৫-৮৬ সালে ৭৫টি ঐরূপ প্রকল্প খোলার প্রস্তাব আছে।

১৯৮৫-৮৬ সালে গরীব মহিলাদের জন্য একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলে সেখানে ঐ বছর ১৫০ জন গরীব মহিলাকে প্রশিক্ষণ দানের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

১৯৮৫ ৮৬ সালে প্রতিবন্ধীদেরকে কৃত্রিম অঙ্গ-প্রতাঙ্গ দিয়ে সাহায্য করার প্রকল্পটি চালু করা হবে।

১৯৮৫-৮৬ সালে প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীদেরকে লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি দান প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব আছে।

১৯৮৫-৮৬ সালে পতিতা নারীদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল স্থাপনের প্রাস্তাব আছে।

১৯৮৫-৮৬ সালে উপজাতি অঞ্চলের বালোয়ারী কেন্দ্রগুলিতে পুষ্টি কর্মসূচী অনুযায়ী 'বালাহার কর্মসূচী চালু করা হবে এবং সপ্তম পরিকল্পনা কালে এই প্রকল্পটি পর্যায়ক্রমে অন্যান্য অঞ্চলেও চালু করা হবে।

১৯৯০ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ঘোষিত নীতি অনুসারে সপ্তম পরিকল্পনায় ত্রিপুরায় ৯০০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে।

(ঘ) মৎস্য চাষ :

১৯৮৩-৮৪ পর্যন্ত ১৫,৩০৭ হেক্টার জলাশয় মৎস্য চাষের আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৮৪ ৮৫ সালে আরও ৮০০ হেক্টার জলাশয় মৎস্য চাষের আওতায় আনার ফলে ঐ বছর এই চাষের মোট জলাশয়ের আয়তন ১৬,১০৭ হেক্টার। ১৯৮৫-৮৬ সালের শেষ নাগাদ মোট ১৭,১০৭ হেক্টার জলাশয় মৎস্য চাষের আওতায় আসবে বলে আশা করা হচ্ছে যার মধ্যে সরকারী মালিকানাধীন থাকবে ১০,১২৫ হেক্টার (গোমতী জলাশয়ের ৪,৫০০ হেক্টার সহ) আর অবশিষ্ট ৬,৯৮২ হেক্টার থাকবে সমবায় এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন।

১৯৮৩-৮৪ সালে মাছের উৎপাদন হয়েছিল ৮,৫০০ টন, ১৯৮৪-৮৫ সালে হয়েছিল ১০,০০০ টন আর ১৯৮৫-৮৬ সালে মাছের উৎপাদন ১১,০০০ টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮৩-৮৪ সালে ৫৫০ লক্ষ মাছের চারা উৎপন্ন হয়েছিল, ১৯৮৪-৮৫ সালে ৭৬০ লক্ষ চারা উৎপন্ন হয়েছিল আর ১৯৮৫-৮৬ সালে ৯৬০ লক্ষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮৩-৮৪ সালের শেষে ১৯টি মৎস প্রজনন এবং রেণু কেন্দ্র ছিল। ১৯৮৪-৮৫ সালে আরও দু'টি মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালে আরও ১০টি মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আছে।

অমরপুর মহকুমার শর্মাতে ১০ হেকটারের একটি মাছের রেণু উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কেন্দ্রটি চালু হলে বছরে এক কোটি মাছের রেণুর যোগান দিতে সক্ষম হবে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বিলোনিয়ার মুহুরীপুরে অনুরূপ আর একটি ইউনিট খোলা হবে। ১৯৮৫-৮৬ সালে রাজ্যের তিনটি জেলায় আরও তিনটি রেণু উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব আছে।

১৯৮৪ ৮৫ সালে রাজ্যের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সমীক্ষা করার একটি প্রকল্প মঞ্জুর হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালে এই সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর ভবিষ্যতে মৎস্য জীবীদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

(ঙ) খাদ্য :

১৯৮৪-৮৫ সালে ৯৬১টি ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ রাজ্যের সর্বত্র খাদ্যশষ্য বন্টন করা হয়েছে। এই ৯৬১টি ন্যায্য মূল্যের দোকানের মধ্যে ৩২৪টি সমবায়ের দ্বারা পরিচালিত। আরও কিছু সমবায় সমিতিকে খাদ্যশস্য বন্টনের দায়িত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

(চ) বন :

১৯৮৫-৮৬ সালের শেষ নাগাদ এক লক্ষ হেক্টারেরও বেশী এলাকা বনায়নের আওতায় থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮৩-৮৪ সালের শেষ পর্যন্ত ২,২৮৪ হেক্টার ভূমি সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছিল যার ফলে ১০,০৫১টি পরিবার উপকৃত হয়েছিল।

১৯৮৪-৮৫ সালে ১,০১৬ হেক্টার এলাকা সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছিল যার ফলে আরও ৭,০০০ পরিবার উপকৃত হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালে আরও ১,২০০ হেক্টার ভূমি এই প্রকল্পের আওতায় আনার প্রস্তাব আছে. এতে আরও ৭,০০০ পরিবার উপকৃত হবে।

এপর্যান্ত ২,২২৬টি উপজাতি পরিবারকে সংরক্ষিত বনে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৫ ৮৬ সালের শেষে আরও ৪১৫টি আদিমজাতি গোষ্ঠীর উপজাতি পরিবারকে সংরক্ষিত বনে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব আছে।

১৯৮৩-৮৪ সালের শেষে ত্রিপুরা বন উন্নয়ন এবং বাগিচা কর্পোরেশনের ৪,১৯৯ হেক্টার রাবার বাগান ছিল। ১৯৮৪-৮৫ সালের শেষে বাগানের আয়তন বৃদ্ধি করে ৪,৮৩৪ হেক্টার করা হয়েছিল এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে আরও বাগান করে মোট আয়তন ৫,৬২৬ হেক্টার করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮৪ ৮৫ সালের শেষে ২৯৮ হেক্টার রাবার বাগান থেকে রাবার সংগ্রহ করা হয়েছে আর ১৯৮৫-৮৬ সালের শেষে ৩৬০ হেক্টার বাগান থেকে রাবার সংগ্রহ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে ১৫০ টন রাবার উৎপন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাবার বোর্ডের সুপারিশক্রমে একটি বেসরকারী সংস্থাকে রাজ্যে একটি ল্যাটেক্স সেন্ট্রিফিউজিং কারখানা স্থাপন করতে বলা হয়েছে।
উক্ত সংস্থার নক্সা অনুযায়ী রাজ্যের পূর্ত দপ্তর তাকমাছড়ায় এই কারখানার ভিত্তি তৈরী করবে এবং সেই সংস্থা প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরী করে সেই ভিত্তির উপর কারখানাটি গড়ে তুলবে। আশা করা হচ্ছে এই কাঠামোগুলি স্থাপনের কাজ ১৯৮৫-৮৬ সালে শুরু হবে এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে শেষ হবে।

(ছ) ফল চাষ :

একটি আলাদা ফল চাষ এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণ অধিকার স্থাপিত হয়েছে। রাজ্যে ফল চাষের সার্বিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার জন্য একটি ফল চাষ উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠনেরও প্রস্তাব আছে। ২৬,০০০ হেক্টার ভূমি ফল চাষের আওতায় আনার প্রস্তাব আছে। উপজাতি এবং ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য একটি কাজুবাদাম চাষের কর্মসূচীও হাতে

নেওয়ার প্রস্তাব আছে। ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য একটি কেন্দ্র অনুদিত নারকেল চাষ প্রকল্পও রূপায়িত হচ্ছে।

(জ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ :

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ১৩৫টি এ্যালোপ্যাথিক উপকেন্দ্র, ১১টি হোমিওপ্যাথিক উপকেন্দ্র ৪টি আয়ুর্বেদিক উপকেন্দ্র, ৩৯টি সহায়ক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৩৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩টি সমষ্টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২টি ছয় শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল আছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৫০টি উপকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব আছে।

একটি ক্যানসার হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। এতে বহির্বিভাগ, আভ্যন্তরীণ বিভাগ এবং ক্যামো-থেরাপির সুবিধা রয়েছে। তাতে কোবাল্ট যন্ত্র বসানো হয়েছে এবং সেটি চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কোবাল্ট সোর্স ও পাওয়া গেছে।

১৯৮৪-৮৫'র শেষ পর্যন্ত ৩৯৬ জন পুরুষ স্বাস্থ্য কর্মী, ৭৯ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী, ৭২ জন পুরুষ স্বাস্থ্য পরিদর্শক এবং ৪৭ জন মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে আরও ১১০ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর প্রশিক্ষণ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আরও ২০ জন মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ১৯৮৪-৮৫ সালে দক্ষিণ ত্রিপুরায় মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

জি, বি, হাসপাতালে আরও ১২০ শয্যা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ জেলার জেলা হাসপাতালগুলিতে আরও ৭৫টি করে শয্যা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। জি. বি. হাসপাতালে ছয় শয্যা বিশিষ্ট একটি নেফ্রোলজি বিভাগ খোলা হয়েছে এবং এটিকে পূর্ণাঙ্গ ডায়লোসিস্ কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

একটি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক এবং আয়ুর্বেদিক যুগ্ম হাসপাতাল নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রিজিউন্যাল

ফার্মেসী ইন্‌স্টিট্যুটের আসন সংখ্যা ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৭৫ করার একটি প্রকল্প বিবেচনাধীন আছে।

(ঝ) শিল্প :

আরও শিল্পোদ্যোগী যাতে এরাজ্যে শিল্প স্থাপনে উৎসাহ পায় সেজনা বিভিন্ন নতুন নতুন ধরনের উৎসাহবর্দ্ধক প্রকল্প তৈরী করা হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে সেগুলির বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে।

১৯৮৩-৮৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার অনুদিত স্বনির্ভর প্রকল্পের অধীনে ৬৪৪টি ইউনিটকে এবং রাজ্য সরকারের স্বনির্ভর প্রকল্পের অধীনে ৭৩টি ইউনিটকে অর্থের যোগান দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে কেন্দ্র অনুদিত প্রকল্পে ৫৪৩টি ইউনিটকে এবং রাজ্য সরকারের প্রকল্পে ১৮২টি ইউনিটকে ব্যাংক ঋণ দানের সুপারিশ করা হয়েছে।

সুসংহত শিল্প-উন্নয়নের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ জেলায় একটি করে নিউক্লিয়াস্ কমপ্লেক্স স্থাপনের প্রস্তাব আছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রস্তাবিত কমপ্লেক্সগুলির জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলি নেওয়ার প্রস্তাব আছে।

ইউরিয়া, ইউরিয়া এবং পি. ভি. সি. এবং ইউরিয়া ও মেথেনল তৈরী করার জন্য গ্যাস ভিত্তিক রাসায়নিক শিল্প গড়ে তোলার প্রশ্নটি বিবেচনাধীন আছে।

(ঞ) বিদ্যুৎ :

বড়মুড়া গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাথমিক কাজকর্মের প্রায় ৮০ শত. শেষ হয়েছে। সাব-ষ্টেশন এবং ট্রান্সমিশান লাইন তৈরীর কাজও প্রায় ৭৫ শতাংশ শেষ হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য ফ্রান্স থেকে দুটি টারবাইন আনার কথা ছিল সেগুলিও আমাদের দেশে এসে গেছে এবং ১৯৮৫'র জুন মাস নাগাদ এগুলি বড়মুড়ায় এসে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮৩-৮৪ সাল পর্যন্ত ৪,৫০০ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক লাইন ছিল আর ১৯৮৫-৮৬ সালের শেষে এর মোট দৈর্ঘ্য ৫,৫০০ কিলোমিটার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮৩-৮৪ সালের শেষে ৯২৫টি পাম্প বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হয়েছিল।

১৯৮৪-৮৫ সালে আরও ২০টি পাম্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালে আরও ৫৫টি পাম্প বিদ্যুতের সাহায্যে চালানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮৪-৮৫'র শেষে বিদ্যুৎ গ্রাহকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৭,৮০০। ১৯৮৫-৮৬ সালে তাদের সংখ্যা আরও ১০,০০০ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

১৯৮৪-৮৫ সালে ১২টি সোলার পাম্প সৌরশক্তির সাহায্যে চালু করা হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালে উপজাতি এলাকায় এরূপ আরও ২০টি পাম্প সৌরশক্তির সাহায্যে চালু করার প্রস্তাব আছে। জন্মেজয় পাড়ায় এরূপ একটি কর্মসূচী ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে যা ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যেই শেষ হবে বলে আশা করা যায়। উপজাতি কলোনীগুলিতে সৌরশক্তি এবং সৌর ও জৈব গ্যাসের শক্তি সরবরাহ প্রকল্প অনুযায়ী বিদ্যুত সরবরাহের প্রস্তাব আছে।

(ট) সড়ক, সেতু এবং পাকাবাড়ি :

১৯৮৩-৮৪ সালের শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪,৭৫৯ কিলোমিটার সড়ক ছিল। ১৯৮৪-৮৫ সালে আরও ১০০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করা হয়। ১৯৮৫-৮৬ সালে আরও ১৮০ কিলোমিটার সড়ক তৈরী করার প্রস্তাব আছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে ২৫০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালে আরও ২৪০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সরকারী কর্মচারীদের বাসগৃহের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য আরও কোয়ার্টার তৈরীর উদ্দেশ্যে ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটে ১'২০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

শহরাঞ্চলে বাসগৃহের তীব্র সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বাসগৃহ/ফ্লেট তৈরী করে জনসাধারণের কাছে বিক্রী করার জন্য ১৯৮৪-৮৫ সালে ত্রিপুরা আবাসন পর্ষদকে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে বাসগৃহ/ফ্লেট নির্মাণের জন্য চলতি আর্থিক বছরেও ঐ পর্ষদকে ঋণ দানের জন্য বর্তমান বাজেটে ৯০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। বাসগৃহ নির্মাণের জন্য ত্রিপুরা আবাসন পর্ষদ অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকেও ঋণ গ্রহণ করবে।

বর্তমান বাজেটে বিদ্যালয় গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও সংস্কারের জন্য ৯০ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে।

১৩। আপনি অবগত আছেন, রাজ্য সরকার যেখানে ১৯৮৪-৮৫ সালে বার্ষিক পরিকল্পনাখাতে চূড়ান্ত পর্যায়ে ৭০ কোটি টাকা চেয়েছিলেন সেখানে সম্ভাব্য মঞ্জুরী ধরা হচ্ছে মাত্র ৬৮ কোটি টাকা। ১৯৮৫'র ২৯শে এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশনের সভায় উক্ত কমিশন ১৯৮৫-৮৬ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ৮৬ কোটি টাকা এবং সপ্তম পরিকল্পনার জন্য ৪৪০ কোটি টাকা মঞ্জুরীর কথা জানিয়েছেন। ১৯৮৫-৮৬ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ৮৬ কোটি টাকা মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সপ্তম পরিকল্পনার প্রস্তাবিত ৪৪০ কোটি টাকা আপাততঃ কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য মেনে নেওয়া হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে বিভাগীয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ, সমষ্টি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, কৃষি এবং আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৪। ১৯৮৪-৮৫ সালে যেখানে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের প্রকল্পগুলির জন্য সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৫'৪৭ কোটি টাকা সেখানে ১৯৮৫-৮৬ সালে ঐসব প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৭'১০ কোটি টাকা।

১৫। ১৯৮৪-৮৫ সালে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ২০'১৪ কোটি টাকা সেখানে ১৯৮৫-৮৬ সালে ঐসব প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২৩'৯৪ কোটি টাকা।

১৬। ১৯৮৩-৮৪ সালের বাজেট পেশ করার সময় আমি বলেছিলাম ১৯৮৪-৮৫ সালের শেষে পুঞ্জীভূত ঘাটতির পরিমান দাঁড়াবে ১১'৩৭ কোটি টাকা। সংশোধিত বরাদ্দ অনুসারে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরের শেষে ৫'৫০ কোটি টাকা নগদ উদ্বৃত্ত হবে বলে মনে হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৮৪-৮৫ সালের মূল বাজেটে পরিকল্পনাখাতে কেন্দ্রীয় সাহায্য থেকে ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও কেন্দ্র থেকে পাওয়া গিয়েছিল ৮২'৪৭ কোটি টাকা; অর্থাৎ ১২'৪৭ কোটি টাকা বেশী। দ্বিতীয়তঃ ১৯৮৪-৮৫ সালের মূল বাজেটে জেনারেল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে যে পরিমাণ টাকা তোলা হবে বলে ধরা হয়েছিল, সংশোধিত হিসাব অনুসারে উইড্রয়েলের পরিমাণ তা থেকে কম ছিল।

১৯৮৫-৮৬ সালে ঘাটতির পরিমাণ ৯'০২ কোটি টাকা। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরটি আনুমানিক ৫'৫০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত নিয়ে শুরু হচ্ছে বলে বরাদ্দ শেষে ঘটতির পরিমাণ ৩'৫২ কোটি হবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

১৭। আপনি অবগত আছেন ১৯৮৪'র ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা তাদের অতিরিক্ত মহার্ঘ ভাতার টাকা সেচ্ছায় প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের আলাদা অ্যাকাউন্টে জমা রেখে ছিলেন। এই টাকা ১৯৮৪-৮৫'র ১লা এপ্রিল থেকে তাদের নিয়মিত সাধারণ অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট পেশ করার সময় রাজ্যের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কর্মচারীদের কাছে আবেদন করেছিলাম তারা যেন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে এই টাকাটা না তোলেন। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমি যা বলেছি তা থেকে এটা পরিস্কার বুঝতে পারা যায় সরকারী কর্মচারীরা আমার আবেদনে স্বতস্ফূর্ত ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন এবং তারা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড থেকে যে পরিমান টাকা তুলেছেন তা আনুমানিক অংকের চেয়ে অনেক কম। এর জন্য এবং রাজ্যের উন্নয়নের জন্য তারা যে বামফ্রণ্ট সরকারের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী রূপায়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আমি কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খেটে খাওয়া মানুষ এবং অন্যান্য যাঁরা অনুরূপভাবে এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকেও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি 'নোটিশ অফিস" থেকে ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দের সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য এবং যে সকল সদস্য মহোদয়গণ ব্যয় বরাদ্দের (ডিমাণ্ডস্ ফর গ্রা টস্ ফর দি ইয়ার (১৯৮৫ ৮৬) উপর ছাটাই প্রস্তাবের (কাট মোশান) নোটিশ দিতে চান, তাঁরা আগামী সোমবার, ২৭শে মে ১৯৮৫ইং বেলা ১২ ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন। হাউস বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

বিরতির পর বেলা ২ ঘটিকা

প্রাইভেট মেম্বারস' রিজলিউশান

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "প্রাইভেট মেম্বারস' রিজলিউশান" আজকের কার্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীতরনী মোহন সিনহা, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয়।

এখন প্রথমে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উৎথাপন করতে।

শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশানটি হচ্ছে, যেহেতু ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জনগণের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নিম্নে উল্লেখিত দাবি সনদের উপর জনগণ সোচ্চার হচ্ছেন এবং যেহেতু ত্রিপুরার হাজার হাজার শিক্ষিত ও গ্রামীণ বেকারদের স্বার্থে এই সকল দাবী পুরণ করা আশু প্রয়োজন তাই ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছেন যে তারা যেন এই দাবী সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

দাবী সমূহ

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে আগরতলা পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারন করতে হবে।

অবিলম্বে ত্রিপুরায় গ্যাস ভিত্তিক কাগজকল ও অন্যান্য ছোট ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপন করতে হবে।

ত্রিপুরায় এইচ, এম, টির একটি ঘড়ি কারখানা স্থাপন করতে হবে।

স্ব-নির্ভর কর্ম প্রকল্পকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে, এই প্রকল্প রূপায়নে ব্যাংক সমূহকে আরও উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে। প্রকল্পটিকে সার্থকরূপ দিতে আমলা তান্ত্রিকতার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

গ্রামীণ বেকারদের বৎসরে অন্ততঃ ১৩০ দিনের কাজের গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে এস, আর, ই, পি. এন. আর, ই, পি এবং আর, এল, ই, জি, পিতে কেন্দ্রকে অধিক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

ত্রিপুরার জন্য প্রতি মাসে নিয়মিত ১০,০০০ মেট্রিক টন চাউল বরাদ্দ ও সরবরাহ করতে হবে। অন্ততঃ ১৫ হাজার মেট্রিক টন চাউলের অতিরিক্ত মজুতের ব্যবস্থা চাই। খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য ১০০ ভাগ কেন্দ্রীয় ভর্তুকী দিতে হবে।

১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সস্তায় ও নিয়মিত ন্যাযামূল্যের দোকানের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা চাই।

গ্রামাঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ৭ম-পরিকল্পনায় ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ চাই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ :—এখন মাননীয় সদস্য শ্রী তরনী মোহন সিন্‌হা মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটির উপর মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া একটি সংশোধনী প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছেন। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া, মহোদয়কে উত্থাপিত রিজলিউশানটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হল গ্রামীণ বেকারদের বৎসরে অন্ততঃ ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, এবং এল, ই, জি, পিতে কেন্দ্রকে অধিক বরাদ্দ করতে হবে এবং এই সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও দলবাজীর তদন্ত করতে হবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :—এখন মাননীয় সদস্য শ্রী তরনী মোহন সিন্‌হা উনার রিজলিউশানটির উপর বক্তব্য রাখবেন।

শ্রী তরনী মোহন সিন্‌হা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার মূল প্রস্তাবটির উপর আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। কারন এই প্রস্তাবের সংগে এর কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করিনা। এখন আমি আমার মূল প্রস্তাবটির উপর আলোচনা করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রেল সম্প্রসারনের যে দাবী আজকে এটা কোন নতুন কথা নয়, বহুদিনের পুরানো দাবী, ২২ লক্ষ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী যে গতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল সম্প্রসারন হচ্ছে। আমরা শুনেছিলাম ১৯৮৪ এর জানুয়ারী মাসে কুমারঘাট পর্যান্ত রেল পৌছে যাবে, তারপর শুনলাম ১৯৮৫এ তারপর শুনলাম ৮৬তে পৌছাবে। জানিনা কবে পৌছাবে। শুনেছি, ৮৫তে আগষ্ট মাসে পেচারথল পর্যান্ত পৌছাবে কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই আজকের বিধানসভাতে এই দাবী করছি অনতিবিলম্বে যাতে রেল সম্প্রসারন হয়। অন্ততঃপক্ষে আগরতলা পর্যান্ত, তাতে ত্রিপুরার ২২লক্ষ সাধারন মানুষ উপকৃত হবে। কারন কাঁচামালের দাম যেভাবে বাড়ছে, কারন গাড়ীর পেট্রলের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লাক এর উপর একটা চাপের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই ত্রিপুরার ২২লক্ষ মানুষের হয়ে আমার

এই দাবী সবাই সমর্থন করবেন বলে আশা করি। তারপর এইচ, এমটি, ঘড়ির কারখানা খোলার কথা শুনেছিলাম কুমারঘাটে একটি কারখানা খোলা হবে। কিন্তু হয়নি। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী এইচ. এম. টি. ঘড়ির কারখানা খোলার জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। তারপর স্বনির্ভর প্রকল্প গ্রামের মধ্যে যারা একটু গরীব তাদেরকে কিছু কিছু কাজ দেওয়া হবে। আমরা যে টাকা চেয়েছি স্বনির্ভর প্রকল্পের জন্য তারা যা দিয়েছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়ে আমাদের সংগে বৈমাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে আমাদেরকে টাকা দিচ্ছেন। ত্রিপুরা সরকার যেহেতু এই দাবী করছে সেইজন্য তাদের এই মনোভাব। আমরা চেয়েছি ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি দিতে হবে। ৩৬৫দিনে এক বৎসর। এর মধ্যে ১০০দিনের কাজ এটা অতি সামান্য।

শ্রী তরনী মোহন সিনহা :— ৩৬৫ দিনে যেখানে বছর হয় সেখানে গ্রামীন বেকারদের জন্য ১০০ দিনের যে কাজের গ্যারান্টি সে তো অতি সামান্য কাজ মাত্র। তারপর এই সামান্য কাজে দিন মজুররা যে সামান্য টাকা পায় তাতে তারা চাউল কিনতে পারে না। কাজেই এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি এবং আর এল, ই জি, পির কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করুন। তারপর আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের গো-ডাউনে চাউল নাই, খবর নিলে বলে রেল লাইনের অভাবে চাউল পাচ্ছে না। এদিকে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে ত্রিপুরাব সরকার চালের অভাবে যদি টাকা দেয় তাহলে গরীব জনগন ক্ষতিগ্রস্থ হবে সবচেযে বেশী। কারণ যেই ঠিক করা হবে যে টাকা দেওয়া হবে অমনি বাজারে চালের দাম বেড়ে দরিদ্র দিন মজুরদের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যাবে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য প্রতিমাসে ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউলের দরকার। ত্রিপুরা রাজ্যে যখন দশ লক্ষ মানুষ ছিল তখনও যেমন এই ত্রিপুরার জন্য ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউল দিতে চাইত না, আজও ঠিক তেমনি ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের জন্য সেই দশ হাজার মেট্রিক টন চাউল দিতে ওরা চায়না। রাজ্যের এই ২২ লক্ষ মানুষের জন্য কেন্দ্রের চাউলের বরাদ্দ হল ৭কি ৮ হাজার মেট্রিক টন চাউল, যার জন্য ত্রিপুরার জনগনকে অনাহারে কষ্ট পেতে হয়। তাই আমি দাবী করছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে তারা যেন এই রাজ্যের জন্য ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউল বরাদ্দ করেন। আর রাজ্যের খরা ও বন্যা পরিস্থিতির জন্য ১৫ হাজার মেট্রিক টন চাউল মজুত রাখার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবী করছি। তারপর নিত্য প্রয়োজনীয়

জিনিষপত্র ন্যাযামূল্যের দোকানে সরবরাহের জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কার্য্য-করী ব্যবস্থা চাইছি, ত্রিপুরার সাধারন মানুষের যে সাধারন চাহিদা মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের, তাকে পূরন করার জন্যই আমাদের এই দাবী। কারণ আমরা দেখেছি রেশন সপগুলিতে কেরোসিন চেয়ে তা পওয়া যায় না, কারণ কেরোসিন ঠিকভাবে আসছে না। সাধারন মানুষ আজকে একদিকে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি আর অন্যদিকে জিনিষের সংকটের মধ্যে পড়ে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে বাস করছে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যাচ্ছে। কাজেই এই জিনিষগুলির যদি একটা ন্যায্য মূল্য বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে সেটা তারা কিনতে পারবে, মানে খেটে খাওয়া মানুষ বুঝতে পারবে যে এই টাকায় আমি এই জিনিষটা কিনতে পারব। আর এরই প্রয়োজনে ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষকে ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে বিক্রি করার ব্যবস্থাটি চাইছি। আর বন্যাতো ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় সব সময়ই লেগে থাকে, কাজেই এইটাকে নিয়ন্ত্রনের জন্য এবং জন স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ঔষধ দেওয়ার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করছি। শিক্ষার প্রয়োজনে যে শিক্ষক, বিদ্যালয়ের আসবাব-পত্র ও গৃহ নির্মানের জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ করার দাবী রাখছি। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের সার্বিক স্বার্থে এই সকল দাবী আমি এনেছি এবং এই সভা এই দাবী-সমূহকে সমর্থন জানাবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য তরনী মোহন সিনহা যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি তার উপর একটা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি এবং আমার সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজ এমন সময় মাননীয় বিধায়ক এই প্রস্তাবটি এনেছেন এই সভায় যখন নাকি এই সভার বাহিরে দলীয় প্রশাসন সমগ্র রাজ্যের জনগনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করছে। তিনি বলেছেন যে বিভিন্ন কাজের জন্য টাকা চাইছি আর এদিকে রাজ্যের সর্বত্র টাকা নিয়ে ছিনি-মিনি চলছে, যে টাকা কেন্দ্র থেকে আসছে সেই টাকা নিয়ে। যেমন টি, আর, টি, সিতে একটা দুর্নীতি চলছে। কুঠির শিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকার লোকসান দিচ্ছে, এইটা কার টাকায় হচ্ছে? কাজেই কুঠির শিল্প তৈরী হচ্ছে বলে রাজ্যের জনগনের

স্বার্থ তারা এইভাবে নষ্ট করছে, এখানে খান্দেশ্বরী চিনির কল এখনো চালু হয় নি। কাজেই এইগুলিকে চালু করে যদি তারা অধিক অর্থ বরাদ্দ করতো তাহলে ভাল হত। আজকে যেমন এস, আর, ই পি, এন, আর, ই, পির, সম্পর্কে কথা উঠছে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই এস. আর. ই, পি বাবদ যে টাকা এসেছে সেই টাকা কিভাকে খরচ করা হয়েছে তার কোন হিসাব দেওয়া হয়নি আমরা দেখেছি যে এই এস. আর. ই. পি, বাবদ যে টাকা আসে সেটা সি পি. এম নিজেদের ক্যাডারদের সম্পদ সৃষ্টির কাজে লাগাচ্ছে। আমরা এমন একজন গ্রাম প্রধানকে জানি যার বাড়িতে এস, আর, ই, পি, বাবদ দেওয়া চালের ২৫ বস্তা এখনও স্ট্যাক করে রাখা হয়েছে এবং তিনি এই চাল থেকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন। এ রকম রকম আরো অনেক উদাহরন আছে। সুতরাং আজকে এখানে যে অর্থ দাবী করা হয়েছে সে অর্থ দিয়ে সি. পি এম তার নিজেদের কর্মীদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দাবী করেছে। জনগানের জন্য জনগনের স্বার্থে সেটা দাবী করেছি। আবার এই এস, আর. ই, পি, কাজও বিভিন্ন গাঁও সভায় সমভাবে বণ্টন করা হয়না। যে সকল গাঁওসভায় টি, ইউ, জে এস, অথবা কংগ্রেস প্রধান রয়েছেন সে সব গাঁওসভাতে একদিনের জন্য ও কাজ দেওয়া হয়না। আর সি, পি, এম, প্রধান যে সকল গাঁওসভায় রয়েছেন সেখানে সব সময় কাজ দেওয়া হচ্ছে। এবং আরো দেখা গেছে যে সি, পি; এম,-এর সমর্থকরা এক এক জন একাধিক কোপন সংগ্রহ করে টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

আমি সেদিন একজন সি; পি, এম-এর সমর্থককে যিনি আগে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক ছিলেন, । জিজ্ঞেস করলাম যে, আগে তো তুমি অনেক ভাল ছিলে এখন এ অবস্থায় আছ কেন ? উত্তরে সে বলল যে, সি, পি, এম লিডাররা না'ক তাকে বলেছেন যে, পরবর্তী সময়ে সি, পি, এম. হয়তো ক্ষমতায় থাকবে না কাজেই যে যা পারে যেন গুছিয়ে নেয়।

কাজেই এই যে অবস্থা চলেছে তাতে বিভিন্ন সমস্যা থেকে জনগনের দৃষ্টিকে ডাইভার্ট করে নেবার জন্য আজকে লেফ্‌ট্‌ ফ্রন্ট সরকার এই দাবী করছেন। তাই আমরা দেখতে পাই যে, অমরপুরের বি, ডি, সি, চেয়ারম্যানের সঙ্গে বি, ডি, ও, এবং অন্যান্য কর্ম্মচারীরা কাজকরতে চাননা। কারন অমরপুর বি, ডি, সি, তে যে কারচুপি করা হচ্ছে

সেটা বিধায়ক শ্রী জওহর সাহা সমর্থন করবেন না। দেখা যায় এই ব্লকে যে বীজ ধান ইত্যাদি আসে সে বীজ ধান সি, পি, এম, এমর্থকরা রাতা রাতি নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। আর যারা এই বীজ ধান আনতে যাচ্ছেন তাদের আগে বি, ডি, ও, জিজ্ঞেস করছেন যে তারা কোন দলের সমর্থক। টি, ইউ, জে, এস, বা কংগ্রেস এর সমর্থক হলে তাদের আর বীজধান দেওয়া হচ্ছে না। তাদের সরাসরি বলা হচ্ছে যে, তারা যদি টি, ইউ, জে, এস, বা কংগ্রেসের সমর্থক হয় তাহলে তাদের আর ব্লকে আসার দরকার নেই। আর এই বি, ডি, ও, এখন বি, ডি, সি,র বৈঠক বয়কট করছেন কেননা উহার চেয়ারম্যান শ্রী জহর সাহা তো আর সি, পি, এম, নন। তাই বি, ডি, ও, বলছেন যে, তিনি এই চেয়ারম্যানের সঙ্গে কাজ করবেন না। কাজেই এই অমরপুর বি, ডি, সি, এলাকায় এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, র কাজ বন্ধ হয়েছে। অথচ এই কাজের জন্য আগরতলা থেকে অমরপুর ব্লকের জন্য যে চাল সরবরাহ করা হয় সে চাল কোথায় যায়। সুতরাং আগে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে। এবং জুমিয়াদের স্বার্থ নিয়ে সারা ত্রিপুরায় যে খেলা চলছে সেটা আগে বন্ধ করা হবে এই গ্যারান্টি যদি বামফ্রন্ট সরকার দিতে পারে তবে সারা ত্রিপুরার সাধারন মানুষ তাদের সমর্থন জানাবেন। নতুবা ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে কোন মতেই সমর্থন করবেন না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী তরনী মোহন সিন্হা যে বেসরকারী প্রস্তাব এই সভায় এনেছেন আমি সে প্রস্তাবকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি।

মাননীয় সদস্য তাঁর প্রস্তাবে উল্লেখ করেছেন যে, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির জন্য বিশেষ করে ত্রিপুরার বেকার যুবকদের কর্ম্মসংস্থানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে দাবী সেই দাবীগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে অবিলম্বে পূরণ করেন তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। সুতরাং এই প্রস্তাবকে আমি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মনে করি এই প্রস্তাবের মধ্যে যে দাবী আনা হয়েছে তার প্রথমটিতে রয়েছে ৭ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার মধ্যে আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ করতে হবে। এই দাবী ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী। এই দাবী পূরণ হলে ত্রিপুরা বেকার সাধারন মানুষের কর্ম্মসংস্থান হবে।

এই ত্রিপুরা এমন একটি রাজ্য যেখানে মোট লোকসংখ্যার শতকরা ২৯ ভাগ লোক হলেন গরীব উপজাতি অংশের লোক। আর বাকি যারা রয়েছেন তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু অত্যন্ত গরীব অংশের মানুষ। সেই হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যকে সবল করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেটা গ্রহন করেননি পর পর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কোন উন্নয়ন মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি। তাই আগামী পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় যাতে ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হিসাবে এই প্রস্তাব আনীত দাবীগুলি কেন্দ্রীয় সরকার যে বর্তমান বছরের রেল বাজেট পেশ করেছেন তাতে ত্রিপুরার সাধারন গরীব মানুষের উপর মানুষের উপর এক বিরাট করের বোঝা বসিয়ে দিয়েছেন।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে ত্রিপুরা বিদেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ দ্বারা চারদিকে বেষ্টিত। যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই বললেই চলে। সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠি যেখানে আমার দেশের সংহতিকে নষ্ট করার জন্য মারাত্মকভাবে চেষ্টা করছে, এমতাবস্থায় এই রাজ্যের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী যেটা ছিল, ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের জন্য, সেটা সাব্রুম পর্যন্ত হওয়া তো দূরের কথা অন্ততঃ আগরতলা পর্যন্ত করার জনাও ৭ম যোজনার বরাদ্দের মধ্যে ধরা হয় নাই। কুমারঘাট পর্যন্ত ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে যে মাত্র ৩ কোটি টাকা (তিন কোটি টাকা) রেলপথের জন্য ধরা হয়েছে। এতে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কুমারঘাট পর্যন্ত রেলপথ আসবে কিনা সন্দেহ আছে। সুতরাং কৃষক সহ সমগ্র বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এবং ত্রিপুরা বিধানসভায় বার বার দাবী জানানো সত্বেও কিছুই হচ্ছে না। মাত্র কয়েকদিন আগে ত্রিপুরার কয়েকটা বাম পন্থীযুক্ত সংগঠনের ডাকে ত্রিপুরাকে এই সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বৎসরের পরেও আইন অমান্য আন্দোলন করতে হলো এই দাবীতে যে ত্রিপুরায় ৭ম পরিকল্পনায় আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

এখানে কোন ছোট বা মাঝারী আকারের শিল্প গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়নি। একটা কাগজ কল স্থাপনের কথা ছিল কংগ্রেস আমলে, সুখময় সেনগুপ্ত মহাশয়ের

মুখ্যমন্ত্রীদের আমলে। আজকেও এটা হলো না। এখানে রেল নাই, বিদ্যুৎ নেই বলে বার বার এই কাগজ কলের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে স্থাপন করা হয়নি যেটা ত্রিপুরার বেকারদের কর্মসংস্থান করতে পারতো। সেটা আজকে ৭ম পরিকল্পনাতেও স্থান পায় নি।

কিন্তু আজকে মাননীয় সদস্য তরনীমোহন সিনহা যে দাবীগুলি এনেছেন সেগুলি সম্পর্কে বলতে হচ্ছে যে এই দাবীগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী শুধু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে নয় সারা ভারত বর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এর পাশাপাশি রয়েছে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত। এই সরকার তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সেই কাজ যাতে চালিয়ে যেতে না পারেন তার জন্য চেষ্টা করছেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং এই নুন্যতম দাবীগুলি মেনে নিচ্ছেন না। তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা উচিৎ। যে প্রস্তাবগুলি মাননীয় সদস্য এনেছেন সেই প্রস্তাবগুলি ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিন। এই আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাবের পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা: মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী মোহন সিনহা যে প্রস্তাব এনেছেন তার মূল প্রস্তাবকে বিরোধিতা করে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব রেখেছেন তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে লম্বা চওরা দাবী রেখে একটা রিজলিউশন এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। প্রথমেই মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছেন যে মাঝারী শিল্প কারখানা। কিন্তু আমরা দেখছি বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সর্বদাই চীৎকার করছেন যে কারখানা চাই, কাগজ কল, রেল লাইন ইত্যাদি চাই। কিন্তু বর্তমানে যে সমস্ত কারখানা ত্রিপুরা রাজ্যে আছে সেগুলি দিনে দিনে অচল হয়ে যাচ্ছে। সেই সবকথা তিনি একটি বারও উল্লেখ করলেন না। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই পশ্চিমবঙ্গে, যেখানে বামফ্রন্টের শাসন সেখানেও একশ' ভাগে ষাট ভাগ কারখানা বন্ধ। তিনি এখানে বলেছেন কারখানা না হলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। আজকে কারখানা হলেই বেকার সমস্যার সমাধান হবে, এটা আমার বিশ্বাস হয় না। এই কারখানার শ্রমিকেরা যদি বামফ্রন্টকে সমর্থন না করে তাহলে দুদিন পরেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। এটাই দেখছি। নিজের নিজের দলের মিছিল মিটিং করতে হবে। তাহলে কারখানা চলবে। না হলে বন্ধ

করে দেওয়া হবে। কাজেই এই দাবীর যৌক্তিকতা বুঝতে পারি না।

এখানে এইচ. এম. টি. ঘড়ির কারখানা করার জন্য দাবী করেছেন। সেটা যাবে হিজ মাস্টারস ভেন্ট হয়ে যাবে। এই কারণে এটা বামফ্রন্টের লেজে পরিণত হবে। আমি চিন্তা করেছিলাম যে তাঁরা মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার প্রস্তাবটি সমর্থন করবেন।

গ্রামীন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে নীতি আছে, সেটা এখানে মেনে চলা হচ্ছে না। কারণ, সেখানে দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। এন, আর, ই, পি, এস আর ই, পির কাজ-কর্ম করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে যা কিছু দিচ্ছে, তারমধ্যে সব কিছুতেই দুর্নীতি চলছে। যেমন সেখানে কোন রকম কাজকর্ম না করিয়ে, এই বামফ্রন্ট সরকারের মিটিং মিছিলে যোগদান করার জন্য টাকা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে বলা হচ্ছে তোমাদের কোন কাজ করতে হবে না. বিকাল বেলায় পার্টি অফিসে গেলে তোমাদের প্রয়োজনীয় কুপন দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ সারাদিনের জন্য যে টাকা দেওয়ার কথা, তা না করে এক ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টার কাজ করিয়ে তাদেরকে সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে। আর ওতেই বলা হচ্ছে, হুঁ অনেক পরিশ্রম করে ফেলেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলে-ছেন যে ত্রিপুরাতে এন. আর. ই. পি আর এস, আর. ই, পিতে এত বেশী রাস্তা করা-হয়েছে, যে সেগুলিতে এখন হাঁটার লোক নাই। স্যার, উনি ঠিকই বলেছেন, কারণ লোকে হাঁটার জন্য সেই সব রাস্তা এখন খুঁজে পাচ্ছে না। কাজেই তারা হাটবেন কি করে? জনসাধারণ তাদের নিজেদের তৈরী রাস্তা দিয়ে হাঁটছে. বামফ্রন্টের তৈরী রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন না। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে রাস্তা তৈরীর নামে কাগজে-পত্রে যথেষ্ট টাকা খরচ হয়েছে বটে, কিন্তু রাস্তা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরে দাবী করেছেন যে গ্রামীন বেকারদের জন্য বৎসরে অন্তত ১০০ দিনের কাজের গ্যারানটি সৃষ্টি করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। এখন বছরে যদি ১০০ দিন হয়, তাহলে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে যে মাসে তারা মাত্র ৯ দিনের কাজ পাবেন, আর বাকী ২১ দিন তাদের আবার বেকার হতে হবে। তাহলে এই ২১ দিন তারা কি করবে? তারা কিনা খেয়ে মরতে হবে? আমরা দেখছি এবং সরকারও এটা স্বীকার করছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৮২ জন লোক দারিদ্রসীমারনীচে রয়েছে। কাজেই এই অবস্থায় মাসে ৯ দিন মাত্র বেকারেরা কাজ পাবে, আর বাকী ২১ দিন তাদের কি হবে, সেই সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে না, এখানে এটা খুবই তাজ্জবের ব্যাপার। এখানে বামফ্রন্ট বলছেন, যে তাদের নাকি লেবার কার্ড দেওয়া হবে এবং বেকা-

রেরা মাসে ৯ দিনের জন্য সেই লেবার কার্ডের উপর নির্ভর করবে, খুব ভাল কথা, কিন্তু বাকী দিনগুলি কি তারা হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকবে? এত হতে পারে না। কাজেই এই যে প্রস্তাবটা এসেছে, এর সংগে বাস্তবের কোন সামঞ্জস্য নাই। তারপর দাবী রেখেছেন ত্রিপুরার জন্য ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউলের বরাদ্দ করতে হবে প্রতি মাসের জন্য। আমরা এই বিধান সভায় ওদের দাবী জানাতে দেখছি. সেখানে তারা একবার বলেছেন ১৩ হাজার মেট্রিক টন, আর একবার বলেছেন ১২ হাজার মেট্রিক টন, আর এখন সেখান থেকে নেমে এসে দাবী রাখছেন ১০ মেট্রিক টনের। কাজেই ওদের কোন দাবীটা সঠিক, এর থেকে আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন তো ৭৫০০ মেট্রিক টন দেওয়া হচ্ছে, এটাও তো ধর্মনগর থেকে আগরতলায় আনতে পারছেন না। এটাও কি কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা পর্যান্ত এনে দেবে? সেই ধর্মনগর থেকে কি আগরতলা, কি বিলোনিয়া বা অন্য কোথাও যেখানে রেশন সপ আছে, সেখানে ঠিক মত পেঁছাতে পারছেন না, অধিকাংশ রেশন সপে মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত কোন রকম চাউলই থাকে না। এর জন্য কি রেল লাইনের দরকার? আগে যখন ত্রিপুরা রাজ্যে এত রাস্তা ঘাট ছিল না, তখন তো হেড লোডে এই সমস্ত রেশন সপের মালামাল পেঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এখন দেখছি রাস্তাঘাট আছে. গাড়ী ঘোড়া সবই আছে, অথচ ঠিক মত রেশন সপের মালামাল পেঁছাচ্ছে না। ফলে জনসাধারণ নানা রকম দুর্ভোগে পড়ছে। কেন? না, এর পিছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে, আর সেটা হচ্ছে দলবাজী। আবার চীৎকার করে দাবী করছেন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহের জন্য কেন্দ্রকে ১০০ ভাগ ভূর্তুকী দিতে হবে কিন্তু সরকারের যে ন্যায্য-মূল্যের দোকান, সেগুলির অবস্থা কি? সেগুলির কয়টা ঠিক মত চলছে, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। ন্যায্য মূল্যের দোকান, এটা বিজ্ঞাপনই সার. সেই দোকানে কিছুই পাওয়া যাবে না, সে বিজ্ঞাপনে হয়তো দেখা যাবে, চাউল নাই, চিনি নাই, । আবার পিছনের দিকে যে বিজ্ঞাপন আছে, তাতে হয়তো লেখা থাকবে চাউল চিনি সবই আছে, তবে সবই ব্লকে। বেশী দাম দিলে এ ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে সব কিছুই পাওয়া যাবে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার, স্যার, আর এটাই হচ্ছে এই বামফ্রন্ট সরকারের নীতি। প্রস্তাব আকারে লম্বা লম্বা দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাখা হচ্ছে সস্তায় জনগনের বাহবা পাওয়ার জন্য. এর সংঘে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। জনগনকে সরকারের এই সমস্ত দুর্নীতির সংগে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচেছ, আর সেজন্যই এখানে প্রস্তাবের উপর যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে, যে প্রথমে দুর্নীতিগুলির তদন্ত করতে হবে, তারপর এই সব দাবী গ্রহণ

করতে হবে, আমি তার সংগে এক মত। তদন্তের পর অর্থাত দূর্নীতি নির্ধারণ করার পর বাস্তবের সংগে সঙ্গতি রেখে আমাদের প্রস্তাব গ্রহন করা উচিত, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করেছি।

শ্রীজহর সাহা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য, শ্রীতরনী মোহন সিন্‌হা যে প্রস্তাব এনেছেন এবং তার উপর মাননীয় সদস্য, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী এনেছেন, আমি সেই সংশোধিত প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। তবে মূল যে প্রস্তাব, সেটাকে সর্ত সাপেক্ষে অর্থাৎ সংশোধনী সাপেক্ষে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এখানে মূল প্রস্তাব যেটা রয়েছে, তার ভিত্তি হচ্ছে রাজনৈতিক, তার সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নাই কাজেই বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ণ করে এই প্রস্তাব যদি আনা হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ সাহায্য করবেন এবং এখনও করে চলেছেন, এই বিশ্বাস আমরা করতে পারি। কারণ আমরা লক্ষ করেছি যে রেল লাইন করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার জমির ব্যাপারে দীর্ঘদিন টালবাহানা করে এসেছেন। অথাৎ রেল লাইন বসানোর জন্য নির্দিষ্ট জমি রেল কর্ত্তপক্ষের কাছে হস্তান্তরের ব্যাপারে দীর্ঘ সময় নষ্ট করেছেন,। এসব কথা মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয় জানা আছে, তবু যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, তার মধ্যে এই বিষয়ে কোন কিছুর উল্লেখ নাই, রেল লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে অযথা যে সময় নষ্ট হয়েছে, তার জন্য রাজ্য সরকারও যে কিছুটা দায়ী, সে কথা এখানে বলা হচ্ছে না, আমি আশা করি যে মাননীয় সদস্যরা সকলেই এই ব্যাপারটা উপলব্দি করবেন। তারপর রাজ্যের মাসিক চাউলের চাহিদা সম্পর্কে যে ১০ হাজার মেট্রিক টনের কথা বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা এই হাউসেই দেখেছি যে ৩ মাস কি ৬ মাস আগে রাজ্য সরকারের চাহিদা ছিল ১২ হাজার মেট্রিক টন, আবার এই হাউসে আলোচনা হয়েছে ৯ হাজার মেট্রিক টন। কিন্তু আজকে দেখছি সেই চাহিদা কমে এসেছে ১০ হাজার মেট্রিক টন। কাজেই এই সম্পর্কে বাস্তবের সঙ্গে কোথাও মিল দেখতে পারছি না, সবই সামঞ্জস্যহীন। কেন্দ্র যেটুকু দিচ্ছে, সেটুকু তো কমসে কম রেশনসপগুলিতে আসবে, কিন্তু সেগুলি রেশন সপে না এসে বাইরে চলে যাছে, কালো বাজারীর মাধ্যমে বাইরে চলে যাচ্ছে। সেখানে এই কাজটা যারা করছে, তাদের অধিকাংশই হচ্ছে সি, পি, এম, ক্যাডার বা সদস্য, তারাই কালো বাজারী করছে। সেজন্য কোন তদন্ত নেই।

ফলে সাধারণ মানুষ রেশনে প্রয়োজনীয় চাউল না পেয়ে, খোলা বাজার থেকে সেই রেশনের চাউলই আবার সাড়ে তিন টাকা কে, জি, কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছে। স্যার, তদ্রূপ যতগুলি সমবায় আছে, যেমন ল্যাম্পসই বলুন, সেগুলির মধ্যে যে কত দুর্নীতি চলছে, তা আর বলে শেষ করা যাবে না। এই সেই দিন, মার্চ মাসের ২৩ তারিখ করবুক ল্যাম্পসের জন্য ১ হাজার ৭৮ মেট্রিক টন চাউল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু, সেই চাউল আর ল্যাম্পসের গো-ডাউনে যায় নি, পথে পথে সেগুলি যেমন খুসী তেমন বিলি করা হয়েছে, নূতন বাজারের এক জায়গাতে সেই চাউলের ৩ বস্তা পাওয়া গিয়েছে।

এই সম্পর্কে আমি লিখিত ভাবে অভিযোগ করেছি, কিন্তু এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তিনি এই জন্য সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ পান নি। আসল কথা হল, সংগে দুর্নীতিযুক্ত রয়েছে কাজেই যে অভিযোগ করুন না কেন, তার কোন তদন্ত হবে না, তদন্ত করতে গেলে সরকারের নিজ দলের ভাবমূর্তিই নষ্ট হবে। কাজেই এই সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগগুলি এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর নাই। তাই তো যে প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি যে কেন্দ্রের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছে, কারণ কেন্দ্র নাকি তাদের প্রয়োজনীয় টাকা দিচ্ছে না।

শ্রীজহর সাহা :– উনারা বলেছেন যে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছেনা, কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এ দিকে আমরা দেখছি কেন্দ্রের টাকা এই সরকারের কেডাররা আত্মসাত করছে। কিছুদিন আগেও আগেও অমরপুরে সরকারী অর্থ আত্ম-সাথের ঘটনা ঘটেছে। এস. আর. ই. পি., এন আর. ডবলিউ এবং ভূমিহীনদের টাকা পর্য্যন্ত আত্মসাত করা হচ্ছে। সেনট্রাল গভার্ণমেন্টের টাকা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেয়া টাকার বিরাট অংশ আত্মসাত করা হচ্ছে। আমি বহুবার এই হাউসে দাবী করেছি এগুলির তদন্ত করা হউক কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার তদন্তের কোন ব্যবস্থা করেনি। কালোবাজারীদের অবাধ রাজত্ব চলছে এখানে। যতটুকু টাকা আসুক সেই টাকা উন্নয়নমূলক কাজে খরচ হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের কাছে এই টাকা গিয়া পৌঁছে না। কিছু মুষ্টিমেয় তাদের পার্টির লোক টাকা আত্মসাত করছে। কিন্তু এই দুর্নিতীর তদন্ত করার কোন ব্যবস্থা এই সরকার করছে না। কাজেই আমি এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারছি না এবং ইহার যে সংশোধনী প্রস্তাব

এখানে আনা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :—মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মিঃ ডিপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য তরনীমোহন সিংহা এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে কয়েকটা বক্তব্য হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে আমি সেটার পুরো বিরোধীতা করছি। মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন এটা ভাবতে খুব কষ্ট হয়। কারণ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ৩৮ বছর পর আমাদেরকে বলতে হচ্ছে চাউল দাও, রেল দাও এবং ছোট ছোট শিল্পের জন্য দাবী করতে হচ্ছে। এটা দুঃখ-জনক। এর কারণ হচ্ছে এই ভারতবর্ষে বুর্জোয়া। জমিদার এবং মহাজনদের প্রতিনিধি যারা সেই কংগ্রেস রাজত্বের কুফল। এখানে ছয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হল এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ চলছে কিন্তু এখনও আমাদেরকে কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে শতকরা ৮২ জন দরিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। কিন্তু কেন্দ্র এই দিকে লক্ষ্য দিচ্ছে না। তাই আমাদেরকে বলতে হচ্ছে যে রেল চাই। এটা আর কিছুই নয়, এটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ। শুধু এখানে নয় উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে রাজ্যগুলি আছে সেখানে অনেক গরীব লোক বাস করেন। এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এখানে একটা এন. ই. সি পরিষদ গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কথা চিন্তা করে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণ করা প্রয়োজন। অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন সেটা করা হচ্ছে না। এটা শুধু আমার কথা নয়। ১৯৮০ সালে ত্রিপুরা রাজ্যে যে দুর্ভাগ্য জনক দাংগা হয়ে গেল সেটা পরিদর্শন করার জন্য মিঃ দীনেশ সিংহের নেতৃত্বে একটা কমিটি এখানে এসেছিল এবং আমাদের মন্ত্রীপরিষদের সংগে তাদের আলাপ-আলোচনা হয়েছিল যে কি করে এ রাজ্যের উন্নতি করা সম্ভব হবে। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে এখানে রেলের দরকার, কাগজ কল দরকার সেরিক্যালচার, হর্টিকালচার এবং বিভিন্ন শিল্প এখানে করা যেতে পারে। কাগজ কলের জন্য যথেষ্ট কাঁচামাল এখানে আছে। এবং তার দ্বারা কাগজ ২৫০ টন তৈরী হতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু হয়েছে কি না জানি না। রেল-লাইনের কথা যেটা বলা হচ্ছে সেটা বলছি, ১৯৪৪ সাল থেকে রেলের

আনদোলন চলে আসছে এবং তার নেতৃত্ব দিয়ে আসছে সি. পি. আই (এম) নেতৃবৃন্দগণ। তখন থেকে দাবী করছে যে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল-লাইন দিতে হবে। অথচ আজ পর্য্যন্ত ধর্মনগর থেকে পেচাঁরথল মাত্র ৯/১০ কি. মি. রাস্তায় রেলের চাকা ঘুরছে না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই জন্য এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করছি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—কাজেই এই সব কারণেই এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সে প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। খাদ্যের ব্যাপারে, চালের ব্যাপারে এখানে যে কথা বলা হয়েছে তা খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা। আজকে ত্রিপুরা সরকার বার বার কি বিধান সভায়, কি মন্ত্রী সভায়, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার বার প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে নিজে আলাপ আলোচনা করেছেন, খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছেন, রেল মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে পরিমান ওয়াগন দরকার তা পাওয়া যায় না। ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিমান চালের দরকার তা পাওয়া যায় না। যার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা যায় না। বিরোধী পক্ষের বা টি. ইউ. জে. এস. এর মাননীয় সদস্যরা এই ঘটনাগুলি অস্বীকার করলেন এবং এটাকে বিকৃত করার জন্য চেষ্টা করছেন। বলছেন এখানে দলবাজী হচ্ছে। কিসের দলবাজী ? বাংলাদেশে কি যায় ? রাজ্যের মানুষই তো খাচ্ছে ? সে টি. ইউ. জে. এস, করতে পারে, সে কংগ্রেসী করতে পারে, সে সি. পি. এম করতে পারে কিন্তু রাজ্যের মানুষতো খাচ্ছে। আজকে হাউসের সামনে যে বিকৃততথ্য উপস্থাপিত করেছেন এটা দুর্ভাগ্যজনক। কাজেই এই দিক থেকে আমি এই প্রস্তাব যে ভাবে উৎথাপন করা হয়েছে তাকে সমর্থন করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজকল স্থাপিত হলে ২০ হাজার শ্রমিক নিয়োগ হতে পারে। ত্রিপুরা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের মধ্যে দিন দিন বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে চাকুরীর বিকল্প ব্যবস্থা যদি না থাকে, তাহলে ত্রিপুরার কি অবস্থা হতে পারে তা কল্পনা করাও সম্ভবপর নয়। এই জন্যই দীনেশ সিং পরিস্কার ভাষায় বলেছেন, ত্রিপুরায় কাগজ কল হতে পারে, রেল লাইন হতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার তা বার বার বাঁধা দিয়ে আসছেন। বলছেন, কি কারণে সেখানে রেল লাইন যাবে ? যেহেতু সেখানে ব্যবসা-বানিজ্য কিছুই নেই, কাজেই রেল লাইন যাবে না আবার এখানে কাগজ কল, চটকল কিংবা বস্ত্র কল তৈরী হবে না যেহেতু এখানে রেল লাইন নেই। এই রকম নানা ধরনের যুক্তির অবতারনা করা হয়! কাজেই এখানে আমি

জোরের সঙ্গে এই কথা বলতে চাই যে, এই সংকীর্ণ রাজনীতির বন্ধনের মধ্যে না থেকে ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই প্রস্তাব সমর্থন করুন। এখানে চালের অভাবের কথা স্বীকার করেছেন যিনি প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন। আজকে এস. আর. ই. পি কাজে চালের পরিবর্তে নগদ টাকা দেওয়ার কথা আবার বলছি। কেন্দ্রে তো শক্তিশালী সরকার আছে? যে সরকার শতকরা ৮০ ভাগ ভোট নিয়ে দিল্লীতে এসেছে সেই সরকারের কি দায়িত্ব নয়, ওয়াগণ বৃদ্ধি করার? এখানে কি তাঁরা ১০ হাজার মেট্রিক টন চাল দিতে পারেন না? এখানে যে বেকার আছে তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার চাকুরীর ব্যবস্থা করুক এই কথা তো আমরা বলছি না। আমরা চাচ্ছি, আমাদের এখানে যেসব রিসোর্স আছে সেগুলির ব্যবহার আমাদের করতে দিন। আজকে যারা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন, তাঁদের কাছে আমি অনুরোধ করব, ত্রিপুরার রাজ্যের মানুষের ভাগ্যকে নিয়ে পরিহাস করা বন্ধ করুন, বাস্তবকে স্বীকার করুন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানেন, কারা তাদের সংগ্রামী সাথী। কারা তাদের পেছনে আছেন কাজেই আমি এই কথা বলতে চাই, আজকে এখানে এস. আর. ই. পি, এন আর. ই. পি, আর. এল. ই. জি. পি. আই. আর. ডি. পি. এর কথা বলা হয়েছে তা সঠিকই বলা হয়েছে। কি কারণে আজকে ব্যাঙ্কগুলি টাকা দিচ্ছে না সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে। কেন্দ্রের অনুদান নিয়ে যে সব কাজ কর্ম চলছে সেগুলি আরো দ্রুত হতে পারে, এবং ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে শতকরা ৮১ ভাগ দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে যাতে কাজ হতে পারে সেটা আমাদের দেখতে হবে। কাজেই বিরোধী দলের সদস্যরা যেভাবে এখানে সিমি বণ্টনের ব্যাপারে বৈষম্যের কথা বলেছেন, দলবাজীর কথা বলেছেন তা ঠিক নয়। বলেছেন, রাজ্য সরকারের কোন পঞ্চায়েতে কি কাজ করে বামফ্রন্ট সরকার সেটা ঠিক করেন। যদি তা করে থাকেন, তাহলে পঞ্চায়েত আছে, পঞ্চায়েতের মেম্বার আছেন, তারা তার বিরোধিতা করতে পারতেন। যারা বি. ডি. সি. এর কার্যকলাপ আটকানো করার চেষ্টা করছেন, সে জন্য বুঝতে হবে তাদের উদ্দেশ্য কি? যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি না হয়, যাতে জনগণের কোন উন্নতি না হয় সে জন্য বি. ডি সি এর মধ্যে নানারকম অচল অবস্থায় সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের কোন প্রস্তাব যাতে কার্য্যকরী হতে না পারে, রবার বাগান যাতে গড়ে উঠতে না পারে সে জন্য অফিসারকে খুন করা হয়, সাধারণ মানুষকে খুন করা হয়, বাজারে লুট করা হয়, সি. আর. পি. পুলিশকে খুন করা হয়। আগামী দিনের ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এহেন মনোভাব পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক ভাবে বামফ্রন্ট সরকার যাতে কার্য্য পরিচালন করতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন এই আশা রেখে সংশোধনী প্রস্তাবের

বিরোধীতা করে মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিনহার প্রস্তাবের উপর আলোচনা করার আগে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এবং এই সংশোধনী প্রস্তাবটিই আগে আলোচনা করার জন্য প্রয়োজন উপলব্ধি করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে মূল প্রস্তাবের যে কাগজ কল সম্পর্কে বলা হয়েছে তা খুবই বিদঘুটে। এতে বেকার সমস্যার সমাধান হবে না। সমগ্র গ্রাম ভিত্তিক কাগজ কল স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা করা কি সম্ভব? কিংবা রক্ষা করা? আমার বিলোনীয়ার শান্তির বাজারে একটা চিনির কল হয়েছিল, সেখানে কি কাঁচা মালের অভাব ছিল, নাকি যন্ত্রপাতির অভাব ছিল? জানি না কি কারণে একটা চিনির কল হাওয়ায় উড়ে গেল। এখানে যে রিজলিউশানটি এসেছে এটাকে আমি ম্যানিফেষ্টো বলছি। স্যার, গত একমাস ধরে আমার এলাকাতে কোন চাউল আসছে না। আমরা এই জিনিষগুলি ভালভাবে উপলব্ধি করলে বুঝতে পারব এই প্রস্তাবের আসল উদ্দেশ্যটা কি? স্যার, প্রস্তাবটিতে ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সস্তায় ও নিয়মিত ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য দাবী করা হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞেস করতে চাই এখন ৪টা জিনিষ কি ঠিক মত ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে সরবরাহ হচ্ছে? আমার বিলোনীয়া মহকুমায় একমাস ধরে চিনি আসছে না। ভোক্তগণকে বাজার থেক টেবিল সল্ট বাজার থেকে কিনে খেতে হচ্ছে। চাউল নেই গত একমাস সাত দিন ধরে। কয়েক দিন আগে মাত্র এক সপ্তাহের চাউল সেখানে গেছে। একটা গুদামে চাউল নেই। সেখানে সরকার ৪টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সাপ্লাই দিতে পারে না সেখানে ১৪টা সাপ্লাই দেবে, এর অর্থ কি? সামনে জেলা পরিষদের নির্বাচন, মানুষকে সস্তায় বাজীমাৎ করার একটা উৎকৃষ্ট পন্থা। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, যখন আপনারা বিরোধী দলে ছিলেন তখন ত্রিপুরার গরীব মানুষ ধান, চাউল বেবাকজন আপনারা আন্দোলন করেন নি? আজকে হাজার হাজার মন ধান বাংলাদেশে পার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের যে প্রভাকশান, সে প্রডাকশান বিচার করলে, তার উপরে ১০ হাজার মেট্রিক টনের প্রয়োজন আছে কিনা এটা উপলব্ধি করা দরকার।

প্রমাণ হয়, ৩৪ লক্ষ টাকা ব্ল্যাকলীন হয় তারপর আমরা মনিপুর, নাগাল্যাণ্ডে গিয়ে দেখব কারণ এত কম টাকায় ওদের বিভিন্ন খোরাকি বরাদ্দ করার পর সেখানে ইট, করার জন্য, মাটি আনবার জন্য পয়সা থাকবে না কাজেই দুর্নীতি কোথায়? ঐ সমস্ত পলিটিক্যাল ফাদারল্যাণ্ডে গিয়ে দেখে আসুন। তারপর সেই দুর্নীতি আপনারা জানেন কেলেংকারী ৪শত কোটি টাকা, আজ থেকে বাড়ীতে গিয়ে গুণতে শুরু করবেন ১ থেকে একশত কোটি এই ভাবে ৪ শত পর্যান্ত গুণতে কতক্ষণ সময় লাগে? সেই টাকাগুলি মেরে দিয়েছেন সেই টাকার রু ধরাতে ধরাতে সন্দেহ করা হয়েছে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একটা যোগ সাজস ছিল। এটা দুর্নীতি কিনা বলবেন। যাই হোক তাঁরা এই ভাবে কথাগুলি বলেছেন। একজন বলেছেন বুঝতে পারছি না, বলেছেন যে নগেন বাবু যে সংশোধনী এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি, মূল প্রস্তাবকে করি না। চাউলের দরকার নেই, কাজের দরকার নেই, আবার তিনি বলছেন, ৯ দিনের কাজ দিলে কি করে হবে আরও ১১ দিনের কাজ চাই, তিনি নাচছেন হাসিছেন না কাঁদছেন বুঝা মুস্কিল। কিছু পাখী একেবারে চাঁদের কাছাকাছি উড়ে কিন্তু চোখটা নীচের দিকে থাকে নরক কোথায়, আর কিছু পাখী একেবারে মাটির কাছাকাছি থাকে এবং সব সময় চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিরোধীদের বক্তব্য শুনে এই কথাটাই মনে পড়ে গেল। যাইহোক আমরা যা বক্তব্য এটা বলতে চাই যে, ত্রিপুরার জন্য যে কলকারখানা চাই তারজন্য প্রথম প্রয়োজন হলো শিল্পের এর মধ্যে সারা ভারতবর্ষের চটকলগুলি যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন ৪০ মেঃ টনের যে একটা চটকল হওয়ার কথা এটাতে আমরা ২৫ মেঃ টন প্রডাকশন করেছি। নর্থ ইষ্টার্নের বাজারে আমাদের সিমেন্ট বেগের চাহিদা তারচেয়ে বেশী সেই জন্য আমাদের একটা চটকল চাই। প্রথম কথা হল এই রাজ্যে জমির উপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে। সেই জমির উপর এই জনসংখ্যা যে বাড়ছে তার বিকল্প কাজের ব্যবস্থা কোথায় হবে সেই চিন্তা করার দরকার আছে। আমাদের রাজ্যে রেলের প্রয়োজন প্রথম এবং সেই রেল আমাদের রাজ্যে মাত্র ১০ কিলোমিটার আছে। আমরা ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আগরতলা পর্যান্ত রেললাইন চাই, কারণ এটা না হলে আমাদের কাঁচামাল, আমাদের প্রডাকশন যেটা সেটা বাইরের বাজারে, কলিকাতায়, পাটনায় এবং কলিকাতা সেই ধর্মনগর পর্যান্ত প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার রেললাইন, তারপর মাঝখানে ব্রগালেজ, মিটারগেজ সেই জনা এই ট্রান্সমিশন প্রবলেম। তারপর আগরতলা থেকে ২০০ কিলোমিটার ধর্মনগর সেখানে গিয়ে রেল, এই সমস্ত কারণে আমাদের এখানে কলকারখানা স্থাপন করতে গেলে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আনতে হয় তার ট্রান্সপোর্ট কষ্ট

আমাদের রাজ্য সেনক সাফিসিয়েন্ট। তারপরও কেন্দ্রীয় সরকার সারে সাত হাজার মেট্রি টন দেওয়ার পরেও ত্রিপুরার মানুষ রেশন পৌঁছে না। এর কারণটা কি? এইগুলি আলোচনা করলে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না বিষয়টা কি। স্যার এখানে শিক্ষার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার জন্য স্কুল দরকার আসবাবপত্র দরকার। কিন্তু বিদ্যালয়-গুলি কিসের উপর নির্ভর করে চলবে? স্কুলগুলিতে শিক্ষক মহাশয় আছেন কিনা? হাই স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষক আছেন কিনা? আমার বিলোনীয়াতে গত তিন বছর ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। কাজেই স্কুলগুলি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে স্কুল গুলির প্রতি কারো নজর নেই। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া প্রস্তাবটির উপর যে সংশোধনী এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী অনিল সরকার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীতরণী মোহন সিন্‌হা আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি এনেছেন—ত্রিপুরাতে রেলপথ সম্প্রসারণ করা, শিল্প স্থাপন করা, গ্রামীন বেকারদের অন্ততঃ ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, এরজন্য কেন্দ্রকে অধিক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে, ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউল সরবরাহ করা এবং ১৫ হাজার মেট্রিক টন চাউলের অতিরিক্ত মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা, ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ রেশন দোকানের মধ্যমে সরবরাহ করা এবং তার একশত ভাগ কস্ট সেন্ট্রালকে দিতে হবে, রাজ্যে খরা বন্যা নিরোধের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা ও অর্থ বরাদ্দ করা, জনস্বাস্থ্য সম্প্রসারিত করা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ করা—এগুলিকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ছে কংগ্রেসের বেনচগুলি খালি পড়ে আছে। কারন শুক্রবারটাকে তাঁরা ভীষণ ভয় পান। কারন ঐদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রস্তাব থাকে। আমরা দেখছি ৬ষ্ঠ তপশীল বা রাজ্যে রেলপথ সম্প্রসারণের দাবীর ক্ষেত্রে উনারা কি ভূমিকা নেন। আমাদের দাবীর প্রতি যদি তারা সমর্থন করেন তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাজীব গান্ধীর হাতে তাদের মার খেতে আবার সমর্থন না করলে ত্রিপুরা বাসীর হাতে মার খেতে হবে। তাই হয় উনারা পালিয়ে বেড়ান, না হয় এখানে চেয়ার টেবিল ভাঙ্গেন। আজকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা বে-সরকারী প্রস্তাব আসছে এটা টের পেয়ে উনারা আগে ভাগেই পালিয়ে গেছেন। আর উপজাতি যুব সমিতি এখানে প্রস্তাবটির উপর একটা সংশোধনী এনেছেন, মূল প্রস্তাবটিকে সমর্থন

করেন নি। আমি শয়তান দেখি নি কিন্তু শয়তানের গল্প শুনেছি যে শয়তানের পা নাকি পেছন দিকে থাকে। যারা এখানে সংশোধনী এনেছেন ওরা বলছেন যে রেল যখন ছিলনা তখন ভাল ছিল। কংগ্রেস আমলে রেশনিং সরবরাহ করা হত হেড লোডের মাধ্যমে, অর্থাৎ উনাদের ভাষায় রাস্তা ঘাটের প্রয়োজন নেই। তার আরেকটা কারন রাস্তার উপর দিয়ে টি, এন, ভি, আসে। ওরা জানেন ওদের পিঠের উপর যদি বন্দুকটা খাড়া থাকে এবং রাজাটা যদি কংগ্রেসের হয় তা হলে তাদের কোন অসুবিধা হবে না। নগেন্দ্রবাবু সংশোধনী আনলে এবং এমন ভাবে বক্তব্য রাখলেন যে যতদিন এখানে বামফ্রন্ট সরকার থাকবে ততদিন এখানে কলকারখানা করে কিছু হবে না। এমন ভাবে করে এখানে বক্তব্য রাখলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যেন এখানকার অর্থ ভাণ্ডার পাহাড়া দেবার জন্য তাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার এখানে চিনির কলের কথা বলেছেন যে এখানে একটা চিনির কল হল আবার নষ্ট হয়ে গেল। উনি নিশ্চয়ই জানেন যে চিনির কলের জন্য আঁখ লাগে। যতটন আঁখ লাগবে সেই আঁখ বিলোনীয়া বা সাব্রুম মহকুমায় উৎপন্ন হয় না। এবং এই ইক্ষুর কোন মাসের ফুল আসে।

এখানে ডিসেম্বর মাসে আঁখের ফুল আসে এবং এতে সুগার কনটেন্ট থাকে না। তাই এখানকার আঁখ দিয়ে মিল চালানো যায় না। চালাতে গেলে এ থেকে আয় হবে ১০ হাজার টাকা আর ক্ষতি হবে ৫ লক্ষ টাকা। সুতরাং আঁখের ব্যবস্থা না করে এখানে চিনির কল করা হয়েছিল। মাননীয় সদস্যরা এখানে বলেছেন এ রাজ্যে অনেক দুর্নীতি হয়েছে সেই সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত করা হোক। আপনারা আন্তুলের কথা শুনেছেন, জগন্নাথ মিশ্রর কথা শুনেছেন, মনিপুর বা মেঘালয়ের কথা শুনেছেন। এন, ই, সিতে ২১১ টি ঘটনা ঘটে। মাকানাইজ, সেমী ম্যাকানাইজ যে ব্রিক ক্লিন সেটার জন্য বেশী টাকা নয় মাত্র ৩০ লক্ষ টাকা। এটার জন্য বিভিন্ন বেয়ার কনট্রাকটর, পলিসী শেয়ার নিয়ে মোটা মোটি দু চার লাখ টাকা খাটে। মনিপুরে বা অন্যান্য জায়গায় যদি দেওয়া হয়-তাদের যখন বলল যে; আমরা একটা সেমী ম্যাকানাইজ ব্রিক ক্লিন করতে চাই; তোমরা কে কে নেবে হাত তুল। আসাম, মনিপুর; মেঘালয় হাত তুলল আমরাও হাত তুললাম।

শ্রীঅনিল সরকার— সবাই যখন হাত তুলল মেঘালয়, আসাম, মনীপুর, মিজোরাম সবাই হাত তুলল আমরাও হাত তুললাম। শেষে বলল তোমরা কর, করার পর যদি

অত্যন্ত বেশী পরে যায় এবং রোড ট্রানসপোর্টের ভাড়া দিয়ে বাজারে যেতে হয় বলে তার কষ্ট অনেক বেশী হয়ে যায় সে জন্য আমরা ভারতবর্ষের যেখানে কমার্শিয়াল পয়েন্টগুলি আছে সেই সব জায়গাতে আমাদের প্রডাকশন নিয়ে যাবার জন্য আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেললাইন চাই কারণ রেল ছাড়া শিল্প হতে পারে না। ৩৭ বছরে আমাদের রাজ্যের ওয়াগণ আফ্রিকায় বিক্রি হয়েছে, থাইলেণ্ডে বিক্রি হয়েছে, ইন্দোনেশিয়ায় বিক্রি হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানকার জন্য রেল লাইন সম্প্রসারিত হয় নি। কাগজকলের কথা আমরা বলেছি বারবার। ১৯৭৪ সনে ত্রিপুরায় যখন নাকি সুখময় বাবু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন বলেছিলাম ত্রিপুরায় যথেষ্ট কাঁচামাল আছে, বাঁশ-বেত থেকে খুব ফাইন ভেরাইটিজ কাগজ হতে পারে তখন তিনি বললেন, তোমরা ঠিক করো। তখন আমরা ৩০০ মেঃ টনের প্রডাকশনের জন্য ফিল্ড তৈরী করে দিলাম. তখন বললেন বেশী হয়ে গেছে ২৫০ করেন, ২৫০ করা হলো তখন বললেন এটাও বেশী হয়ে গেছে এই ভাবে শেষ পর্যন্ত ১৫০ করা হলো। তারপর কোন খবর নেই এবং সুখময় বাবু সেখানে ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করে ছিলেন কিন্তু এখন সেই কাগজ কল শহীদ স্তম্ভ হয়ে আছে। কাজেই যে দিন নাকি রেল ছিল না, যে দিন নাকি কাঁচামাল, বনজ সম্পদ আরও বেশী ছিল. যে দিন বেকার সমস্যার তীব্রতা এত বাড়েনি সেই ভারতবর্ষে যেখানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধান মনত্রী ছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে সুখময় সেন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন সারা ভারতবর্ষে ঝুলছে জরুরী অবস্থার ঘন্টা। বৃটিশ সূর্য্য দ্রুত গতিতে অস্তমিত হয়েছে এবং তখন কংগ্রেসীরা ভেবেছিল ২,০০০ বছরেও তাদের সূর্য্য অস্তমিত হবে না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে গ্যাস পাওয়া গিয়েছে। ৭ম যোজনায় যে সমস্ত কাগজকল ভারতবর্ষে হয়েছে তাই তারা বলছেন এরাই যথেষ্ট কাগজ দেবে। আর কোন প্রয়োজন নেই। [illegible]র এন. ই. সি তাঁরা বললেন তোমরা দেখ ওখানে ছোট কাগজ কল হয় কিনা? এখানে এন, ই, সি, যে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনকে দায়িত্ব দিয়ে ছিলেন তাঁরা বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করেছেন। হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন তাঁরা সেখানে ষ্টাডি করে বলেছেন ৩০ মি: টনের কাগজ কল হতে পারে; ৫০ কোটি টাকা লাগবে কিন্তু এই টাকা দেবে কে? একবার কথা হয়েছে ইরানের সঙ্গে, একবার কথা হয়েছিল রাশিয়ার সঙ্গে কিন্তু সেই টাকা আসবে কি করে. লাইসেন্স কোথায়? এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লাগবে। যখন নাকি বলা হচ্ছে ৩০ মেঃ টনের একটা কাগজ কল এবং তার কাছাকাছি তেলিয়ামুড়া অঞ্চলে সেখানে যে গ্যাস পাওয়া গেছে তার মধ্য থেকে যে সমস্ত পাওয়ার পাওয়া যাবে তা দিয়ে অনেক উপকার হবে ত্রিপুরা রাজ্যের। কিন্তু তারা বলছেন কাগজ কলের দরকার নেই। আমরা যদি অনেক, কাগজ কল করতে পারতাম তাহলে

বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারতাম। এই গ্যাস সম্বন্ধে আমরা কতবার শুনেছি প্রায় তরল সোনার উপর ভাসছে। এখন গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে, দৈনিক ৫ হাজার কিউবিক গ্যাস পাওয়া যাবে। এই গ্যাস ব্যবহার করে ইউরিয়া ইত্যাদি কারখানা হতে পারে। ইঞ্জিনীয়ার ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের যে আণ্ডার টেকিং তারা বলছেন এই গ্যাস দিয়ে ইউরিয়ার একটা কারখানা হতে পারে ৫ শত. ৩৫ কোটি. ৪৬ লক্ষ টাকা এতে খরচ হবে। এটা যদি করা যায় তাহলে এখানকার অর্থ নৈতিক চেহারা পাল্টে যাবে। কিন্তু এই টাকা কোথায় থেকে আসবে ? আমার রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের উন্নতির জন্য এবং তপশীলি জাতি, উপজাতির অর্থ নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এটা একটা বিরাট পদক্ষেপ হবে।

শ্রী অনিল সরকার :………………… এইখানে গভর্ণমেন্ট কে আছেন এইটা কোন প্রশ্ন নয়। সুখময় সেন নেই, নৃপেনবাবু আছেন, আবার শ্যামচরন বাবু হবেন এইটা প্রশ্ন নয়। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ২২ লক্ষ মানুষের এই রাজ্যের মাটির যে সম্পদ পাওয়া গেছে গ্যাস, সেই গ্যাসকে ব্যবহার করে একটা কারখানা হতে পারে, যার বার্ষিক উৎপাদন হতে পারে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন, যার জন্য লাগবে ৫৩৫ কোটি টাকা। এই টাকা দেবে কে ? এর কি কোন প্রয়োজন নেই ? না সব ক্যাডার হয়ে যাবে ? সুতরাং এই রাজ্য কোন কলকারখানার দরকার নেই। পি, বি, সি, এবং ইউরিয়া জয়েন্টলি একটা ফ্যাক্টরি করা যায় যাতে দেখা যায় পলিথিন ১ লক্ষ ১৬ হাজার মেট্রিক টন প্রডাকশান হবে এবং ইউরিয়া আর যদি একসঙ্গে কারখানা হয় তাহলে ইউরিয়া ৩ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিকটন হবে। সেইজন্য যে টাকা লাগবে তার পরিমান হল ৬২৪ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। অথবা হতে পারে মিথানল একটা কারখানা হতে পারে, সঙ্গে ইউরিয়াও থাকবে তাহলে ৯৬ হাজার মেট্রিক টন মিথানল এবং ৪ লক্ষ ২২ হাজার মেট্রিকটন ইউরিয়া হবে। সেই জন্য যে টাকা দরকার তার পরিমান হল ৪৯৫ কোটি টাকা। কাজেই এইখানে যে মন্তব্য করা হয়েছে সবচেয়ে ভাল হবে ইউরিয়ার কারখানা করলে। গ্যাসকে ভিত্তি করে কাগজকল হতে পারে, ইউরিয়ার কারখানা হতে পারে। এইটার জন্য টাকা চাই। এর শক্তি পাওয়া গেছে। কাজেই ওরা এখন বলেছে, না দেবেনা, না প্রয়োজন নেই। জুট মিলের কথা আমরা বলেছি। ওরা বলেছে, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এটা সম্ভব হবে না। এইচ, এম, টির কথা বললাম, এইটা নিয়েও তালবাহানা চলেছে। জনতা সরকারের আমলে কারখানা করবে বলেছিল। এখন বলছে, না দেওয়া হবেনা, তোমরা এইচ, এম, টির

দোকান খোল, ট্রেনিং দিয়ে দোকানদার নিয়োগ কর, এর জন্য ৫-৬ লক্ষ টাকা দিয়ে দেওয়া যাবে। কাজেই ট্রেনিং দিয়ে দোকানদার নিয়োগ করতে হবে। কাজেই এই ভাবে আমরা যেইটা চাই তাতেই ওরা বলেছে যে, কাগজকল হবে ওটা অমুক জায়গায় আছে। এইভাবে ওরা আমাদের ঠকাচ্ছে। তারপর বলা হচ্ছে স্ব-নির্ভর প্রকল্পের কথা প্রথমবার দিয়েছে ৮৩-৮৪ সনে ৯০০ জন, দিয়েছিল, ৮৪-৮৫ সনে ৭০০ জন, আগামী বৎসরে হয়ত ৫০০ হবে। প্রসংগত আমি বলি আপনারা বলেছেন যে এইখানে সব খেয়ে ফেলছে। পাশাপাশি গত বৎসর মিজোরামে মাত্র ২০ জনকে দিয়েছে। আপনাদের বন্ধু সরকার। গত বৎসরে মাত্র ২০ জনকে দিয়েছে। ২০ জনকে টেষ্ট করেছে কজন পায। সেই তুলনায় আমাদের অনেক বেশী। কিন্তু আমাদের দাবী অনেক। কাজেই ত্রিপুরার বেকারদের জন্য, আমাদের এইখানে শিল্প সম্প্রসারনের দরকার। আমাদের এইখানে অভিজ্ঞতা হয়েছে, এইখানে কোন শিল্প কারখানা খোলার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার নারাজ। বলছে এদের দ্বারা হবে না। সুতরাং এইটা মোটেই সমর্থন করিনা ভারতবর্ষে চা বাগান শ্রমিকদের দ্বারা হয় এইটা আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে এখনই প্রমানিত হয়েছে শ্রমিকরা পারে, ভারতবর্ষে আর কেউ পারে না। এইটা প্রমানিত হয়ে গেছে। এবং এইখানে টি দি পাই পিউপিলসের হাতে যায়। এইটা কেন্দ্রেও স্বীকৃত, এন, ই, সিতেও স্বীকৃত। আর অন্যান্য দাবীর মধ্যে আমরা দাবী করেছি ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি দিতে হবে। ৩৬৫ দিনে ১ বৎসর। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। ১০ হাজার মেট্রিক টন চাল, ১৫ হাজার মেট্রিক টন মজুত এবং ১৭টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ রশনসপের মাধ্যমে সরবরাহ করা। বিদেশী রপ্তানী করার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা ছাড় দেওযা হয়, বড় বড় শিল্পীদের শিল্প আইনে শত শত কোটি ছাড় দেওয়া হয়। আর এই ১৭টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সারা ভারতবর্ষে দিতে লাগে মাত্র ৫৩০ কোটি টাকা। সেইটা ত ওরা দেবে না। তাতে একজন বলেছেন যে একটা আইটেমই দিতে পারে না তোমরা ১৪টা চাইছ কেন ? অতএব ৪টার দরকার নেই। এইভাবে বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা। জনস্বার্থের পক্ষে স্কুলগুলিকে ওরা পুড়িয়ে দেয়। আবার দাবী করে স্কুল নেই। কতবার একটা স্কুলকে করা যায় ? টাকা কোথা থেকে আসে ? তাহলে এখানকার বন্যা নিয়ন্ত্রন করার জন্য, জলসেচ করার জন্য, আমরা চাই ত্রিপুরার প্রতি ইঞ্চি মাটি কি পাহাড়ে কি সমতলে কৃষির জন্য ব্যবহার করতে চাই। সেইজন্য জলসেচের প্রয়োজন। সেইজন্য অর্থের দরকার। ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের কাজের সম্ভাবনা

খুব সীমিত। যার জন্য অর্থের দরকার। শিক্ষার দরকার, অন্যান্য ১৪টা জিনিষ রেশন শপের মাধ্যমে দিতে গেলে অর্থের দরকার, দরকার প্রয়োজনীয় সামর্থ্য। এর জন্য হাজার হাজার মানুষ কখনও অভিযান করেছে, কখনও আইন অমান্য করেছে। সেদিনও ১০ হাজার যুবক গ্রেপ্তার হয়েছে, কারাবরন করেছে। ২২ লক্ষ মানুষের সংগ্রাম যখন প্রতিফলিত হয় বিধানসভায় ওরা যারা বিরোধী ওরা সঠিক ভূমিকাই পালন করে, কারন এদের সম্পর্কে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় বলা হয়েছে ওরা আসলে ভোটে জেতে কেউ কেউ। ওরা ভোটে জেতার আগে ৯০ জনের কথা বলে, ভোটে জেতার পরে মাত্র ৯ জনের কথা বলে। ৯ জনের টাকায় ওরা ভোটে জিতে আসে। বিধানসভায় নির্বাচিত হয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে ওরা প্রধানমন্ত্রী হয়, ওরা মুখ্যমন্ত্রী হয়, একটা দেশের শাসন চালায়, মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে, মানুষকে প্রতারনা করে, রাজনৈতিক ছল চাতুরীর মধ্য দিয়ে অথবা রিগিং করে, অথবা জোর করে, অথবা টাকা দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ওরা জিতে আসে। তারপর এদের যারা প্রভু এদের যারা পলিটিক্যাল ফাদার সেই বুর্জোয়া জমিদার, কোটিপতি টাটা বিড়লা, সাম্রাজ্যবাদী যারা আছেন ওরা তাদের পক্ষে উকালতি করেন, তাদের পক্ষে কথা বলেন। একটা জায়গায় ওরা সতর্ক থাকেন কোন ফাকে কোন শব্দে গরীব মানুষের সাহায্যের কথা যদি বলা হয় এই শব্দটাই ওরা আতংকিত হয়। গণতন্ত্রে ওদের ভয়ংকর আতংক। কাজেই ওরা জনগনের ভোটে জিতে আসে ভয় দেখিয়ে কিন্তু ভোটে জেতার পরে ওদের যারা প্রভু কালোবাজারী, যারা চিনকার চুরি করে মানুষকে ঠকায় ওরা তাদের পক্ষ কথা বলে। কাজেই এই প্রস্তাবকে এইখানে উপস্থিত করে আমরাও সেই মুখ এবং মুখোসটাকে আমরা এইখানে দেখলাম। সুতরাং নগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করে এবং তরনী মোহন সিনহা যে প্রস্তাব এনেছেন তার পূর্ন সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :—প্রস্তাবক তরনী মোহন সিন্হার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে বলতে পারেন।

শ্রী তরনী মোহন সিন্হা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে সংশোধনী এনেছেন তাকে বিরোধীতা করে আমার যে প্রস্তাব সেটাকে সবাই সমর্থন জানাবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :—এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত রিজলিউশানটির উপর সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি এবং সর্বশেষে মূল রিজলিউশানটি ভোটে দেব। সংশোধনী প্রস্তাবটি হলো :—দ্যাট আফটার দি লাইনস্ গ্রামীন বেকারদের বৎসরে অন্ততঃ ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে এস. আর, ই, পি এবং আর, এল, ই, জি পিতে কেন্দ্রকে অধিক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে'—দি ফলোয়িং ওয়ার্ডস স্যাড বি অ্যাডেড " এবং এই সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও দলবাজীর তদন্ত করতে হবে।"

(সংশোধনী প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক বাতিল হয়।)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :—এখন আমি মূল রিজলিউশানটি সংশোধিত আমরা ভোটে দিচ্ছি " যেহেতু ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জনগনের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য নিম্নে উল্লেখিত দাবি সনদের উপর জনগন সোচ্চার হচ্ছেন এবং যেহেতু ত্রিপুরার হাজার হাজার শিক্ষিত ও গ্রামীণ বেকারদের স্বার্থে এই সকল দাবী পূরণ করা আশু প্রয়োজন, তাই ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ-করছেন যে তারা যেন এই দাবী সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ ও কার্য্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

দাবী সমূহ

৭ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার মধ্যে আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারন করতে হবে।

অবিলম্বে ত্রিপুরায় গ্যাস ভিত্তিক কাগজকল ও অন্যান্য ছোট মাঝারি শিল্প কার-খানা স্থাপন করতে হবে।

ত্রিপুরায় এইচ, এম. টির একটি ঘড়ি কারখানা স্থাপন করতে হবে।

স্ব-নির্ভর কর্মপ্রকল্পকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে, এই প্রকল্প রূপায়নে ব্যাংক সমূহকে আরও উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে। প্রকল্পটিকে সার্থকরূপ দিতে আমলাতান্ত্রিক-তার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

গ্রামীন বেকারদের বৎসরে অন্ততঃ ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ইপি এবং আর, এল, ই, জি, পিতে কেন্দ্রকে অধিক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

ত্রিপুরার জন্য প্রতি মাসে নিয়মিত ১০,০০০ মেট্রিক টন চাউল বরাদ্দ ও সরবরাহ করতে হবে। অন্ততঃ ১৫ হাজার মেট্রিক টন চাউলের অতিরিক্ত মজুতের ব্যবস্থা চাই। খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহের জন্য ১০০ ভাগ কেন্দ্রীয় ভর্তুকী দিতে হবে।

১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সস্তায় ও নিয়মিত ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য কার্য্যকর ব্যবস্থা চাই।

গ্রামাঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ৭ম পরিকল্পনায় ১০০ ভাগ গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ চাই।

রাজ্যে খরা ও বন্যা নিরোধের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা ও অর্থ বরাদ্দ চাই।

জনস্বার্থের উন্নতির জন্য হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ চাই।

শিক্ষা সম্প্রসারনের স্বার্থে শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও গৃহনির্মানের জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ চাই।"

রিজলিউশানটি অপরিবর্ত্তিত আকারে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওনার রিজলিউশনটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : – মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরায় কুকী ও হালাম ভাষাকে পৃথকভাবে স্বীকৃতি দিয়া প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করা হউক।"

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যাগণ যারা এই আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে চান তারা নাম পাঠাবেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া অনুরোধ করছি আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার এই প্রস্তাবটা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের জন্য, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা যেমন সংখ্যালঘু তেমনি তারা ভাষায় লঘু। এই ধরনের সংখ্যালঘু উপজাতি সম্প্রদায়ের যে সমস্যা, তার আত্ম-বিকাশের যে সমস্যা এবং অগ্রগতির যে সমস্যা সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষনের জনাই এই প্রস্তাব এখানে এনেছি। এইটা অত্যান্ত দুঃখজনক যে লোকসংখ্যা যত কম হবে তার ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি সব কিছুই তত পিছিয়ে থাকবে এবং প্রতি মুহূর্তে তাকে গ্রাস করার একটা চেষ্টা চলছে। ফলে দিনের পর দিন সে তার সমস্ত বৈশিষ্টকে হারাচ্ছে। তার সংস্কৃতির কথা যখন সে বলে তখন তাকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে বা অন্যভাবে সেটা প্রচারের যে মাধ্যম তার স্বার্থ রক্ষার জন্য তাকে বিকৃত করা হয়। যেমন রিগনাই ব্যবহার করার কথা যখন বলা হয় তখন তাকে বলা হয় মিশনারী, নয় সাম্প্রদায়িক নয়তোবা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হয়। যখন ককবরকের কথা বলা হয় তখন ঠিক একই ভাবে সেটা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। কাজেই হালাম ও কুকী ভাষার কথা বলে প্রস্তাব যখন এনেছি তখন তাকে না জানি কি বলা হবে। তবে যে যাই বলুক, হালাম কুকী ও মলসম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যে ভাষা তার বিকাশ হওয়া উচিৎ। তাদের ছেলে মেয়েরা যে ভাষায় প্রথম কথা বলবে যে ভাষায় সে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবে সে ভাষায় সে শিক্ষা লাভ করতে পারল না সে ভাষায় সে স্কুলে পড়তে পারল না, এইটা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। কাজেই তারা যাতে তাদের ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারে সে সম্পর্কে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে এবং সেই দায়িত্ব আমি স্মরন করিয়ে দিচ্ছি এবং অনুরোধ করছি যে তাদের মাতৃভাষায় অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করে দিন। আমি লক্ষ্য করেছি যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দের নিয়ে রাজনৈতিক খেলা হয়, এখানে হালাম কুকী ও লোসাই ভাষায় একটা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হল, যেমন ভাবে ককবরকের জন্যও কমিটি গঠন করা হয়েছিল, সেখানে দেখা গেল যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এই সমস্ত ভাষার যে কমিটি সেখানে এমন লোকদেরই মেম্বার করা হল যারা ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য কাজ করবে এবং তাদেরকে দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজ করানো হয়। সেই কারনেই আজকে যারা সংখ্যালঘু তারা অবশ্যই চরম বিপদের সম্মুখীন। আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এখানকার সংখ্যালঘু-দের রাজনৈতিক ফাদার হচ্ছে ওই নাগাল্যেণ্ড, মিজোরাম। কেননা আমরা স্বভাবতই বলি যে, ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে, যেহেতু তারা এগিয়ে গেছে সেহেতু তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পরবেই। যদি এখানকার উপজাতির তাদের মত

এগিয়ে যেত তাহলে তাদেরও এই উপজাতিদের দৃষ্টি পড়বেই এইটা স্বাভাবিক। কাজেই এখানকার উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য কে কি করছে। আমাদেরকে তো পুতুলের মত বলা হয় যে গত ৫৭ বছর ধরে এখানে রাজনীতির খেলা হয়েছে, তা তখনতো কেউ আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নতির কথা বলেনি যে কেমন করে আমাদেব অর্থনৈতিক বিপর্যায় হয়ে গেল, কি করে সংস্কৃতি গ্রাস হয়ে গেল, কি করে ভাষা গ্রাস হয়ে গেল এবং তাকে উদ্ধার করার জন্যতো কারও কোন চেষ্টা নাই। এই আসামের বুবুরা আজকে এম, এ পড়তে পারে তাদের ভাষায় খাসীরাও মিজোরা তাদের নিজেদের ভাষায় পড়াশুনা করছে, কেন ওদের দিকে তাকাবো না? যেখানে আমার ককবরক ভাষায় আম ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পারি না, কাজেই এইটা ঠিক যে তারা উন্নত হয়েছে এবং সহজেই তাদের দিকে অউন্নতদের দৃষ্টি পরবে এবং আত্ম বিকাশের প্রবনতায তার প্রকাশ। এইভাবেই ধর্ম ও ভাবধারা সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। আজকে হালাম ও কুকীদের ভাষার উপর লোসাই ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেন? না রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। অথচ লোসাই ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার কোন তুলনা হয় না, কারণ একটার সঙ্গে অন্যটার মিলামিলি নাই। কাজেই লোসাই ভাষাকে যদি হালাম ও কুকীদের পড়তে হয় তাহলে এইটা তাদের উপর একটা বোঝার মত হবে এবং এইটাকে যদি মাতৃ ভাষা হিসাবে চালিয়ে দেওয়া হয় তাহলে খুবই ভুল করা হবে। কাজেই তাদের ভাষার প্রতি সম্মান দেওয়ার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে তাদের মাতৃ ভাষাকে যেন চালু করেন। কেন তাদের উপর আর একটা ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া হবে? আজকে আপনাদের এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা জনগনের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে এবং এইভাবে হালাম কুকী ও রাংখল প্রভৃতি ছোট ছোট সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। তার জন্য আমাদের দলের বিধায়ক দীর চন্দ্র রাংখলও অত্যান্ত তাঁর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন এবং সমস্ত রাজ্যের এই ভাষা গোষ্ঠির লোকেরা আজকে এই বিধায়কের সঙ্গে সংগ্রাম করছে।

কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা ভাষাব প্রশ্ন। এখানে যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাই বড় হয়ে যায় তা হলে অত্যান্ত ভুল হবে। সেই কারণে একটা ভাষার বিকাশের জন্য এবং একটা গোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য এই ভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট মেনে নিতে হবে, এটা মনে রেখে এই ভাষার বিকাশ করতে হবে। এই দাবী রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব এনেছেন—হালাম কুকী ভাষাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে শিক্ষার মাধ্যম করা সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং আমি আশা করি ট্রেজারী বেঞ্চে যারা আছেন তার'ও এটাকে সমর্থন করবেন। কারণ সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্রে ছোট ছোট গোষ্ঠী য'দের সংখ্যা পাঁচ হাজারের উপর তাদের ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে এবং এমন কি টেকনো লজির ক্ষেত্রেও সেটাকে স্বীকার করা হয়ে থাকে। কাজেই ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা এটাকে বিরোধিতা করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

মিঃ স্পীকার, স্যার, হালাম কুকী ভাষা সত্যিই একটা জটিল ভাষা। হালাম কুকী প্রকৃতপক্ষে মিজোদের একটা অংশ। সেম স্টক। কিন্তু দীর্ঘদিন পৃথক বসবাসের কারণে তাদের ভাষার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র এসে গেছে। যেমন ত্রিপুরীদের মেন স্টক বরো। মুল ভাষা বরো। কিন্তু যদি কেউ বলে আমাদের বরো ভাষাতেই পড়াশুনা করতে হবে তাহলে সেটা ব্যর্থ হবে। কারণ সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলা ভাষার সংস্পর্শে থাকার একটা স্বাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই বরো ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কোন চেষ্টাই উঠতে পারে। সেইভাবে হালাম কুকী ভাষা যদিও মিজো ভাষার একটা অংশ তবুও এইভাবে মিজোদের ভাষা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। হালাম কুকী যদিও ছোট ছোট ট্রাইবস্ এবং একটার সঙ্গে আর একটার কোন সম্পর্ক নেই, যেমন রাংখল, কলই, রুপিনী তারা তাদের ভাষা বলেন। কিন্তু ককবরকের ক্ষেত্রেও প্রথম এই রকম সমস্যা দেখা গিয়েছিল। যেমন রুপিনী ডায়ালেক্ট—এই রকম। সেই ডায়ালেক্টকে একটা রুপান্তরের পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে এবং সেটা উত্তরণের ক্ষেত্রে আছে। কাজেই হালাম কুকীদের ভাষা সেইরকম হবে না সেটা বলা যায় না। সুতরাং তাদের ভাষাকে লেখা পড়ার উপযুক্ত করে নিলে সব দিক থেকে মঙ্গল হবে। কারণ উত্তর পূর্বাঞ্চলে মিজোরা একটা বৃহত্তর মিজোরামের দাবী উত্থাপন করেছে এবং ত্রিপুরার একটা ভূখণ্ড নিয়ে মিজোরাম সৃষ্টি করতে চাইছে। কুকীরা মিজোদের একটা ট্রাইব এই যুকতি তারা দেখিয়েছে। ইতিহাস বলে যে মিজো এবং কুকীদের সম্পর্ক কোনদিন ভাল ছিল না মনিপুরের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গেছে। মিজো একটা জাতি গোষ্ঠী নয়। এটা একটা সৃষ্টি করা নাম। তারা পাহাড় বাসী এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীকে মিজো বলা হয়ে থাকে। তারা মনিপুরীদেরও মিজো ট্রাইব বলে গণ্য করতে

চাইছিল। কিন্তু মনিপুরী 'মাথ' ট্রাইবরা এটাকে অস্বীকার করেছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রচেষ্টার মনিপুরী 'মাথ'দের সিডিউল্ড ট্রাইবের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয়। ত্রিপুরার হালামদেরও একই সমস্যা তারা মিজোদের একই পরিবারভুক্ত একবার ছিল। কাজেই মিজোরামের দাবী নিয়ে ঘরের কাছে যে বিপদ সেটাকে সুবিধা করে দেওয়া হবে যদি এদের ভাষাটাকে স্বীকার করে না নেওয়া হয়। কাজেই আমি আবেদন করব তাদের সেন্টিমেন্টকে মর্যদা দিয়ে হালাম-কুকীদের ভাষাকে যেন ভাষার মর্যদা দেওয়া হয় এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পরে সংখ্যালঘুদের ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন, সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু যারা সংখ্যালঘু তারা যদি নিজেদের ভাষায় পড়াশুনা করতে চান তাহলে একটা সুপারিশ যেমন আছে যে কতজন পড়াশোনা করলে সেই সুযোগ একটা স্কুলে দেওয়া হবে, লিঙ্গুইষ্টিক কমিশনের সেটাকে যেন কার্যকরী করা হয়। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এটা নিয়ে রাজনীতি যাতে না করেন সেজন্য আমি তাদের কাছে আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা' মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব এই সভায় উত্থাপন করেছেন এই প্রস্তাব এই সময়ের মধ্যে কেন যে তিনি উত্থাপন করেছেন তা আমি জানিনা, তবে আমি মনে করি যে এই প্রস্তাব সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে আনা হয়েছে।

এই হাউসের সকলেই জানেন যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তপশিলের নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এবং এই নির্বাচন হবার পর ৬ষ্ঠ তপশিল এলাকায় বিশেষ করে দুর্বল উপজাতি জন গোষ্ঠীর লোকেরা যাতে নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারেন তার ব্যবস্থা এ, ডি, সি করবেন। সেইদিক থেকে আমি মনে করি যে, নির্বাচনের মুখে এই যে প্রস্তাব ত্রিপুরায় কুকী ও হালাম ভাষাকে পৃথক ভাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করা হোক আনা হয়েছে তার পছনে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছে। তিনি আবার বলেছেন যে হালাম কুকীদের উপর নাকি রাজ্য সরকার লুসাই ভাষা চাপিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই ধরনের কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি

এই প্রস্তাবকে বিভ্রান্তি মূলক বলে মনে করি। আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করবার যে ত্রিপুরায় হালাম কুকী ছাড়াতো আরো ট্রাইবেল সম্প্রদায় রয়েছেন কই তাদের ভাষাকে যাতে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম করা হয় তার জন্য তো কোন প্রস্তাব নগেনবাবুরা করেননি। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার সেই সকল ট্রাইবেল বা নট ট্রাইবেল দুর্বল যে সকল সম্প্রদায় রয়েছেন তাদের ভাষাকে যাতে শিক্ষার মাধ্যম করা যায় তাদের ভাষার যাতে উন্নতি করা যায় তার জন্য বামফ্রণ্ট দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছে। এইজন্য আমারা বিগত ৩০/৩৫ বছর ধরে লড়াই করে আসছি। প্রতি সম্প্রদায়ের লোক যাতে তাদের নিজেদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া করবার সুযোগ পায় সেটা আমরা চাই মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামা চরণ ত্রিপুরা বলেছেন যে, রাশিয়াতে যেখানে ৫ হাজার জনগোষ্ঠি কোন ভাষায় রয়েছেন সেই জনগোষ্ঠিকে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। এটা সত্যি। যেখানে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ নেই, উন্নত শ্রেণীর মানুষ যখনে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের উপর আক্রমন করে না, অত্যাচার করে না, বরং এই পিছিয়ে পড়া মানুষ যাতে উন্নত হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করে আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারের পলিসি ও তাই। কাজেই মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যারা এই ধরনের বিভ্রান্তি মূলক প্রস্তাব এনেছেন তাদের অনুরোধ করব তারা যেন আর সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না করেন। কারণ আমরা দেখছি যে, ককবরক ভাষাকে যখন শিক্ষার মধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো তখন আমরা বলেছিলাম যে, ককবরক ভাষা বাংলা হরপেই করা হবে তখন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এর বিরোধীতা করে তারা দাবী করেন যে, ককবরক ভাষাকে রোমান হরফেই চালু করা হোক। কিন্তু যিনি এই দাবী করেছিলেন তিনি রোমান হরফের ইনটারেষ্টেড হতে পারেন। কারন আমি একদিন এম, এল এ, হোষ্টেলে উনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কেন রোমান হরফে ককবরক ভাষা চালু করার জন্য দাবী করেছেন। তখন তিনি বললেন যে, সেটা তার ব্যক্তিগত অভিমত তার দলের কোন অভিমতনয়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা। কাজেই এই প্রস্তাবকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারিনা। আজকে তারা হালাম কুকীদের কথা বলছেন। কিন্তু হালাম কুকী ছাড়াও তো আরো

অনেক উপজাতি সম্প্রদায় রয়েছেন যেমন—মগ রয়েছে, চাকমা রয়েছে, এই ধরনের আরো অনেক সম্প্রদায় রয়েছে। এমন অনেক উপজাতি সম্প্রদায় রয়েছে যাদের মোট সংখ্যা হয়তো ২০ থেকে ২৪ জনের মত হবে। তারাও যদি দাবী করেন যে তাদের মাতৃভাষায় তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে তাহলেও আমরা সেটা অস্বীকার করতে পারব না। কাজেই আজকে এই যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে তা একজন দায়িত্বশীল জন প্রতিনিধি হয়ে কিভাবে সেটা উত্থাপণ করলেন তা আমি বুঝতে পারছিনা কাজেই এই প্রস্তাবের কোন সার বস্তু আমি খুঁজে পাইনি এবং সে জন্য আমি এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা।

শ্রীজহর সাহা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এই হাউসের সামনে ত্রিপুরায় কুকী ও হালাম ভাষাকে পৃথক ভাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রাথমিক স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার এই যে একটা জনগোষ্টি তার সংখ্যা যতই নগন্য হউক না কেন, তাকে যদি তার মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দেওয়া না হয়, সেই হালামই বলুন আর কুকীই বলুন, তারা কোন দিনই এগিয়ে যেতে পারবে না, ইতিহাস আমাদের সেই শিক্ষা দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা বলা যায়, সেখানে অনেকগুলি ভাষা চালু আছে এবং সেই সবগুলিই স্বীকৃত ভাষা। কাজেই ভাষার জন্য তাদের কেউ পিছিয়ে নেই, সবাই এগিয়ে চলেছে। কাজেই এই দুইটি ভাষাকে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত না হয় স্বীকৃতি দেওয়া হল না, কিন্তু প্রাথমিক স্তর পর্য্যন্ত স্বীকৃতি না দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। যেমন দেওয়া হয়েছে কক বরক ভাষাকে বা ইদানিং মনিপুরী ভাষাকে, তাহলে আমার মনে হয় এর মধ্যে রাজনৈতিক কোন ছোঁয়াচ থাকবে না। কাজেই শিক্ষার দিক থেকে প্রাথমিক স্তর পর্য্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষার যে সুযোগ, সেই সুযোগ ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জনগোষ্টির কাছে পৌছে দেওয়ার যে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন তা সকল সময় সমর্থনীয়। সুতরাং আজকে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে এই যে জন গোষ্টি হালাম এবং কুকী তাদের অন্ততঃ পক্ষে প্রাথমিক স্তর পর্য্যন্ত তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া এবং সেই ভাষাগোষ্টিকে স্বীকৃতি দেওয়া। তাছাড়া মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় তাদের মধ্যে যে ক্ষোভ এবং বঞ্চনা রয়েছে, সেটা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না।

আজক তাদের নায্য অধিকার পাওয়ার জন্য কোন রকম আন্দোলন সংগঠিত করার কোন প্রশ্ন উঠে না, কারণ, আমরা যারা শিক্ষিত বলে নিজেদের দাবী করি, সেই দাবী কখনও যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না, যদি তাদের এই সামান্য দাবীটুকু আমরা তাদের দিতে না পারি। আজকে সরকার অথবা বিরোধী পক্ষ থেকে আমাদের যে বক্তব্য, তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার এবং যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে হাউসের সামনে এই প্রস্তাবটা এসেছে, তাকে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খাল—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন, তার প্রতি আমার পুর্ন সমর্থন জানিয়ে, আমার বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এই হাউসের সামনে হালাম এবং কুকী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করার জন্য যে প্রস্তাব এসেছে, সেই সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি, সেটা হচ্ছে গত ৩রা মার্চ ১৯৮৫ ইং তারিখে আগরতলায় ২ নং এম, এল, এ'স হোসটেলে ত্রিপুরার হালাম ও কুকী ভাষায় এ্যাড-ভাইসরী কমিটির মিটিং বসেছিল, সেই কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যরা হলেন :—

১) বুলুকুকী, চেয়ারম্যান,
২) এইচ, টি, খুমা, কনভেনার
৩) শ্রীজোহানা ডালং, মেম্বার,
৪) রেভং কে, রজনী, ”
৫) শ্রীটমবুর লিয়েনা ডারা, ”
৬) শ্রীবিনয় কুমার ভুইসম, ”
৭) শ্রীবি,কে, গোস্বামী, রিপ্রেজেনটেটিভ অব এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট

সেই মিটিংএ তারা প্রস্তাব নিয়েছেন, তাতে বলেছেন —

'It was also felt that since Lushai[1] language is very much akin and common to the Halam-kuki languages, there would not be any diffiiculty in using it as medium of instruction. This Committee also resolved that the introduction of Lushi langu-

age as medium of instruction in the primary stage should be started from the year 1986 and all the necessary steps towards the preparation of texed books should be taken up immediately.

এজন্য একটা টেক্সট বুক সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাতে রয়েছেন জম্পুই হিলের জে, ডি সুইয়া পাঞ্চনছড়ার ডেঙ্গরা, এল, মেঙ্গলিয়ানা, ডিপুটি ইন্সপেক্টার অব স্কুলস, গণ্ডাছড়া এবং আর, সি, খামা ইত্যাদি। এই কমিটিটার নাম দেওয়া হয়েছে, হালাম-কুকী এ্যাডভাইসরী কমিটি এবং এই কমিটি আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত কর'র পর পুনরায় এর নাম দেওয়া হয়েছে, হালাম-কুকী লুসাই এ্যাডভাইসরী কমিটি কারণ, আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে, Lusai community does not meant 'Halam-Kuki' community' and also 'Halam-Kuki community does not meant 'Lusai' community and similarly 'Mizo' community also doesnot men 'Lusai' or Halam-Kuki community. মিজো কথার অর্থ হল যারা উপজাতি গোষ্ঠি আছে, তাদেরকে মিজো বলা হয়। আমি নিজে থরোলী মিজো ভাষায় কথা বলতে পারি, কারণ আমি এই ভাষা জানি। কাজেই যারা এই ভাষা আদৌ জানেন না, তারা এটা মোটেই বুঝতে পারবেন না। যেমন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে রিয়াং, জমাতিয়া, দেববর্মার মধ্যে যে একটা ভাষার সংশ্রব আছে- কক-বরক, ঠিক তদরূপ ১২ দফা হালামের মধ্যে যেমন রাঙ্খল, মলসম, হালাম কাইসেং দালং ইত্যাদির মধ্যে সিমিলারিটি আছে। কিন্তু এই হালামের সংগে মিজোর কোন রকম মিল নাই, এটা আলাদা। সুতরাং কেন এই এ্যাডভাইসরী কমিটির মাধ্যমে লুসাই ভাষাকে চেপে দেওয়া হচ্ছে ১৯৭১ সালের সেন্সাসে ত্রিপুরা রাজ্যে আনুমানিক হালামের সংখ্যা ছিল ৩০ থেকে ৩৫ হাজার আর সেখানে লুসাই পপুলেশান শুধুমাত্র ধর্মনগর সাবডিভিশনে নট মোর দ্যান থ্রি এণ্ড হাফ থাউজেনণ্ডস। সুতরাং এখানে কংগ্রেস পার্টির যে সদস্য বলেছেন যে আমাদের সরকারের এই ধরনের কোন প্রস্তাব নেই, এবং কেন এই ভাষা সম্পর্কে এই প্রস্তাব আনা হল, তিনি তার আগা-গোড়া বুঝতে পারছেন না। নিশ্চয়, উনি এটা বুঝতে পারবেন না, তবে বুঝবার চেষ্টা করলে, নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। উনি তো হালাম বা কুকী ভাষায় কথা বলতে পারবেন না, কারণ এই ভাষা

তার জানা নাই। এই লুসাই ভাষা গৌহাটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয়, ভারত সরকার এই লুসাই ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং মিজোরামে লুসাইভাষা রাজ্যের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যে, জম্পুই হিলে জম্পুই হাই স্কুলে লুসাই ভাষায় পড়াশুনা হয়, এমন কি গংগারাই হাইস্কুলেও লুসাই ভাষায় পড়াশুনা হয়। কাজেই ত্রিপুরাতে এই লুসাই ভাষা সম্পর্কে আন্দোলন করে বা দাবী করে অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না যদি বামফ্রন্ট সরকারের ইচ্ছা হয় এই হালাম কুকীদের নিজস্ব ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তৈরী করে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহলে খুব ভাল কথা। কিন্তু আমাকে যদি শিক্ষায় দিক্ষায় অংশ নিতে হয় বা গ্রহন করতে হয়, তাহলে আমি কি আমরা নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করব, না অপর কোন ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করব।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল —এটা অন্য ব্যাপার। আমরা ত্রিপুরাতে বাংলা ভাষাতে করতে পারি—আমাদের যদিও আলাদা ভাষা আছে, আমরা বাংলা ভাষায় করতে পারি। স্যার আপনারা জানেন লালডেংগার দাবী কি—তার দাবী হচ্ছে নেইশন জাতিত্ব মিজোরামে লুসাই সম্প্রদায় তারা জাতিত্বে পূর্ণ নয় কাজেই ত্রিপুরাতে লুসাই সম্প্রদায়ের সেই দাবী যাতে পূরণ হয় সেই ব্যবস্থা নেওয়ার রাজনৈতিক চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশেষ করে ৬ষ্ঠ তপশীল পাশ করার পর ত্রিপুরার হালাম কুকীদের উপর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সিদ্ধ করার জন্য লুসাই ভাষায় এডভাইসারী কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী বুলু কুকীকে। বামফ্রন্ট সরকার তাকে দিয়ে বাফেলো কলোনী করেছিলেন—এখন সেখানে মহিষ কেন মহিষের চামরা বা হাড়ের নাম গন্ধও নাই। এখন নূতন করে ত্রিপুরার হালাম কুকীদের উপর লুসাই ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য বুলু কুকীর নেতৃত্বে এডভাইজারী কমিটি করে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। সুতরাং আমি অনুরোধ করব এইভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত হইয়া এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভাষা নিয়ে এই চক্রান্ত বন্ধ রাখবেন। যদি তাদের ভাষায় তাদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমরা সহযোগীতা করব।

শিক্ষায় অনগ্রসর হলেও রাজার আমলে তাদের মর্য্যাদা ছিল—ত্রিপুরার হালাম কুকীদের ভাষা লুপ্ত হবে না তবে এর জন্য রিসার্সের প্রয়োজন রয়েছে—১৭ দফা রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। স্যার, আপনারা জানেন মিজোরামে লুসাইদের জন্য আলাদা ডিস্টিক্ট কাউনসিল গ্রহণ করার দাবী জানান হয়েছে কেন ? তাছাড়া আমরা কেন লুসাই ভাষা হালাম কুকীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আপত্তি জানাচ্ছি তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বুঝাতে পারছেন না—তিনি এটা বুঝাতে পারেন না। কাজেই আমি তাঁর কাছে আবেদন রাখব তিনি যেন এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। হালাম কুকীদের ভাষা নিয়ে গবেষনা করতে হবে সেটা যাতে তিনি করার ব্যবস্থা নেন সেই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে প্রস্তাবটা এখানে আনা হয়েছে এটা অত্যন্ত উস্কানীমূলক—মাননীয় সদস্য যাঁরা এটাকে সমর্থন করেছেন আমি তাঁদের অনুরোধ করব স্বশাসিত জেলা পরিসদের নির্বাচনের প্রাক কালে এই ধরনের প্রস্তাবকে সমর্থন না জানান। কারণ এতে ট্রাইবেল থেকে ট্রাইবেলকে বিচ্ছিন্ন করা হবে এবং সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতি হবে। স্যার, এরা লড়াইটা হাওয়ার সঙ্গে করছেন, কারণ এই রকম কোন প্রস্তাব এডভাইজারী কমিটির নিকট বামফ্রন্ট সরকার রাখেন নাই তার এডভাইজারী কমিটি এই রকম কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই কথাও আমি জানি না। স্যার, এডভাইজারী কমিটির দায়িত্ব সম্পর্কে দুই একটা কথা বলছি—এডভাইজারী কমিটি কোন একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক নন, মালিক হচ্ছে সরকার এডভাইজারী কমিটি শুধু সুপারিশ করতে পারেন মাত্র। এখানে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া হচ্ছে কোন কোন ট্রাইবেলকে কোন কোন ভাষায় বা লিপি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চালু হবে সেটা তারাই দেখবে। এখানে হালাম কুকীদের উপর লুসাই ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে যা বলা হচ্ছে সেটা উস্কানীমূলক—আমাদের আরও এক মাস অপেক্ষা করা উচিত জেলা পরিষদের নির্বাচন হওয়ার পর তাদের বক্তব্য শুনে রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন অপেক্ষা করেন—কারণ এই ধরনের উস্কানীমূলক প্রস্তাব ট্রাইবেলের সঙ্গে ট্রাইবেলের যুদ্ধ বাধাবে। ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরাই একমাত্র রাজ্য

যেখানে সমস্ত ট্রাইবেলদের ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছে। নইলে এমন ট্রাইবেল রাজ্যে আছে যেখানে চাকমাদেরও বিদেশী আখ্যা দিয়ে তাদের উপর অত্যাচার লাঞ্ছনা চালান হচ্ছে। ত্রিপুরা এই রকম রাজ্য নয় তাদের ভাষা সংস্কৃতি যাই হউক না কেন, তাদের একই জেলা পরিষদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছে। একটা বিরাট অঞ্চলের মধ্যে—রাজ্যের তিন ভাগের দুই ভাগ অঞ্চলের মধ্যে জেলা পরিষদ গঠন করতে পেরেছি। এটা যদি তাদের নেতৃত্বে থাকত তাহলে টুকরা টুকরা হয়ে যেত আর উরা 'এ' কাজে স্বার্থের আজ্ঞাবহ হয়ে থকতেন। তাই আমি আর আমার বক্তব্য বাড়াব না তাঁরা এই প্রস্তাবকে প্রত্যাহার করে নেবেন এই অনুরোধ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়াকে জবাবী ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাব হাউসে পেশ করেছি তার উপর আলোচনা হয়েছে। তবে এই সম্পর্কে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে আমার বক্তব্য শুধু হালাম কুকীদের উপর লুসাই ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হলে সেটা ঠিক হবে না, শুধু তাই নয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরার প্রতিটি ট্রাইবেলের ভাষার বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নিয়ে সরকারকে সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুরোধ করাই আসল

মিঃ স্পীকার—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি প্রাস্তাবটি হল 'এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে ত্রিপুরায় কুকী ও হালাম ভাষাকে পৃথকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রাথমিক স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করা হউক'।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সভায় বাতিল বলে গণ্য হয়।)

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রী মানিক সরকার — মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হল "ত্রিপুরা বিধান সভা গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছে যে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রয়োজনীয় বি. এস,

এফ, না থাকার ফলে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে বাংলাদেশী নাগরিকেরা অনুপ্রবেশ করে খুন সমেত ডাকাতি, গরু বাছুর অপহরণ, বনজ সম্পদ লুট প্রভৃতি জঘন্যতম অপরাধ সংগঠিত করছে।

বিধানসভা আরও দুঃখের সংগে লক্ষ্য করছে যে উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী, সন্ত্রাসবাদীদের আরও কঠোর ভাবে দমনের জন্য অতিরিক্ত সশস্ত্র আধামিলিটারী বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার পরও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে এখনও কোন উদ্যোগ নিচ্ছেন না।

বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, তারা যেন অবিলম্বে বাংলাদেশ-ত্রিপুরা সীমান্তের রাস্তা ঘাটের উন্নতি, প্রতি ৫ কিলোমিটারে একটি করে বি, এস, এফ, আউটপোষ্ট এর ব্যবস্থা করেন এবং উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা ও সাম্প্রদায়িক শক্তি সমূহের উস্কানীমূলক কাজকর্ম মোকাবিলার জন্য আরও ২ ব্যাটেলিয়ন আধাসামরিক সশস্ত্র বাহিনী অবিলম্বে প্রেরণ করেন।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাব এই সভার সামনে উপস্থিত করেছি তাতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, আমার প্রস্তাবে বলা আছে আমাদের যে বর্ডার লাইন পড়েছে এটার সংগে আমাদের বর্ডার এলাকার কিছু কিছু নাগরিকের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ তথা কৃষি কাজও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এবং সেই সুযোগে সাম্প্রদায়িক এবং অন্যান্য অশুভ শক্তিগুলি ঠিক তেমনি ভাবে, মাথা চাড়া দিচ্ছে ঠিক তেমনি ভাবে বর্ডার এলাকাতে বা লাদেশকে ঘাট করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খুন ডাকাতি করে সন্ত্রাস সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করছে। আবার সীমান্ত পার হয়ে গিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে। তাদের এই কার্যকলাপ ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রপ্রীতি নষ্ট করছে এবং একটা উদ্বেগজনক পরিস্তিথিতে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখছি টি, এন, ভি, ওরা বিশেষ করে বিগত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে উপজাতি ও বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল বিশেষ বিশেষ করে ১৯৮০ সালের দাঙ্গার পর ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয় মানুষ যেভাবে বামফ্রন্ট সরকারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেটাকে নষ্ট করার জন্য ওরা এই চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এই টি, এন, ভি, ত্রিপুরা রাজ্যে বি, এস, এফ, সি, আর, পি, এবং আমাদের পুলিস অফিসার তাদেরকে খুন করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখছি ত্রিপুরার গরীব অংশের মানুষ এবং ফরেস্ট

ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত কর্মচারী কাজ করছেন তাদের উপর খুনখারাপি সংঘটিত করছে। শুধু এখানে নয়। চম্পকনগরে যেখানে উপজাতী যুবসমিতির রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল সেখানে এই টি, এন, ভির লোকেরা উপজাতীদের বাড়ী বাড়ী চষে বেড়াচ্ছে। উপজাতী মা বোনদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা বাঙ্গালীদের পোষাক পড়তে পারবে না। প্রত্যেকের নিজের পোষাক, সংস্কৃতি রক্ষা করার অধিকার আছে।। এটা কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু তাদের এই সব কার্যকলাপ ঘৃণার সৃষ্টি করছে। ট্রাইবেল মা বোনদের বাঙ্গালী পোষাক পড়তে দেখলে তাদেরকে রাস্তায় বিবস্ত্র করা হচ্ছে। টি, এন, ভিন উপজাতি যুবসমিতি এক যোগে এই সমস্ত সন্ত্রাসমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। টি, এন, ভি যেমন স্বাধীন ত্রিপুরার দাবী করছে তেমনি ত্রিপুরা উপজাতী যুব সমিতিও দাবী করছে যে স্বাধীন ত্রিপুরা চাই।

ত্রিপুরাতে যেখানে স্বশাসিত জেলা পরিষদ হয়েছে, সেখানে উপজাতিরা খুবই গরীব এবং সেই এলাকা অনুন্নত। সেখানে আজও রাস্তা হয় নি, স্কুল বসে না, অফিস হাট বাজার বসে না। উপজাতী যুব সমিতি শ্লোগান তুলছে যে এখানে বাঙ্গালীরা থাকতে পারবে না, এখানে কেউ বাঙ্গালী পোষাক পড়তে পারবে না। এই সমস্ত দাবী তুলে উপজাতীদেরকে কি তলিয়ে দিচ্ছে না? টি, এন, ভি ও উপজাতি যুব সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাধীন ত্রিপুরার সেটা খুবই বিপদজনক। বাংলাদেশে আস্তানা গেড়ে এই রাজ্যে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আমরা লক্ষ্য করছি, এই ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বর্ডার এলাকা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। আসামে বিস্তীর্ণ এলাকা সিল করার ব্যবস্থা করতে পারে কিন্তু ত্রিপুরার এই বর্ডার সিল করার কোন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করছে না। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে, প্রতি পাঁচ কিলোমিটার অন্তর পুলিশ ক্যাম্প দেওয়ার জন্য টি, এন, ভির এই কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সে দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে টি, এন, ভিও উপজাতি যুব সমিতি শলা পরামর্শ করে এই রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আপনারা এটা বন্ধ করুন। টি, এন, ভি লোকদেরকে আমাদের সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হউক। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গেলে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বলছে যে মিলিটারী দেওয়া হবে কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যখন খুন সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয় সেখানে মিলিটারী পাঠানো হয়। এখানে সামনে একটা নির্বাচন।

কোন উপজাতি প্রশ্ন জড়িত নয়, গোটা ভারতবর্ষ এখন ত্রিপুরার দিকে তাকিয়ে আছে। কাজেই এই নির্বাচন সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য এবং বর্ডার এলাকার মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত শসস্ত্র আধা সামরিক বাহিনী দরকার। ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজ যাতে ব্যাহত না হয় এবং বাঙ্গালী উপজাতী শান্তিপ্রিয় মানুষের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এই বামফ্রন্ট সরকারকে সাহায্য করা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার।

শ্রী মানিক সরকার :— স্যার, আমরা দেখি তা হচ্ছে না। বরং আমরা অন্য কিছু হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। আজকে পাঞ্জাব সমস্যা, আসাম সমস্যা গোটা ভারতবর্ষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। সেখানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি—যে পার্টি সরকারের একটা বিশেষ অংশ হিসাবে আছে সেই পার্টি সরকারকে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করার কথা প্রথম থেকেই বলে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারকেও সৎ পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছে ইতিবাচক প্রস্তাব দিচ্ছে। আজকের কাগজেও উঠেছে, ত্রিবান্দ্রমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সি, পি, এম-এর সাধারণ সম্পাদক, ই, এম, এস, নাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও সন্ত হরচাঁদসিং লাঙ্গোয়াল সঠিক পথে এগুচ্ছেন। তিনি আরো বলছেন, " পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের ভিত্তি সম্পর্কে তার দল বেশ কয়েক মাস আগেই প্রস্তাব করেছেন।" আর আসামে শতকরা ১০ ভাগ মানুষের ভোট পেয়ে যে সরকার সেখানে চলছে, অন্য পার্টি যেখানে এই সরকারের ভেঙ্গে দেওয়ার দাবী করছে, সেখানে আমাদের পার্টি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বলছে, "না, এটা নির্বাচিত সরকার। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান হউক।" অথচ, এইখানে আমরা দেখি কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, এলায়েন্স মিলে যারা স্বাধীনতার শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু টি, এন, ভি, যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজ করছে, যারা দেশের শত্রু তাদেরকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা চলেছে, এবং বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধীতা করছে। গণতন্ত্র বিরোধী কাজ কর্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলছে না। চুপ করে থাকছে। বরং তাঁরা শ্লোগান তুলছে, এই সরকারের উচ্ছেদ দাবী করে। এই সব প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা আশা করব, কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবেন। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের কোন সাহায্য করছেন না। তাহলে কি আমাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে না, ত্রিপুরার মানুষের জীবন বিঘ্নিত হউক, নিরাপত্তার বিঘ্নত ঘটুক, উন্নয়ন—মূলক কাজ ব্যাহত হউক, গণতান্ত্রিক আন্দোলন বাধা প্রাপ্ত হউক, আর

একটা দাঙ্গা বাধুক এটাই কেন্দ্রীয় সরকার চান? যদি তাই হয়, তাহলে আমরা বলব, ভুল করছেন। এতে শুধু ত্রিপুরার সর্বনাশ হবে না। হবে সমগ্র ভারতবর্ষের। পাঞ্জাব যে ভাবে আজকে ভারতবর্ষকে গ্রাস করছে, আসাম যে ভাবে ভারতবর্ষকে গ্রাস করছে ঠিক তেমনি ভাবে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হবে। যে নেতিবাচক পদ্ধতিতে কেন্দ্র কাজ করে চলেছেন, তাতে তাঁরা ভুল করছেন। তাই আশা করব, এখানে যে প্রস্তাব আমি উৎথাপন করেছি সেই প্রস্তাবকে দলমত নির্বিশেষে সবাই গ্রহণ করবেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাবেন এই আশা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী যাদব মজুমদার।

শ্রী যাদব মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব আজকে এই বিধান সভায় পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি এবং সাথে সাথে এই সমস্যা সম্পর্কে এবং রাজ্যের আর যে সব সমস্যা আছে, যে সব দাবী দাওয়া উনি এখানে উপস্থাপিত করেছেন সে সম্পর্কে বক্তব্য রাখছি। আজকে ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে ৩৮ বছর হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের অবাক লাগে, একটি দেশ—একটি রাজ্য স্বাধীনতা লাভের ৩৮ বছরের মধ্যেও তার সম্পদ রক্ষা করতে পারছে না, উন্নয়নমূলক কাজ যা হচ্ছে তা রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে পারছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এখান থেকে বনজ সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ অবাধে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য সেখান থেকেও অবাধে পাচার হয়ে এখানে আসছে। এমনকি সীমান্তের অনেক ভেতরে যারা বাস করছে তাদের জীবন জীবিকার প্রশ্নে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। টি, এন, ভি, এর সন্ত্রাসবাদ চালানও একই ব্যাপার। সীমান্তে কাটাতারের বেড়া দিয়েই হউক, পাচিল দিয়েই হউক কিংবা যে ভাবেই হউক তার সংরক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। তা না হলে, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য তা সে মিত্র রাষ্ট্রই হউক, কিংবা শত্রু রাষ্ট্রই হউক তারা আমাদের দেশের ক্ষতি করতে পারে। করছেও তাই। লোক তুলে নিয়ে যাচ্ছে। হয়ত খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কোথা থেকে চলেও আসছে। আজ যদি সীমান্ত সংরক্ষিত থাকত, তাহলে সেটা হতো না। কাজেই দেশকে রক্ষার ক্ষেত্রে সীমান্ত জোরদার করার প্রশ্ন আছে। কিন্তু স্বাধীনতার ৩৮ বছরেও কিছুই করা হয় নি। এখানে ৫ কি, মি, অন্তর সীমান্ত চৌকির যে কথা বলা হয়েছে তা কিছুই নয়। আরো শক্তিশালী করার দরকার আছে। কারণ, রাত্রে যে ভাবে সীমান্ত পার হয়ে এসে চুরি ডাকাতি

করে, গরু পাচার করে আমাদের দেশের অনেক সম্পদ পাচার হচ্ছে। একে যদি চেক্ দেওয়া না যায়, তাহলে এমন দিনও হয়ত আসবে যখন ত্রিপুরা রাজ্যের গ্যাসও পাচার হয়ে যাবে। কাজেই আমাদের দেশের স্বার্থে এই সীমান্তকে আরো শক্তিশালী করার দরকার আছে। বিনা পাসপোর্টে আসা যাওয়ার ঘটনাতো আছেই। সীমান্তের মধ্যে বর্ডারে কৃষি কাজ করতে পারে না আমাদের দেশের সীমান্তের ভেতরে বসবাসকারী লোকেরা। তাদের সব সময় ভয় কখন তাদের বাড়ী আক্রান্ত হয়।

কাজেই সীমান্ত প্রশ্নটি দলমত নির্বিশেষে সকলের নজর দেওয়া উচিৎ। ত্রিপুরার তিন দিক বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং যে কোন সময় আমরা আক্রান্ত হতে পারি। আমাদের কৃষকরা বর্ডার এলাকাগুলিতে ফসল ফলাতে গেলে তারা বাধা দেয়, আমরা নিজেদের জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দেব তাতেও তারা এসে বাধা দেয়. আমাদের জায়গা আমরা পাহারা দেব সেখানেও বাধা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আগে নজর দেওয়া উচিৎ ছিল। আজকে এই সীমান্ত প্রদেশে যদি পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আমাদের এই রাজ্য যে কোন সময় বিপন্ন হতে পারে কাজেই স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয় আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মাকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সভায় মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সে সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য মানিক সরকার টি এন ভি চরিত্রের সংগে উপজাতি যুব সমিতিকে এক করে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। উনার বুঝা উচিৎ ছিল যে এই উপজাতি যুব সমিতি ১৯৬৭ ইং সনে জন্ম লাভ করে এবং গনতান্ত্রিক পথে ত্রিপুরা বাসীর জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে। টি এন ভি এবং উপজাতি যুব সমিতি যে এক নয় আজও উনি এটা বুঝতে পারেন নি। উনারা বরাবরই বলে এসেছেন যে টি এন ভি হচ্ছে গিয়ে উপজাতি যুব সমিতি, যুব সমিতি মানে হচ্ছে টি এন ভি। বিজয় রাংখলের সংগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি গোপন বৈঠক করেছিলেন সেটা আজও ত্রিপুরা বাসী জানতে

পারেন নি । উনারা ত্রিপুরাতে আরও বি এস এফ দেবার জন্য চেষ্টা করছেন । কিন্তু আরও বি এস এফ দিলে উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান হবে কি ? কারন যারা রক্ষক, তারাই তো উগ্রপন্থী । সুতরাং শাসক গোষ্ঠী যতক্ষন পর্য্যন্ত না উগ্রপন্থী সৃষ্টি বন্ধ না করেন ততক্ষন পর্য্যন্ত পুলিশ, মিলিটারী দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না । আজকে পাঞ্জাবেতো রাষ্ট্রপতির শাসন দেওয়া হয়েছে, হাজার হাজার মিলিটারী নামানো হয়েছে, সমস্যার সমাধান হয়েছে কি ? হবে না । সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যের বেলায়ও একই কথা । মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে তথ্য দিয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ১১ ব্যাটেলিয়ন বি এস এফ অবস্থান করছে । এক এক ব্যাটেলিয়নে ১ হাজার সৈনিক থাকে, সেই হিসাবে ১২ হাজার বি এস এফ এ রাজ্যে আছে । এখন কথা হচ্ছে এতে কি সমস্যার সমাধান হবে ? এই উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান কিছুতেই হবে না যদি না শাসক দল উগ্রপন্থী তৈরী বন্ধ না করেন । এই উগ্রপন্থী তৈরী বন্ধ করা উনাদের পক্ষে সম্ভব নয় । মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যার কথা বলার নাম করে দিল্লীতে গিয়ে লালডেঙ্গার সংগে গোপন বৈঠক করেন । লালডেঙ্গার সংগে উনি কি গোপন আলোচনা করেন আমরা কিছুই বুঝি না । তারপর লোকটাক প্রোজেক্ট বিদ্যুৎ আনার নাম করে যেখানে গিয়ে উগ্রপন্থী নেতা বিশ্বেশ্বর সিং, যিনি জেল থেকে নির্বাচিত হয়েছে, উনার সঙ্গে গোপন আলোচনা করেন । এই যদি হয়, তাহলে কি করে এই সমস্যার সমাধান হবে ? কারন উনারাইতো উগ্রপন্থীদেরকে উস্কানি দিচ্ছেন । আজকে শ্রী লংকাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পেছনে আছে এই বামদলের উস্কানি । শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্দ্ধনে বলেছেন- এখানার খুন খারাপির মার্কসবাদীরাই দায়ী । ত্রিপুরা রাজ্যেও তাই । আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বৎসরের বাঙ্গালী উপজাতি ভাতৃবন্ধন ছিন্ন করে দিল এই বামফ্রন্ট সরকারে বসেই । আজকে এর সমস্ত দোষ উপজাতি যুব সমিতির উপর আপনারা চাপিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি যদি না থাকত তাহলে নিজের ব্যর্থতা কার উপর চাপিয়ে দিতেন আপনারা ? নিজের ব্যর্থতার কথা কিছু স্বীকার করুন । আজকে আমরা চাকুরী ক্ষেত্রে দেখছি, যদি কোন বেকার ছেলে চাকুরীর জন্য মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে যায় তখন উনারা বলেন পদ খালি নেই, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন না সুতরাং চাকুরী কোথা থেকে দেব ? কিন্তু কোন পরিবারের একজন উগ্রপন্থী যদি মারা যায়, সঙ্গে সঙ্গে পদ খালি হয়ে যায় । তখন কোথা থেকে পদ খালি হয় ? পরিবার প্রতিপালনের পথ কি আপনারা খুন করে অবলম্বন করিছেন । স্যার, কয়েক মাস আগে আমি দেখেছি ছৈলেংটাতে ভুবনেশ্বর চাকমা এবং কমলেশ্বর চাকমাকে বামফ্রন্ট সরকারের উস্কানিতে উগ্রপন্থীরা দিনের বেলায় হত্যা

করেছে। অথচ এই বিধানসভায় একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী বলেছেন যে উগ্রপন্থীরা উপজাতিদেরকে হত্যা করে না, শুধু বাঙ্গালীদের করে। বাঙ্গালীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে উস্কে দেবার জন্য। এই বিধান সভায় উনি স্বীকার করেছিলেন কলিং এটেনশানের উত্তর দেবার সময় উপজাতি যুব সমিতির গাঁও সভার সদস্য, প্রাইমারী আঞ্চলিকের সদস্যকে উগ্রপন্থীরা খুন করেছে। ঐ দিনই আবার প্রচার করলেন যে-না, একজন উপজাতিও মারা যায় নি। উগ্রপন্থীদের শুধু উগ্রপন্থী হিসাবেই চিহ্নিত করা দরকার। যদি রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টা করেন তা হলে কোন দিনই এই উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান হবে না। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার বলেছেন যে গোবিন্দবাড়ী থেকে রশ্যাবাড়ী পর্য্যন্ত হচ্ছে উগ্রপন্থীদের স্বাধীন আসা যাওয়ার রাস্তা। তাহলে ঐ রাস্তাটাকে সীল করে দিন। আপনাদের গোয়েন্দা দপ্তর আছে, আপনারা জানেছেন যে ঐ রাস্তা দিয়ে উগ্রপন্থীরা আসা যাওয়া করে এবং খুন খারাপি করে আবার বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। এই রাস্তাটিকে বন্ধ করে দিন, না রাস্তাটি বন্ধ করা যাবে না। তাহলে এই পুলিশ, বি, এস, এফ কার জন্যে? কেন্দ্রীয় সরকার যদি হস্তক্ষেপ করে না এটা হবে না, আমার কথা মেনে চলতে হবে বি, এস, এফ কে। গোপীরমন জমাতিয়া নামে একজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছিল, তাকে এ্যারেষ্ট করা হলে, সি, পি, আই (এম) শান্তি কমিটি গঠন করে বলল তাকে ছেড়ে দিন, সে আমাদের লোক। তাহলে দমন কি করে হবে? একটা বেসরকারী প্রস্তাব সুন্দর করে লিখে আনলেইতো আর সমর্থন করা যায় না। বাস্তবের সঙ্গে মিল থাকা চাই। তাই আমি এই বিধান সভায় দাবী করছি-এই সরকারের দ্বারা কিছুই হবে না, কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের দরকার। উগ্রপন্থীদের দমনকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা সমর্থন করবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের আমি জানাচ্ছি, আজকে আমাদের হাতে আর সময় না থাকায় আলোচনাটি অসমাপ্ত রইল। এটাকে ক্যারী ওভার করা হচ্ছে। আমি দেখছি এর মধ্যে কবে বিষয়টি আলোচনার জন্য আনা যায়।

এই সভা আগামী ২৭শে মে, সোমবার, ১৯৮৫ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Star ed Question No. 9
Name of Memder :—Shri Kashiram Reang
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the
P,W (Electricity) Deptt be pleased to state-

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া বৈদ্যুতিক বিভাগের অধীন পশ্চিম পাহাড় সিদ্ধি নগরে বৈদ্যুতিক ইনকোয়ারী অফিসে কোন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে কি না, এবং

২। করা না হয়ে থাকলে কবে নাগাদ নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায়?

১। না।

২। গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত কম। গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

Admitted Started Question No :—16
Name of Member :—Smti, Gita Choudhury,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the
P, W. Deptt be pleased to state-

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া বাজারে বৈদ্যুতিক জেনারেটার বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকলে কবে নাগাদ উহা বসানো হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। ঐরূপ পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ?

১। না।

২। উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। তেলিয়ামুড়ায় একটি ৬৬ কেঃ ভিঃ সাব-ষ্টেশান আছে। উক্ত সাব-ষ্টেশান্ চাহিদানুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের সক্ষম, যদি না আসাম থেকে কম আমদানীর ফলে ঘাট্তি দেখা দেয়।

Admitted Started Question No, 17.
Name of Member :—Smt, Gita Choudhury,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the
P, W (Electrical) Deptt, be pleased to state

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ ইং সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কত সংখ্যক গ্রামে বৈদ্যুতিক করন করা হইয়াছিল,

২। ১৯৮৫ ইং সনে কত সংখ্যক গ্রামে বৈদ্যুতিক করবেন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ১৯৮৪ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ১৭৬৫ টি গ্রাম বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছিল।

২। ১৯৮৫ ইং সনে মোট ১০০ টি গ্রাম বৈদ্যুতিকরনের পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 47.
Name of Member :—Shri Mati Lal Saha,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the
P. W. (Electricity) Deptt. be pleased to state -

১। সিপাহীজলার "পিক্‌নিক স্পট্‌" পশুশালা, পক্ষীশালা ও "ডিয়ার পার্ক" গুলিতে বৈদ্যুতিকরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায় ?

৩ না থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১। প্রশ্নকৃত বিষয়বস্তু সমূহ বনদপ্তর সংশ্লিষ্ট।

২ উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। ঐ।

Name of member : Smti. Gita Choudhury, M, L, A,

Will the Hon'ble Minister incharge Agriculture Department be please to state -

১। বিগত ১৯৮৪ সালের বন্যায় তেলিয়ামুড়া ব্লকে কত একর জমিতে বালু পড়েছিল।

২। উক্ত বালু সরানোর কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না।

৩। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

১। ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) হেক্টর জমিতে বালি পড়িয়াছিল।

২। হ্যাঁ।

৩। বালি সরানোর কাজ ১৯৮৪-৮৫ ইং সন হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে।

Admitted Started Question No, 74.

Name of M, L, A, :—Sri Rudreswari Das,

Will the Hou'ble Minister-In-Charge of the PWD be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। কমলপুর-মরাছড়া-আমবাসা রাস্তাটির কাজ কবে নাগাদ শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়,

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত রাস্তায় আমবাসা হতে মরাছড়া পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচল করতে পারে না, এবং

৩। সত্য হইলে তাহার কারণ,

উত্তর

১। পর্য্যাপ্ত অর্থের সংকুলান হইলে ১৯৮৬-৮৭ ইং সনে কাজটি শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২। হ্যাঁ।

৩। সেতু ও কালর্ভাটের কাজ শেষ না হওয়ার জন্য গাড়ী চলাচল করতে পারে না।

Admitted Starred Question No :—130

Name of M, L. A, :—Sri, Matilal Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the

P, W, Department be pleased to state- :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় হইতে পুর্ব্বলক্ষীবিল পর্য্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। না থাকিলে তাহার কারন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন ওঠে না।

Admitted Starred Question No. 151

Name of Member :—Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Science & Technology Department be pleased to state-

১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য রাজ্যসরকার কি কি কর্মসূচী গ্রহন করেছেন।

২) ইলেকট্রনিক, কমপিউটার ইত্যাদির মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ট্রেনিং এবং বাস্তবায়নের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩) থাকিলে- তার বিবরণ।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য রাজ্য সরকার নিম্নবর্নিত কর্মসূচী গ্রহন করেছেন :—

(ক) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ নামক একটি দপ্তর গঠন।

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের উদ্দেশ্যে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ', বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্ষদ" গঠন।

(গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশেষ গবেষণার জন্য বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্যের কর্মসূচী গ্রহন।

(ঘ) একটি বিজ্ঞান মিউজিয়াম গঠনের ব্যাপারে প্রাথমিক অনুসন্ধান কর্মসূচী গ্রহন,

(ঙ) পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন।

(চ) বিকল্প শক্তি ব্যবহারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহন।

(ছ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রামীন জীবনের উন্নয়ন।

২নং প্রশ্নের উত্তর

বর্তমানে এমন কোন প্রকল্প এই দপ্তরের হাতে নেই।

৩নং প্রশ্নের উত্তর :

২ নং প্রশ্নের অনুরূপ।

Admitted Started Question No. 152.

Name of the Member :—Shri Rabindra Deb Barma,
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the
Industries Department be pleased to state -

১। রাজ্যে Agro Industry স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ,

২। থাকিলে প্রকল্পের বিবরণ, অনুমিত ব্যয় বরাদ্দ এবং কবে পর্য্যন্ত উক্ত কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। Rural food Processing and Nutrition Centre (গ্রামীণ খাদ্য প্রস্তুত ও পুষ্টিকেন্দ্র)।

ক) প্রোজেক্ট মূলধন ··· ৭'২৮ লক্ষ টাকা।

খ) ১৯৮৫ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ২৮ জন পুরুষ ও মহিলাকে এই কাজে ট্রেনিং দেওয়া হয়।

গ) এই ট্রেনিং "Training first Rural Youth for self Employment" (TQYSEM) এর আওতায় 'District Rural Development Agency'-র মাধ্যমে হইতেছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstaarred Question No. 1.

Name of the M. L. A. :—শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P, W (Electrical) Deptt, be pleased to state

প্রশ্ন :

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি ভেটেরনারী সেণ্টার খোলা হয়েছে, (ব্লকভিত্তিক কেন্দ্রগুলির নাম)

২। ১-৩-৮৫ ইং তারিখ ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি ভেটেনারী সেণ্টার চালু অবস্থায় আছে তার হিসাব। (ব্লক ভিত্তিক নামের তালিকা)

উত্তর

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে খোলা বল্ক ভিত্তিক প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা

বিশালগড় বল্ক

১) গকুলনগর
২) সরকারটিলা
৩) লাটিয়া ছড়া
৪) দক্ষিন চড়িলাম

খোয়াই বল্ক

১) খোয়াই পুরান বাজার

তেলিয়ামুড়া বল্ক

১) উত্তর কৃষ্ণপুর
২) সর্দ্দারকরকরি

দক্ষিন ত্রিপুরা জিলা

বগাফা বল্ক

১) গৌরাঙ্গ বাজার

২) উত্তর ভারতনগর

মাতাবাড়ী বল্‌ক

১) খেলাকুম

উত্তর ত্রিপুরা জিলা

কাঞ্চনপুর বল্‌ক

১) কড়ইছড়া।

২। বল্‌ক ভিত্তিক প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল, তন্মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়-৭৪, দক্ষিন ত্রিপুরা জেলায়-৪৬ এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায়-৪৫।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা

মোহনপুর বল্‌ক

১। সোনারাম বাজার
২। বরসন পাড়া
৩। বালুরবন্দ্‌
৪। হেজামারা
৫। বরকাঠাল
৬। সোনাই বাজার
৭। অভিচরণ বাজার
৮। লেফুঙ্গা
৯। ক মালঘাট
১০। নন্দন নগর
১১। বড়জলা
১২। গান্ধী গ্রাম

বিশালগড় বল্‌ক

১। গকুলনগর
২। কোনাবন
৩। কমলাসাগর
৪। গোলাঘাটি
৫। কাঞ্চনমালা
৯। দেওয়ান বাজার
১০। হেরমা
১১। তকসা পাড়া
১২। কালির বাজার
১৩। পাথালিয়া ঘাট

৬। ভেলুয়ারচর
৭। লালসিংমুড়া
৮। অমরেন্দ্রনগর
১৪। সরকারি টিলা
১৫। লাটিয়াছড়া
১৬। দক্ষিন চড়িলাম

টাকারজলা-জম্পুইজলা সাব-বল্‌ক

১) যোগেন্দ্রনগর
২) নাগিছড়া
৩) পূর্বডুকলি
৪) জারুলবাচাই
৫। গুরুপদ কলোনী
৬) টাকারজলা
৭) জম্পুইজলা
৮) শান্তিরবাজার
৯) সোমবারের বাজার

জিরানিয়া বল্‌ক

১) মান্দাই
২) বোরাখা
৩) রাধাপুর
৪) কোবরাখামার

তেলিয়ামুড়া বল্‌ক

১) গিলাতলী
২) বাগান বাজার
৩) চাকমা ঘাট
৪) মাইগঙ্গা
৫) উত্তর কৃষ্ণপুর
৬) ব্রহ্মছড়া
৭) তৈতু
৮) ৩৭-মাইল
৯) নদীয়া বাজার
১০) সর্দ্দুকরকরি
১১) শান্তিনগর

খোয়াই বল্‌ক

১) পূর্ব রামচন্দ্র ঘাট
২) আমপুরা বাজার
৩) ছনখলা
৬) আশারাম বাড়ী
৭) বাইজল বাড়ী
৮) বগাবিল

৪) চম্পাহাওয়ার
৫) বেহালা বাড়ী
৯) রথ টিলা
১০) খোয়াই পুরান বাজার

মেলাঘর বল্ক

১) জুমের ডেপা
২) কামরাঙ্গাতলী
৩) দুর্লভনারায়নপুর
৪) মাছিমা
৫) ধনপুর
৬) মতিনগর
৭) কাঠালিয়া
৮) কলমছড়া
৯) নিদয়া
১০) তৈবান্দল
১১) রবীন্দ্রনগর
১২) উরমাই

দক্ষিন ত্রিপুরা জিলা

মাতাবাড়ী বল্ক

১) আঠারবোলা
২) দাতারাম জুলাই বাড়ী
৩) হাদ্রা
৪) হলাখেত
৫) পশ্চিমকুপিলং
৬) মহারানী
৭) মিরজা
৮) শীলঘাটি
৯) থেলাকুম
১০) তইনানী
১১) তুলামুড়া
১২) লক্ষ্মীপতি

বগাফা বল্ক

১) বীরচন্দ্রমনু
২) চিত্তামারা
৩) দেবদারু
৪) গৌরাঙ্গ বাজার
৫) মধ্যবগাফা
৬) মনুরমুখ
৭) উত্তর ভারত চন্দ্র নগর
৮) পূর্বপিলাক
৯) রাধানগর
১০) রাধাপুর
১১) শান্তিরবাজার
১২) সোনাইছড়া
১৩) ঈশানচন্দ্রনগর

রাজনগর বল্‌ক

১) দেবীপুর
২) একিনপুর
৩) নিহারনগর
৪) পিপরিয়া থলা
৫) রাঙ্গামুড়া

সাতচাঁদ বল্‌ক

১) বটতলা
২) গোরাকাপা
৩) হরিনা
৪) মনুবংকুল
৫) মনুঘা
৬) শাকবাড়ী
৭) সোনাই
৮) শ্রীনগর
৯) আমলীঘাট

অমরপুর বল্‌ক

১) বামপুর বাজার
২) ছেচুরিয়া
৩) জলেয়া
৪) কাওয়ামারা
৫) সোনাছড়া
৬) থালছড়া
৭) করবুক

ডুম্বুরনগর বল্‌ক

১) রাইস্যাবাড়ী

উত্তর ত্রিপুরা জিলা

কাঞ্চনপুর বল্‌ক

১) ভাণ্ডমুন
২) মণ্ডচুয়ান
৫) খেদাছড়া
৬) লালজুরী

Questions & Answers

৩) জয়শ্রী বাজার
৪) করইছড়া
৭) সাবুয়াল

সালেমা বল্ক

১) বলরাম পাড়া
২) চানকাপ
৩) কচুছড়া
৪) কমলাছড়া
৫) মেন্দিআওয়ার
৬) শিকারী বাড়ী
৭) নালীছড়া
৮) বামনছড়া

কুমারঘাট বল্ল

১) ভগবান নগর
২) ছনতইল
৩) ধনবিলাস
৪) দুর্গাছড়া
৫) এমরাপাশা
৬) গঙ্গানগর
৭) হালাইছড়া
৮) ইরানী
৯) জারইলটিলা
১০) কাঠালছড়া
১১) মাসলি
১২) পাখীরবাদা
১৩) রাতাছড়া
১৪) সহদাবাড়ী
১৫) সামরুরপার
১৬) সোনাইমুড়ী

পানিসাগর ব্লক

১) ধুপিরবন্দ
২) দেওয়ানপাশা
৩) ইছাইলাল ছড়া
৪) জালিবাসা
৫) কদমতলা
৬) কামেশ্বর
৭) কুর্তিবাজার
৮) মাছমারা
৯) পদ্মাবিল
১০) রাজনগর
১১) তিলথই

চামনু বল্‌ক

১) ছৈমাছড়া
২) লালছড়া
৩) মইনামা
৪) মানিকপুর

Admitted Unstarred Question No.6

Name of member :—Sri Subodh ch, Das, M, L. A,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the

Agriculture Department be pleased to state- :—

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কত মেট্রিক টন ধান ও গম উৎপাদন করা হয়েছিল তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব,

২। ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে ধান ও গম উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা কত ধার্য করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং কৃষি বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট যে পরিমান ধান ও গম উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমুদিত হইতেছে তাহার বল্‌ক ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব এইরূপ :—

ব্লকের নাম	অনুমিত উৎপাদনের পরিমান (মেঃ টন হিসাবে) ধান	গম
১। পানিসাগর	৪০,৭৮৮	১৫০
২। কাঞ্চনপুর	১৭,০৫৩	১৪০
৩। কুমারঘাট	৩৮,৮৬০	২৫০
৪। ছামনু	১৬,৬৪২	১৯০
৫। সালেমা	৩৪,৬৬০	৩১০

Question & Aneswers

৬।	খোয়াই	৩০,৪১০	২১০
৭।	তেলিয়ামুড়া	৩৯,৪৯০	২৮০
৮।	জিরানিয়া	৩৬,৮৭৭	১৩৫
৯।	মোহনপুর	৩৩,২৫৩	১২০
১০।	বিশালগড়	৫৯,২৯২	১৯০
১১।	মেলাঘর	৪৮,২৭৫	৫৫০
১২।	উদয়পুর	৫৬,৪১২	৫৩০
১৩।	অমরপুর	২২,৭৮২	২১৫
১৪।	ডম্বুরনগর	৫,৪৩১	৪৫
১৫।	বগাফা	২৭,৮৮২	১৪০
১৬।	রাজনগর	২৭,৭০০	৭০
১৭।	সাতচাঁদ	২৩,৭০৮	৭৫
	মোট :—	৫১৯,৫১৫	৩,৬০০

(৩য় পাতায়)

১। ১৯৮৪-৮৫ইং কৃষি বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট যে পরিমান ধান ও গম উৎপাদিত হইবে বলিয়া অনুমুদিত হইতেছে তাহার বল্ক ভিত্তিক আনুমানিক হিসাব এইরূপ :—

	বল্কের নাম	ধান ও গম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টন হিসাবে) ধান	গম
১।	পানিসাগব	৪৬,৬২০	১৬০
২	কাঞ্চনপুর	১৮,৬০০	১৪৫
৩।	কুমারঘাট	৪৭,৫১০	২৬৫
৪	ছামনু	১৮,৩৬০	২০০
৫।	সালেমা	৩৯,০৭৫	৩৩০

৬।	খোয়াই	৩৩,৯৮৩	২২০
৭।	তেলিয়ামুড়া	৪১,৬৯৩	২৯৫
৮।	জিরানিয়া	৪২,০৮২	১৪৫
৯।	মোহনপুর	৩৫,৭৭৫	১২৫
১০।	বিশালগড়	৭২,৪৬৫	২০০
১১।	মেলাঘর	৫৪,২২৫	৫৭৫
১২।	উদয়পুর	৬২,৪৩৭	৫৬০
১৩।	অমরপুর	২৩,৩২৫	২৩০
১৪।	ডম্বুরনগর	৫,৬২৫	৫০
১৫।	বগাফা	৩১,৩৩৫	১৫০
১৬।	রাজনগর	২৫,০০৫	৭৫
১৭।	সাতচাঁদ	২৬,৩৮৫	৭৫
		মোট :—৬২২,৫০০	৩,৮০০

Admitted Un-Starred Question No. 10

Name of M. L. A :—Sri Kashiram Reang

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the P. W. Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। শান্তির বাজার পি, ডব্লিও, ডি অফিসে (পি, ডব্লিও, ডি, ডিভিশন-২ অফ সাউথ) (P. W. D. DIVISION . 11 OF SOUTH) কতজন উপজাতি ঠিকাদার তালিকাভুক্ত আছেন তাদের নাম ও সংখ্যা,

২। বিগত আর্থিক বৎসরে উক্ত ঠিকাদারদের মধ্যে কে কয়টি কাজ পেয়েছেন (কাজের বিবরণ সহ)।

৩। উক্ত অফিসে মোট কতজন তালিকাভুক্ত ঠিকাদার আছেন এবং তাদেরকে কিসের

ভিত্তিতে কাজ দেওয়া হয় ?

উত্তর

১। পূর্ত্তদপ্তরে বিভাগীয় ভিত্তিতে ঠিকাদারদের তালিকাভুক্ত (Enlistment) করা হয় না। সুতরাং শান্তিরবাজার পি, ডব্লিও, ডি, অফিসে কতজন উপজাতি ঠিকাদার তালিকাভুক্ত আছেন তাহা বলা সম্ভব নয়।

২। বিগত আর্থিক বর্ষে পূর্ত্তদপ্তরের শান্তিরবাজার ডিভিশণ এর অধীনে যে সমস্ত উপজাতি ঠিকাদারদের টেণ্ডার ছাড়া কাজ দেওয়া হইয়াছে তাহার তালিকা সংযোজনীতে দেওয়া হইল।

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না। তবে সাধারন ভাবে ঠিকাদারদের দরপত্র আহ্বানের ভিত্তিতে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে। সরকারের নীতি অণুসারে কিছু ছোট ছোট কাজ (১৫০০০র মধ্যে) শিক্ষিত বেকার যুবকদের ফার্ম অথবা বেকার উপজাতি যুবকদের মধ্যে টেণ্ডার ছাড়া দেওয়া হয়। বেকার উপজাতি যুবকদের কাজ দেওয়ার ব্যাপারে সাধারণত ঐ এলাকার গ্রাম প্রধানের সুপারীশকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইহাছাড়া কোন বিশেষ জরুরী অবস্থা যথা বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন সময় টেণ্ডার ছাড়া কাজ দেওয়া হয়। তবে এই জাতীয় কাজের সংখ্যা খুবই সীমিত।

LIST OF WORK AWARDED TO TRIBAL PERSONS IN DISTRESSED POCKETS

FROM 1-4-84 to 31-3-85.

Sl No	Name of work	Amount of work awarded.	Name of Tribal person.
1.	2.	3.	4.
1.	Mtc of Manu H. S. School during the year 1983-84/Fencing.	Rs. 2. 809/-	Sri Uday Tripura, Manubazar.
2.	Mtc. of road from Jolaibari to Hrishyamukh road during the year 1983-84/Cutting road side drain from 9 K. M to 18 K. M.	Rs 0, 404/-	Sri Chaitra Kr Tripura, Dhubashi Para, Hrishyamukh.
3.	Mtc. of road from Jolaibari to Hrishyamukh road during the year 1983-84/Protection work at 9 K. M. to 15 K. M.	Rs.7.245/-	Sri Harendra Kr. Tripura, Batnyabari, Hrishyamukh.
4.	Mtc. of road from Kathalia to Debipura during the year 1984 85 /Earth work in filling by mechanical transport within 1'00 K. M. Road at 2'00 K. M.	Rs.2,972/-	Sri Rabindra Reang, Debipur.
5.	Mtc, of road from Kathalia to Debipur during the year 1984-85 /Clearing landslips, earth work and laying spunpipe culverts at 4-10 K. M. to 5'00 K. M.	Rs.04,78/-	Sri Harendrd Reang Debipur.

1.			3.
6.	Flood damage repairs to road from Kowaifung to Ailmara during 1983-84/portion of Kowaifung bridge approach.	Rs,8,788/-	Sri Jatindra Kr, Tripura, Kowaifung Debdaru.
7.	Mtc. of road from Jolaibari to Kalashi via Bathanbari during the year 1984-85 (5 K. M.)/portion from 2'50 K M. to 5'00 K. M./Earth.	Rs,13.037/-	Refunchai Mag. North Hiobacherra.
8.	Flood damage repairs to road from Kathalia to Debipur during 1984-85 /Clearing land slips and road side road cutting portion from 3'00 K. M. to 5'20 K./Group No.II.	Rs,11,053/-	Sri Tali Ram Reang, Debipur, Kathalia-Cherra.
9.	Flood damage repairs to B-B road to Gardang J. B. School during 1984 85/Relaying of R. C. C. spun-pipe and earth work etc. (Portion from 0'00 K. M. to 1'00 K. M.).	Rs.4319/-	Dhamchara Tripura Gurdhang
10.	Flood damage repairs to Jhar Jari-Muhuripur road during 1984-85/portion of damaged roads by filling earth the/ portion from 7 K. M. to 8 K. M.	Rs.6.947/-	Sri Ramdhan Uchai Ratanpur.
11.	Mtc. of road from Kakulia Debtalung. to Bankul via Bagmara (18-20 K. M.) during 1984-85/Earth work/portion from 8 to 1 K. M.	Rs.3.655/-	Sri Rathi Ch.Tripura. Madhyapillak

1.	2	3.	4.
12.	Flood damage repairs to U-S road (Manu) to Kakulia during 1984-85/portion cutting road side drain and earth work (Portion from 0 K. M. to 6 K. M. (Flood occured on May, 1984.	Rs,9,966/-	Sri Kali Mohan Reang, East Manu(Kathalia Cherra).
13.	Mtc. of road from Manurmukh to Birchandranagar bazar during 1983-84/Clearing land slips, surface dressing and road side drains etc. portion from 5·50 K. M, to 6'50 K M. (Flood occured on 4/8/83 to 6/8/83).	Rs,9,516/-	Sri Padhamoy Tripura, U. B. C. Nagar, Belonia.
14.	Mtc. of road from Manurmukh to Birchandranagar bazar during 1983-84/Clearing land slips, surface dressing and road side drain, etc. portion from 6 '50 K./to 7'00 K.M. (Gr. No.110 Flood occurred on 4/8/85),	Rs,11,146/-	Sri Jatindra Tripura, U. B. C. Nagar, Belonia.
15.	Flood damage repairs to road from Kathalia to Debipur road during 1984 85/ Clearing land slips and cutting road side drains berns Portection etc. portion from 0'00 K. M. to 3·80 K. M. (flood occured on May.84).	Rs.8.593/-	Sri Indrajit Reang, Kathaliacherra

1.	3.	4.
16. Flood damage repairs to No 3 Jalefa to Ludhua Bazar road during 1984-85.	Rs.?,148/-	Sri Ramani Tripura Ludhua, Sabroom.
17. Impvt. of road from Manubazar to Manughat (10·75 K. M.) Job No.TP/COM/1497/Widening at extremely narrow stretched and folling down of trees. (2 K. M. to 3 K. M.)	Rs,8,012/-	Sri Uday Tripura, Manubazar.
18. Mtc. of Bankul-Ghorakappa road during 84-85/Earth work /Portion from 10 K. M. to 10 50 dressing and road sidedra in K. M.	Rs,5,819/-	Sri Ugya Mog Bankul.
19. Flood damage repairs to road from Manurmukh to Birchandra bazar during 1984-85/Mtc, of S.P.T, Bridge No. 16 and laying R.C.C. spun pipe and Portection works from Amtali to Paikhola bazar.	Rs.13.231/-	Sri Samsur Jamatia West Manu
20. Mtc. of road from Jolaibari (U-S) road to Mohan Sardar Tilla during 1984-85/Removal of land slips and earth work from 0 K. M. to 1·00 K M.	Rs. 11, 777/-	Sri Uchai Mony Mog. Madhyapillak.

1.	2.	3.	4.
21.	Maintence of road Manurmukh to Birchandra Bazar Road during 1984-85/protection of the S. P. T. Bridge No.21 on approaches.	Rs.5,652/-	Sri Nitai Debbarma. Manpathar (Manubazar)
22.	Urgent flood dama3e repairs to Kakulia-Debtalung road during '84-85/Flood on 7/84 portion from 2 to 6 K. M. (Gr. No.I).	Rs.9,678/-	Sri Gangadhar Reang, Debdaru.
23.	Urgent flood damage repairs to Kakulia-Debtalunga road during 1984-85/Flood on 7/84) Gr. No.II /Portion from 6 to 10 K. M.	Rs.10.425/-	Sri Chailanfru Mog. West Charakbai
24.	Mtc. of U-S road Sec-II during 1984-85/Applying seal coating works/portion from 83K M. to91 K. M. by departmental labour Supply of river sand by mechanical transport.	Rs.7.315/-	Sri Manoranjan Debbarma.
25.	Imp. of road from Kalacherra bazar to Bhuratali Kalibari via Sonamohan para (4-50 K. M.)/Earth work/Portion from 0510 to 0630 /Group No.II.	Rs.10.445/-	Sri Anil Deb Barma Bhuratali, Sabroom

1.	2.	3.	4.
26.	Imp. of roand from Kalacherra bazar to Bhuratali Kalibari via Sonamohan para/Portion from Ch. 0·630 to 0.990 K. M. /Gr. No.III.	Rs.10.260	Sri Santindra Kr. Tripura, Fulchari. Sabroom.
27.	—do— —do—/Portion from Ch. 0·990 Km. to I'I45 Km./- Gr. No. IV.	Rs.I0.275/-	Sri Sunil Baran Chaudhury. Bhuratali, Sabroom.
28.	Imp. of road from Kalacherra Bazar to Bhuratali Kalibari via Sonamohanpara (4-50 Km) /Ea th work/Portion from I'I45 Km. to I'290 Km./ Group No. V.	Rs.I2,298/-	Sri Suklesh Choudhury. Satchand, Sabroom.
29.	—do— —do—/Portion from Ch. I'290 Km. to Group No.VI	Rs.9.562/.	Sri Bangshi Tripura. Bhuratali. Sabroom.
30.	—do— — do—/Portion from Ch. I'380 Km. to I'585 Km./Group No.VII (A).		Sri Dipendra Tripura, Bhuratali, Sabroom.
34.	Mtc. of Manu.Srinagar rood during 84-85/Repairs to damaged patches/Supplying of mixed class bats, sand, in/c. carriage to work side/Portion from 4 Km. 6'60 Km.	Rs.I2.000/.	Sri Benu Ram Laskar. Manubazar.

1.	2.	3.	4.
32.	Mtc. of Belonia-Rajnagar road /Gr. No.I/ '0 to I0 K. M.) during 1984-85/Dressing side berms. cutting side drains etc.	Rs.I4.602/-	Sri Padarai Tripura, U.B.C. Nagar, Bankar.
33.	Mtc. of Sabroom-Baishnabpur road during 1984-85/Portion from 0 to 10 Km /Urgent repairs to damaged portions, side drains and removal of land slips etc.	Rs.1I.I54/-	Sri Kainka Mog. Baishnabpur,
34.	Flood damage repairs to U.B.C, Nagar to Barpathari road via Ratanbari (II'20 Km.)/During 1984-85/Earth filling in the damaged portion of the road and laying of spun pipe culverts at portion from 9'80 Km. to II'20 Km.	Rs 10,709/-	Sri Rabindra Kr. Tripura, Kashari R. F. Barpathari.
35.	Mtc. of Chotakhil-Manughat Road (length 5'50 Km.)/During 1984 85 /portection of side bern and earth filling.	Rs,10,0I9/-	Sri Durgabiusan Tripura, Betaga. Sabroom.
36.	Mtc. of Hrishyamukh-Pongbari road during 1984-85/Portion from 0, to 3'12 Km./Repairs & dressing of side derms.	Rs.9.248/-	Sri Birendra Tripura Haripur.

1.	2.	3.	4.
37.	Mtc. of Harina-Bankul road during 1984-85/Jungle cutting, side drain and removal of land slips etc. portion from 0 to 10'50 Km.	Rs.4,025/-	Sri Mongmng Mog, Bankul.
38.	Mtc. of Bankul-Gorakappa road during 1984-85/Removal of land slips, jungle cutting etc. portion from Bankul to Magroom (0'00 Km. to I0'00 Km.)/Gr. No.I.	Rs.10,529/-	Sri Thaikhai Mog, Choudhury, Bankul.
39.	Mtc. of Bankul-Gho akappa road during 1984-85/Removal of land slips, jungle cutting etc./Portion from I0'00 Km. to 12'50 Km. Gr. No.II).	Rs.IC,772/-	Sri Ugya Mog. Bankul.
40.	Mtc. of Bankul Ghorakappa road during I984-85/Removal of lands slips jungle cutting etc Portion from I2'50 Km. to I4'50 Km. (Gr.No.III.	Rs.8.439/-	Sri Fatha Mog. Bankul.
4I.	—do— —do—/Portion from 14'50 Km. to I8'00 Km. (Group No.IV)	Rs.9.983/.	Sri Birendra Tripura. Bishnupur. Sabroom.
42.	—do— —do—/Portion from I8 Km. to 22'00 Km. (Gr. No.V)	Rs,II.038/-	Sri Abani Kr. Tripura, Ghorakappa.

1.	2.	3.	4.
43.	Urgent repairs to S.P.T. bridge No.4 on U,S Road during the year 84/85.	Rs,7,273/	Anil Kumar Tripura. Kanchannagar.
44.	Mtc. of B/B road to Air Strip road during 1984-85 /Mtc. of S.P.T. bridge No.1 (Length 9'15 Mtr.)/Group No.II (Election emergency)	Rs.12.159/-	Sri Kachadhan Tripura. Uttar Kanchannagar.
45.	Mtc. of B/B road to Air strip road during 84/85 /Mtc. of SPT bridge No.I Length 9'15 M) Gr. No.II (Election emergency).	Rs.7,522/-	Sri Brajendra Tripura, Kanchannagar.
46.	Urgent repairs to SPT bridge No.2 on the road from U-S road to Srikantabari via Kalashi during 84-85/Group. No.II (Election emergency).	Rs.8,061/	Sri Atailngrai Reang. Naraifung.
47.	Urgent repairs to SPT bridge No.2 on Kanchannagar-Lowgong road during 84-85 (Election emergency).	Rs.10,659/	Sri Anil Kr. Tripura; Kanchannagar,

1.	2.	3.	4.
48.	Urgent repairs to SPT bridge No.2 (Span 30 Ft.) on the road from U-S road (Jolaibari) to Mohan Sardar tilla during 1984/85 (Election emergency)	Rs.10.431/-	Sri Mama Mog. Madhyapillak.
49.	Urgent repairs to Govt. building and structure under Santirbazar Sub-Division during 84-85/Constn. of Urinal and Latrine at Santirbazar J.B. School, Betaga J. B. School. Lowgong J B. School, Baikhora High School, Laxmicherra High School, Kalashi High School Muhuripur J.B. School (7Nos) Election emergency.	Rs.7.302/-	Sri Umesh Reang. Laxmicherra.
50.	Mtc. of road from U-S road to Ailmara during 84-85/Portion from Kalasi/Kowaifung road (Trijunction to Srikantabari road)/Portion from 12 Km. to 13'00 Km./Earth work palla/ siding earth filling, side drains etc.) (Election emer/gency).	Rs.9.951/	Sri Kalendra Tripura. Eashanbari (East Pilak).
51.	Mtc. of road Laxmicherra to Birendranagar/Portion from		

1.	2.	3.	4.
	12'00 Km. to 15'00 Km. upto Kowaifung (Earth work, side drain, Jungle cutting etc) /Gr. No.I (Election emergency)	Rs.9.868/-	Sri Harichandra Tripura. East Pillak.
52.	Urgent repairs to Govt. building and structure under Santirbazar Sub-Divn. during 1984-85/Constn. of Urinal, iatrine at Abangcherra S-B. School No.I & 2. Purba Madhya Pilla, J. B. School (Sonth Jolaibari) Paschim pillak S. B. School Balinath Deghi S. B. School, Jolaibari Mohan Sardar School and Jolaibari High School/Gr. No.I (7 Nos.) (Election emergency).	Rs 7,302/	Sri Rajendra Tripura. Madhyapillak.
53.	Urgent repairs to Govt. building and structures under Santirbazar Sub-Division during 1984-85/Constn. of urinal, latrine at thakur cherra J. B. School (S. Jolaibari) Debdaru H. School No.1 and 2, Purba Pillak J. B. School, Ananta Sardar J. B School, Srikantabari J. B. School No. 1 & 2 and Bathanbari J. B. School (9 Nos.)/Gr.No.II (E/Emergency).	Rs.9.389/-	Sri Rati Ch. Tripura.
54.	Mtc. of road from Debdaru to Kalasi via Hitchacherra during 84-85/Earth work (Indressing), cutting roadside		

1.	2.	3.	4.
	drain/portion from 0 to 1'00 Km. (E/Emergency).	Rs.11.152/-	Sri Angkjai Mog. Rangacherra, Debdaru
55.	Mtc. of Baikhora Laxmicherra road during 84-85/Portion from 0 to 5 Km./Gr. No.1 (E/Emergency).	Rs.11.152/-	Sri Bhanu Tripura. Naraifung.
56.	Mtc. of road from Debdaru to Kalibari via Hichacherra during 1984 85/Urgent repairs to SPT bridge No.i (Span-30 Ft)/Gr. No.1 South end. (Election Urgent)	Rs.10.246/-	Sri Santosh Tripura. Birendranagar
57.	Mtc. of road from Debdaru to Kali via Hichacherra during 1984-85/Urgent repairs to S.P.T. bridge No.1 (Span 30 ft.) Gr. No II (North end) (Emergency Urgent).	Rs.10.571/-	Sri Jadu Mona Tripura, Birendra Nagar
58.	Mtc. of S.P.T. bridge No I (Span 20'ft) on the road from Baikhora to East Charrakbari- via Ananta Biswas Para during 84-85/Gr. No.I (Emergency Urgent).	Rs.10,013	Sri Raja Tripura Naraifung.

1.		3.	4.
59	Mtc. of road from Laxmicherra to Birendranagar during 84-85/Portion from I to 4 k. m. (election emergency.)	Rs.II,338/-	Sri Satyajit Reang, Naraifung
60.	Mtc. of road from Baikhora to East Charakbai (Kalsi) via Anantabiswas para during I984-85/- portion from 3'50 k. m. to 5'00 k. m./ Gr. No.II (Election emergency).	Rs.II,325/-	Sri Nirmal Reang, Laxmicherra,
6I	Mtc. of Baikhora to Laxmicherra road during the year I984-85/portion from 5-7 k. m./Gr No.II (Election emergency).	Rs.9,658/	Sri Harendra Reang. E. Laxmicherra
62.	Mtc. of B/B road during I984-85/Development of side berm at 0'350 K. m. to 0'400 K. m.	Rs.8 837/-	Sri Bidhan Ch Barua, Bagafa
63.	Mtc. of SPT bridge No.I6 (span 20'ft) on the road from Baikhora to East Charakbari via Ananta Biswaspara during 1984-85/ No.II (Election urgent)	Rs.I0,674/-	Sri Ruhi Tripura Naraifung.
64.	Mtc. of B/B road during 84/85/Mtc. of S.P.T. bridge	Rs,I3,970/-	Sri Narindha Mog.

	2.	3.	4.
	N .2 (L,23.30 Mtr.) Gr. No,I E/urgent)		Kanchanpur
65.	Urgent repairs to S.P.T. bridge No.1 & 2 on the road from Santirbazar to Lowgong Mahamoni (span 14 ft. & 20ft. respectively).	Rs,I0,675/	Sri Pabitra Reang East Charakbari
66.	Mtc. of road from Baikhora to East Charakbari (Kalasi) via Ananta Biswas para during the year 1984/85 Portion from 0' to 50 K. M./Gr. No,I (Election urgent)	Rs.II.048/-	Sri Parendra Reang Muhuripur
67.	Mtc. of road from Laxmicherra to Raibari during 1984-85/ portion from I to 6 K. M. Election urgent.	Rs.I1.I54 .	Sri Manindra Reang Laxmicherra
68.	Mtc, of Jolaibari-Hrishya mukh road during the year 84-85/Portion from 3'50 K. m. to 6'00 K. m. (Gr.No.I) Election urgent)	Rs,II,55I/- Rs.II,551/-	Sri Mullafro Mog. Jolaibari
69.	Mtc. of Jolaibaibari-Hrishya-mukh road during 1984-85/	Rs,II,137/-	Sri Neay Mog

	portion from 3 K. m. to 6'00 K. m. Group No. II (Election urgent)		Jolaibari
70.	Urgent repairs to Spt bridge at Kakulia R.C.C. bridge aproach on U-S road at Jolaibari during 1984/85 (Election emergency).	Rs.9.513/-	Sri Mong Coatai Mog, Takurcherra
71.	Mtc. of Govt. building under Santirbazar Sub-Divn. during 1984-85/Mtc. of Muhuripur J. B School (Non residential) (Election urgent).	Rs. 11,635/-	Sri Ganga Tripura Muhuripur.
72.	Urgent repairs to SPT bridge No. 1 & 3 on Jolaibari Hrishyamukh road during 1984-85 E/urgent	Rs.9,588/-	Sri Mongmong Mog Madhyapillak
73.	Mtc of road from Alotala Joychandrapara B.S.F. Cam during 1984-85 (3 K. M.)	Rs. 10,164/	Sri Afru Mog choudhury Jolaibari
74.	Mtc. of Haipur to Basisardar para road via East Haripur during 1984-85/Repairs to damaged road formation/Gr, No.I/ portion from 0 to 1'50 K, M.	Rs. 11,130/	Sri Duche: Kr. Tripura, Haripur

1.	2.	3.	4.
75.	Mtc. of Haripur to Basi Sardarpara road via East Haripur during 1984-85/Repairs to damaged road formation/Gr. No. II/Portion from 1'50 to 2'40 K. M.	Rs.II.538/-	Sri Chaitra Kr. Tripura, Haripur.
76.	Mtc. of Haripur to Bashi Sardar para road via East Haripur during 1984-85/Repairs to to damaged road formation/Gr No.III/Portion from 2'40 K. M. to 3'00 K. M.	Rs,II,110/-	Sri Nitya Nanda Tripura, Haripur
77.	Mtc. of Jolaibari.-Hrishyamukh road during I984-85 road side drain & side berm cutting etc. (Portion from I7 K. m, to I8 k. m./Gr. No.II	Rs,7,043/-	Sri Birendra Kr. Tripura, Hrishyamuk
78.	F.D.R. to U.B.C,Nagar road to Barpathari via Ratanbari during 1984-85/Filling damaged Portion & cutting side drain etc./portion from 7 k. m. to 9 k. m.	Rs.I0.908/	Sri Lalit Mohan Tripura, Barpathari
79.	Mtc of Lowgang-Bankar-Sarasima road during 1984.85/ Laying spun pipe culverts/	Rs,9,728/	Sri Dhenanjoy Triupra, Scnaicherra

1.	2,	3.	4.
	Filling in damaged formation dressing side drains etc. portion from 4'50 to 5'30 K. m.		North Sonaicherra
80.	Mtc. of Gajaria Batam bari road during 1984-85 / No.I portion from 0 to I'50 K. m,	Rs.13,592/-	Sri Chakrapani Tripura North Debdaru
81.	Mtc of Gajaria to Batua-bari road during 1984 85/Gr, No.II/Portion from 1 50 to 3 K M,	Rs,1,540/	Sri Dharmabari Tripura, Debipur.
82.	Mtc, of road from Jalefa to Chattakhil road during 1984-85/ Cutting Jungle, side drain etc.	Rs,5,404/	Sri Bithin Kr. Deb Barma, Uttar Deulbari
83.	Mtc. of road from kathalia to Debipur during 1984-85/ Clearing rode side jungle & cutting drains earth filling etc. portion from 0 to 5'00 K. M.	Rs,11,033	Sri Dharmajoy Reang, Kathalia Debipur
84.	Mtc. of Jolaibari Hrishmukh road during 1984-85/Road side drian & side berm cutting etc. portion from 15 to 17 K. m. Gr. No.5.	Rs. 10/778/	Sri Chaitra kr. Tripura. Hrishya-mukh

1.	2.	3.	4.
85.	Mte. Of road from Belonia Reang Office to RCC brige approach (extension portion)	Rs. 10.955	Sri Birendra Kishore. Tripura sonaicherra
86.	Mtc. of road from Manu to paikhola via lalmira during 1984-85/cutting road side drain filling & earth work etc. porting from O K. M. to 2.50/Gr. No. 1	Rs. 10.961/	Sri Dipak Reang West Manu
87.	—do—/cutting road side dressing filling & earth work etc. portion from 2.50 to 3.50 K. M./ Group No. 11	Rs. 11,087	Sri Jatindra Reang Raschim Manu. Manpathar
88.	Mtc. of road Manu to pikhola via Lalmirah during 1984-85 Clearing land slips. earth work & cutting road side drains etc. portion from 4.50 to 5.30 K. M./Group No.III	Rs. 6 109	Sri Kaste Rai Reang, Alicherra
89.	Mtc. of Manurmukh to Bir chandra Bazar road during 1984-85/Removal of land slips cutting road side drains etc, at 7.00 to 8.00 K. M.	Rs.10 ,777/	Sri Parakash Tripura Chittaamra.

1.	2.	3.	4.
90.	Mtc. of M 5 road during 1984-85/Cutting of side drains etc./portion from 9 K. M. to 13 K. M.	Rs. 7,366/	Sri Seba Kr Tripura Ramarbari Sabroom
91.	Imp. of road from Baishnab pur to Ludhua via Umatamtala (5.12 k. m.)/Earth work in filling portion from 5'00 to 6.00 k. m /Near-Ludhu Market/Gr No.I/Portion from 5'00 to 5'094 k. m.	Rs.13.709/-	Sri Krishna Kr. Tripura, West Ludhua.
92.	—do - - do—/Earth work in filling portion/ 6'00 k. m. near Ludhua Market/Group No B/ Portion from 5'-0 to 5 60 k. m.	Rs.13,518/-	Sri Surendra Kr. Tripura West Ludhua.
93.	—do— —do— /Earth work in filling portion from 5 k. m. to 6 k. m. (Near Ludhua Market) Gr. No.C/Portion from 5'91 to 6'00 k. m.	Rs.13,125/-	Joya chand Tripura West Ludhua
94.	Mtc . of Ramnagar road via Kalikapur during 1984-85/ Gr. No. IV/portion from 3 to 7 K. M,	Rs. 10,343/	Sri Gurusen Tripura. Debipur

1.	2.	3.	4.
95.	Mtc. of Jharjhari-Mahuripur road during 1984-85 widening & regrading the tilla portion at O K. m. to 0·20 K. m. Group No. 1	Rs. 14,026/	Sri Jogendra Tripura. South Sonaichari
96	Mtc. of Jharjahari-Muhuripur road during 1984-85/widening & regrading the Tilla portion af 0·10 K. m. to 0-20 K. m. Gr. No. II	Rs. 13.330/	Sri Rashi Kr. Tripura South Sonaichari
97.	Impvt. of road from Tripura bazar to Champaknagra via Motai B. S. F. camp (9 K. m.)/ Impvt. of formation from 7.50 to 8.50 K.m./Gr. No. I	Rs. 9.437/	Sri Hariprasad Tripura, South Sonaichari
98.	Mtc of road from Manur mukh to Birchandranagar during 1984-85/widening side bermand cutting road		

1.	2,	3.	4.
	side drains portion from 8 to 9.50 K. m.	Rs. 11,060/	Sri Chati Mog Kanchannagar
99.	Urgent repairs to SPT brige No. 2 & 4 on Jolaibari Hrishyamukh road during 1984 85/Gr. No. 11	Rs. 10,200/	Sri Krishnananda Tripura, Hitchacharra
100.	Mtc. of Sarasima Amzad-nagar road (4 K. m.)during 1984-85/cutttng side drain & filling side berm etc.	8,356/	Sri Kantala Tripura, Rathanbari
101.	Mtc. & Repairs to Jharjhari Muhuripur during 1984-85/ portion from 7.50 to 8.:0 K. M./Gr. No. VI	Rs. 9.188	Sri Dharma Kr. Tripura. Ratanpur.
102,	Mtc. of U. B. C. Nagar to Barpathari via Ratan Bari during 1984-85/Cutting side drains filling earth in the damadge portion from 0 to 6.00 K. m./ Group No. 1	Rs. 8,716/	Sri Tatha Mani Tripura, North Bharatchandra-nagar.

1.	2.	3.	4.
103.	Mtc. of Jharjhari-Muhuripur road during 84-85/Dressing side berm cutting side drain & filling earth in the damaged embankment portion from 0'20 k. m. to 4.50 k. m. Group No.III	Rs.10,568-	Sri Ahindra Kr. Tripura.
104.	Mtc. of Jharjhari-Muhuripur Road during 84-85/Protection of sider berm cutting side drain etc. portion from 4.50 k. m. to 6'50 K. M. Grou No. II	10,568/-	Sri Sunil Kr. Tripura, South Sonaichari.
105.	Mtc. of U. B. C. Nag.r. Ba-pathari via Ratanbari, during 1984-85/Sider wideing, lowering and resiling etc. at portion 2 to 5 k. m./Gr. No.II	7,745/	Sri Dhainya Prasad Tripura, North Bharatchandranagar.
106.	Immprov. of road from Manughat to Amlighat (10.18 k. m. Clearing of jungle from the portion'from 3.00 to 7.00 K. m	Rs.2.489/-	Sri Ishar Ch. Tripura Bataga, Sabroom.
107.	Mtc. of road from Santir-bazer to (A.B. Road) to U-S road (Manu) via Kathalia (L O to II.50 (k. m.) during 1984-85/Clearing road side drain & earth work etc. portion from 0 k. m. to 5 k. m. Group No.I	Rs.II,II0/-	Sri Kharga Roy Reang, Kathalia.

1	3	
I08. —do— —do— /Portion from 5·00 km. to 900 km./Group No. III.	Rs. 10,601/-	Sri Rajendra Kr. Reang, Debipur.
I09. —do— —do— /portion from 9·00 km to 11 50 km /Group No. III	Rs. 11,034/-	Sri Rabindra Reang, Debipur.
110. Urgent repairs to SPT bridge No. 3 span 30' on the road from US (Jolaibari) to Mohan Sardar Tilla during 1984-85/Gr. No 1 (South End).	Rs. 10,189/-	Sri Ananta Tripura, Madhya Pillak.
111. —do— —do —/Group No. (North end)	Rs. 10,663/-	Sri Surjya Kr. Tripura, Modhya Pillak.
112. Mtc. of Hrishyamukh to Pongbari road during 1984 85 Portion from 3.12 to 8.22 k.m / Gr. No. 1/ from 3.12 to 5 k. m Sressing of side berm & earth cutting etc.	Rs 11 007/-	Sri Chandrasen Tripura, Bathanbari
113. Mtc of Jharjbari Muhuripur road during 1984-85 / Portion from 6 50 to 7.50 K.M./Group No V.	Rs. 8,259/-	Kainaroy Uchai, Ratanpur
114 Mtc. of Ramnagar-Dharmanagar road via Kalikapur during 1984-85/ Repairs to formation in damaged portion, Group No. 11/ch. 0.50 k.m. to 2 k m.	Rs. 10,434/-	Sri Lalang Tripura, Haripur
115. --do – —do – /Group No. III/ From 2 to 3 k m.	Rs. 10,432/-	Sri Tnjendra Tripura, Kailash-nagar, Hrisha-mukh.
116. Urgent repairs to road from Laxmicherra to Birchandranagar during 1984-85/ portion from 2 to 5 k. m.	Rs. 11,166/-	Sri Kangyai Mog, Kanchannagar, Bagafa Block

1	2	3	4
117.	Urgent repairs to S.P.T. bridge No. 4 span 30' on the road from Santirbazar to Kanchanagar during 1984-85/Group No. 1.	Rs. 10,461/-	Sri Kachadhan Tripura, South Manu
118.	Urgent repairs to SPT bridge No. 4 span 30 ft. on the road from Santirbazar to Kanchannagar during 1984-85/Group No. II.	Rs. 6,809/-	Sri Labrichai Mog, Santirbazar
119.	Mtc. of road from Santirbazar to Lowgong via Mohamoni during 1984-85/Repairs to wingwall and abutment of SPT bridge No. 1 and protection work near SPT bridge No. 2.	Rs. 10.680/-	Sri Paifru Mog, Chaygnaria
120.	Urgent repairs to SPT bridge at Kakulia R.E.C. bridge approach on U-S road at Jolaibari during 1984-85/Gr. No. 1.	Rs. 10,677/-	Sri Sujai Mog, Madhyapillak.
121.	Urgent repairs to SPT bridge No. 2 (Span 15') on the road from Debdaru to Kalasi via Hichacherra during 1984-85.	Rs. 10.675/-	Sri Karamjoy Tripura, Birendranagar.
122.	Mtc of SPT bridge No. 2 SPT bridge No. 2 on the road from Santirbazar to Lowgong via Mahamoni during 1984-85/Mtc. of wing wall.	Rs. 10,642/-	Sri Gouranga Reang, Gardhang.

1	2	3	4
123.	Mtc. of road from Laxmicherra to Birendranagar/Portion from 12 km. to 15 km. upto Kowaifung (Earth work surface dressing, Single cutting etc./Gr. No. II (from 13 to 14 km.).	Rs. 9,667/-	Sri Netu Mohan Tripura, Kowaifung
124.	Mtc. of road from Manuramukh to Birchandranagar during 84-85/ Removal of land slips side development and cutting road side drain etc. portion from 6 to 7 km.	Rs. 11,146/-	Sri Padmaray Tripura, Uttar Bharatchandranagar.
125.	Mtc. of road from Santirbazar to Lowgong via Chamani 5 km. during 84-85/Portion from 5.	Rs. 10,121/-	Sri Jagray Reang, Gardhang.
126.	Urgent repairs to SPT bridge No 1 (span 20 ft.) in the road from Santirbazar to Kanchannagar at 1 km. during 84-85/Gr. No. 1.	Rs. 10,485/-	Sri Hemanta Kr. Reang, Bagafa.
127.	F.D.R. to M.S. road during 84-85/Removal of land slips.	Rs 2,762/-	Sri Jala Kumar Tripura, Krishnanagar, Sabroom.
128.	Urgent repairs to SPT bridge No. 2 (span 2) on the road from Santirbazar to Kanchannagar at 0 km. to 1 km. during 1984-85/ Group No. II.	Rs. 9,860/-	Sri Biraj Tripura Bagafa.
129.	Urgent repairs to SPT bridge No. 2 (span 75') Baikhora-Muhuripur road during 84-85.	Rs. 10,716/-	Sri Chellafru Mog, East Charakbari.

1	2	3	4
130.	Urgent repairs to SPT bridge No. 2 (span 20 ft.) on the road from Santirbazar to Kanchannagar during 84-85/Gr. No. II.	Rs. 12,533/-	Sri Brajendra Tripura. South Manu.
131.	Mtc. of B-B road during 84-85/ Rerpairs of wing wall for SPT bridge No. 5.	Rs. 8,492/-	Sri Harilal Tripura, Uttar Kanchannagar.
132.	Mtc. of Sabroom High School during 84-85/Providing fencing for conducting Madhyamik Examination.	Rs. 6,830/-	Sri Chailefru Mog, Doulbari, Sabroom.
133.	Mtc. of Hrishymukh to Debiamura road during 84-85/ Repairs to formation in damaged portion from 5·30 to 5·500/Gr. No. I.	Rs. 11,003/-	Sri Pandit Mohan Tripura, Uttar Debipur, Motai
134.	Mtc. of Manu H.S. School during 84-85/Providing fencing for conducting Madhyamik Examination.	Rs. 5,527/-	Sri Padma Kr. Tripura, Manubazar.
135.	Urgent repairs to SPT bridge No. 2 (span 20 ft.) on the road from Santirbazar to Kanchannagar during 84-85/Gr. No. II.	Rs. 10,861/-	Sri Dasarath Reang, Laxmicherra.
136.	Constn. of road from Kakulia-Debtalunga to Sankulbazar via Bagmara (18·20 km.) during 84-85/ Portion from Debdaru towards Bagmara,	Rs. 11,150/-	Sri Sunil Mohan Tripura, Kowaifung.

1	2	3	4
137.	Urgent repairs to SPT bridge No. I (Span 50 ft.) Baikhora-Muhuri-pur road during 84-85.	Rs- 10,681/-	Sri Thainga Mog, Baikhora,
138.	Urgent repairs to SPT bridge No. 4, 6 & 7 on Baikhora-Laxmi-cherra road during 84-85.	Rs. 10,648/-	Sri Mongsai Mog, East Charakbai.
139.	Mtc. of Lowgong-Bankar-Sarasima road during 84-85/Portion from 3·40 km. to 1 km.	Rs. 8,703/-	Sri Haken Uchai Ratanpur.
140.	Mtc. of road from Baikhora to E. Charakbai (Sarasi) via Ananta Biswas para during 84-85 Portion from 5 to 6·50 km.	Rs. 11,147/-	Sri Dhirendra Reang, Laxmicherra.
141.	Mtc. of B-B road during 84-84/protection of side from at 7.200 to 7·300 km.	Rs. 9,320/-	Sri Sonatan Tripura, Paikhola,
142.	Mtc. of SPT bridge No. I on the road from Santirbazar to Low-gang via Mahamoni during 84-85/-Mtc. of wing wall.	Rs. 12'134/-	Sri Chatai Mog, Chayghaia.
143.	Mtc. of road from Santirbazar to Lowgang via Mahamoni during 84-85/Protection work and filling from at Makufa Bandh.	Rs. 11,155/-	Sri Reda Mog, Chayghaia.

1	2	3	4
144.	Mtc. of Hrishamukh to Debiamura road during 84-85/Repairs to formation in damaged portion from 3·00 to 3,60 km./Gr. No. IV.	Rs. 10,808/-	Sri Nakchan Tripura, Haripur.
145.	—do—/Ch. 3·60 km. to 4 20 km./Gr. No. V.	Rs. 11,134/-	Sri Pek Kr. Tripura, Haripur.
146.	Mtc. of Hrishyamukh to Debtamura road during 84-85/Repairs to formation in damaged portion at 4·200 to 4·600 km./Gr. No. III.,	Rs. 11,099/-	Sri Naresh Ch. Tripura, Haripur
147.	--do – /Ch 4·600 to 4 700 km./Gr. No. III.	Rs. 11,128/-	Sri Choai Tripura, Haripur.
148.	F.D.R. to B-B road during 84-85 / Protection of residential building at P W D office Tilla,	Rs. 8,125/-	Sri Upendra Reang, Santirbazar.
149,	Mtc. of road from Laxmicherra to Birendranagar/ Portion from 12 to 15 km upto Kowaifung (Earth work, surface dressing, Jungle cutting, side drains etc. Gr. No. III.	Rs. 10,120/-	Sri Afua Mog, Debdaru.

1	2	3	4
150.	Mtc. of SPT bridge on Bankar Sarashima road/Belonia town road No 4 during 84-85 (1-45 ft.)	Rs. 10,901/-	Sri Uttam Tripura, North Sonaichari.
151.	Mtc. of Belonia-Rajnagar road Gr. No. II during 84-85/Portion from 18 km to cutting of side beams of side drains.	Rs. 9,786/-	Sri Gulak Mani Tripura, Gazaria.
152.	Mtc. of Belonia-Hrishyamukh road Gr. No. II during 84-85/ Road side drain cutting side berm, cutting and surface dressing etc. (Portion from 10 km. to 13 km/Gr. No. I.	Rs. 11,115/-	Sri Pancha Mohan Tripura, Batuabari.
153.	Mtc. of Belonia-Hrishamukh road Gr. No. II during 84-85/ side drain cutting, side berm cutting and surface dressing etc.(Portion from 13 km. to 15 km /Gr. No. II.	Rs. 10,719/-	Sri Kumar Tripura, Barpathari.
154.	Mtc. of Belonia-Hrishyamukh road Gr. No. II during 84-85/ Road side drain cutting, side berm cutting and surface dressing chainage (Portion from 15 km. to 18 km.	Rs. 10,939/-	Sri Dhal Mohan Tripura, Barpathari.

1.	2,	3.	4.
155.	Mtc' of SPT Bridge No. 5 at 3-5 K. m. on Radhanagar Rangamura road during 1984-85/ (Bridge length 95 ft.) Election Urgent/Gr No.I	Rs. 12-147/-	Sri Ananda Basi Trpura Radhanagar
156.	—do— —do—/Gr. No. II	Rs. 12.630-	Sri Ranjan Tripura, Radhanagar
157.	Mtc. of SPT bridge No 4 at 2-3 K. m. on Radhanagar Rangamura road during 1984-85/Bridge length 45 ft. (Election urgent).	Rs. 9,649/	Sri Laxmi Tripura, Radhanagar
158.	S. R. to SPT bridge No. I span 88 ft. on Baikhora Laxmi-cherra road during 1984-85/ protection work/ Gr. No. 1	Rs. 13,835	Sri Bhanu Ch. Tripura Kanchannagar
159,	to SPT bridge No. (Span 85 ft.) on Baikhora Laxmi-cherra road during 1984-85 protection work/Gr No I.	Rs. 11,100/	Sri Anil Ch. Tripura Kowaifung.

1.	2.	3.	4.
160.	Mtc of B-B road during 84-85 'Mtc of SPT bidge No. 9 (Length-19- 90 Mtr.)	Rsi 10, 857/	Sri Rajadas Trpura, Kanchannagar
161	Mtc. of road from Bagafa Ashram High Shool to Irrgation pump House at East Bagafa 3 K. m. during 1984-85/portion from 3 K. M. to 2 K. m./Gr. No.I	Rs. II 171/	Sri Chakcha Reang East Bagafa.
162.	Mtc. of road from Bagafa Ashram High School to Irrigation pum House at East Bagafa during 84 85 (3 K. m) portion from 2-1 K. m /Gr. No 1I/ Earth work in filljng.	Rs. 1I.154	Sri Dhirendra Reaug East Bagafa.
163.	F. D, R. to SPT bridge No I (14'10 K. m.) at 3-4 K. m. on Champaknagar-sarasima road during 84-85	Rs. II,119/-	Sri Bimal Tripura. Sonaichari.

1.	2.	3.	4.
I64.	Mtc. of road from Aiimara to Gorakappa during 84-85 Mte. of road from 4 to 6'50 K, m. (from Silachari to Ghorakappa) upto Bridge No. I0 (Earth work, cutting road side drain, Earth in filiing and Jungle cuitting/ Gr. No 1.	Rs. 9,903/-	Sri Malay Dewan Silachari
165.	Mtc. road from Ailmar to Gorakappa during 84 85/ Mtc. of road from 6'50 to 9 K, m. (from Silachari to Gorakappa upto Bridge No. 13 (Earth work cutting road side drains, earth filling and jangle cutting etc/Gr. No. II	Rs. 9.792	Sri Abani Kr. Tripura, Gorakappa
I66.	Mtc. of SPT brige No. 14 at 10 to II K. m. (40 ft long) on Belonia Rajnagar road Gr. No. II/during 84-85	Rr. I3,20I/-	Sr. Mani Mog Barpathari
167.	Mtc. of road from Rajnagar P. R. Bari to Ekinpur GtI/		

1.	2.	3.	4.
	during 84-85/portion from 0 to 3 K. m. Dressing of side drains and cutting of side drains.	Rs. II,104/-	Sri Budhya Mohan Tripura Barpathari
I68.	Mtc. of Jolaibari Hrishyamukh road during 84-85/ providing Protection work of side berm/ portion from I3 to 16 K. m.	Rs. 11,I38/	Sri Hari Kumar Tripura North Bharatchndranagar
169.	Mtc. of Hrishyamuk pongbari road during 84-85/ Repairs to portion and dressing of side berms etc. at Ch. 2'40 to 3'I2 K. m.	Rs. 3.660/	Sri Naresh Ch. Tripura, Haripur
170.	Urgent repairs to SPT bridge No. 3 at 1 to 2 km. (50 'ft. long) on Gabtali-Dimatali road during 84-85/Gr. No.I/Election urgent.	Rs,10,677/-	Sri Mati lal Munda Kamalpur (Rajangar)
I7I.	Urgent repairs to SPT bridge on Gabtali-Dimatali road during 84-85/Mtc. of wing wall, earth		

1.	2.	3.	4.
	works of SPT bridge No.3 and wing walls, of S. P. T. bridge No.4 at I K. M. to 30 k. m,/Election urgent).	Rs.12.715/-	Sajan Basi Tripura. Kamalpur Rajnagar
172.	Urgent repairs to SPT bridge No.6 at 2 to 3 km. (40'ft long) on Gabtali Dimatali Road during 84-85/(Election urgent.)	Rs.13 488/-	Sri Sen Kr. Tripura. Dimatali.
173.	Mtc. of Tripura bazar to Champaknagar road during 84-85/portion from 0 to 3'50 Km./Gr No.I.	Rs.9.285/-	Sri Gobinda Tripura Sonaichari (South).
174.	Mtc. of Tripurabazar to Champaknagar road during 84-85/porti n from 3'50 to 7'00 km /Gr.No.II.	Rs.9.000/-	Sri Uttam Tripura. South Sonaichari.

1,	2,	3	4
175. Mtc. of SPT bridge No. 17 at 13 to 14 km. on Belonia-Rajnagar road Gr. No. II during the year 84-85/Bridge length 30'ft. (E/		Rs. 9, 131/-	Sri Krishna Mohan Tripura, Radhanagar.
176. Mtc. of B-B Road during the dear 84-85 /Protection of side berm at 6 to 6'15 km.		Rs. 11, 102/-	Sri Mamboo Mog, Santirbazar.
177. Mtc. of road from Radhanagar to Rangamura/Portion from 0-4 km. during 84-85/Dressing of berms and side drains).		Rs. 11,794/-	Sri Rajen Debbarma, Barpathari.
178 Mtc. of Hrishyamnkh to Pongbari road during 84-85/Portion from 5 to 7 km./Gr. No. II/dressing of side berm.		Rs. 11, 171/-	Sri Biralai Tripura, Debipur.
179. Flood damage repairs to lowgong-Bankar-Sirasima road dnring 84-85 /Clearing side drain and filling earth and filling depressions by brick bates ete. portion from 5 to 10 km. (Election urgeut).		Rs. 9, 215/	Sonai Chandra Tripnra, Uttar Sonaichari.

1.	2.	3.	4.
180	Mtc. of SPT bridge No. 27 and 28 at 11 to 12 km. on Rajnagar P. R. Bari to Ekimpur Group No. I/during the year 84-85/(Election urgent) (Bridge Length 40'ft) and 30'ft.).	Rs 10, 616/-	Sri Bishnu Kr. Tripura, Dimatali
181.	Flood damage repairs to road from Radhanagar-B. O. P. to Dimatali duraing 84-85/Portion from 3 to 3'90 km. and 4 to 6·40 km. and 6'50 to 9 km./Dressing of surface jungle cutting and earth filling /Election urgent.	Rs. 13, 625/-	Sri Thaila Mog, Radhanagar.
182.	Mtc. of Krishnangar to Rajani Kabirajbari road during 84-85/Repairs to SPT bridge (50 ft. span) at-0-to-1 km.	Rs. 14, 747/-	Sri Subal Ch. Tripura. South South Sonaichari.
183.	Mtc. of SPT bridge No. 30 and 31 at 13 to 14 km. and 14 to 15 km. on Rajnagar P. R. Bari road to Ekimpur/Gr. No. II buriug 84-85/Bridge length 45 and 50' ft./ (Election urgent).	Rs. 13, 758/-	Sri Kajal Tripura, Anandapur.

1. 2.	3.	4.
184. Urgent repairs to SPT bridge No. 4 at 1 to 2 k. m. (35'long) on Gabtali Dimatali road during 984-85 (Elect. argent).	Rs. 14, 551/-	Sri Kalacharan Reang, Nonth Sonaichari.
185. S. R. to SPT bridge No. 7 on Jolaibari-Hrishyamukh road at 16 to 17 k. m. (span 15' + 15 (superstructure) (Election urgent).	Rs. 12, 158/-	Sri Alicharan Tripura, South Slnaichari.
186. Mtc. of Belonia Town road during 1984-85/Mtc. of approach road of Belonia College/ Widening work.	Rs.8,338/-	Sri Gawen Tripura, North Senaic ari.
187. S.R. to SPT bridge No. 7 on Jolaibari-Hrisyamukh road at 10 to 17 k.m. (Span 30, ft)/ (Superstructure (Election urgent).	Rs.14,983/-	Sri Chalafro Mog, South Senaich ari.
188. Mtc of road from Manu to Paikhola (Via lalmira) during 2984-85/Cutting road side drain filling & earth work etc. portion from 3.50 to 4 50 k.m /Group No. III.	Rs.6,541/-	Sri Tarani Reang, Birchandra nagar.

1, 2,	3	4
189. Mtc. of SPT bridge No. 29,32 at 12 to 13 k.m. & 16 to 17 k.m. on Rajnagar P.R. Bari to Ekimpur road Gr. No. II during 1984-85/ Election urgent.	Rs.13,562/-	Kulachan Tripura, Anandapur
1?0. Mtc. of SPT bridge No. 24 & 28 at 11 to 12 K.M. and 12 to 13 k.m. on Rajnagar P. R. Bari to Ekimpur road/ Gr. No.II during the year 1984-85 (Elect.urgent)/ length 20 and 40 ft).	Rs.12,383/-	Sri Suresh Vill Dimatals
191. Mtc. of road from Radhanagar to Rangamura (Ajgar Rahamanpur) Portion from 4 to 7 k. m./ during the year 1984-85/ Dressing of berm & side drains etc	Rs.11, 373/-	Sri Jaharlal Tripura, Barpathari.
192. Mtc. of S.P.T. bridge No. 3 at 1 to 2 k.m. on Rajnagar P. R. Bari to Ekimpnr Gr No. 1 during 1984-85/ Election urgent (Bridge length-50, ft).	Rs. 10,318/-	Sri Kanta Kr. Tripura, Gabtali.
193. Mtc. of road from Lowgang to Bankar-Sarasima, road during 1984-85/Widening, lowering filling earth etc. in /c. laying in Pipe Culvert/Portion from Tripura Bazar to Killamura 3.00 to 50 k.m. Group No. 1.	Rs.9,976/-	Sri Birendra Reang, Sarsima

1,	2,	3	4
194.	Mtc. of road from Krishnagar to Joypur via Mohan Sardar para during 1984-85/Repairs to formaion in damaged portion/Gr. No.1 Ch.O.K.m. to 1 k.m.	Rs. 12,0[illegible]4 -	Sri Niranjan Tripura, Abhoynagar.
195.	Annual mtc. of residential building under Santibazar Sub-Divn. during 1984-85/ Mtc. of staff quarters attached to Medical Deptt. at Santirbazar P.H.C. Quarter No. Type-I (Twin) 3 Nos. Type-II single 2 Nos./Gr. No.II.	Rs.11,954/-	Sri Bishu Kr. Debbarma. Santirbazar.
196.	Mtc of road from Manu to Paikhola via lalmira (Length 5.30 k.m.) during 1984-85/Mtc. of approach of SPT bridgeNo. 2	Rs. 10,680/-	Sri Anil Kr. Reang, West Manu (Manpathar)
197.	Mtc. of road from Manurmukh to Birchandranagar Bazar road during 1984-85/Earth work dram sheet walling/portion from 10 to 14.20 k.m.	Rs. [illegible]0,833/-	Sri Subarna Kr. Garu, Pathichari.
198.	Mtc. of Govt. building under Santirbazar-Sub-Divn. during 1984-85/Side development of site of the PWD tilla Renovation of tank.	Rs.5,527/-	Sri Lathowi Mog, Kathaliacherra.
		Rs 19,99,700/-	

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted : Question. No : 19(UNSTARRED)

Name of Members : 1. Smti. Gita Choudhury

2. Shri Hari Charan Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state- :—

১) স্বনির্ভর প্রকল্প অনুযায়ী কতজন যুবক ও যুবতীকে ১৯৮২ইং সন হইতে ১৯৮৫ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব : এবং

২) ১৯৮৫-৮৬ইং সনে কতজন যুবক যুবতীকে এই প্রকল্পে কত টাকা ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

উত্তর

১) যুবক যুবতীদের সংখ্যা (১৯৮৩-৮৫)

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে :

যুবক	যুবতী
৫১৯ জন	১২৫ জন

রাজ্য প্রকল্পে :

যুবক	যুবতী
৬১ জন	১২ জন

ঋণদানের পরিমান ১৯৮৩-৮৫)

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে :

(লক্ষ টাকা)

১)	আগরতলা পৌর এলাকা	ব্লক	২৮৩টি	টাঃ	৩২,১০
২)	বিশালগড়	,,	৩২টি	,,	৩,৭৫
৩)	মেলাঘর	,,	৫টি	,,	০'৬৯
৪)	জিরানীয়া	,,	১৬টি	,,	০'৯০
৫)	মোহনপুর	,,	১১টি	,,	১,৫০

৬)	তেলিয়ামুড়া	,,	১২টি		১.২৫
৭)	পানিসাগর	,,	৫৫টি		৫.৫০
৮)	কাঞ্চনপুর		২৫টি		২.১০
৯)	কুমারঘাট		২০টি		১.৬০
১০)	ছৈলেংটা	,,	১০টি		১.৭৫
১১)	সালেমা	,,	২২টি		৩.৭৫
১২)	মাতাবাড়ী		৫৫টি		১০.২৫
১৩)	অমরপুর	,,	৪০টি	,,	৮.৩০
১৪	ডম্বুরনগর		২০টি	,,	৪.২৫
১৫)	সাতচাঁদ		২২টি		৪.০০
১৬)	রাজনগর		১২টি		৩.০০
১৭)	বগাফা		১৯টি		৪.৭৭
	মোট—	,,	৬৪৪টি		৯০.১৬

রাজ্য প্রকল্পে (১৯৮৩-৮৪)

(লক্ষ টাকা)

১)	আগরতলা পৌর এলাকা	বল্ক	৩০টি	টা:	৫.২৫
২)	বিশালগড়	,,	১৬টি	,,	১.৩০
৩)	পানিসাগর	,,	২টি	,,	০.২০
৪	মাতাবাড়ী	,,	১২টি	,,	১.৫০
৫)	অমরপুর	,,	৬টি	,	১.০৫
৬)	ডম্বুরনগর	,	২টি	,,	.৩
৭)	সাতচাঁদ	,,	২টি	.	.৩০
৮	রাজনগর	,,	৩টি	,,	৩.১২
	মোট—		৮৩টি	টা:	১০.৫৫

যুবক যুবতীদের সংখ্যা (১৯৮৪-৮৫)

কেন্দ্রীয় প্রকল্পেঃ

যুবক — ৪০৯ জন

যুবতী — ৭৮ ,,

রাজ্য প্রকল্পে :

যুবক — ৪৯৩ জন
যুবতী — ৯৭ ,,

ঋণদানের পরিমান (১৯৮৪-৮৫)

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে :

১।	আগরতলা পৌর এলাকা	বল্ক	১০৫টি	টা:	৯'২৫
২।	বিশালগড়	,,	৪২ ,,	,,	৩'৮০
৩।	মেলাঘর	,,	২৫ ,,	,,	২·৯৫
৪।	জিরানিয়া	,,	২০ ,,	,,	২·২৫
৫।	মোহনপুর	,,	১৫ ,,	,,	২·৩৫
৬।	তেলিয়ামুড়া	,,	১৪ ,,	,,	১'৫০
৭।	খোয়াই	,,	১৫ ,,	,,	১·৮২১৮১
৮।	পানিসাগর	,,	৩০ ,,	,,	৩'০০
৯।	কাঞ্চনপুর	,,	১০ ,,	,,	১ ৯০
১০।	কুমারঘাট	,,	৩০ ,,	,,	২'২৫
১১।	ছৈলেংটা	,,	৬ ,,	,,	০'৭৭
১২।	সালেমা	,,	৬ ,,	,,	০'৭৫
১৩।	মাতাবাড়ী	,,	৪৫ ,,	,,	৩'৮০
১৪।	অমরপুর	,,	২২ ,,	,,	১'৮৫
১৫	ডম্বুরনগর	,,	১০ ,,	,,	০'৮০
১৬।	সাতচাঁদ	,,	৩০ ,,	,,	২'২০
১৭	রাজনগর	,,	১৭ ,,	,,	১'৭০
১৮।	বগাফা	,,	১২ ,,	,,	১'০৫
	মোট		৫৮৭ টি	টা:	৪৫,১০১৮১

ঋণদানের পরিমাণ (১৯৮৪-৮৫)

রাজ্য প্রকল্পে :

১। আগরতলা পৌর এলাকা বল্ক ১২৫টি

২।	বিশালগড়	ব্লক	৭০ টি	ঋণদানের
৩।	মেলাঘর	”	৫৫টি	হিসাব
৪।	জিরানীয়া	”	৬০টি	ব্যাংক
৫।	মোহনপুর	”	৪৫টি	হইতে
৬।	তেলিয়ামুড়া	”	১৯টি	এখনো
৭।	খোয়াই	”	২১টি	
৮।	পানিসাগর	”	১৫টি	পাওয়া
৯।	কাঞ্চনপুর	”	১০টি	যায়
১০।	কুমারঘাট	”	১৫টি	নাই।
১১।	ছৈলেংটা	”	৫টি	
১২।	মাতাবাড়ী	”	৪৫টি	
১৩।	অমরপুর	”	৩১টি	
১৪।	ডম্বুরনগর	”	১৮টি	
১৫।	সাতচাঁদ	”	৩৭টি	
১৬।	রাজনগর	”	১১টি	
১৭।	বগাফা	”	৭টি	
১৮।	সালেমা	”	৬টি	
		মোট	৫৯০ টি	

২ নং প্রঃ উঃ

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্র সরাসরি রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করেন যাহা এখনও পাওয়া যায় নাই।

রাজ্য পরিকল্পনায় ৮০০ শত বেকারকে ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব আছে। তন্মধ্যে যুবক ৬০০ শত এবং যুবতী ২০০।

Admitted Unstarred Question No, 27.

Name of member :—Shri Subodh ch, Das.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the P. W. (Electricity) Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের নয়াগাং, ভাল্লুকছড়া, রাঙমছড়া ও পিপলাছড়া গ্রামে মোট কত পরিবার এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন, এবং

২। এরমধ্যে কতটি উপজাতি ও কতটি অ-উপজাতি পরিবার রয়েছে ?

উত্তর

১। একটি ও নয়। নয়াগাং গ্রামের কিছু দরখাস্ত পাওয়া গেছে। প্রয়োজনীয় "অফার" ছাড়া হয়েছে। অবিলম্বেই সংযোজনের কাজ শুরু হবে। ভাল্লুকছড়া রাঙ্গমছড়া ও পিপলাছড়া গ্রাম থেকে অদ্যাবধি কোন আবেদন পাওয়া যায়নি।

২। উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না। এ ছাড়া জাতি, উপজাতি শ্রেণী ভিত্তিক কোন পরিসংখ্যান রাখা হয় না। বিদ্যুতের ব্যবহারিক ভিত্তিক ভোক্তার পরিসংখ্যান রাখা হয় যথা — (১) গৃহস্থালী (২) ব্যবসায়িক (৩) শিল্প (৪) পানীয় জল সরবরাহ (৫) কৃষি কাজে জলসেচ (৬) চা-বাগান (৭) রাস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি।

Admitted Un-Starred Question No. 28

Name of M. L. A :—Sri Subodh ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the

Public Works Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। পানিসাগর মঞ্জুরীকৃত পূর্ণমহকুমা শাসকের অফিসটির কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

১। ঐ অফিসটি ধর্মনগর থেকে পানিসাগরে স্থানান্তরিত করার পথে কোন অন্তরায় আছে কি ?

উত্তর

১। পানিসাগর এ নতুন কোন পূর্ত্ত মহকুমা শাসকের অফিস মঞ্জুরী হয় নাই। তবে ধর্ম্মনগর ১ নং পূর্ত্তমহকুমা শাসকের অফিসটি পানিসাগরের হস্তান্তরিত করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২ অফিসগৃহ নির্ম্মাণ না হওয়া পর্যান্ত স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়।

Admitted Unstarred Question No, 29

Name of Member :—Shri Subodh ch. Das,

Will the Hon,ble Minister-in-charge of the

P, W, (Electricity) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের নবাগাং, কুঞ্জনগর, বত্রিশদ্রোন, নয়দ্রোন, ভল্লুকছড়া ও পশ্চিম পানিসাগরে কবে বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন করা হয়,

২। ১৯৮৫ ইং সনের ৩১ শে মার্চ পর্যান্ত উক্তগ্রামগুলির মধ্যে কোন্ গ্রামে কতটি পরিবার বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন, এবং

৩। এর মধ্যে কতটি উপজাতি পরিবার আছে ?

উত্তর

১। প্রশ্নে উল্লেখিত গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিক লাইন টানার বিবরন নিম্নে দেয়া হল

গ্রামের নাম :—	কোড্ নং:—	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	মন্তব্য
নবাগাং	১২২	নভেম্বর, ১৯৮৩ ইং	
বত্রিশ দ্রোন	১৫৩	এপ্রিল, ১৯৮১ ইং	

নয় দ্রোন	১৫৬	মার্চ ১৯৭৫ ইং
ভাল্ল কছড়া	১৫৯	জানুয়ারী. ১৯৮১ ইং
কুঞ্জনগর	১৫৮	গ্রামটি যদিও ১৯৭১ সালের আদমসুমারী তালিকাভুক্ত কিন্তু এখনও বৈদ্যুতিকৃত করা সম্ভব হয় নি। তবে গ্রামটি গ্রামীন বৈদ্যুতিকরন প্রকল্পাধীন আছে এবং এর কাজ হাতে নেয়া হবে।
পশ্চিম পানিসাগর		ঐ নামে কোন গ্রাম ১৯৭১ সালের আদমসুমারী তালিকা ভুক্ত নয়। তবে পানিসাগর (যেখানে ক্রমিক নং ১৫০) ১৯৭১-৭২ সালে বৈদ্যুতিকরন করা হয়েছে।

২। একমাত্র নবাগাং (নবাগাং) ভিন্ন আর কোন গ্রাম থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জন্যে কোন আবেদন পত্র জমা পড়েনি। নবাগাংয়ের আবেদন পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় "অফার" ছাড়া হয়েছে এবং শীঘ্রই বিদ্যুৎ সংযোজনের ব্যবস্থা করা হবে।

৩। জাতি উপজাতি ভিত্তিক ভোক্তাদের কোন পরিসংখ্যান রাখা হয় না বা আদপেই সম্ভব নয়। কেবল ব্যবহার ভিত্তিক ভোক্তা যেমন, গৃহস্থালী, ব্যবসায়িক, শিল্প, জলসরবরাহ. সেচকার্য ইত্যাদি ভিত্তিক হিসাব রাখা হয়।

Admitted Question. No : - 30 (Un-starred).

Name of Member :—Shri Subodh ch, Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industry Department be pleased to state :—

১। সারা ত্রিপুরায় মোট কতটি রেশম শিল্প কেন্দ্র রয়েছে,

২ এর মধ্যে পানিসাগরের রেশম শিল্প কবে স্থাপিত হয়েছিল, এবং

৩। পানিসাগরের উক্ত কেন্দ্রটির উন্নতিকল্পে সরকারের কি কি উদ্যোগ ?

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় মোট ২২ (বাইশ) টি রেশম শিল্প কেন্দ্র আছে।

২। বিগত ১৯৭৬-৭৭ ইং সনে পানিসাগরের রেশম শিল্প কেন্দ্রটি স্থাপিত হইয়াছে।

৩। পানিসাগরে ১০০ (একশত) একর খাস জমির উপর মুগা রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু মুগা রেশম চাষ ত্রিপুরায় ফলপ্রসু না হওয়ায় পরবর্ত্তী কালে সেখানে মালবেরী রেশম চাষ শুরু করা হইয়াছে।

এখন পর্যান্ত তিন একর জমি তুঁত চাষের আওতায় আনা হইয়াছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে আরও তিন একর জমি তুঁত চাষের আওতায় আনা হইবে। পর্যায়ক্রমে উক্ত কেন্দ্রের অন্তর্গত সমগ্র এলাকাই তুঁতচাষের আওতাভূক্তের পরিকল্পনা সরকারের আছে।

উক্ত কেন্দ্র হইতে গ্রামবাসীগণের মধ্যে তুঁতগাছের ডাল ও মালবেরী পলুর ডিম বা শিশু পলু বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় এবং যথাসময়ে গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত রেশম গুটি সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা হয়। উক্ত কেন্দ্রের কর্মরত কর্মীগণ নিয়মিত ভাবে গ্রামবাসীগণকে রেশম চাষ করিবার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া থাকেন।

Admitted Question, No :—4 (UNSTARRED),

Name of member, : Shri Samar choudhury,

Will the Hon'ble minister-in-charge of the

Industry department be pleased to state :—

১। গত ১৯৮০-৮৫ পাঁচ বছরে রাজ্যের কোন কোন Sericulture Demonstration এবং Production এর জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে, বছর ভিত্তিক হিসাব),

২। এই সকল Centre গুলি থেকে কোন কোন স্কীমে কত পরিবারকে কি জাতীয় উন্নয়ন মূলক সাহায্য দেয়া হয়েছে,

৩। ১৯৮০-৮৫ এই পাঁচ বছরে Sericulture জাত পণ্য থেকে রাজ্যের মোট আয় কত ?

উত্তর

১। গত ১৯৮০-৮৫ পাঁচ বছরে রাজ্যের কোন কোন Sericulture Demonstration এবং Production Centure এর জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে তার বছর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় কাগজ 'ক'-তে করতে দেওয়া হইল।

(দুই)

স্কীমভিত্তিক বাৎসরিক সাহায্যের হিসাব নিম্নরূপ:

২নং প্রশ্নোত্তর

বিবরণ	১৯৮০-৮১ সংখ্যা	টাঃ	১৯৮১-৮২ সংখ্যা	টাঃ	১৯৮২-৮৩ সংখ্যা	টাঃ	১৯৮৩-৮৪ সংখ্যা	টাঃ	১৯৮৪-৮৫ সংখ্যা	টাঃ
১) পলু পালন গৃহ নির্মানের জন্য	১২৫	১·০৫৫	—	—	২০৭	১·০৭	—	—	৭১	০·৭০১
২) পলু প্রতি পালনের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য	৩৫৫	১·১০০	২৩৫	০·৭২৫	৪৫	০·১২৫	১২১	০·৫৮৭	১৬৯	৫০৭
৩) তুঁত বাগান করার জন্য	১৯২	০·৯৬	১৫৭	১·২৮৫	১৮৬	০·৯৩	১১৭১	০·৫৮৫	২৬	০·৩১৫
) তুঁত বাগানের সার ও কীট নাশক ঔষধ ক্রয়ের জন্য	১৮০	০·৪৫৮	১৬৩	০·৩০৭৭	১১৫	০·২৮৭৫	১২৭	০·৩১৭৫	১৮৭	০·৪৬৭৫

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

অং প্রশ্নোত্তর :

১৯৮০-৮৫ এই পাঁচ বছরে Sericulture জাত পণ্য হইতে রাজ্যের মোট আয় নিম্নরূপ :—

	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮১	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
এড়ি	০.৪৪	০.৪৬	০.৩২	০.৩০	০.৪১
মালবেরী	০.৬০	০.৭৫	১.০৭	০.৯০	০.৭২
মোট	১.০৪	১১.১	১.৩৯	১.২০	১.১৪

কাগজ—'ক'

(লক্ষ টাকার হিসাবে)

ফার্মের নাম	১৯৮০ ৮১	১৯৮১ ৮১	১৯৮২ —৮৩	১৯৮৩ —৮৪	১৯৮৪—৮৫
(১) বিশ্রামগঞ্জ	০·৮০	১·০০	১·৮০	১ ৭৩	১·৮৩
(২) চম্পকনগর (১টি)	১·২০	১·৭০	১·১০	১·১৪	১·২১
(৩) মধুবন	—	০ ৯০	০·৭০	০·৬৩	০·৭১
(৪) কাঠালিয়া	০·৪০	১·০০	১·৩০	১·২৩	১·৩১
(৫) মোহনপুর	০·৬০	১·৩০	০·৮০	০ ৭৪	০·৮১
(৬) তেলিয়ামুড়া	—	—	০·৫০	০·৪৪	০·৫১
(৭) হালাহালি	০·৭০	১·৪০	১ ৩৫	১·২৮	১·৩৬
(৮) গণ্ডাছড়া	০·৪০	০·৭০	০·৫০	০·৪৪	০·৫১
(৯) গঙ্গানগর	০·৩০	০·৫৬	০·৭০	০·৪৩	০·৫১
(১০) করমছড়া	১·৪০	২·০০	১·৮০	১·৭৪	১·৮১
(১১) পানিসাগর	০·৫০	১·১০	০·৯০	০·৮৩	০·৯১
(১২) হুরুয়া	০·৬০	১·৩০	০·৮০	০·৭৩	০·৮১
(১৩) কাঞ্চনপুর	—	০·৯০	০·৮০	০·৭৩	০·৮১
(১৪) সাবওয়াল	—	—	০·৪০	০·৩৪	০·৪১
(১৫) গোকুলপুর	১·৮০	১·৪০	১·০০	০·৯৩	১ ০১
(১৬) বগাফা (১টি)	২·৪০	২·৪০	১·০০	১·৯৩	১·০১
(১৭) অমরপুর	১·১০	১·১০	০·৯০	০·৮৪	০.৯১
(১৮) কালাছড়া	১·০০	০·৯০	০·৭০	০·৬৩	০·৭১
(১৯) রাধানগর	০·৪০	০ ৭০	০·৬০	৩·৫৬	০·৬১
(২০) চাঁচু	—	—	০·৩০	০·১৩	০·৩১
(২১) কালিশাসন	০·৮০	১·০০	০·৯০	০·৮৪	০·৯১
মোট—	১৪·১০	২১·৬৬	১৯·৭৫	১৮·৩৯	১৯·৩৮

PROCEEDINGS OF THE SESSION OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Tripura Legislative Assembly met in the Assembly building on Monday, 27th May, 1985 at 11 A. M.

PRESENT

The Hon'ble Speaker Shri Amarendra Sharma, in the chair the Chief Minister, the Deputy Chief Minister 8 (eight) Ministers, the Hon'ble Deputy Speaker and 38 Members.

প্রশ্ন ও উত্তর

মিঃ স্পীকার— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস— অনারাবল স্পীকার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের উত্তর পদ্মবিল গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্রটি কত বছর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল ?

২। উক্ত কেন্দ্র থেকে মোট কতটি পরিবারকে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়ে থাকে ?

উত্তর

১। গভীর নলকূপটি ১৪-১২-৭৯ইং সালে বসানো হয় এবং জল সরবরাহ ১-৪-৮২ইং তারিখে শুরু করা হয়।

২। বর্তমানে অনুমানিক ১০০ (একশত) টি পরিবারকে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে উত্তর পদ্মবিল গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্রটি, এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত একটা পরিবারও পানীয় জল ব্যবহার করতে পারেননি এবং সেখানে ২ জন কর্মচারী বিগত ৪ বছর ধরে নিযুক্ত আছেন। যে-হেতু পানীয় জল কেন্দ্রটি চালু আছে সে জন্য কোন টিউবওয়েল রিং-ওয়েল

বসানো হয়নি পানীয় জল সরবরাহের জন্য এবং যে-হেতু কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে এটা স্থাপন করা হয়েছিল, যার ফলে সেখানে হাজার হাজার মানুষ পানীয় জলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই অবস্থাটা খোঁজ করে দেখা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার— স্যার, সর্বশেষ খবর যেটা তাতে তথ্যটি যাচাই করা হয়েছে তার মধ্যে ৭টি এখন চালু আছে। আমাদের ওখানে পাওয়ার সাপ্লাই এখনও ঠিক হয়নি। কুমারঘাটে একটা পাওয়ার সাব-ষ্টেশান করবেন ওটা আণ্ডার ১৩২ কে, ভি যার জন্য কৈলাশহর, ধর্মনগর অঞ্চলে আমরা পাওয়ার ষ্টেশন চালু করতে পারিনি। পদ্মবিল থেকে নিয়ারেষ্ট পাওয়ার সেন্টার যেটা আমাদের ইলেকট্রিকেল সেটা ১ কিলোমিটার দূরত্বে, তাছাড়া পদ্মবিল থেকে যাতায়াতের গাড়ীর অসুবিধা আছে। আমরা একটা প্ল্যান করেছি তাতে একটা বোষ্টার পাম্প বসাতে হবে সেই বোষ্টার পাম্প এখনও কমপ্লিট হয়নি। এই প্রশ্নটা বার বার আমাদের কাছে আসছে, লাষ্ট সেশানেও এসেছিল। আমরা বলেছিলাম যে এটা দেখবো দেখে যদি প্রয়োজন হয় সেখানে আর একটা ডিপ টিউবওয়েল পাওয়ার সাপ্লাই থেকে স্টেবলিং করার প্রশ্নটা আমাদের সামনে রয়েছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পানীয় জল সরবরাহে ধর্মনগর মহকুমা কর্তৃপক্ষ তাদের গাফিলতির জন্য এই কেন্দ্রটি শুধু নয়, এখানে যেমন পানিসাগর এবং ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়া এবং বিভিন্ন এলাকাতে এমন কি কাঞ্চনপুর এবং পেচারথল এলাকাতেও বিভিন্ন জায়গায় পাইপ লাইনগুলি লিকেজ হয়ে অর্ধেকের বেশী জল বেড়িয়ে যাচ্ছে ফলে ময়লা, পোকা-মাকড় জলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে, ফলে এই শহরের বহু লোক রোগে আক্রান্ত হয়ে পানিসাগর, ধর্মনগর কদমতলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই সম্বন্ধে বার বার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মহকুমা কর্তৃপক্ষের এই খামখেয়ালী তদন্ত করে দেখা হবে কিনা, যদি ঘটনা সত্য হয় তাহলে সেই জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, জেনারেল ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া আছে যাতে সঠিকভাবে চলে। তবে এই জল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এই রকম খবর নেই। লিকেজ হয়, আমরা সি, আই, পাইপ সময় মতো পাইনা। তবে সেখানে যখন কোন লিকেজ হয় সব সময় মেরামত করা যায় না, অসুবিধা আছে। লিকেজ শুধু ওখানে হয়না প্রায় সব

জায়গাতেই লিকেজ হয়। তবে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন তিনি যদি নির্দিষ্ট ভাবে বলেন তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে বিশালগড় থানার জন্য কয়টি জীপ গাড়ী বরাদ্দ করা হয়েছিল, এবং

২। উক্ত গাড়ীগুলি কি কি কাজে গড়ে প্রতিদিন কত কিলোমিটার দূরত্বের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছিল?

৩। সরকারী কাজ ছাড়াও অন্যান্য বে-সরকারী কাজেও গাড়ীগুলি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?

৪। যদি বে-সরকারী কাজে গাড়ীগুলি ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা বন্ধ করার জন্য এবং সরকারী অর্থের অপচয় রোধ করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা?

উত্তর

১। গত ১।৪।৮৪ইং হইতে ৩১।৩।৮৫ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সরকারী কাজের জন্য মোট ৫টি জীপ গাড়ী বরাদ্দ করা হয়েছিল। জীপ গাড়ীগুলি সরকারী কাজের জন্য কতদিন কত কিলোমিটার ব্যবহার করা হয়েছিল তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:—

১। টি, আর, টি ৩৩৪ (১।৪।৮৪ইং হইতে ২৮।৯।৮৪ইং প্রতিদিন ২৮১ কিঃ মিঃ আনুমানিক)।

২। টি, আর, টি ৬৬৫ (২৮।৯।৮৪ইং হইতে ১২।২।৮৫ইং প্রতিদিন ২২৫ কিঃ মিঃ আনুমানিক)।

৩। টি, আর, টি ২৫২ (১।৪।৮৪ইং হইতে ১২।২।৮৫ইং প্রতিদিন ১৮১ কিঃ মিঃ আনুমানিক)।

৪। টি, আর, টি ৩৯৩ (১২।২।৮৫ইং হইতে ১৮।৩।৮৫ইং প্রতিদিন ২৫০ কিঃ মিঃ আনুমানিক)।

৫। টি, আর, টি ২৫৪ (১৮।৩।৮৫ইং হইতে ৩১।৩।৮৫ইং প্রতিদিন ২৫৭ কিঃ মিঃ আনুমানিক।

শ্রীমতিলাল সাহা— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিয়েছেন যে, প্রতিদিন বিশালগড় থানাধীন এলাকাতে মোট ৫টি গাড়ী চলছে এবং এই ৫টি গাড়ী বিশালগড়ের থানধীন এলাকাতে সাফিসিয়েন্ট কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, বিশালগড় থানা খুবই সেনসেটিভ এলাকা। এখানে বিভিন্ন ধরণের ক্রাইম সংগঠিত হয়, পলিটিকেল ক্রাইম, ইকনমিক ক্রাইম, বর্ডার ক্রাইম, কাজেই এইসব দিক থেকে বিশালগড়ে আরও দরকার আছে। তবে ৫টি গাড়ী আমার মনে হয় এটা ঠিক।

শ্রীমতিলাল সাহা— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা যে বিশালগড়ে ৫টি জীপ নেই মাত্র ২টি জীপ চলেছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীমতিলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি বিশালগড়ে দুটো জীপ চলছে। কি করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৫টি জীপ চলছে এই হাউসে পেশ করলেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমিত গাড়ীর নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। আমরা ত পয়সাও দিচ্ছি এইসব গাড়ীর জন্য।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য :— এইখানে মাননীয় এম, এল, এ, শ্রীমতিলাল সাহা যে তথ্য দিলেন সেই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে ৫ টার বদলে ২টা গাড়ী চলছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, নিশ্চয়ই তদন্ত করব। এইটা যদি হয়ে থাকে খুবই দুঃখজনক।

শ্রীভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা বিশালগড় থানাধীন এলাকা ৮৩-৮৪ সনের চাইতে ৮৪-৮৫ সন অপেক্ষাকৃত শান্ত। বিশালগড় থানায় মাত্র ২ জন অফিসার, তার জন্য ৫টা গাড়ীর কেন প্রয়োজন হয় ? এবং বিশাল-গড় থানার মত একটা সেনসেটিভ এলাকাতে পুলিশ দপ্তর থেকে একটি সরকারী জীপ সেখানে ব্যবহার করতে পারে না। মাননীয় মন্ত্রী তথ্য জানাবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইটা নিশ্চয়ই তদন্ত করব, ২টোই তদন্ত করব। ৫টা জীপ কাজ করছে কিনা এবং কি কাজে প্রতিদিন এত কিলোমিটার তাকে দৌড়াতে হচ্ছে সমস্ত বিষয়টি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মনু থানায় জনৈক পুলিশ কনষ্টেবল শ্রীরসিদ আহমেদ সহ আরও কয়েকজন পুলিশ কনষ্টেবলকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে?

২। যদি সত্য হয় তাহলে তাদের নাম কি, এবং

৩। কি কারণে উক্ত পুলিশ কনষ্টেবলদের সাসপেণ্ড করা হয়েছে?

উত্তর

১নং এবং ২নং নিম্নলিখিত ৪ জন পুলিশ কনষ্টেবল গত ২৫-৪-৮৫ইং এবং ২৬-৪-৮৫ইং তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

১। সি | ৩২৩১ শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র দেব।

২। সি | ২৯১২ শ্রীধীরেন্দ্র মালাকার।

৩। সি | ৩০৭৩ শ্রীভাগ্যেশ্বর দেওয়ান।

৪। সি | ৩১৪৩ মোঃ ফরিদ আহমেদ।

শ্রীরসিদ আহমেদ নামে কাহাকেও সাময়িক বরখাস্ত করা হয় নাই।

৩। গত ২৩-২৪ | ৪ | ৮৫ইং তারিখ রাত্রিতে উল্লেখিত পুলিশ কনষ্টেবলগণ অসৎ উদ্দেশ্যে ২ জন মহিলাকে পুলিশ ব্যারাকে নিয়ে আসে এবং মদমত্ত অবস্থায় মনু থানার ও, সি ও অন্যান্য অফিসারদের আক্রমন করিতে উদ্ধত হয় এবং একজন চৌকিদারকে লাঞ্ছিত করে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন্ কোন্ নোটিফাইয়েড এরিয়াতে এখন পর্যন্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে এবং ঐ সব নোটিফাইয়েড এরিয়ার নাম?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে ৮টি নোটিফাইড এরিয়াতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই এরিয়াগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক) ধর্মনগর খ) কৈলাসহর গ) খোয়াই ঘ) সোনামুড়া ঙ) উদয়পুর চ) অমরপুর ছ) বিলোনীয়া জ) সাব্রুম।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে যে সকল নোটিফাইড এরিয়ার নাম মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিলেন এর মধ্যে কমলপুর নোটিফাইড এরিয়ার কোন নাম নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কমলপুর নোটিফাইড এরিয়াতে জল সরবরাহের জন্য দপ্তর থেকে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা, নেওয়া হয়ে থাকলে কি অবস্থায় আছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমরা কমলপুরে চেষ্টা করেছিলাম এবং ওখানকার ভূগর্ভে জল কম পাওয়া যাচ্ছে যার জন্য আমরা এটা চালু রাখতে পারিনি। আমরা কমলপুরে সারফেইস ওয়াটার দেওয়ার জন্য আমরা প্ল্যান করেছি এবং তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সারফেইস ওয়াটার এর মাধ্যমে জল সরবারাহ করা হবে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন কবে নাগাদ এইটা শুরু হবে এবং কবে নাগাদ এইটা শেষ হবে এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে, কবে শেষ করতে পারব তা বলা মুস্কিল তবে খুব তাড়াতাড়ি যাতে করা যেতে পারে তার জন্য চেষ্টা চলছে। কারণ ছোট স্কীম হবে।

শ্রীজহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এইযে নোটিফাইড এরিয়ায় ওয়াটার সাপ্লাই এর কথা যেটা বললেন, উনি কয়েকটা নোটিফাইড এরিয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি নোটিফাইড এরিয়াগুলিতে বাজারে এবং বাজার সংলগ্ন এলাকাতে সেখানে সীমিতভাবে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়, এইটাকে সম্প্রসারিত করার জন্য বিশেষ করে নোটিফাইড এরিয়ার মধ্যে যে সকল এলাকাতে লোকবসতি আছে সেখানে বিশেষ করে সুকুমার কলোনী, শান্তিপল্লী ইত্যাদি এলাকাতে সঠিকভাবে সম্প্রসারিত করা যায় অর্থাৎ পাড়ার মধ্যে যাতে জল সরবরাহ করা হয় এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এইটা ঠিক, স্যার, নোটিফাইড এরিয়াতে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা আছে। অনেক জায়গাতে নোটিফাইড এরিয়ার মধ্যেই ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা

করতে পারা যায়নি। সেই জায়গাগুলিতে ডিপ টিউব-ওয়েল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তাতে আমরা দেখেছি যে নোটিফাইড এরিয়াতে যারা থাকেন তাদের ডোমেষ্টিক কানেক্-শান এর প্রেসার আছে। যার জন্য আমরা ঠিক করেছি ক্রমান্বয়ে সারফেইস ওয়াটার দিয়ে যাব। ধর্মনগরের অ্যাসটিমেইট আমরা করে নিয়েছি। গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে সেংশান পেয়েছি ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। উদয়পুরেও প্রায় স্কীম রেডী হয়ে এসেছে। এর মধ্যে আর একটা যেটা সমস্যা সাব-ডিভিশান সোনামুড়া যেখানে জল পৌঁছায়নি। দপ্তরকে জানানো হয়েছে এগুলি তাড়াতাড়ি হাতে নেওয়ার জন্য। ধর্মনগর, উদয়পুর, কৈলাশহর এগুলিতে আমরা চেষ্টা করছি। আর যেগুলিতে সারফেইস ওয়াটার দেওয়া যাবে না সেই জায়গাগুলিতে ডিপ টিউব-ওয়েল দিয়ে কাভার করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীজহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ধর্মনগর, উদয়পুর ইত্যাদি এলাকাতে জল সরবরাহ সম্প্রসারণের জন্য কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা জানি অমরপুর এলাকাতে জলের কোন অভাব নেই, শুধু সেখানে লাইন দিয়ে এলাকাগুলির মধ্যে জল সরবরাহ করা যেতে পারে। অমরপুর এলাকাতে জলের কোন অভাব নেই, শুধু সেখানে লাইন দিয়ে এলাকাগুলির মধ্যে জল সরবরাহ করা যেতে পারে। অমরপুরে জল সরবরাহ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা কিংবা কবে নাগাদ নেওয়া হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমি ত বলেছি ক্রমান্বয়ে দেখব। তবে পারটিকুলারলি মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন অমরপুরের কথা এর কি করা যেতে পারে, কি করে কাভার করা যেতে পারে সেটা দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার।

শ্রীহরিচরন সরকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৭৯

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৭৯

প্রশ্ন

১) সারা বৎসর জল প্রবাহিত হয়ে থাকে এরকম কতটি নদী এবং ছড়াকে ত্রিপুরা রাজ্যে এ পর্য্যন্ত জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে (৩১,৩,৮৫ পর্য্যন্ত হিসাব)।

২) এতে কত পরিমাণ জমি সেচের আওতায় এসেছে ?

৩) সারা বৎসর প্রবাহমান আরও নদী ও ছড়াকে জল সেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

৪) থাকিলে ঐরূপ নদী এবং ছড়ার সংখ্যা এবং কি পরিমাণ জমি তাতে সেচের আওতায় আসবে ?

উত্তর

১) সারা বৎসর জল প্রবাহিত এমন ৩১,৩,৮৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত ১৫টি নদী ও ৫৪টি ছড়া হইতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২) এই ব্যবস্থায় ৩১,৩,৮৫ইং তারিখ পর্য্যন্ত মোট ১২৭৫৩ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

৩) হঁ্যা।

৪) বর্ত্তমান সমীক্ষা অনুসারে আরও প্রায় ১০২টি ছড়া হইতে জল সেচ করা যাইতে পারে। সঠিক জমির পরিমাণ এখন বলা সম্ভব নয়।

শ্রীজহর সাহা :— এই যে জল-সেচ পরিকল্পনাটি রয়েছে এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী মহারাণী ছড়ায় যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে অমরপুরের রামপুর, রাঙ্গামাটি ও বীরগঞ্জপুর এই সব জায়গার নিম্ন জমিতে যেখানে আগে খুব ভাল ফসল উৎপাদন হত, সেখানে এই বাঁধের এফেকট পরেছে। যেমন এই কাল পরশুর যে বন্যা হয়েছে তাতে আমি নিজে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে আগে মোটেই জল উঠতো না সেখানে অমরপুরের একটা বিস্তির্ন এলাকার সমস্ত ফসল জলের নীচে পরে নষ্ট হয়ে গেছে। এইটা সম্পর্কে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন এবং থাকলে পরে এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার এইটা সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করতে হবে।

শ্রীহরিচরণ সরকার :— স্যার আমরা জানি যে ত্রিপুরা কৃষি নির্ভর, সুতরাং এই কৃষির উন্নতি করতে গেলে যে জল সেচের প্রয়োজন হয়, সেই জল সেচকে আরও বাড়ানোর জন্য আরও বেশী ছড়া ও নদীকে জল সেচের আওতায় আনার জন্য কেন্দ্রের কাছে আরও বেশী টাকা চাওয়া হয়েছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমরা কেন্দ্রের কাছে বরাবরই আরও বেশী টাকা চেয়ে আসছি এবং যা পাচ্ছি তাই দিয়ে কাজ করছি, কিন্তু এইটা ঠিক যে জল সেচের আওতায় আরও বেশী জমি আমাদের আনা উচিত, তার ব্যবস্থাও রয়েছে, কিন্তু যে অর্থ আমাদের হাতে রয়েছে বা পেয়েছি তা দিয়ে খুব বেশী এগোনো যায় না। আমাদের প্রোব্লেমও আছে অনেক, অনেক এরিয়াতে আমরা এখনও ইলেকট্রিসিটি নিতে পারিনি, অনেক জায়গাতে আমাদেরকে ডিপ টিউব-ওয়েল করতে হয়। আমরা ভেবেছিলাম যে কর্পোরেশান করে বিভিন্ন ভাবে ঋণ নিয়ে এইটাকে আরও সম্প্রসারিত করা যায় কি না, আমরা এখন এইটা ফাইনালাইজ করিনি। শুধু মাত্র আমাদের রাজ্যেই জল সেচের উপর কোন কর নির্ধারন করা হয়নি, কাজেই এইটাকে যদি আরও বাড়ানো হয় তাহলে আমাদেরকেও হয়তো ভবিষ্যতে এই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ আমাদের যদি এইটাকে আরও সম্প্রসারিত করতে হয় তাহলে আরও অনেক টাকার দরকার হবে।

শ্রীতাপুলাল সাহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে সেচ দপ্তরের আণ্ডারে সারফেইচ ওয়াটার ও আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার ত্রিপুরা রাজ্যে যে আছে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা মাত্র ৪০ ভাগ জমি জল সেচের আওতায় আনা যেতে পারে বাকী ৬০ ভাগ জমি যে রয়েছে তাকে জল সেচের আওতায় আনার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদী যেমন, অতি বৃষ্টির ফলে যে জল আমরা পাই তাকে আটকে রেখে খরার সময় তা দিয়ে জল সেচ ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা দপ্তর চিন্তা করেছেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, ট্যাংক করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই, কারণ আমরা এই গোমতীতে ট্যাংক করার পরে আমাদেরকে অনেক লোকসান দিতে হয়েছিল। গ্যারেজ আমরা করেছি এবং দুইটা গ্যারেজ-এর কাজ চলছে, তিন নাম্বার গ্যারেইজ যেটা মনুতে সেটা আমরা আশা করছি যে এই বছরের শেষ দিকে আমরা শুরু করতে পারব। অন্য নদীতে সামীক্ষা করা হয়েছে, মুহুরিতেও করা হয়েছে কিন্তু পরে দেখা গেছে যে ভায়বেল হবে না। অন্য নদীতে আমরা ক্রমান্বয়ে সার্ভে করব, তবে ট্যাংক করে জল সেচ করার সম্ভাবনা কম দেখা যাচ্ছে। অন্য উপায়ে সারফেইচ ওয়াটার ও আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়াটার থেকে ছোট ছোট স্কীম করে যতটা বেশী জমি আমরা জল সেচের আওতায় আনতে পারি তার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীফৈজুর রহমান।

শ্রীফৈজুর রহমান :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০১

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০১

প্রশ্ন

১) ৩১.৩,৮৫ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট কতটি লিফ্‌ট ইরিগেশন স্কীম অচল অবস্থায় রয়েছে তার ব্লক-ভিত্তিক হিসাব ; এবং

২) উক্ত স্কীমগুলি চালু না হওয়ার কারণ কি ?

১) ৩১.৩.৮৫ইং পর্যান্ত ত্রিপুরায় মোট ১১টি লিফট্‌ ইরিগেশান স্কীম অচল অবস্থায় ছিল। তার ব্লক-ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল :— পানিসাগরের সাতসঙ্গম, কাঞ্চনপুরের উরিছড়া, কুমারঘাট এর বিদ্যানগর, রাধানগর, ছিনতাই, কাউলিমুড়া, সালেমার রূপেশপুর, খোয়াইর বেলছড়া, বিশালগড়ের গোপীনগর, মাতাবাড়ীর তেপনিয়া, মেলাঘরের মহেশপুর ।

২) স্কীমগুলি চালু না থাকার কারণ হচ্ছে— পানিসাগরের সাতসঙ্গম-এ অনিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহের জন্য, কাঞ্চনপুরের উরিছড়াতে জমি নিয়ে বিবাদ, কুমারঘাটের বিদ্যানগর নদীর গতি পরিবর্ত্তন করায়, রাধানগরে বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য, ছনতাইতে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য কাউলিমুড়াতে নদীর গতি পরিবর্ত্তন করায়, সালেমার রূপেশপুরে মটর চুরি হওয়ায়, খোয়াইর বেলছড়াতে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করায়, বিশালগড়ের গোপীনগরে ট্রেনসফরমার খারাপ হওয়ায়, মাতাবাড়ীর তেপানিয়াতে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করায়, মেলাঘরের মহেশপুরে নদীর গতিপথ পরিবর্ত্তন করায় ।

শ্রীফইজুর রহমান :— ধর্মনগর মঃকুমার পুতি সাতসঙ্গম, গোবিন্দপুর, ছিত্তাইনল ছড়া, কাঞ্চনপুর, রাধানগর, সাত পাড়ার, পশ্চিম পানিসাগর—এই ইরিগেশানগুলি কতদিন যাবত অচল আছে এবং এইগুলিকে চালু করার পর কত জমি জল সেচের আওতায় আসবে এবং তাতে কত কৃষক উপকৃত হবেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার আমি ১১টি ৩১-৩-৮৫ ইং তারিখ পর্য্যন্ত হিসাবটা দিয়েছি মানে তখন পর্য্যন্ত কয়টা অচল ছিল। তার পরে যদি আরও দুই চারটা অচল হয়ে থাকে তাহলে আমার কাছে বর্তমানে তার কোন তথ্য নাই।

শ্রীনকুল দাস :— স্যার, রাজনগর ব্লকের ভিমাছড়িতে যে ডিপ টিউব-ওয়েল বসানো হয়েছে তা যে অবস্থায় প্রথম বসানো হয়েছে এখনও তা সেই অবস্থায় পড়ে আছে, ইচ্ছা করলেই বৈদ্যুতিক কানেকশান দেওয়া যায় এবং আনুসঙ্গিক কাজ করা যায়। আজ প্রায় এক বছর এইটা বসানো হয়েছে, কাজেই কবে পর্য্যন্ত তার কাজ শুরু করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এইটা এই প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট নয় তবু, আমি খবর নিয়ে দেখব এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এইটাকে চালু করার চেষ্টা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এই যে ইরিগেসান সেন্টার করা হয়েছিল সেটা কত বছর আগে স্থাপন করা হয়েছিল এবং কত বছর আগে নদীর গতিপথ ডাইভার্ট হয়ে গিয়েছিল ? প্রথমে যে সার্ভে করা হয়েছিল তাতে এর কোন উল্লেখ ছিল কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, নদীর গতি পথ কখন কিভাবে পরিবর্ত্তন করে সেটা আগাম বলা সম্ভব নয়। কারণ নদী বা ছড়া প্রায়ই তাদের গতি পথ পরিবর্ত্তন করে।

শ্রীফয়জুর রহমান :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ইরিগেসান স্কীমটা করা হয়েছে সেটা বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেসে করা হয়েছে। ফলে দেখা গেছে যে, বন্যায় নদীর পার ভেঙ্গে এই বাঁধটির অনেক অংশ ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং এই ইরিগেসান স্কীমটিকে এই স্থান থেকে সরিয়ে অন্য এ নেবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, একটা স্কীম করলে পরে সেটা অচল হয়ে গেলেও সেটিকে অন্য এ সরিয়ে নেওয়া যায় না। তবে আমি সেটা খোঁজ করে দেখব।

শ্রীসুধীর মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জিরাণীয়া ব্লকের দুর্গানগরে যে লিফ্ট ইরিগেশান করা হয়েছিল কিন্তু বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে সেটা এখনও চালু করা হয়নি সেটা সত্বর চালু করা হবে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এখনো সেটা চালু করিনি। তবে শীঘ্রই সেটা চালু করা যেতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬।

— : প্রশ্ন :—

১। বিলোনীয়া মহুরী নদীর বনকর ঘাটের অপর প্রান্তে অবস্থিত এ, ডি পাড়া হইতে বল্লামুখা পর্য্যন্ত বাঁধ তৈরী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকিলে উহার কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়?

বর্তমানে বিলোনীয়া মহুরী নদীর ডান পাড়ে বনকর ঘাট হইতে এ, ডি, পাড়া হইয়া বল্লামুখা পর্য্যন্ত প্রায় ১০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বাঁধ আছে।

২। উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে বাঁধের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, গত বছর বন্যায় সে বাঁধের অনেক অংশ ভেঙ্গে গেছে। ফলে বাঁধের উপর দিয়ে যে রাস্তা বিলোনীয়া শহর পর্য্যন্ত গিয়েছে সেই যোগাযোগকারী রাস্তাটাও সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়েছে। তাছাড়া প্রতি বছর মুহুরীর বন্যায় বিলোনীয়া শহরকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অপর দিকে মুহুরীর অপর তীরে বাংলাদেশ অনেক উঁচু বাঁধ নির্মান করায় প্রতি বছরই বিলোনীয়ায় বন্যা দেখা দিচ্ছে এবং শহরের ক্ষতি করছে। মুহুরীর হাত থেকে বিলোনীয়াকে রক্ষা করতে হলে অনেক উঁচু এবং শক্ত বাঁধ দিতে হবে। এই ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা রয়েছে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রতি বছরই বন্যায় ত্রিপুরার অনেক ক্ষতি হচ্ছে। এইবারও বন্যায় ৫টি মহকুমার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। তবে বিলোনীয়ার সমস্যা হচ্ছে ভিন্নতর। অপর পাড়ে বাংলাদেশ বাঁধ নির্মাণ করায় বিলোনীয়াতে প্রতি বছর প্রবল বন্যা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা ভারত বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের মিটিং-এ আলোচনা হয়েছে। কোন মিমাংসা হয়েছে কিনা এখনো জানা যায়নি। তবে আমাদের এলাকায় যে বাঁধ রয়েছে সে বাঁধকে আরও শক্ত করে বাঁধতে হবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার— ১৫৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার— ১৫৭।

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ ইং হইতে ১৫ই মে, ১৯৮৫ ইং পর্য্যন্ত টি, এন, ভি, র মোট কতজন উগ্রপন্থী রাজ্য সরকারের নিকট আত্মসমর্পন করেছে?

২) আত্ম-সমর্পনকারীদের সরকার হইতে কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১) ৩৫ জন টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন ।

২) ক) গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২৭ জন প্রত্যেককে মং ৪,০০০ টাকা এবং ৩ জনকে ১ম কিস্তিতে মং ২,০০০ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে । আরো ৪ জনকে ১ম কিস্তি সাহায্য বাবদ মং ২,০০০ টাকা করিয়া দেওয়ার জন্য মোট ৮,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ।

খ) ২৯ জনকে বিভিন্ন দপ্তরে তাদের যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে । আরো ৪ জনকে পূর্ত্ত দপ্তরে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

গ) সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীগণ যাহারা আত্মপ্রকাশ করে আত্মসমর্পন করিবে এবং অস্ত্র সরকারের নিকট সমর্পন করিবে তাহাদের সকলকে প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সরকার যে সমস্ত নীতি ঘোষণা করেছিলেন যে, গত দাঙ্গায় যে সমস্ত পরিবারের একজন নিহত হয়েছেন সেই পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া হবে কিন্তু সরকার ঘোষিত সে নীতি সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না । যেমন গত ১৯৭৯ইং বছরে তেলিয়ামুড়ার তিন চার জন লোক মারা গিয়েছিল তাদের পরিবারের কাউকে আজ পর্য্যন্ত চাকুরী দেওয়া হয়নি। বিনন্দ জমাতিয়া গ্রোপের কয়েকজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাদের চাকুরী থাকেনি । কারণ সরকারী ভাবে নানা অজুহাত দেখিয়ে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল । এছাড়া রিহাবিলিটেশন স্কীমটিও ভালভাবে মানা হচ্ছে না । বিনন্দ জমাতিয়া গ্রোপের দেখা গেছে একজন পেয়েছে এক লক্ষ টাকা আবার কেউ একেবারেই পায়নি । এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক যে এই ধরণের অপপ্রচার করা হচ্ছে এমন একটা সময়ে যখন টি, এন, ভি উগ্রপন্থীরা আত্মসমর্পনের চিন্তা করছে । এই ধরণের অপপ্রচার তাদের আত্মসমর্পনে বাধা সৃষ্টি করছে । মাননীয় সদস্যরা জানেন যে তাদের সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালন করেছেন। তার চেয়ে কমও করছেন না, তার চেয়ে বেশীও করছেন না । যারা আত্মসমর্পন করেছেন এ, টি, পি, এল ও ইত্যাদির নামে হলেও টি, এন, ভি এর কথাই বলা হচ্ছে। তাদের মেম্বারকে আমরা চাকুরী দিয়েছি । তারা যেভাবে পুনর্বাসন চায়, সেইভাবেই আমরা পুনর্বাসন দিয়েছি । যারা আত্মসমর্পন করেছে, তারা টি, এন, ভি,-এর আক্রমনের মুখে । এমন দেখা গেছে

তাদের যেসব জায়গায় রাখা বিপজ্জনক সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। এই জন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের দপ্তরের একজন টি, সি, এস অফিসারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাদের অসুবিধাগুলি সহানুভূতির সঙ্গে দেখার দায়িত্ব সেই অফিসারকে দেওয়া হয়েছে। এটা একেবারে অসত্য যে কাউকে এক হাজার টাকা, কাউকে বিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। আপ-টু-টুয়েন্টি থাউজেণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমরা যে টাকা দিয়েছি তাতে যদি তাদের পুনর্বাসন ঠিকমত না হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাদের আরও টাকা সাহায্য দেব। যেমন ১৫ হাজার টাকা কেউ কেউ নিয়েছেন। রাইস মিল করার জন্য। সেখানে সেটা সম্ভব নয় ১৫,০০০ টাকার রাইস মিল করা। সে জন্য তাদের আমরা ২০.০০০ টাকা পর্যন্ত আমরা দেব এবং ব্যাংককে আমরা অনুরোধ করেছি যাতে ব্যাংক লোন দেয়। মাত্র একটি জায়গাতে ব্যাংক লোন দেওয়া হয়েছে। কেউ হয়ত মাছের চাষ করতে চাইছে। তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত। মাত্র ২৫ জন হবে চাকরী ছেড়ে অন্যভাবে পুনর্বাসন পেয়েছে। তাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে তাদের যোগ্যতা রিলেকস্ করে চাকরী দেওয়া হয়েছে। এইসব করা হয়েছে তারা যাতে পুনর্বাসন পেতে পারে। বাড়ী ঘর যেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেগুলি যাতে করতে পারে, এইসব দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার তাদের সাহায্য দিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, এই টি. এন. ভি. এর নাম করে পুনর্বাসন যাতে পেতে পারে সেজন্য কিছু অসামাজিক সমাজবিরোধী লোককে মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে আরও ডাকাতি কর, বন্দুক তৈরী করে জমা দিলে তাদেরও টি, এন, ভি. এর নাম করে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এইভাবে টাকারজলা ইত্যাদি এলাকাতে একটা ডাকাত দলের সৃষ্টি হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি যে এইসব গল্প বাইরে পত্রিকায় বিক্রি করতে পারেন। বিধানসভার একজন দায়িত্বশীল সদস্যের পক্ষে এগুলি পরিবেশন করা ঠিক নয়। কিছু ডাকাত কোন সময়ে আত্মসমর্পনের আবেদন করেছিল। তাদের একজনকেও আত্মসমর্পনের ক্যাটাগরীতে নেওয়া হয় নি।

শ্রীনকুল দাস— এই যে টি এন, ভি, বা উগ্রপন্থীর সমস্যা নিয়ে নানাভাবে কথাবার্তা বলা হচ্ছে, এই সমস্যাটা কি শুধু ত্রিপুরায় আমাদের রাজ্যের সমস্যা না জাতীয় সমস্যা এবং এই সমস্যাকে সমাধান করবার জন্য জাতীয় স্তরে কোন নীতি আছে কিনা বা অন্যান্য রাজ্যে কোন নীতি আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে তারা কোন্ নীতির ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধান করছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— এটা খুবই ব্যাপক সমস্যা। পাঞ্জাবে যারা খুন হচ্ছেন, তাদের পরিবার কত টাকা পান সেটা রাজ্য সরকারের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে আমরা যা করছি সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে করছি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় কিছু টাকা দিয়েছেন। এই তো সেদিন নাগাল্যাণ্ডে ৩ জন সি, আর, পি জোয়ান খুন হয়েছিলেন। তারা কি পাবেন না পাবেন জানি না। কিন্তু আমাদের এখানে কি করছি সেটা আপনারা দেখছেন। আমাদের রাজ্যে টি, এন, ভি এর আত্মসমর্পনের ব্যাপারেও অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি যেটা বলছেন, ঠিক এই ধরণের কিছু করা হচ্ছে না, কারণ, আঠারোবোলার গোপীরমন জমাতিয়া, তিনি আত্মসমর্পনকারী একজন এ, টি, পি, এল ও সদস্য, তিনি আত্মসমর্পন করার পর সরকার তাকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর একটা চাকুরী দিয়েছিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই আত্মসমর্পনকারী গোপীরমন জমাতিয়াও স্বীকার করলেন, এমন কি পুলিশের কাছেও স্বীকারুক্তি দিলেন যে আমি নিজে কিছু টাকা পয়সা পাওয়ার জন্য নিজে এবং অন্য কয়েকজন এ, টি, পি, এল, ও সদস্যকে আত্মসমর্পন করার পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। অর্থাৎ তাঁর পরিকল্পনা ছিল সরকার থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেওয়ার জন্য, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা সত্য যে গোপী রমন জমাতিয়া এ, টি, পি এল ও এর সদস্য ছিলেন এবং তিনি বিভিন্ন খুন-খারাপীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি অন্য কয়েকজন এ, টি, পি, এল ও সদস্য সহ আত্মসমর্পন করেছিলেন। আত্মসমর্পন করলেও পুলিশ তাকে নানাবিধ অভিযোগে আবার গ্রেপ্তার করেছে এবং তার বিরুদ্ধে সেইসব কেইসগুলি এখনও রয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার— শ্রীনারায়ন দাস।

শ্রীনারায়ন দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭২

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭২.

—: প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৯৮৫ ইং সনের ২৮শে এপ্রিল তারিখে তৈজলিং গাঁওসভার

অন্তর্গত শ্রীমনমোহন লস্করের বাড়ীতে ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে এবং তৈজলিং গাঁওসভা, তক্ছাপাড়া গাঁওসভা ও শিবনগর গাঁওসভার জনসাধারণ ডাকাতির ভয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

২। যদি সত্য হয় তাহলে সরকার উক্ত গাঁওসভাগুলিতে ডাকাতির উপদ্রব বন্ধ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

৩। শিবনগর গাঁওসভার পুলিশ ক্যাম্প বসানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

৪। তক্ছাপাড়া গাঁওসভায় যে পুলিশ ফাঁড়িটি রয়েছে, তাতে আরও পুলিশ ও পুলিশ অফিসার নিযুক্ত করে গাড়ী দিয়ে সমস্ত এলাকায় পাহাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা?

উত্তর

১ ও ২নং— গত ২৮শে এপ্রিল ১৯৮৫ইং তারিখে তৈজলিং গাঁওসভার শ্রীমনমোহন লস্করের বাড়ীতে ডাকাতির কোন সংবাদ সরকারের কাছে নাই। ইহা ঠিক নয় যে তৈজলিং গাঁওসভা, তক্ছাপাড়া গাঁওসভা এবং শিবনগর গাঁওসভার জনসাধারণ ডাকাতির উপদ্রবে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। এই অঞ্চলে ডাকাতির উপদ্রব প্রতিরোধ কল্পে তক্ছাপাড়া পুলিশ ক্যাম্প এবং মনিরাম সর্দারপাড়া পুলিশ ক্যাম্প হইতে নিয়মিত রাত্রিকালীন পুলিশ টহলদারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩। শিবনগর গাঁওসভার দূরত্ব তক্ছাপাড়া পুলিশ ক্যাম্প হইতে ২ কিঃ মিঃ কম, সেজন্য পৃথক পুলিশ ক্যাম্পের প্রয়োজন নাই। তক্ছাপাড়া ক্যাম্প হইতে উক্ত গাঁওসভার উপর লক্ষ্য রাখা হয়।

৪। তক্ছাপাড়া পুলিশ ক্যাম্পে দুই সেক্সন পুলিশ একজন এস, আই, একজন হাবিলদার, একজন নায়েক, একজন ল্যান্স নায়েক এবং তের জন কনস্টেবল মোতায়েন আছে। তাছাড়া, সোনামুড়া থানার পুলিশ অফিসারগণ নিয়মিত ভাবে তক্ছাপাড়া এলাকায় পুলিশ টহলদারী করিতেছেন। বর্তমান ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট মনে হয়।

শ্রীনারায়ন দাস— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তক্ছাপাড়ার পুলিশ ক্যাম্প থাকাসত্বেও এই অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় প্রতিদিনই একটা না একটা ডাকাতি হয়ে চলেছে এবং এসব ডাকাতির খবরা-খবর সেখানকার জনসাধারণ যথাসময়ে পুলিশ ক্যাম্পে যথাসময়ে পৌছিয়ে দেওয়া সত্বেও পুলিশ যথাসময়ে ঘটনাস্থলে না আসার

ডাকাতেরা ডাকাতি সেরে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। ফলে আমরা দেখছি যে সেখানকার জনসাধারণ রাত্রি বেলায় নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে পুলিশ ক্যাম্পের সামনে এসে আশ্রম নিচ্ছে, এটা সত্যি কিনা, মামনীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বললেন, তা ঠিক কারণ এসব এলাকায় প্রায় সব সময়ে ডাকাতি হয় এবং ডাকাতেরা বাংলাদেশ থেকে আসে, হয়তো আমাদের এলাকারও কিছু লোক তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। যেখানেই ডাকাতি হউক না কেন, সেই ডাকাতি করার সময়ে গ্রামের লোকেরা কিছুটা ভীত হন, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে মাননীয় সদস্যদের এটাও বুঝা দরকার যে সব এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বসানো সম্ভব নয়, কারণ যথেষ্ট পরিমাণ পুলিশ সংখ্যা আমাদের নাই। যা হউক যেখানে পুলিশ ক্যাম্প আছে, তাদের প্রতি সরকার থেকে নির্দেশ আছে যে তারা ব্যাপকভাবে টহলদারীর মাধ্যমে সমস্ত এলাকাটা যেন কাভার আপ করেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ গ্রামগুলি অধিকাংশই সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে বি এস. এফের পাহারার ব্যবস্থা আছে। কাজেই সীমান্ত অঞ্চলের এই সব গ্রামগুলিতে বাংলাদেশী ডাকাতেরা এসে যে অহরহ ডাকাতি করে যাচ্ছে, সেটাকে প্রতিরোধ করবার জন্য বি. এস. এফ. অথরিটির সঙ্গে আলোচনা করার কোন চিন্তা সরকার করছেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, বি. এস. এফ. সম্পর্কে যে কথাটা এখানে এসেছে তাতে তার সীমান্ত এলাকায় হস্তক্ষেপ করলেও সীমান্ত থেকে ভিতরের দিকে হস্তক্ষেপ করবার কোন কারণ নেই। বর্ত্তমানে আমরা সীমান্ত এলাকায় রাত্রিকালীন কার্ফু জারী করে দেখতে চাইছি যে এই ধরণের উপদ্রব কিছুটা কম হয় কিনা। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে বি. এস এফ. শুধু মাত্র সীমান্ত অঞ্চলে যে সমস্ত ক্রাইমগুলি ঘটছে সেগুলিই দেখবেন, কিন্তু সীমান্ত থেকে ভিতরের দিকের গ্রামবাসীরা তাদের সাহায্য পাওয়া খুবই কঠিন।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশী ডাকাতেরা এসে যাতে কোন রকম লুঠ-পাট না করতে পারেন বা সীমান্ত অঞ্চলে ঘুরাফেরা না করতে পারেন, সেজন্য সীমান্তে রাত্রিকালীন কার্ফু জারী করার একটা চেষ্টা হচ্ছে এটা ভাল কথা। কিন্তু সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার

নিয়েছেন. সেটা কোন্ পর্যায়ে আছে এবং সেটা যদি কার্য্যকরী করা যায়, তাহলে বাংলাদেশী ডাকাতদের উপদ্রব থেকে আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের লোকেরা কতটা উপকৃত হতে পারবে, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা তো আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কারণ, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবাদ থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার এই কাজটা এখন পর্য্যন্ত শুরুই করতে পারেননি। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে কি করবেন না করবেন, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীরসিকলাল রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ১৬/১৭ই মে বক্সনগর থানাধীন মাণিক্যনগরে পর পর দুই দিন ডাকাতি সংগঠিত হয়েছে। এখনও সেই এলাকায় ডাকাতেরা ঘুরাঘুরি করছে, আমি জানিনা থানা থেকে পুলিশ কোন এ্যাক্সন নিয়েছে কিনা। তারপর নলজলায় যে বি, এস, এফ ক্যাম্প ছিল সেটাও ১৬ তারিখ বেলা ৪টার সময়ে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা সরকার অবগত আছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন, তা ঠিক। কারণ ঐ এলাকার বেলুর-চর থেকে একদল প্রতিনিধি এসেছিল এবং তারা বলে গিয়েছে যে তারা ইন্সিকিউরড ফিল করেছে। কাজেই আমি চেষ্টা করব, এটা কিভাবে কভার করা যায়

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে দেও নদীর ভাঙ্গনের ফলে পেচারথল বাজারের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরবাড়ী ও বাজারটির দারুন ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ;

২) সত্য হইলে, তার প্রতিকার কল্পে সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) গত বন্যার পর পেঁচারথল বাজারকে ভাঙ্গনের কবল হতে বাঁচানোর জন্য সাতটা মান্দাক করা হইয়াছে। আমি আরও নির্দেশ দিয়েছি যে দপ্তর আর কি কি ব্যবস্থা নিলে নদীর এই ভাঙ্গন থেকে পেঁচারথল বাজারকে বাঁচানো যায়, সেটা যেন দপ্তর ভেবে দেখেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীমতিলাল সাহা

শ্রীমতিলাল সাহা ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

প্রশ্ন

১) ১৯৮৩ সালের ১লা মে হইতে ১৯৮৫ সালের ১৩ মার্চ পর্য্যন্ত বিশালগড় থানায় কতগুলি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে (চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি) ;

২) উক্ত তারিখের মধ্যে কতগুলি ঘটনার তদন্তের কাজ শেষ হয়ে তদন্ত অনুযায়ী চার্জশীট গঠন করে আদালতে সোপর্দ করা হইয়াছে, তাহার হিসাব ; এবং

৩) বাকী কতগুলি অভিযোগ এখনও তদন্তের অপেক্ষায় আছে এবং কবে নাগাদ তদন্ত কাজ শেষ করে অভিযুক্তদের শাস্তি বিধান হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১) ৭৭২টি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যথা :— চুরি ১৭৫টি, ছিনতাই —[illegible]টি ডাকাতি—৬১টি, সিঁদেল চুরি—১৭৯টি, অন্যান্য—[illegible]৫০টি

২) নিম্নলিখিত ঘটনার তদন্তের পর আদালতে চার্জশীট এবং ফাইন্যাল রিপোর্ট দেওয়া হইয়াছে :—

	চার্জসীট	ফাইন্যাল রিপোর্ট
চুরি	৪	১৩৩
ছিনতাই	[illegible]	২২
ডাকাতি	২	২৬
সিঁদেল চুরি	৮	১৬১
অন্যান্য	৬১	১৬৪

৩) নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি এখনও তদন্তের অপেক্ষায় আছে এবং শীঘ্রই তদন্তের কাজ শেষ হইবে :—

চুরি	১৮
ছিনতাই	১২
ডাকাতি	৩৩
সিঁদেল চুরি	১০
অন্যান্য	১১৫

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের প্রশ্নোত্তরের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। যে সমস্ত তারকা চিহ্ন প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদিগকে অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—"A" & "B")

বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শোকবার্তা

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমরা এই হাউস থেকে একটা বার্ত্তা বাংলাদেশে পাঠাতে চাই এই ব্যাপারে যে গত দুই দিনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল তার জন্য বাংলাদেশের মর্মন্তুদ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই জন্য একটা বার্ত্তা বাংলাদেশে এই হাউস থেকে পাঠাতে চাই বার্ত্তাটি কি ধরণের হবে সেটা আমি পড়ছি —মাননীয় সদস্যগণ গত ২৫শে মে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, বরিশাল ও নোয়াখালি জেলার উপর দিয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহাতে প্রাণ হারাইয়াছে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক লোক এবং যাহারা গৃহহীন হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা আরও বেশী। হাতিয়া ও সন্দীপ দ্বীপ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। এই বিপর্যয় বাংলাদেশবাসীর কাছে একটা জাতীয় বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের জনগণের প্রতি ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে এবং যাহারা প্রাণ হারাইয়াছেন তাহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাইতেছি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— রেফারেন্স পিরিয়ডে আলোচনার জন্য আমি দুটি নোটিশ আর্জেন্ট

ডিস্কাশনের জন্য পেয়েছি। একটি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "২৯ মে থেকে অসামরিক পরিবহনের বিমান ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষের উপর যে দুঃসহ আর্থিক বোঝা চাপানো হয়েছে সেই সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্যকে তার নোটিশটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, রেফারেন্স পিরিয়ডে আলোচনার জন্য আমি যে নোটিশটি এনেছি আর্জেন্ট ডিস্কাশনের জন্য সেইটি হল :— "২৯শে মে থেকে অসামরিক পরিবহনের বিমান ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষের উপর যে দুঃসহ আর্থিক বোঝা চাপানো হয়েছে সেই সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে কবে বিবৃতি দেবেন সেটা জানাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমি ২৮শে মে তারিখে এর উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল এই নোটিশের উপর বক্তব্য রাখবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকারের কাছ থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ২৫শে এবং ২৬শে মে ১৯৮৫ সাল প্রবল বারিপাত ও ঝড়বৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের ফলে ত্রিপুরার কয়েকটি স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জনজীবনে যে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্পর্কে" আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তাঁর নোটিশটি হাউসে উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীমানিক সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি রেফারেন্স পিরিয়ডে জরুরী আলোচনার জন্য একটা নোটিশ এনেছি সেইটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ২৫শে এবং ২৬শে মে ১৯৮৫ সাল প্রবল বারিপাত ও ঝড়বৃষ্টি প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের ফলে ত্রিপুরার কয়েকটি স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জনজীবনে যে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর উনার বিবৃতি রাখার জন্য। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে পরবর্তী তারিখ হাউসকে জানিয়ে দিতে পারেন।

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি একটা ষ্টাটমেন্ট এখন দিতে পারি এবং আগামী ২৯শে মে আমি আমার ডিটেইলড্ ষ্টাটমেন্ট দিব। এখন পর্যান্ত যে রিপোর্ট আমার কাছে এসেছে সেটা হল :— সদরে ২৫০০ পরিবার ১৫টা ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন। খোয়াই এর এস, ডি. ও. ক্যাম্প খুলেছেন এবং ৯০০টি পরিবার ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে। চাকমাঘাটে বাম্পলাইতে ধ্বস পড়ে মারা গেছেন তিনজন। ৯৫ বয়স্কা এক বৃদ্ধ মহিলা, দশ বছরের একটি মেয়ে এবং দুই বছরের একটি মেয়ে। কুলাই কমলপুর ব্রীজ নষ্ট হয়ে গেছে এবং ৮২ মাইলে লাইফ লাইন বন্ধ হয়ে গেছে ধ্বস পড়ে। রাস্তাটি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কৈলাসহরে দেও নদীর উপর যে ব্রীজটা রয়েছে সেটা নষ্ট হয়েছে এবং সেটা তাড়াতাড়ি রিপেয়ার করার জন্য বলা হয়েছে।

অমরপুরে মহারাণীর কাছে যে ব্রীজটা আছে সেটা নষ্ট হয়েছে এবং সেটার অ্যাপ্রোচ রোডটা ঠিক করার জন্য বলা হয়েছে। ধর্মনগরে নীচু জায়গাগুলি জলমগ্ন হয়েছে। এখন অবশ্য আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। এই হল আমার মুটামুটি রিপোর্ট। পরবর্তী সময়ে আমি আমার পূর্ণ রিপোর্ট দিতে পারব।

শ্রীমানিক সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। ইতিমধ্যে আমরা খবরের কাগজে এবং বিভিন্ন সংবাদ সংস্থানের মাধ্যমে খবর পেয়েছি যে রাজধানী আগরতলার সঙ্গে উত্তর ত্রিপুরার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। লাইফ লাইন নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই দ্রুত খাদ্য সামগ্রী পৌছানোর জন্য এই লাইফ লাইন মেরামত করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। আগরতলা শহরে আমরা খবর পেয়েছি বহু লোক ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা বাড়ীতে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। ক্যাম্পগুলিতে তাড়াতাড়ি খাদ্য সামগ্রী পাঠানোর জন্য সরকারের কি প্রোগ্রাম সেটা এই বিধানসভায় জানানো দরকার।

শ্রীখগেন দাস :— এখন পর্য্যন্ত যতগুলি ক্যাম্প খোলা হয়েছে সেগুলিতে ড্রাইফুড দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। কোন কোন ক্যাম্পে আমরা ক্যাশ ডোল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এটা আমরা প্রতি বৎসরই করে থাকি। দক্ষিণ এবং উত্তর ত্রিপুরা থেকে ডি. এমের কাছ

থেকে আমরা এখনও কোন সিগন্যাল পাই নি। পি, ডব্লউকে বলা হয়েছে তাড়াতাড়ি রাস্তা মেরামত করার জন্য।

শ্রীজহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা এই হাউসে তথ্য পরিবেশন করতে চান। আপনি তাঁদেরকে অনুমতি দেন। সরকার চেষ্টা করছেন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। উনারা যদি সেই তথ্য দিতে পারেন বা তাদের কাছে যে তথ্য আছে সেটা যদি দেন তাহলে সরকারের পক্ষে সেই সব জায়গায় তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিতে সহজ হবে।

শ্রীজহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৫শে মে ঠিক সন্ধ্যায় অমরপুর মহকুমায় প্রবল বৃষ্টি হয়।

গত ২৫ তারিখ ঠিক সন্ধ্যার সময় দেখেছি, অমরপুর মহকুমায় রামপুর বিস্তীর্ণ এলাকায় অনেক বাড়ী ঘর জলের নীচে পড়ে গেছে। অম্পি-তৈদু এলাকায় গত কালকে প্রচুর ঘর বাড়ী জলের নিচে পড়ে রয়েছে। আমি নিজে দেখেছি, এবং এই একই অবস্থা অমরপুরেও দেখেছি। ২৪ তারিখে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়েছিল। ২৫।২৬ তারিখেও মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সরকারী তরফে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। রামপুর বাজারের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে সেখানকার গৃহহীন লোকেরা। তাদের খাবার এর কোন ব্যবস্থা হয়নি। একজন পিওন আছে। সে বলছে, এ ব্যাপারে এস, ডি. ও. এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এস. ডি.ও. সাহেবকে উনার অফিসে পাওয়া যায়নি। এই অবস্থা তৈদুতেও। সেখানকার ডি, সি, (রেভেনিউ) কে পাওয়া যায়নি। তিনি সেখানে নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে, বাড়ী ঘর জলের নীচে সেখানকার লোক স্কুলের ঘরে কিংবা বাজারে এসে আশ্রয় নিয়েছে ছোট ছোট শিশু নিয়ে। আমি সেখানে যাওয়ার পরে আমাকে ধরেছে কোথায় থাকবে বলে দেবার জন্য। এই যে অবস্থা, তা হবেই। এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। আমি তেলিয়ামুড়া এসে খবর নিয়ে জানালাম, উত্তর ত্রিপুরার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। আসাম-আগরতলার মত গুরুত্বপূর্ণ রোড বন্ধ হয়ে গেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা ভাবাই যায় না। যে রাস্তাকে আমাদের জীবন বলা যায় তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খোলার ব্যবস্থা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি তথ্য দিন। আন-নেসেসারি রিপোর্ট করে সময় নষ্ট করছেন।

শ্রীজহর সাহা :— আমি অবস্থার কথা বলছি। ২৪ ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। এই যে অবস্থা চলছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে কোন তথ্য দিতে পারলেন না এটা খুবই অসহনীয় ব্যাপার।

মিঃ স্পীকার :— নোটিশটি এসেছে ১০ টার মধ্যে।

শ্রীজহর সাহা — এটা স্যার নোটিশের প্রশ্ন নয়। আমি নোটিশ দিলে উনি তথ্য সংগ্রহ করবেন তা তো হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— বুঝা গেল আপনার কাছে তথ্য নেই।

শ্রীজহর সাহা :— এটা নোটিশ দিয়ে জানতে হবে। তারপর কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাতো হতে পারে না। রাস্তা খোলার ব্যবস্থা করা হউক। এই ভাবে তো চলতে পারে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে পারে। এই জন্যই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব কার্য্যকরী ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি নেওয়ার জন্য। লোক মারা গেছে। সেটা আরো বেশী হতে পারে। প্রতিকারের ব্যবস্থা ও বিশেষ করে রাস্তা চলাচলের উপযোগী করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— তথ্য খুব বেশী নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— স্পীকার স্যার, এই যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় চলছে এতে অনেক বাড়ী ঘর নষ্ট হয়েছে। পাহাড়ী পথে বড় বড় গাছ রাস্তার এপার ওপারে পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাস্তা ব্লক হয়ে গেছে। নলুয়া এবং সাব্রুম শ্রীনগরের ব্যাল্ট প্রচুর এফেক্টেড হয়েছে। তা অবশ্য নিজে দেখিনি। আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের দেখা হয়েছিল, তিনি এই তথ্য আমাকে দিয়েছেন। সঠিক তথ্য আমি এখনও পাইনি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি গত ২৫ তারিখ থেকে আমাদের পার্লামেন্টের সদস্য বাজুবন রিয়াং সহ উত্তর ত্রিপুরায় যাই। প্রথমেই আটকে যেতে হয় আম্বাসাতে। স্যার, কমলপুর খুব সেনসেটিভ এরীয়া। সেখানে সি, আর. পি, ক্যাম্প এবং পুলিশ আউট পোষ্টগুলির সমস্ত কেনা কাটাই এই বাজার থেকে করে। দ্বিতীয়তঃ সেখানে কুলাইছড়া পার হাওয়ার মত অবস্থা নেই। তারা অন্যদিক ঘুরে যেতে হয়। সে রাস্তাটাও মাঝখানে ধ্বস পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। বহু কষ্ট করেও কমলপুর পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারি নাই। মাণিকভাণ্ডারে কোমর পর্যন্ত জল। ধলাইনদীর জন্য কমলপুর আম্বাসা দিয়ে

যাওয়া যায় না। রেশন শপে ড্রাই অবস্থা চলছে। জোলাইবাড়ী দিয়েও যাওয়া যায় না। আমবাসা দিয়েও যাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ কমলপুরে টেলিফোন ব্যবস্থা অচল। আঠারমুড়া, লংতরাইএ টেলিফোন তার উপড়ে ফেলেছে। আগরতলার সঙ্গে তো নয়ই কৈলাসহরের ডি, এম, অফিসের সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। ৮২ মাইলের কাছে দুধপুরের কাছে এক মাসের আগে থেকেই কাজ আরম্ভ হয়েছিল। সেটা অসমাপ্ত থাকায় বৃষ্টিতে নরম হয়ে গতকালকে স্পেনেল এপ্রোচ সহ উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এপাড় এবং ওপাড় দুপাড়েই গাড়ী আটকে আছে। সেখানে কোন হোটেল না থাকায় খাবারের কোন ব্যবস্থাও করতে পারছে না। শনিবার আম্বাসাতে মার্কেট বসে। আটারমুড়া-লংতরাই সহ ১৪টা গাঁওসভা এই মার্কেটে বাজার করে। চাল-ডাল থেকে আরম্ভ করে নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই এই বাজার থেকে করে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য কোন লোক আসতে পারেনি। কোন ব্যবস্থাই নেই ভেতরে যাবার। পাশাপাশি রাস্তাও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। সেখানে জুমের টং ঘরও আছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে ভেঙ্গে পড়েছে। মাত্র একটা বাছানি দিয়েছিল জুমের মধ্যে। সেই একটা বাছানি দেওয়া জুমের সামান্য ফসলও নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়া আরো দেখলাম চাকমাঘাটে কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে ব্যারেজ হচ্ছিল খোয়াই নদীর প্লাবনে আমাদের সামনেই নিমেষের মধ্যে চুড়মার হয়ে গেল। সমস্ত যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করি, যাতে ইমেডিয়েটলি হেলিকপ্টার দিয়েই হউক সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করে ইমিডিয়েটলি ত্রান ব্যবস্থা যদি না করা হয় তাহলে ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করবে এবং কত লোক মারা যাবে না খেয়ে এবং জলবন্দী হয়ে তার হিসাব পর্যন্ত আমরা সঠিক সময়ে নিতে পারবনা। এই হচ্ছে আমার অবজারভেশন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যে রাজ্যের ব্যাপক এলাকাতে বন্যা হয়েছে। আমি বিশেষ করে অমরপুরের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করব। মহারাণীর ব্রীজটা ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে অমরপুরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। এখন পাহাড়ী অঞ্চল-গুলিতে খাদ্য সংকট চলছে। তারা পুরাপুরি এস, আর, ই. পি ও এন, আর, ই পির চাউলের উপর নির্ভর করে এখনও বেঁচে আছে। এহেন অবস্থায় অঞ্চলগুলিতে যদি ব্যাপক পরিমাণে চাউল যোগান দেওয়া না যায় তাহলে এটায়ার ট্রাইবেল বেল্টেই দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়তঃ বন্যা মোকাবিলা করা এখন আশু প্রয়োজন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব উনি যেন খোঁজ নেন যে অম্পিতে কাশডোল বা আদার কোন সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা। ওখানে বিভিন্ন

ছড়াগুলি আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলির জল কমবে ততক্ষন পর্য্যন্ত ঐ বিস্তির্ণ এলাকার উপজাতিরা আসতে পারবে না। কারন রেশন দোকানগুলি অম্পি, অমরপুর ও তৈদু্যা বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ছড়াগুলি এই আঞ্চলগুলিকে ঘিরে রয়েছে। কাজেই যতক্ষন পর্যন্ত এই ছড়াগুলির জল না কমছে ততক্ষন পর্যন্ত উপজাতিদের যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য এস, আর, ,ই পি ও এন, আর, ই, পি, কাজগুলি যাতে রেগুলারাইজ রাখা যায় তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এছাড়া যে সমস্ত ব্রীজগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলি যাতে যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি নিয়ে সারাই করা হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার— মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল যে বৃষ্টি হয়েছে, আমি আমার বয়সে এত অল্প সময়ে এত প্রবল বৃষ্টি আমি দেখি নাই। যার ফলে হাওড়া নদী এবং তার নিম্না-ঞ্চলগুলি ভেসে গেছে। আমি গতকাল নিজে বেড়িয়েছি। বিশেষ করে পূর্বদিকে যখন যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম রেশম বাগান, চন্দ্রপুর, কাশীপুর এই সমস্ত অঞ্চলগুলি জলমগ্ন এবং ঘরবাড়ীগুলি ডুবে গেছে। আসাম আগরতলা রাস্তার উপরও জল উঠেছে তার একটা অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রী দীনেশ দেববর্মার আছে। আমরা যখন কাশীপুরে তখন দেখলাম কিছু রক্ষী বাহীনী একজনকে পরিবেষ্টন করে নিয়ে আসছে। আমার ভয় হলো কাকে আবার পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে আসছে তারপর দূর থেকে মাননীয় মন্ত্রী দীনেশ দেববর্ম্মা মহোদয়কে দেখে চিনতে পারলাম। আমি উনাকে জিজ্ঞেস করায় উনি বললেন রাণীরবাজার পর্য্যন্ত কোন মতে আসতে পেরেছি, আর এদিকে আসা গেল না। তার অর্থ এই যে সমগ্র আসাম আগরতলা রাস্তাটাই জলমগ্ন, গাড়ী চলাচল করছেনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে মানুষের ফসল নষ্ট হয়েছে, পুকুরের মাছ ভেসে গেছে, ঘরবাড়ী পড়ে গেছে। পশুর কোন জীবন হানির সংবাদ আমার কাছে অবশ্য নেই। আরেকটা জিনিষ হলো আগরতলা শহরে বন্যা, এটা অস্বাভাবিক। মানুষের বাড়ী বুক সমান জল উঠেছে, গতকাল বহু বাড়ীতেই রান্না করা সম্ভব হয়নি। আমি মনে করি এগুলি মোকাবিলা করার জন্য একটা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমার দলের পক্ষ থেকে হাউসের সকলের সঙ্গে আমি দাবী রাখছি শুধু ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে এ সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রচুর পরিমানে দেওয়া হোক।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য ঃ— স্যার, গতকাল শহরতলীতে যে বন্যা হয়েছে, তার জন্য

কিছু কিছু সরকারী সাহায্য গেছে। শহরতলীর অধিকাংশ গরীব লোক ক্যাম্পে যেতে পারেনি তাদের বাড়ীঘর ছেড়ে। কারণ তাদের জিনিষপত্র লুঠ হয়ে যেতে পারে। আমি আজ সকালে বড়দোয়ালী স্কুলের পেছনে ভটুপুকুর অঞ্চলের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছি। সেখানে দেখেছি অধিকাংশ গরীব লোকের বাড়ীতে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই, কারণ ঘরের ভেতরে জল রয়েছে। সুতরাং ক্যাম্পগুলিতে যে ড্রাই ফুড দেওয়া হয়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি সেটাকে এ্যাবস্টেণ্ড করার জন্য। যে সমস্ত গরীব মানুষ বাড়ীতে রয়ে গিয়েছে তাদেরকেও যেন সে সাহায্য দেওয়া হয়।

শ্রীনকুল দাস :— স্যার, বিলোনীয়া মহকুমা প্রচণ্ডভাবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি এখন পর্য্যন্ত যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে দেখেছি যে বিলোনীয়া শহরের কাছে যে ব্রীজটি আছে সেটি বন্যার তোড়ে ভেসে গেছে। উত্তর ভারতচাঁদনগরে একজন লোক গাছ চাপা পড়ে মারা গেছে, খয়মুখ ও জোলাইবাড়ী এলাকায় অনেক জায়গায় ল্যাণ্ড স্লাইন পড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে আছে। কিছুদিন আগেও বিলোনীয়াতে একটা ছোটখাট ঘুর্ণিঝড় হয়েছিল, তাতে কিছু ঘরবাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তখন পর্য্যন্ত সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়নি। ফসল নষ্ট হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে বীজতলা নষ্ট হয়েছে। এস. ডি, ওর, কাছে জি, আর এর টাকা, তখনকার সময়ে খোঁজ নিয়ে দেখেছিলাম যে বেশী নেই। এস, আর, ই, পি ও এন. আর. ই, পির কাজগুলি দেওয়া যায় নাই তখন, কারন রাজনগর গো-ডাউনে চাউল ছিল না লবন ও কেরোসিন সংকট সেখানে সব সময়ে থাকে এবং এখনও আছে। ক্যাশে কাজ করাতে হলে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের অসুবিধা হয়। আগরতলা যোগেন্দ্রনগরের অধীনে কাটাশোলা ও আড়ালিয়াতে রিলিফ খোলা হয়েছে, এই এলাকাগুলিও বন্যায় বিপর্য্যস্ত হয়েছে। এই তথ্যগুলি আমি এখানে পেশ করলাম।

শ্রীশ্যামাচরন ত্রিপুরা :— স্যার, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এখানে যে রিপোর্ট দিয়েছেন এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক, বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরার ডলুবাড়ীতে যে রাস্তাটি নষ্ট হয়ে গেছে সেটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যেহেতু এই রাস্তাটি ম্যান্টোনান্সের দায়িত্ব বি, এস, এফ এর আণ্ডারে কাজেই উনি যেন ওদেরকে অনুরোধ করেন যাতে দ্রুত এই রাস্তাটির সংস্কার করা হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা--আর কমলপুরকে সংযুক্ত করার জন্য খোয়াইয়ের ব্রীজটা যে-হেতু ত্রিপুরা

সরকারের আওতারে আছে, পি, ডবলিউ, ডির আওতারে হয়তো ভ্যালি ব্রীজ নেই, দরকার পরলে হাউসলাত করে সেখানে একটা পুলের ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে করে দ্রুত কমলপুরকে অন্যান্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করা যায় সেজন্য আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই অনুরোধ করবো যে আজকের মধ্যে তিনি যেন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে হাউসকে অবগত করেন যাতে করে আমরা সবাই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি।

শ্রীকেশব মজুমদার— স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে হাউসের কাছে কয়েকটি তথ্য দিতে চাই, গত ২৫।২৬ তারিখ এই দুই দিন আমি উদয়পুরে ঝড়, জল ইত্যাদি ব্যাপারে বিভিন্ন অংশে ঘুরেছিলাম। আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আমি দেখেছি, অন্যান্য বারের মতো ১৯৮৩ বা ৮৪ সালে বন্যায় যে ধরণের ক্ষতি হয়েছিল তা না হলেও কয়েকটা জায়গা বিচ্ছিন্ন হয়েছে, সেগুলির মধ্যে যেমন আছে গর্জনমুড়ার একটা অংশ সেখানে ৪১টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আশ্রয় নিয়েছে। আমতলীতে ৮৬টি পরিবার আছে যেটা বাধের পরবর্ত্তী পার্শ্বে নদীর জল ঢুকে ৮৬টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া আছে এনভাইরনমেন্ট শিলাঘাট অঞ্চল এটা একটা ট্রাইবেল অঞ্চল এই এনভাইরনমেন্টের মধ্য দিয়েই এই অঞ্চল রক্ষা পায় কিন্তু এই এনভাইরনমেন্ট উড়ে গেছে তার ফলে গোটা শিলাঘাটি অঞ্চলে এখানকার কৃষকদের ফসল তুলবার কোন রকম সুযোগ নেই। আর একটা গাঁও সভার মধ্যে দুটি অংশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে আর একটা হচ্ছে কিশোরগঞ্জ। শিলাঘাট অঞ্চলের মাঝখানের পি, ডবলিউ, ডির রাস্তাটি উড়ে গেছে। গঙ্গাছড়া যদিও এখানে ক্যাম্প খোলার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি, তা না হলেও রাস্তাগুলি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গঙ্গাছড়ার যে ব্রীজটা বাজারের সঙ্গে সংলগ্ন শুধু ব্রীজটা দাড়িয়ে আছে, দু পাশের রাস্তা উড়ে চলে গেছে এবং সেখানে যাতায়াতের কোন সুবিধা নেই তার ফলে জল সমস্ত জমির মধ্যে ঢুকে পড়েছে বালিতে নষ্ট হচ্ছে এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। জমির মধ্যে প্রচুর বালি জমে গেছে, নদীর পাড়গুলি ভেঙ্গে পড়েছে। ব্রীজগুলি যত তাড়াতাড়ি মেরামত করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া দরকার নোয়াবাড়ী, কাঠালবাড়ী এই অঞ্চলটির মধ্যে প্রায় প্রতি বছরই হয়, এই বছরও তাই হয়েছে, ঘরবাড়ী পুড়েছে। লক্ষীবতী, ফোটামাটি এই অঞ্চলে যে বাঁধ আছে সেই বাঁধ ভেঙ্গে নদীর জল ঢুকেছে, জল ঢুকে জমি নষ্ট করেছে, ৩৬টি ঘর ওখানে পড়েছে ঝড়ে এবং তাদের কিছু সাহায্য সেখানে দেওয়া দরকার। এই তথ্যগুলি আমি যতটুকু জেনেছি সেটা দিয়েছি। তবে উদয়পুরের কোন অংশ পুরাপুরি আর একটা অংশের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি, যোগাযোগ রয়েছে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করা গেছে সেখানে যতটুকু সাহায্য দরকার এবং গভর্ণমেন্টের

সাহায্য সেখানে যাতে আরও খুব তাড়াতাড়ি পাঠানো যায় সেই ব্যবস্থা করা হোক এই আবেদন আমি রাখছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি বলছি, আমাদের মোহনপুর ব্লক এরিয়াতে নয়াগাঁও গাঁওসভার আমাদের সোনাই নদীর পার থেকে একটা গাঁওসভা রক্ষা করার জন্য একটা বাঁধ দিলে সেই বাঁধ দ্বারা ৩০০ | ৪০০ লোকের উপকার হবে। এই বাঁধ গত ২৫ তারিখ যে প্রচুর বৃষ্টি এবং ঘুর্নিঝড় হয়েছিল তাতে মোহনপুর গাঁওসভার কিছু অংশ এবং তাঁরানগর গাঁওসভার কিছু অংশে একটা নূতন রাস্তা হয়েছে তাতে ঐ এলাকায় যে সমস্ত জনসাধারণ বাস করেন তাদের ঘরে জল ওঠে এবং প্রচুর জমি নষ্ট হয়েছে। নোয়াগাঁও এবং সোনাই নদীর এই বাঁধটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই বাঁধটা ভেঙ্গে যায় তাই আজ ৪।৫ শত পরিবার এমন একটা অবস্থায় পৌছেছেন কাজেই আমি আশা রাখছি সেই দিকে লক্ষ রাখবেন জনসাধারন যাতে বাঁচতে পারে এবং যারা ঘর বাড়ী ছেড়ে এসেছে তারা যাতে ঘর বাড়ীতে ফিরে যেতে পারে, এই দিকে আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী—স্যার, গত কালকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোমতীর পাশাপাশি এলাকায় প্রচুর জলস্ফীতি দেখা দেয়। নলছড়েতে ১০৩টি পরিবার ঘর-বাড়ী ছেড়েছে। স্যার আমি নিজে দেখে এসেছি, এছাড়া গ্রামের ভিতরে নির্দিষ্ট ভাবে নলছড়ের পাশাপাশি বগাবাসা এই সমস্ত গ্রামগুলির প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সোনামুড়া মহকুমায় এত ব্যাপকতা নেই তাহলেও এই সব জায়গায় ক্ষতির পরিমাণ খুব কম নয়, বিশেষ করে নদীর থেকে যে বালি জমিতে পড়ে তার ফলে কৃষকদের প্রচুর ক্ষতি হয়।

শ্রীরসিক লাল রায় পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে যে খবর পেয়েছি অমরপুর অম্পি এবং উদয়পুর সর্বত্র যে ফ্লাড হচ্ছে ডাউন ষ্ট্রিট আমাদের যে সোনামুড়া মাননীয় সদস্য একটু আগে বলেছেন এই এলাকাগুলি সব সময় জল-মগ্ন থাকে। আপ ষ্ট্রিট থেকে ১ দিন ২ দিন পুরেই আমাদের সোনামুড়া অঞ্চলে বিরাটভাবে অ্যাফেক্ট হয়ে থাকে, যেহেতু আপ ষ্ট্রিট হলেই ডাউন ষ্ট্রিট হবে। ১৯৮৩ ইংরাজীতেও আমরা দেখেছি। এরপরেও আমরা দেখেছি ২টা ফ্লাড হয়ে গেল। আমি আশা করব মন্ত্রী মহোদয় যাতে এইযে অ্যাফেক্টেড এরিয়া সম্পর্কে সেদিকে সতর্ক হবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা যে গত ৩ দিনের বন্যা

এবং ঝড়ের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আমরা সরকারের তরফ থেকে তার সঙ্গে একমত এবং বিষয়টা খুবই গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা দেখেছি কয়েকটা জায়গায় একেবারে বিচ্ছিন্ন। যেমন ধর্মনগরের মত জায়গা, কৈলাশহরের মত জায়গা কমলপুরের মত জায়গা, কাঞ্চনপুরের এইটাও বড় অঞ্চল, অমরপুর, বিলোনীয়া এত বড় শহর, এছাড়া মাননীয় ডেপুটি স্পীকার বলেছেন এবং অন্যান্য সদস্যরাও বলেছেন বহু গ্রাম্যঞ্চল থেকে মানুষের যাতায়াত এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রথম কাজ হচ্ছে সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা। প্রধানতঃ বড় রাস্তাগুলিতে আসাম আগরতলা রোডে এইটা খুবই দুর্ভাগ্য জনক দীর্ঘদিনের মধ্যেও আমরা এই রাস্তাটাকে বিপদমুক্ত করতে পারিনি। মাননীয় সদস্য শ্রীমজুমদার যে এলাকাটার কথা বলেছিলেন আমরা গত ৫ বৎসর যাবৎ বলছি যে এই জায়গা উচুঁ না করলে এই সমস্যার কোন সমাধান হবেনা। কিন্তু আজকে আর্থিক সংগতির অভাবে আজকে বর্ডার রোড এই কাজটা হাতে নিতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার, এই টাকা এখন তাদের হাতে নেই। এই কথা বলা বাহুল্য যে এসটিপিসিষ্ট এমনকি সেগুলিকে আর. সি, সি পিলারে রূপান্তরিত করা যেটা কঠিন কাজ না, সেই আসাম আগরতলা রোডের উপর, সেই কাজটা আজকে পর্য্যন্ত শেষ হয়নি। বড় ব্রীজগুলি যেগুলি আছে তেলিয়ামুড়া ব্রীজ মনু ব্রীজ যে কোন সময়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তার বিকল্প ব্যবস্থার জন্য কাজ অগ্রসর আছে এখন পর্য্যন্ত হাত দেওয়া যায়নি। কাজেই আজকে যাকে লাইফ লাইন বলছি যেটা কেন্দ্রীয় সরকার সাধারনতঃ রেলের বিকল্প বলে থাকেন সেটা কতখানি বিপদ্‌জনক থাকে, আমি ধ্বসের কথা বলছি না, ধ্বস রাস্তায় হতে পারে, আমরা এইটা বর্ডার রোডে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। যেসব জায়গায় বাধার সৃষ্টি হয়েছে তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেগুলি দূর করে যাতে এই রাস্তাটা খোলা যায় সেই ব্যবস্থা তারা করবেন। তারা বলেছিলেন ২৭ তারিখের মধ্যে এই কাজটা শেষ করবেন। আমরা আশা করছি এই কাজটা করতে পারবেন। কমলপুরে কুলাই ব্রীজে বেইলী পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। কিছুদিনের মধ্যে সেখানে বেইলী উপস্থিত করা যাবে। অমরপুরে যে রাস্তা নষ্ট হয়েছে বা বিলোনীয়ায় যেসব রাস্তা নষ্ট হয়েছে সেগুলি পি, ডব্লিউ ডিকে বলা হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলিকে হাতে নেওয়া। কৈলাশহরের কয়েকটা জায়গাতে রাস্তা নষ্ট হয়েছে. কৈলাশহর এবং ধর্মনগরের যেসব জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এইসব ব্যাপারে পি. ডব্লিউ ডি সেই কাজগুলি হাতে নিয়েছে। এছাড়া আমি হাউসের কাছে বলতে চাই রেশন সম্পর্কে, আমার রেশনের যারা বিলি বণ্টনের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের আমরা বলেছি রেশন সরবরাহ করার জন্য ট্র্যান্সস্পিমেণ্টের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ যেখানে রাস্তা নেই

সেখানে ওপারে গাড়ী রেখে, এপারে গাড়ী রেখে রেশন পেঁাছাতে পারে। রেশন আমাদের রয়েছে, রেশন যেসব জায়গাতে অর্থাৎ কিছু জায়গা দুর্গম সেখানে কিছুটা মজুত রয়েছে হয়ত ৪-৫ দিনের মজুত আছে। পরে সেই সব জায়গায় রেশনের গো-ডাউন শূন্য হয়ে যাবে। কাজেই সেই জন্য অপেক্ষা না করে এখন থেকে সেইসব জায়গায় রেশন পেঁাছাবার জন্য আমরা জরুরী ভিত্তিতে দায়িত্ব দিয়েছি সেগুলি করা হবে। রিলিফের কথা বলা হয়েছে। রিলিফের ব্যাপারে আমাদের কোড আছে, সেই কোড অনুসরন করে, যখন যে কোন রকমের বিপর্যয় হয় সেই কোড এখানেও অনুসরন করা হয়। যদি কারোর কোন অভিযোগ থাকে তাহলে দয়া করে সরকারকে জানাবেন আমরা যাতে সেই কোড অনুসারে আমাদের রিলিফ পেঁাছাতে পারি। আর জুম অনেক নষ্ট হয়েছে। সেগুলি অ্যাসেস্‌মেণ্ট করা হবে। কিছু ধানের উপর হয়ত বালি পড়েছে। সেগুলি অ্যাসেস্‌মেণ্ট করা হবে। সেগুলি দেরী হবে। চাক্‌মাঘাটে এবং চাক্‌মাঘাটের প্রজেক্টের কাছাকাছি যারা দুঃখজনকভাবে যাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এইটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে তারা জুমিয়া পরিবার, গরীব অংশের লোক। সরকার তাদের দিকে নিশ্চয়ই নজর দেবে। ভারতচাঁদ নগরে একজন গাছ পড়ে মারা গেছেন তার পরিবারের প্রতি আমরা নজর দেব। এছাড়া এস আর ইপি কাজের জন্য টাকা পৌঁছানোর জন্য আজকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এস. আর. ই. পির টাকা রয়েছে। যদি কোন জায়গায় না থাকে তাহলে সেইসব জায়গাতে টাকা পয়সা পাঠাচ্ছি। মোটামুটি যে কাজগুলি জরুরী ভিত্তিতে করা দরকার সেগুলি আমরা হাতে নিয়েছি। মাননীয় সদস্যরা এই ব্যাপারে সহায়তা করবেন আমরা আশা করি এবং ঠিক এই সময়েতে সমগ্র এলাকায় মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা এবং শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বিবৃতিতে বলেছেন যে এই অবস্থায় লোকজন খেতে পারছে না, বাড়ীঘর থেকে বেরোতে পারছে না আশ্রয়স্থলে গিয়ে উপোসে মারা যাচ্ছে আমরা দেখলাম যে তারা এই অবস্থায় দেখলাম এক মহামিছিল সংগঠন করবেন বি ডিও অফিসে এবং সারাদিন তারা সেইসব কাজে নিয়োজিত করছেন জনসাধারণের প্রতি দরদ সেটা শুধু বিধানসভার মধ্যে থাকলে হবে না বাইরে গিয়ে তাদের আত্মনিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করছি। বি, ডি ও সাহেবের অফিস যদি অচল করা যায় তাহলে জনসাধারণের কাছে কোন রকম সাহায্য পৌঁছানো যাবে না, তার জন্য এই সমস্ত কাজ করছে। আমি আবারও অনুরোধ করছি এখনও অনুরোধ করছি আপনারা এইসব কাজ থেকে বিরত থাকুন যদি সত্যি সত্যি মনে করেন যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার মত নিতে হবে। বি, ডি. ও এবং এস. ডি. ওর, কাছে বাঁধার সৃষ্টি করবেন না এই অনুরোধ আমি রাখছি এবং আমরা হয়ত ২ দিন পরে তার হয়ত আরও বিস্তৃত রিপোর্ট হাউসের

সামনে পেশ করতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা ব্লক অফিসের কথা বলেছি, ব্লক অফিসের কর্মীরাই বি. ডি, সি বর্জন করেছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই বিষয়টা ব্লক অফিস নয়। যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এবং শ্রীজহর সাহা এই বিষয়টা উপস্থিত করেছেন আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে ওখানকার জেলাশাসক দক্ষিণ অঞ্চলের এই ঘটনা সম্পর্কে বি. ডি. ও এবং এস. ডি. ও সম্পর্কে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেই সম্পর্কে যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন সেই রিপোর্ট আমি আপনার অনুমতিক্রমে আজকে এইখানে বিকালে উপস্থিত করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— বন্যা নিয়ে মাননীয় সদস্যরা অনেক বক্তব্য রেখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরকারী তরফ থেকে বিবৃতি দিয়েছেন। সমস্ত সভা এর জন্য উদ্বিগ্ন মাননীয় সদস্য এই সম্পর্কে রিপোর্ট পেলে পরে হাউসে পেশ করবেন সেই আশ্বাস দিয়েছেন। আমি এখন আর একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ২৬।৪।৮৫ইং তারিখে ধ্বজনগরের নিগমানন্দের আশ্রমের উৎসব হইতে বাড়ী ফেরার পথে পদ্মাশীল নামে জনৈকা নাবালিকাকে গণ ধর্ষন সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি তাঁর নোটিশের বিষয়-বস্তু হাউসে উত্থাপন করার জন্য। (মাননীয় সদস্য বিষয়টি উত্থাপন করতে পারেননি) যাহোক এই বিষয়টি পরে আলোচনা হবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার, নোটিশটির বিষয়বস্তু হল গত ২৬.৩.৮৫ ইং বিলোনীয়া বিভাগের পূর্ব চরকবাই আর. এফ, মৌজার পীতরানয় পাড়ায় শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস শ্রী নগেন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রী নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ীতে ডাকাতি হওয়া সম্পর্কে। মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এইটা সম্পর্কে ২৯ তারিখ আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যর কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রীভানুলাল সাহা। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ২রা মে, ৮৫ই তারিখে আই. এন, টি ইউ, সি-র পরিচালিত ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির আগরতলা বন্ধের ডাক দিয়ে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে, হাটে-বাজারে, রাস্তায় সর্বত্র এবং সি, পি. আই (এম) রাজ্য দপ্তরে সংগঠিত ব্যপক সন্ত্রাস সম্পর্কে।" মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পারবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন উনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এইটা সম্পর্কে ২৯ তারিখ এই হাউসের সামনে বিবৃতি দেব।

মি. স্পীকার:— আমি নিম্নলিখিত সদস্যর কাছ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রীসুনীল চৌধুরী। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ২৬শে এপ্রিল, ১৩ই বৈশাখ, শুক্রবার শিলা-ছড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত সুমতি চাকমাকে বর্বোরোচিত আক্রমন সম্পর্কে।" মাননীয় সংশ্লিষ্টমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয় বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি ১০ তারিখ এই হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার:— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়ব হল :— গত ৫ই এপ্রিল, ১৯৮৫ ইং কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত সেতরাই এলাকায় উপজাতি যুব সমিতির মদতপুষ্ট টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদের আক্রমনে কমলপুর থানার এস. আই. পীযূষ ধর চৌধুরী সহ ৯ জন আরক্ষা কর্মী ও সি-আর-পি-এফের জোয়ানদের নিহত হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৫, ৪, ৮৫ইং তারিখ সংবাদ-সূত্র অনুযায়ী কমলপুর থানার এস. আই, শ্রীপীযুষ কান্তি ধর চৌধুরী নেতৃত্ব ত্রিপুরা পুলিশের হাবিলদার শ্রীপ্রিয়লাল দেবনাথ হোমগার্ড শ্রীফুলেশ্বর সিং এবং ৩৭ নং সি আর পি

এফ এর দুই সেকশন জোয়ান পুলিশের টি, আর, পি, ৯৫ নং গাড়ীতে বামনছড়া, সাইকার ও সুনাইয়াপাড়া এবং ফটিকরায় কমলপুর রাস্তার ৪ নং ব্রীজের নিকটবর্ত্তী স্থানে উগ্রপন্থীদের অনুসন্ধানে রওনা হন। বেলা অনুমান ১০-২০ মিঃ সময় পুলিশদলটি নিয়ে গাড়ী কমলপুর ফটিকরায় রাস্তায় ৪ নং এবং ৫নং ব্রীজের মাঝামাঝি একটি বাঁকা স্থানে পৌছামাত্র উগ্রপন্থীদল নিকটবর্ত্তী একটি উচু টিলা হ তে গাড়ী লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে থাকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ সি, আর, পি এফ জোয়ানরা ও গাড়ী হইতে নামিয়া উগ্রপন্থীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করে। এইভাবে কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর উগ্রপন্থী দলটি পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। উগ্রপন্থীদের গুলিতে ত্রিপুরা পুলিশের এস, আই, শ্রীপীযুষকান্তি ধর চৌধুরী, হাবিলদার শ্রীপ্রিয়লাল দেবনাথ, ড্রাইভার কনষ্টেবল শ্রীমোহন্ত রায় এবং ৪ জন সি, আর, পি, এফ জোয়ান ঘটনাস্থলে গুলি বিদ্ধ হইয়া মারা যান। নিহত সি, আর, পি, এফ জোয়ানগণের নাম :— (১) শ্রীবানেশ্বর, (২) শ্রীমুন্সী রাম, (৩) শ্রীহাসান আলী; (৪) দীনেশ কুমার গুলিতে পুলিশদলের নিম্নলিখিত ৫ জন আহত হন :— (১) হোমগার্ড শ্রীফুলেশ্বর সিং, (২) সি, আর, পি. এফ জোয়ান শ্রীদয়ারাম। (৩) সি আর পি এফ জোয়ান শ্রীশিবরাম। (৪) সি, আর, পি, এফ জোয়ান শ্রীচন্দ্র পাল। (৫) সি, আর, পি, এফ নায়েক শ্রী শ্রীনাথ সিং।

আহতদের মধ্যে হোমগার্ড শ্রীফুলেশ্বর সিং এবং সি আর পি এফ জোয়ান শ্রীদয়ারামের ও অপর দুই জনের অবস্থা গুরুতর বিধায় তাহাদিককে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে ৫,৪,৮৫ ইং তারিখেই প্রেরন করা হয়। শ্রীফুলেশ্বর সিং ৫,৪,৮৫ ইং সন্ধ্যায় জি বি. হাসপাতালে মারা যান। শ্রীদয়ারাম গত ৮,৪.৮৫ ইং তারিখ জি বি হাসপাতালে মারা যান। ঘটানস্থল এবং নিকটবর্ত্তীস্থানে তল্লাশী চালাইয়া উগ্রপন্থীদের ব্যবহৃত নিম্নলিখিত কার্তুজ পাওয়া যায় :— (১) ৭.৬২ খালি কার্তুজ খোলা ১৩টি। (২) ৩.৩ খালি কার্তুজ খোলা ২৪ টি। (৩) ৯.০ মিস ফায়ার কার্তুজ খোলা ৩টি। (৪) ৩.৩ লাইফ কার্তুজ খোলা ১টি। উগ্রপন্থীদের সংখ্যা অনুমান ২০ | ২৫ জন। তাহারা প্রায় ৫০ | ৬০ রাউণ্ডগুলি ছুড়িয়া ছিল। পুলিশের গুলিতে একজন উগ্রপন্থী আহত হয় এবং তাহাকে উগ্রপন্থীরা পশ্চাত অপসারনের সময় বহন করে নিয়ে যায়। উগ্রপন্থীগণ পুলিশের কোন অস্ত্র লুট করিতে পারে নাই।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সি, আর, পি এফ এর হাবিলদার শ্রীচুনী লালের অভিযোগ ক্রমে কমলপুর থানায় (৪) ৮৫ নং কেস ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২।৩০৭।৩।২৬।৩৪ ও অস্ত্র আইনের

২৫ (১) (ক) ধারায় নথিভুক্ত করা হয়।
ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্রই আই, জি, পি, ত্রিপুরা ডি, আই জি, (সি, আর, পি,) এবং ডি আই, জি, (সি, আই, ডি) ঘটনাস্থলে রওনা হয়ে যান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন।

পুলিশ তদন্তকালীন বামনছড়া গ্রামের শ্রীওয়োকিরাই দেববর্মাকে গত ৬.৪।৮৫ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদের পর আদালতে প্রেরণ করেন। সে বর্ত্তমানে জেল হাজাতে আছে।

শ্রীদেববর্মা ত্রিপুরার উপজাতি যুবসমিতির সমর্থক। তদন্তে আরো জানা যায় যে সমস্ত উগ্রপন্থী হামলায় অংশ নেয় তাহাদের অবস্থান উপজাতি যুবসমিতির কর্মীদের জানা ছিল। ত্রিপুরা পুলিশের নিহত কর্মী এস, আই, পি, কে ধর চৌধুরী হাবিলদার প্রিয়লাল দেবনাথ ও ড্রাইভার কনষ্টেবল মোহন্ত রায়ের পরিবারকে মং ২০,০০০, টাকা করিয়া আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। নিহত হোমগার্ড ফুলেশ্বর সিং এর পরিবাকে আর্থিক সাহার্য্য হিসাবে ১০,০০০, টাকা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা পরিবারের একজনকেও সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। তাছাড়া সি, আর. পি, এফ এর মৃত জোয়ানদের পরিবারবর্গকে পুলিশের ন্যায় অনুরূপ আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার সেতরাইর যে এলাকারটিতে দুই দিন পর পর উপগ্রন্থীনের আক্রমন হচ্ছে সেই জায়গাটি কি জঙ্গলাকীর্ণ? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে পরে এই যে সেতরাই ও হুগলী এই দুইটা জায়গার মধ্যে উগ্রপন্থী আক্রমনের মোকাবিলা করতে গেলে কোনটাতে সহজ হয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, জায়গাটি জঙ্গলাকীর্ণ এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু খুবই দুঃখজনক যে এরই কাছাকাছি আর একটা ঘটনা ঘটেছে সরকার এই দুইটা ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েছে যাতে আরও বেশী সতর্কতা নিয়ে উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা করা হয় তার সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার সব চেয়ে আগে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে আমাদের জেলা ভিত্তিক আরও কিছু ফৌজ বাড়ানো। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাজ্যের মধ্যে আমাদের কতগুলি ডিফিকাল্ট এরিয়া আছে যেমন, ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকাতে বাঙ্গালী, আবার বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকাতে ট্রাইবেল বাস করে বলে সেই সব জায়গায় সব সময় উস্কানীদাতারা সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিতে থাকে যার জন্য সেই সব এলাকাতে আমরা বি

এস. এফ পিকেট রাখতে বাধ্য হয়েছি। ১৯৮০ সালের দাঙ্গার পর থেকে আজ পর্যন্ত সেই সব জায়গাতে পিকেট রাখার ফলে সেখানে কোন রকমের উস্কানী দিয়ে ট্রাইবেল ও বাঙ্গালীর মধ্যে কেউ দাঙ্গা লাগাতে পারেনি। এর জন্য আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলেছি যে অন্য এই অঞ্চলের মধ্যে যে বিভিন্ন রাজ্য রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের এই রাজ্যটা এই দিক থেকে আলাদা যে অন্য রাজ্য ট্রাইবেল অধ্যুষিত যে সব রাজ্য তাতে শুধু ট্রাইবেলরাই থাকে, আর এই রাজ্যের মধ্যে ট্রাইবেল ও বাঙ্গালীকে একই সঙ্গে বসবাস করতে হচ্ছে বলেই তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার জন্য আমাদের ফৌজকে কাজ করতে হচ্ছে। সেই জন্য বড় রকমের যে সমস্ত অপারেশন বা বড় রকমের যে সমস্ত মোকাবেলার জন্য যত ফৌজ আমাদের দরকার আমরা তা পাচ্ছি না বলেই এই সমস্ত ঘটনায় আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। কাজেই এই কাজে যারা মারা গেছেন তাদের প্রতি এই হাউসের থেকে আমিশ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং যারা আমাদেম দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তারা আমাদের ইতিহাসের পাতায় সহিদ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

মিঃ স্পীকারঃ— আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আর একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আছে আমরা রিসেসের পরে সেটা নেব. হাউস দুইটা পর্যন্ত মুলতবী থাকল।

AFTER RECESS AT 2 P,M,

মিঃ ডে, স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরন সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১লা মে সাতডুবিয়া নিবাসী D. Y. F. I' কর্মী অবিনাশ সরকার কংই দুবৃর্ত্ত কর্তৃক খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১, ৫, ৮৫ইং তারিখের ২ দিন আগে সাতডুবিয়া গ্রামের শ্রীনগরবাসী সরকারের পুত্র শ্রীঅবিনাশ সরকারের সহিত এই গ্রামের শ্রীনিরঞ্জন শীল এবং শ্রীবিশ্বনাথ শীলের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। স্থানীয় কয়েকজন তাহাদের মধ্যে বিবাদটি মিমাংসা করিতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ১-৫-৮৫ ইং তারিখের মধ্যে মিমাংসা হয় নাই। ১-৫-৮৫ ইং তারিখ রাত্র অনুমান ৯-৩০ মিঃ শ্রীঅবিনাশ সরকার তাহার বন্ধু শ্রীশংকর দেব সহ গ্রামের শ্রীহরেকৃষ্ণ দেবনাথের মুদির দোকান হইতে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হন। শ্রীবানেশ্বর চৌধুরীর বাড়ির নিকট পৌঁছা মাত্র শ্রীনিরঞ্জন

শীল দা দিয়া শ্রীঅবিনাশ সরকারকে আঘাত করে। ফলে সে গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে পড়িয়া যায়। আহতকে স্থানীয় জনসাধারণ মোহনপুর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যান। শ্রীঅবিনাশ সরকারের আঘাত গুরুতর বিধায় ঐ দিন রাত্রেই তাহাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে পাঠান হয়। শ্রীসরকারের হাতে পায়ে এবং মাথায় গুরুতর কাটা দাগ ছিল। গত ২।৫ ৮৫ ইং তারিখ ভোর ৪-৫০ মিঃ এর সময় তিনি জি, বি হাসপাতালে মারা যান। সাতডুবিয়া গ্রামের শ্রীবনমালি দেবনাথের ছেলে শ্রীঅনুকূল দেবনাথের অভিযোগ মূলে সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩২৬ | ৩৪ | ৩০২ ধারায় ১ (৫) ৮৫ নং কেস নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ সাতডুবিয়া গ্রামের শ্রীনেপাল দেবের ছেলে শ্রীচন্দন দেবকে গত ২.৫.৮৫ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করিয়া জিজ্ঞাসাবাদের পর ৩.৫.৮৫ ইং তারিখ কোর্টে প্রেরন করেন। ধৃত ব্যক্তি বর্তমানে জেল হাজতে আছে। এজাহারে বর্ণিত আসামীগণ বর্তমানে পলাতক আছে। তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য ব্যাপক তল্লাসী চলিতেছে। মৃত অবিনাশ সরকার ভি, ওয়াই, এফ-এর কর্মী। ধৃত শ্রীচন্দন দেব ও পলাতক শ্রীনিরঞ্জন শীল এবং অন্যান্যগণ কংগ্রেস (আই) সমর্থক বলিয়া জানা যায়। ঘটনাটি বর্তমানে সি আই, ডি, তদন্তাধীন আছে।

শ্রীহরিচরন সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, গত ১লা মে রাত্রি আনুমানিক ৯,৫০ মিঃ যখন শ্রীঅবিনাশ দোকান থেকে তার বাড়ি ফিরছিলেন তখন তার সঙ্গে তার বন্ধু শ্রীগৌতম ধর ছিলেন। যখন প্রধান আসামী শ্রীনিরঞ্জন শীল অবিনাশ সরকারকে মারাত্মক অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করছিল তখন গৌতম ধর নিরঞ্জন শীলের নিকট আবেদন জানান যেন অবিনাশ শীলকে এভাবে না মারে। তখন নিরঞ্জন শীল আরো উত্তেজিত হয়ে গৌতম ধরকে বলে যে, সে যদি ঐ স্থান ছেড়ে না যায় তবে সে দুটু খুন করবে। এতে বাধ্য হয়ে গৌতম ধর সে স্থান ছেড়ে চলে যায়। এরপর নিরঞ্জন শীল এবং তার সঙ্গী বিশ্বজিৎ সিং, সুনীল সিং এরা দারুন মারাত্মক অস্ত্রের দ্বারা অবিনাশ সরকারকে আঘাত করতে থাকে। তখন সেখানে কিছু লোক উপস্থিত ছিল কিন্তু তারা কেউ কোন বাঁধার সৃষ্টি করেনি। শ্রীঅবিনাশ সরকারের চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা যখন দৌড়ে এল এবং সেখানে একটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে চাইলে তখন সেখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গ্রামবাসীদের বাধা দিয়ে বলেন যে সেখানে কোন মারাত্মক কোন ঘটনা ঘটছেনা। কয়েকজনের মধ্যে তর্কাতর্কি হচ্ছে মাত্র। সুতরাং তাদের এই তর্কাতর্কিতে গ্রামবাসীরা গিয়ে কি করবে? এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, বিষয়টি সি, আই, ডি, তদন্তাধীন আছে। সুতরাং মাননীয় সদস্য যদি এই সকল তথ্য সি, আই, ডি, কে দেন তবে তাদের তদন্তে অনেক সুবিধা হতে পারে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কি না, যে এই নিরঞ্জন শীলকে অবিনাশ সরকার এবং তার সঙ্গীরা গত এক বৎসর আগে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমন করে এবং তাহাকে মারাত্মক ভাবে আহত করে। এবং পরে শ্রী নিরঞ্জন শীলকে মারাত্মক আহত অবস্থায় মোহনপুর হাসপাতালে আনা হয়। এর পরেও আমি. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করবেন কিনা যে, অবিনাশ সরকার ঐদিন বাড়ীতে ছিল এবং তাকে আমাদের গ্রামের একটা মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়ানো হয়। এবং এক বৎরের মধ্যে এই মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে এই অবিনাশ সরকারের জড়িত থাকার আরও কয়েকটি কেস ছিল এবং অবিনাশ সরকারের হত্যার পাঁচ দিন আগে আমাদের গ্রামের মেম্বার নিরঞ্জন সিংকে মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে আঘাত করা হয়। এই সমস্যাগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা এবং সেটাকে রাজনৈতিক ভাবে ঢাকা দেওয়ার জন্য এটা করা হয়েছে বলে জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা কিরকম ক্ল্যারিফিকেশান আমি বুঝতে পারছি না। খুন করতে যাবে কেন ? ঝগড়া হতে পারে, নিরঞ্জন সরকারের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। সেজন্য নিরঞ্জন সরকার তাকে খুন করেছে এটা কি যুক্তি হতে পারে ? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, একটা একান্ত গরীব ঘরের ছেলে এনেছিল। তাকে খুন করা হয়েছে। একবারও তিনি দুঃখ করলেন না যে, খুন করেছে। একটা মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপার হয়েছিল হাউসের সামনে বলেছেন। তার জন্য অবিনাশকে খুন করবেন ? এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে মাননীয় সদস্য-এর কনস্টিটিউন্সিতে হলো। একই গ্রামের কিনা জানি না। তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ছিল। খুন সন্ত্রাস যে কোন দলেরই হোক আমরা নিন্দা করি।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য:— স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য ধীরেন দেবনাথ যে কথাটা বলতে চাইছেন সেটা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস (আই)সদস্য যেটা বলছেন সেটাকে খণ্ডন করতে গিয়ে তার অতীতের ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে কংগ্রেস (আই)এর কথা বলা হয়েছে সেটাকে বুঝাতে গিয়ে তার অতীতের ইতিহাস টেনেছেন।

আর আমরা কংগ্রেস (আই) দল খুনকে সর্বপ্রকারে নিন্দা করি। হয়ত মাননীয় সদস্য বুঝাতে পারেন নি। মুখ্যমন্ত্রী বুঝাতে চাইছেন যে কংগ্রেস (আই)এর লোক খুন করেছে। আর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এটা ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য খুন-হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটাকে যে রাজনৈতিক রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন সেটার প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি এটা বলেছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় রিসেসের পরে অমরপুর বি, ডি, ওর সঙ্গে বি ডি সি, এর চেয়ারম্যানের বিরোধের ব্যাপারে একটি বিবৃতি দিতে চেয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই ব্যাপারে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে অমরপুরের বি, ডি, সি, এর চেয়ারম্যান শ্রীপ্রহর সাহা এবং অমরপুর ব্লকের বি, ডি, ও, তাদের মধ্যে ৩০-৪-৮৫ ইং তারিখে অফিসে একটি ঘটনা হয় এবং সেই ঘটনা তদন্ত করার জন্য বলা হয় এবং পরবর্তী সময়ে এই ঘটনাকে মীমাংসা করার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক নিয়েছিলেন সেটা আমি এখানে পড়ে দিচ্ছি।

On 3).4.85 Chairman went to the Office of the B. D. O. in a vehicle of the Rubber Board and entered the Chamber of the B. D. O. at about 5-45 P. M. The Chairman asked the B. D. O. as to how the B D. C. meeting could be held on 22.4.85 when he was not present. Seeing the attitude of the Ghairman of the B. D. C. the B, D. O. did not respond to his tonting querry. Thereafter the Chairman raised his voice and an altercation took place in which the Charman reported to have shouted at the B. D. O. that he will break his teeth by slapping him. Upon this the B. D. O. told the Chairman to Leave the room and this further enraged the Chairman. He reported to have told the B D. O. that the legs of the officer have become too long and need be cut short by beating with bamboos. Upon this the B. D. O. fearing further aggravation of the situation left the room. He went straigh to the S. D. O. Civil, apprised him of the in-

cident. Thereafter, a Message was sent by the S. D. O. to the District Magistrate (South) with a copy to the Secretary Revenue and the Secretary R. D Department. On 1. 5. 85 a meeting was held by various officers of diffirent departments posted to Amarpurt and it was resolved in that meeting that the officers of Amarpur Sub-Division wonld not attend the B, D. C. meeting unless a satisfactory solution to the prodlem is reached with reference to the incident which occured on 30 4. 85.

On 2. 5. 85 the Govt. employees of Amarpur Block also jointly submitted a representation to S, D, O. Amarpur, expressing shock at the behaviour of the Chairmen and they also resolved that they would not co-operatte with the Chairman unless an honourable solution was found to the incident of rude behaviour of the Chairman with the B. D. O. on 3o, 4. 85.

Counter complaints against mis-behaviur of B D. O Amarpur have also been received from Jawahar Lal Saha as well as from a joint deputation of TUJS and of Amarpur Block Congress, on 13. 5. 85 the monthly meeting of BDC was due to be held. The Pradhan belonging to C. P. I. (M) walked out of the meeting and after sometime the rest of the Pradhans have also no option but to leave the hall and go as none of the officers and staff members attended the meeting though they were present in the office. Apart from the above sequences of events, the Chairman, B. D. C. also mentioned that there were a large number of cases of schemes where proper accounts have not been maintained. This was specifically true, he said, of schemerelating to Gariah Puja, Tirthamukh Mela and distribution of sports good etc. I pointed out (Disrtict Magistrate (South) to the Chairman that he was himself he Chairman of Tirthamukh Mela Committee

and any reflection in functioning of the Committee would be a reflection upon him also, A few other points were also raised by the Chairman regarding the procedures being fcllowed in the B. D C, meeting and the Block functioning. There were discussed in detail with the B, D. O. when Chairman was also present and in advised that the B, D. O. should place the accounts of all the specific schemes for which the B. D. C. Chairman has doubts and the matter be sorted out in the B. D C. meeting itself. his should no be raised in the public meeting where the officers did not have a chance to create their point of view. The B. D. O. readily accepted this idea. In a detailed discussion in the B. D. C. it was emphatically pointed out to the Chairman that personal allegation and allegation of corrupt practices etc. against officers should not be advertised publicly or given to press without first hearing the view of the officers concerned. The Chairman assured that in case of clarification given in the B. D. C. meeting there was no question of raising such allegations in the public. Some were compromised which were raised on both the sides but it was spelled that these anb others also were in the picturit it would be better to consult them. This meeting of 17. 5. 75 therefore, came to an end with the result that a final decision would be taken on 22. 5. 85 and until that time this issue should not be discussed in public meeting nor would bethere any agitation on this issue. On 22. 5.85 I again went to Amarpur and it was also expected that Shri Nagendra Jamatia, M. L. A, would join us in the discussion, but he could not turn up. On the way to Dak-Banglow printed posters have been pasted a night before indicating the programme long march by Shri Jwahar Saha and his supporters, On 26. 5. 85 in pre-

text against the various allegations raised against the B. D. O. and S. D. O. and the demand for transfer of both the Officers, when I questioned to Shri Jwahar saha about this, he stated that this was a part of the political programme of their party and he has nothing to do with the issue of compromise. I appealed to him not to bring the Officer's name into the political programme and to restrict their political programme to their political activities only. This appeal was repeated by me in front of many Goan pradhans who had come to meet me at Amarpur Dak-Bunglow. However, Shri Jwahar saha stated that he could not revised the decision single handed since the political party decision is involved. He also stated that there is no question of rendering the appology in writteu or otherwise to B. D O. Thereafter, a details discussion was again held in a meeting with the Chairman, B. D. O. and S. D. O. and the earlier points of both were again discussed. I urged Shri Saha to treat the Officers in a dignified manner and not to hurt their prestige and readily agreed to and stated that he also expected the reciprocal treatment from the Officers. As regards to various allegations raised by him, I informed him that all these things would be placed in the B. D. C. meeting and thereafter, if any, doubt remains that would be clarified by us. This decision was readily agreed to by both sides and after this the B. D. O. and the B. D. C. Chairman got up and shook hands and place to work together in an utmost sphere of pearce and cooperation. However, in an overall assesment of the picture, I felt that thouh a compromise has been made, the attitude of Shri Jwahar Saha had hardened before the meeting of a few representatives of the employees of the Block who met him and demanded that an honourable settlement would mean that the Chairman must tender apology for his mis behaviour. This was out rightly rejected by the Chairman.

Moreover, he also not giving any hope of cancelling the programme of a lorg march in which the main poinsts were removal of B. D. O., and S. D. O. Despite my appeal to him to cancell this programme, the chairman stated that the programme would be cancelled, if I could give assurance on the points raised in the posters distributed for the long march on 26. 5. 85. against the unconstitutional activities of B. D. O, and S. D O., Amarpur on 30,000 manpower days for Garia Puja, punishment of officers for violating the decision of the B. D. C, whereabout of 13,000 rupees for purchase of sport-goods, fund for welfare of schedule Caste/Tribes are being spent illegally and removal of S.D.O. and B.D. O. for the reasons of mis-use of government money, proper accounts of the expenditure incurred in connection with the Dumboor Mela, partiality and purty politics is there in the matter of distributing jhum seeds and demand for punishment of corrupt officers. To these, I replied that as a District Magistrate, I can't initiate any action either of the transfering the officers or for conducting a vigilance erquiry in to the allegations. However, I aked B. D. O., to place accounts of the various schemes which are in doubt in the B. D. C. meeting. B. D. C., Chairman stated that since I was not giving any assurance of action on all the points they have not option but to continue the programme of long march. It became obvious that the mass cleaning on the B. D. O. and S. D. O. is a part of the political programme of Shri Jawhar Saha and his supporters and this has been presumed to be so because of unwillingness of Shri Saha to with draw programme even after the B. D. O., has readilly agreed to place vanous achounts defore the B. D. C. for open scrutiny. Moreover, A. D. C. election are just around the corner and it appears that this issue may be kept alive if for nothing-else then at least as a election issue. As such although a sailent compromise has been reached between the two I think it will last for any length of

time. As such I asked the S. D. O and B. D. O. to remain alert and to ensure that no insult or attack upon the entity goal without a protest. In case of any threat and injury, they should register their cases with the concerned authority.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি এটা পড়ে দিলাম এই জন্য যে আমি নিজেও আলোচনা করেছি শ্রীনগেন্দ্র জামাতিয়ার সঙ্গে যে এই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা উচিত। কোন সরকারই একজন একটা অভিযোগ আনলেই তার ভিত্তিতে কোন কাজ করে না এবং যেখানে ডি, এম (সাউথ) দেখা যাচ্ছে একটা উদ্যোগ নিয়েছেন যে, কোন অভিযোগই এসেছে এ্যাকাউন্টস্ সম্পর্কে, সেগুলি সেখানে সন্তোষজনক মীমাংসা না হলে অন্য কোন জায়গাও তার মীমাংসা করা যেতে পারে। কিন্তু সেগুলিকে ডার্ক-এসাইডে রেখে এই ইস্যুটাকে ঝিয়ে রাখার আর কোন রকম উদ্দেশ্য নেই, শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া। এখানে যে সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তা খুবই দুঃখজনক। আমি এখনও আশা করব, তাদের লঙ মার্চের যে প্রগাম সেটা তো রয়েছেই, ২৪০ জন লোক অমরপুর থেকে সেখানে এসেছিলেন, তা তারা করুন, এটা তাদের পলিটিক্যাল প্রগ্রাম, তারা তা করতে পারেন, সব পার্টি করতে পারেন। কিন্তু আমি এখনও আশা করব যে বিষয়টা তারা মিটিয়ে ফেলুন। এখন একটা বন্যা, একটা ইলেক্শান, আরও বিভিন্ন রকমের কাজ এস. ডি. ও. বি. ডি. ওদের আছে, সেখানে তাদের কাছে যাতে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি করা না হয়। তেমনি চেয়ারম্যান বি, ডি, সি, একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ, সেই পদে যিনি আছেন, তিনি যাতে ভূমিকা পালন করতে পারেন, সেদিকে আমাদের নিশ্চয় লক্ষ্য থাকবে। এই আবেদন রাখছি মাননীয় বিধায়ক শ্রীজহর সাহার কাছে এবং অন্যান্য সদস্য যারা আছেন, তাদের কাছেও যাতে তারাও তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, যাতে এই বিষয়টা এখানেই শেষ হয়ে যায়। আমি তাদের কাছে এই আপীল রাখছি বিধায়ক জহর সাহার কাছে এবং অন্যান্য সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি এরকম ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য নিজেদের প্রভাব বিস্তার করুন।

শ্রীজহর সাহাঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, ষ্ট্যাটমেন্টের উপর পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন হয় না। আপনি বসুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা যদি তাদের বক্তব্য রাখতে

চান তাহলে বাজেট আলোচনার সময় যথেষ্ট সময় পাবেন। আমি অনুরোধ করব তার যেন প্রোগ্রামটাকে ব্যাহত না করেন। কালকে করতে পারবেন, পরশু করতে পারবেন এই ষ্ট্যাটমেণ্টের উপর বক্তব্য রাখার যথেষ্ট সময় পাবেন।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1985—86

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটের উপর জেনারেল আলোচনা। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা তাদের বক্তব্য বাজেট ভাষণে সীমাবদ্ধ রাখবেন। আমি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা অশোক ভট্টাচার্য্যকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :— মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৫-৮৬ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য এই হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। সর্বপ্রথম আমি উপস্থিত করছি সেণ্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স অন দি বাজেট, কত টাকা কোন খাতে দিয়েছেন সেটা বলছি। গ্র্যাণ্ট ইন আড-১৯৮৪-৮৫তে ১৩৬.০২ লক্ষ টাকা, ১৯৮৫-৮৬তে ১৫৩৩৪.১২ লক্ষ টাকা এবং ষ্ট্যাট শেয়ার অব ইউনিয়ন এক্স রইজ ডিউটিস-সেটাতে দেওয়া হয়েছে ১৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ১৯৮৪-৮৫ সালে। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৫৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ইনক্লুডিং ৯.১০৪ পার্সেণ্ট অব ৫ পার্সেণ্ট নেট প্রোসিডস অব দি শেয়ার এক্সারইজ ডিউটিজ টু ১১-ডেপোজিট ষ্ট্যাটস্ অ্যাজ রিকমেণ্ডেড বাই দি ৮ম ফাইনেন্স কমিশন। অ্যানুয়েল প্ল্যান-১৯৮৪-৮৫ সালে ৮২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা, ১৯৮৫-৮৬ সালে ৮৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। সেণ্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীমে ১৯৮৪-৮৫ সালে ১৭৮৯.৬৯ লক্ষ টাকা। ১৯৮৫-৮৬ সালে ২৩৯৩.৬২ লক্ষ টাকা। নর্থ ইয়েসটার্ণ কাউন্সিল স্কীম ১৯৮৪-৮৫ সালে ৭৫৯.৯৭ লক্ষ টাকা। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৭৪৪.৫১ লক্ষ টাকা। এবার দেখুন সেণ্ট্রাল অ্যাসিষ্টেন্স ২৫৬৭৪.৬৮ লক্ষ টাকা। এবার ৩২৯ কোটি ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তাতে গত বৎসরের তুলানায় সেণ্ট্রাল অ্যাসিষ্টেন্স ৭২৫২.৫৭ লক্ষ টাকা বেশী। রাজ্যের আয় গত বৎসর ১৮ থেকে ২০ কোটি টাকা। কেন্দ্র দিয়েছে ৩৩০ কোটি টাকা। এর পরও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছেনা। এটা রাজনৈতিক উদ্দোশ্যে বলা হচ্ছে। কেন্দ্র বিরোধী একটা মনোভাব এখানে গড়ে তোলার জন্য। সেই জন্য এই অসত্য ভাষণ এই হাউসে

সামনে রেখেছেন। মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্যের রাজস্বের আয়ের একটা চিত্র এখানে উপস্থিত করছি। ১৯৮০-৮১ সনে রাজ্যের রাজস্ব আয়ছিল ৩৮৫৮.৭৩ লক্ষ টাকা; ১৯৮১-৮২ সনে ১৩১৫.৩১ লক্ষ টাকা, ১৯৮২-৮৩ সনে ২০৩৭.৪৭ লক্ষ টাকা, ১৯৮৩-৮৪ সনে ২৪১২.৯২ লক্ষ টাকা ১৯৮৪-৮৫ সনে ১৮১২ ০০ লক্ষ টাকা ১৯৮৫-৮৬ সনে ১৯১১.০০ লক্ষ টাকা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে হিসাব দিয়েছেন সেটাতে দেখা যায় ১৯৮২-৮৩ সনে রাজস্ব খাতে আয় ছিল ১৮ কোটি টাকা। আয় কমে গেছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল সাড়ে চৌদ্দ কোটি টাকা। আয়কমে গেছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে প্রস্তাবিত রাজস্ব আয় অর্ধেক কম. সাড়ে ১৯ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। ফাইনেনশিয়েল ইন্‌ষ্টিটিউট অব পাবলিক ফাইনেন্স অ্যাণ্ড পলিসি রিপোর্ট অনুযায়ী ত্রিপুরায় ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পর্যান্ত সেলস টেক্স বৃদ্ধির হার ৩০ পার্চেণ্ট এবং অন্যান্য টেকসের হার ৬ পার্চেণ্ট থেকে ১৪ পর্যান্ত টেক্স বৃদ্ধি হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এবং পেশ করেছেন ৪৭ পার্চেণ্ট টেক্স বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ১৯৮০-৮১ সালে হয় ৩৮৫৮.৭৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯ ১১ কোটি টাকা দাড়াল কি করে? এটার দুটো উদ্দেশ্য, একা হচ্ছে বাজেটে একটা কাল্পনিক ফিগার দেখিয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে আরও বেশী দলবাজী করার জন্য টাকা আনার প্রচেষ্টা তা না হলে বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসন এমন একটা অপদার্থ দুর্নিতীগ্রস্ত প্রশাসন এই টাকাটা আদায় করতে পারছে না। আমি তথ্যগুলি এখানে দিলাম সে তো অংকের হিসাব। বামফ্রন্ট সরকারের যে প্রশাসন সেটা এমন একটি দুর্নীতি-পরায়ন অপদার্থ প্রশাসন তারা এই টাকা আদায় করতে পারছে না। স্যার, আমি যে তথ্য এখানে দিচ্ছি, যে অংক এখানে দিচ্ছি সেটা আমার অংক নয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অংক, উনার প্রশাসনের অংক। আমার অংকে আরো অনেক বেশী গড়মিল। এটা আমি প্রমান দিতে পারছি না বলে মুখ্যমন্ত্রীর অংকে গড়মিল দেখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রীর এবারের বাজেটে ৩৫২ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট উপস্থিত করেছেন আর গত বছর এই বাজেটে ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট ছিল। এই যে গত বৎসরের শেষে দেখা গেল, ৫কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত বাজেট হয়েছে। এই উদ্বৃত্ত বাজেটের ফলে এইবারের বাজেটে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকায় কমেছে। আমরা আগেও বলেছি এখনও বলছি, এই বাজেটও ঘাটতি বাজেট হবে না। এটা হিসাবের কারচুপি। এই হিসাবের কারচুপি আমি আপনার সামনে উপস্থিত করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিসাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার প্ল্যান খাতে ৭০ লক্ষ টাকার স্থলে ১১ কোটি এবং জেনারেল প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে কম টাকা তোলায় সংশোধিত হিসাবে ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। ঘাটতি বাজেট ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই হিসাবেও কারচুপি আছে। কারণ, ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট পেশ করে বলেছেন, জেনারেল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড খাতে বাজেট এস্টিমেট ছিল ১৭ কোটি ৯৫ লক্ষ ১২ হাজার আর রিভাইজড এস্টিমেট ৭ কোটি ৪১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। এইখানে সারপ্লাস বাজেট হয়েছে ১০ কোটি ৫৩লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। ডি এ, এবং লটারী বাবদ ৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকার বাজেট। রিভাইজড নিল অ্যাক্সপেণ্ডিচার-এ এসে দাঁড়িয়েছে! এইখানে ৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রিভাইজড খাতে ১২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা আর ১০ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা সব কিছু মিলিয়ে সারপ্লাস হয়েছে, ৩২ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। বাজেট এই যে, ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হিসাব অনুযায়ী ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা যা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। এবং এইবারের বাজেট ২৫ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত বাজেট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এইখানে দেখান হয়েছে, ৩৫২ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট। কাজেই এই যে, ১৯৮৪-৮৫ সনের তুলনায় ১৯৮৫-৮৬ সনে বাজেটে নন-প্ল্যান খাতে ৪৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার ব্যয় ধরা হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাতাশ পারসেন্ট-এরও বেশী। যা খুবই অস্বাভাবিক। সাধারণ ভাবে নন-প্ল্যানে ব্যয় হয় ১০ থেকে ১৫ পারসেন্ট পর্য্যন্ত। গত বৎসর ঐ খাতে ধরা হয়েছে ১১৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। এই ৪৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা কোন অবস্থায়ই হতে পারে না। সাড়ে সাতাশ পারসেন্ট ভ-ভারতে কোথাও নেই নন-প্ল্যানে ব্যয় বৃদ্ধি। যদি ১৫ পারসেন্ট হতো, তাহলে ১২ কোটি টাকা হত। গত বৎসর কেন্দ্রীয় অনুদান এবং ট্যাক্স মিলিয়ে ৫৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। কিন্তু এর সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই স্যার। এই টাকা দিয়ে দলবাজী করা হচ্ছে এবং এটা ভূয়া হিসাব। মুখ্যমন্ত্রী এইবার বামফ্রন্ট সরকারের ৮ম বাজেট পেশ করেছেন। এই ৮ম বাজেটে কেন্দ্রীয় অনুদানে খরচ করতে চলেছেন আড়াই হাজার কোটি টাকা। এই আড়াই হাজার কোটি টাকা খরচ করে এই বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের মেহনতী মানুষের জন্য, বেকারদের জন্য, পিছিয়ে পড়া যেসব জাতি আছে তাদের জন্য কি করেছেন সে সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি। কারণ, বলবার কিছুই নেই। এই আড়াই হাজার কোটি টাকা খরচ করেছেন গত ৭ ৮ বছরে কেন্দ্রীয় অনুদানে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রী প্রকারান্তরে এই বাজেটে বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান করার জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী টাকা দেন নি। এই যে বিকৃত তথ্য এই সভার সামনে পরিবেশন করেছেন যাতে এখানকার বেকার যাদের রোজগার নাই, কাজ পাচ্ছেন না তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা যায়। এন, আর, ই, পি। এস, আর ই, পি-এর কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে বেকারদের স্বনির্ভর প্রকল্পে এই বাজেটে সেসব কথার কোন উল্লেখ করেন নি। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, রাজ্যের এই বন্যা ত্রাণে মুখ্যমন্ত্রীর বিরাট

অভিযোগ। কেন্দ্রের কাছে টাকা চেয়ে টাকা পাওয়া যায় নি, এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মঞ্জুরী দিয়েছেন। সরকার এই টাকার ব্যয় করতে পারেন নি। এই ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা কিভাবে ব্যয় করেছেন এক বছরের মধ্যেও সে হিসাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী আজকে পর্য্যন্ত দিতে পারেন নি। যে টাকা দিচ্ছেন সে টাকা দিয়ে দলবাজী করা হচ্ছে। আজকেও কিছুক্ষণ আগে আমাদের যে ঐকামত হয়েছে ত্রিপুরার ফ্লাডের ব্যাপারে আলোচনা করেছি, আমি এখানে আশংকা প্রকাশ করছি যত টাকাই আসুক না কেন এই বামফ্রন্ট সরকার, এই মুখ্যমন্ত্রী তার দলীয় চেলা চামুণ্ডা নিয়ে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে না পোঁছতে পারে সেই ব্যবস্থাই করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব, উনার বয়স হয়েছে, দলবাজী করা ছাড়ুন। আর ত পাঁচ বছর বাঁচবেন। এখন ৮০ বছর চলছে, ৮৫ বছর পর্য্যন্ত বাঁচবেন। কাজেই দলবাজী করা ছেড়ে দিন। যেসব মানুষ উৎখাত হয়েছে, বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের জন্য সুষ্ঠুভাবে তাদের কাছে সরকারের ত্রাণ পৌঁছে দিন। আপনি আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। আমরা সহযোগিতা করতে গিয়ে দেখেছি, যদি সি. পি. এম. না হয়, বামফ্রন্ট সমর্থক না হয় তাহলে তার ঘর পড়ে গেলেও কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় না। যার বাড়ী টিলার উপরে তার বাড়ীতেও জল উঠে যদি দলীয় সমর্থক হয়। ৪ হাজার ফীট উপরেও জল উঠে। এই বৃদ্ধ বয়সে দলবাজী ছেড়ে দিন, মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করুন। স্যার, আজকে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার শেষ বৎসর। গত আর্থিক বছরে এস. টি. ও এস. সি. উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাতে ৩০ কোটি ৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। যা মোট প্ল্যান বরাদ্দের ৭০ কোটি টাকার ৪৩ শতাংশ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এই ৩০.৪ কোটি টাকা খরচ করেছেন, কোথায় খরচ করেছেন, কি ভাবে খরচ করেছেন সেটা এখানে উল্লেখ করেন নি। ৭ম পরিকল্পনার প্রথম বছরের জন্য ৮৬.৪০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী সেটা খুশী মনেই মেনে নিয়েছেন। এই ৮৬.৪০ কোটি টাকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিভাবে খরচ করবেন তা কিন্তু এই বাজেট ভাষণে একবারও উল্লেখ করেন নি। সেটা দিয়ে কি ক্যাডারদের খাওয়াবেন নাকি পার্টি ফাণ্ড দেবেন সে কথা বাজেট ভাষণে একবারও বলেন নি। বলবার উনার কোন উপায় নেই, কারন উনি নিজেই জানেন না পাস করিয়ে নিয়ে এই টাকা দিয়ে কি করবেন। আরেকটা মজার কথা হচ্ছে, এই ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী ট্যাক্স বৃদ্ধি দেখান নি। আমরা, বামফ্রন্ট সরকার মরণের হাতিয়ার, আমরা ট্যাক্স বৃদ্ধি করি না। অথচ গত বৎসর সেলস ট্যাক্সের ওয় সংশোধনী এনে উনারা ট্যাক্স বাড়িয়েছিলেন ১৫-২০ পার্সেন্ট। স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের আসার পর ন্যাশনাল সার্ভে অনুযায়ী ১৯৭৭

সাল থেকে ১৯৮২-৮৩ইং সাল পর্য্যন্ত সেলস ট্যাক্স বেড়েছে ৩৩ পার্সেন্ট। অথচ বাজেটের কোথাও সেলস ট্যাক্সের কথা বলেননি। স্যার, ৭ম অর্থ কমিশন ত্রিপুরাকে ৫ বৎসরের জন্য মোট বরাদ্দ করেছিলেন ১৯৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। শতকরা হিসাবে সর্ব ভারতীয় বরাদ্দের সেটা হচ্ছে ·৯৬ পার্সেন্ট আর ৮ম অর্থ কমিশন ৫ বৎসরের জন্য রাজ্যকে বরাদ্দ করেছেন ৫৬১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। শতকরা হিসাবে সর্ব ভারতীয় বরাদ্দে ১·৪২ পার্সেন্ট। ৮ম অর্থ কমিশন গত ৫ বৎসরের চেয়ে এই ৫ বৎসরে ৩৬১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ করেছেন। এখানে উল্লেখ করতে হয় ৮ম অর্থ কমিশনের নিকট রাজ্য সরকার আয় ব্যায়ের যে স্টেটফোরক করেছিলেন তার সঙ্গে এটা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। যার জন্য রাজ্য সরকার ৫ বৎসরে রাজস্ব খাতে আয় দেখিয়েছেন মোট ৬২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ বার্ষিক গড় আয় দেখিয়েছে ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারন ১৯৮০-৮১ সনে, যা আমি একটু আগে বলেছি ৩৪ কোটি টাকার উপরে আয় দেখিয়েছেন, রাজ্য সরকার সেটাই আবার দেখিয়েছেন ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকার ১৯৮২-৮৩ সাল এবং ১৯৮০-৮১ সালে রাজস্ব খাতে এ্যাকচুয়েল আয় দেখিয়েছেন ৩৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। এই হিসাবে রাজস্ব আয় হওয়া উচিৎ ছিল ১৯২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ কমিশন রাজ্যের আয় ৫ বৎসরের জন্য ধরেছেন ১০৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা অথচ রাজস্ব আয় মাত্র ২১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়েছেন ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, আবার ১৯৮২-৮৩ এবং ৮০-৮১ সালে দেখিয়েছেন ৩৮ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। আর সমস্ত কিছু সার্ভে করে রাজ্য সরকার কমিশনকে দেখিয়েছেন ২১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে রাজ্য সরকার খরচ এর বিরাট অংক দেখিয়েছেন। ১৯৮৩-৮৪ ইং সালে প্ল্যান স্কীম, যা ১৯৮৫-৮৬ ইং সালে নন প্ল্যান স্কীমে ধরা হবে সেই ক্ষেত্রে কমিটেড এ্যাক্সপেণ্ডিচার বাড়িয়ে রাজ্য সরকার ধরেছেন ১৯৮ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। অর্থ কমিশনের পরিকল্পনায় বরাদ্দের সঙ্গে মিলিয়ে এই সমস্ত খাতে ধরেছেন ৬১ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার জন্য ৫ বৎসরের দাবী পেশ করেছিলেন ৬০ কোটি ৫ লক্ষ টাকা মাত্র। আর অর্থ কমিশন হিসাব করে তা বাড়িয়ে দিয়েছেন ১৪০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি। আরেকটা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী পাকা দালান তৈরী করার জন্য কমিশনের কাছে ১৪০ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু অর্থ কমিশন ত্রিপুরাকে সর্ব ভারতীয় অবজেকটিভ ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী মঞ্জুর করেছেন ১১ কোটি. ১৮ লক্ষ টাকা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বৃদ্ধ বয়সে যাওয়ার আগে সমস্ত ক্যাডারদের পাকা বাড়ী তৈরী করে দেওয়ার যে পরিকল্পনা করে-

ছিলেন, কিন্তু টাকাটা পাননি, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যদি গোঁসা করে থাকেন সেটা অন্যায্য হবে না, ন্যায্য গোঁসাই হয়েছে। স্যার, অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে ডি, এর জন্য রাজ্য সরকার কোন দাবী করেন নি। কিন্তু ৮ম অর্থ কমিশন সর্ব ভারতের ভিত্তিতে এই খাতে ৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা এই সরকার কে দিয়েছেন। রাজ্য সরকার অর্থ কমিশনের কাছে তথ্যের কারচুপি করেছেন' কর্মচারীদের সংখ্যা নিয়ে কারচুপি করেছেন। রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ১'১'৮২ ইং তারিখ পর্যান্ত রাজ্যে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৮৬ হাজার ৭১৪ জন। আর রাজ্য সরকার ঐ তারিখেই অর্থ কমিশনের কাছে কর্মচারীদের সংখ্যা দিয়েছেন ৯১ হাজার ৫৮৬ জন। যাতে কেন্দ্র থেকে ডি. এ বাবদ আরও অধিক অর্থ আনা যায় মিস এ্যাপ্রোপ্রিয়ে করার জন্য, ক্যাডার পোষার জন্য। অষ্টম অর্থ কমিশন রাজস্ব খাতে ৫ শত, ২ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হবে বলে হিসাব করে থাকেন সে জন্য ঘাটতি বাড়ানোর জনা ৯৮ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বাড়িয়ে করেছেন অর্থাৎ মোট বরাদ্ধ বললেন ৫ শত, ৬১ কোটি, ১৮ লক্ষ টাকা কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট ভাষনে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে উষ্মা প্রকাশ করেছেন তার কারণ কি আমি জানি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষনে বলেছেন যে রাজস্ব ঘাটতি বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের নীট গ্রান্ট ইন এইড ১ শত, ৮৭ কোটি, ৫ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকারের দাবীর তুলনায় এটা খুবই কম এটা একটা সম্পুর্ণ অসত্য কথা কারণ রাজ্য সরকারের সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে ডি. এ. ২৩০ কোটি, ৫ লক্ষ টাকা দাবী করে বাজেট ঘাটতি দেখিয়েছেন। আর অর্থকমিশন পেনশন ভোগী কর্মচারীদের জন্য ডি এর জন্য মোট ৪৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে রাজ্যের রাজস্ব ঘাটতির হিসাব করেছেন ১ শত, ৫৮ লক্ষ, ৭০ হাজার টাকা আগামী দিনে যে দ্রব্যমূল্য স্থির থাকবে না সেটা নাও থাকতে পারে সে জন্য আরও অতিরিক্ত টাকা দিয়েছেন ১৮ লক্ষ, ১৮ কোটি, ৩১ লক্ষ টাকা এবং মোট বাড়িয়ে ১ শত, ৮৭ কোটি, ৫ লক্ষ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বাজেট ভাষনে যে অভিযোগ করা হয়েছে কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না সেটা সম্পুর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মূলক, সেটা ভিত্তিহীন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ডি. এ: প্রদান সম্পর্কে বাজেটে যে ভাষন পড়েছেন সেটা সম্পুর্ণ অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন অষ্টম অর্থ কমিশনের বেতন সংশোধন এবং মহার্ঘ ভাতার যে টাকা দিয়েছেন রাজ্য সরকার তা থেকে ৯০ কোটি টাকার বেশী দায় দিয়েছেন অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ৫ বছরে ২ শত, ৩০ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা দায় দিয়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেট ভাষণে বলেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে ২ শত, ৩০ কোটি, ৭১ লক্ষ টাকা

মঞ্জুর পেলেন কোথায়? আর এ ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী এই বাজেটের কোন অংশে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে আমরা ২ শত, ৩০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত দায় নিয়েছি? কোথাও বলেন নি, তার মানে যে মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বছর ৪৬ কোটি এই পাঁচ বছরের যে দায় দায়িত্ব দিয়েছেন তার মানে প্রতি বছর ৪৬ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা তাহলে ১৯৮৪-৮৫ সাল এবং ৮৫-৮৬র দায় হলো মোট ৯২ কোটি, ২৮ লক্ষ টাকা। গত মার্চ মাসে মুখ্যমন্ত্রী তিনি যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট পেশ করেছিলেন, ব্যায়ের জন্য মঞ্জুর চেয়েছেন ৬ কোটি, ৯৪ লক্ষ টাকা। আর গত বছর বেতন পুর্নবিন্যাসের জন্য উনি চেয়েছেন ৮ কোটি টাকার মতো তাহলে এই দিক দিয়ে বেতন পুর্নবিন্যাসের ডি এ বাবদ তিনি তথ্য দিয়েছেন ২৯ কোটি, ৮৮ লক্ষ টাকার মতো। আর উনি বলেছেন আজকে ৩০ কোটি অর্থাৎ এই দুই বছরে ৯২ কোটি, ২৮ লক্ষ টাকার মরতা হিসাবের কত কারচুপি? মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে কর্মচারীদের ডি. এ. পাওয়া নেই, আমরা দেখছি যে কর্মচারীদের ডি. এ. প্রচুর পাওয়া আছে অষ্টম অর্থ কমিশনের হিসাব অনুযায়ী যে ডি. এর. তথ্য সেই তথ্য আমি পেশ করছি— পেনশন ভোগী কর্মচারীদের জন্য কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার জন্য বরাদ্দ ছিল ৬ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা যা এখনও দেওয়া হয় নি। রাজ্য কর্মচারীদের ১-৪-৮২ তারিখ পর্য্যন্ত ৪৪০ পয়েন্ট এ ৫ কিস্তি ডি. এর জন্য বরাদ্দকৃত ৩৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয় নি? এরপর ১-৪-৮২ তারিখে সর্ব ভারতীয় বেতন গড়ের সমতা আনয়নের জন্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত ২৭ কোটি, ৯৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয় নি? এরপর ৪৯৬ পয়েন্ট পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় হারে ৮ কিস্তি মহার্ঘ ভাতার জন্য বরাদ্দকৃত ৯১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ মঞ্জুর করা হয় নি, সর্বশেষে এই যে ৫২০ পয়েন্ট পর্য্যন্ত ৩ কিস্তি ডি, এ দেওয়ার জন্য এর বরাদ্দকৃত ২৩ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা এখনও কর্মচারীদের দেওয়া করা হয় নি। আমরা দাবী করছি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে সমস্ত কর্মচারীদের সমস্ত মহার্ঘ ভাতা বকেয়া সহ কেন্দ্রীয় হারে অবিলম্বে দেওয়া হোক। স্যার, কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর যে বাজেট ভাষণ সেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং বিভ্রান্তিতে ভরা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক। তাঁর ভাষণে সব কথা বলেছেন, হিটলার থেকে শুরু করে, রেগন থেকে শুরু করে সমস্ত কথা বলেছেন, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বেকারদের কথা বলেন নি, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির কথা বলেন নি, ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্পায়নের কথা বলেন নি। মুখ্যমন্ত্রীর যে বাজেট ভাষণ সেটা আমরা আগেও বলেছি যে এটা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল, সেটা এক নম্বরি খাতা যেটা আপনারা জানেন যে সেই মহাজনরা দুই নম্বরি খাতা রাখে একটা

হচ্ছে এক নম্বরি আর একটা হাউসে পেশ করেছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত বিপদজনক দলিল যেটাকে আমরা কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারি না যেটা কারচুপিতে ভরা, যেটা অসত্য তথ্যে ভরা এবং এটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে মস্ত বড় একটা কালো দলিল। মিঃ স্পীকার স্যার, বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ কর

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ২৩ তারিখে এই হাউসের সামনে ২ শত ৮৯ কোটি, ৩০লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার যে ব্যায় বরাদ্ধ ১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন আমি তাকে পুরাপুরি সমর্থন করছি। এটাকে সমর্থন করছি এই কারনে যে ত্রিপুরা রাজ্যে এ যাবৎ যে বাজেট তৈরী হয়েছে এবং এই হাউসে পেশ হয়েছে তার মধ্যে এটা সবচেয়ে বড় বাজেট। এই বাজেটের টাকা দিয়ে ত্রিপুরার মানুষের জন্য কাজ করা হবে, সেই জন্য সমর্থন করছি যখন ভারতবর্ষে কেন্দ্রে একটা সরকার আছে সমস্ত আর্থিক সংগতি তার কাছে রয়েছে। সে যখন বাজেট পেশ করে পার্লামেন্ট রেলের ভাড়া বাড়িয়ে মাশুল বাড়িয়ে দেয়, বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়, বিভিন্ন জিনিসপত্রের উপর ট্যাক্স বাড়িয়ে তা দিয়ে গরীব মানুষের চামড়া কেটে তার মধ্য থেকে টাকা আদায় করে, একটা রাষ্ট্র চালাতে চায় তার জন্য গোটা ভারতবর্ষের মানুষের নাভিশ্বাস হয়ে পড়েছে। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে, এই বাজেটের ফলে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে দারুনভাবে, এর জন্য আগামীদিনে এর প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হবে। গরীব মানুষের বাঁচার কোন রাস্তা থাকবেনা। এই রকম একটা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে সারা ভারতবর্ষে তখন ত্রিপুরার মত একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্য, পিছিয়ে পড়া একটা অংশের লোক যার আয়ের কোন উৎস নেই, যার মধ্যে কোন শিল্প গড়ে উঠেনি, যার মধ্যে রেল গাড়ীর প্রচলন হয়নি, যার খনিজ সম্পদের ব্যবহার করার মত সুষ্ঠু প্রচেষ্টা এখনও শুরু হলনা, এক কথায় আয় আসতে পারে এই রকম কোন ব্যবস্থা যার মধ্যে নাই সেইরকম রাজ্যের মধ্যে একটা করহীন বাজেট পেশ করা এইযে অবস্থার সৃষ্টি করেছে আমি তার জন্য সমর্থন করছি তা না। মূলতঃ এই বাজেটের ৩টি দিক আছে। এই ৩টি দিকের জন্য আমি এই বাজেটটাকে সমর্থন করছি। ১টা দিক হচ্ছে ১৯০ বৎসর ইংরেজদের প্রচেষ্টা, গত ৩৭ বৎসরে গোটা ভারতবর্ষে কংগ্রেস যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেই গ্রামে গঞ্জে যে গরীব মানুষগুলি আছে সেই গরীব মানুষগুলিকে সামন্ত-

তান্ত্রিক শোষণে যেভাবে বেঁধে রেখেছে. এই ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে বলবৎ ক্রম এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ তাতে জর্জরিত হয়েছে কৃষকরা, দারিদ্র্য সীমার নীচে যারা ৮০ শতাংশের উপর লোক বসবাস করে এই রকম একটা জায়গায় সেই যে মানুষ আছে তারা সামন্তান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে একটা লড়াই হিসাবে এই বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে, যাতে গরীব মানুষের কাছাকাছি পৌঁছানো যায়, তারা যেভাবে মহাজনরা যেভাবে শোষন চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে বাজেটের কোন কোন দিক দিয়ে লড়াই করা যায় সেইসব দিকগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষির উপর, গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সমাজ কল্যাণের উপর, গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নীচের তলার মানুষকে উপরে টেনে আনার জন্য যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাকে. তাদের উন্নয়ন করার ব্যবস্থাকে সেইজন্য একটা বিশিষ্ট দিক সামান্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই এর ক্ষেত্রে এই বাজেট ত্রিপুরার মানুষকে সহায়তা করবে তার জন্য সমর্থন করছি।

দ্বিতীয়তঃ আর একটি দিক হচ্ছে ত্রিপুরার ৮১ শতাংশের উপরে মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। ৩০ বৎসর কংগ্রেস রাজত্ব চালিয়েছে। সেই মানুষগুলির কথা ভাবা হয়নি। কংগ্রেস বন্ধুরা যারা আছেন, উপজাতি যুব সমিতির যারা আছেন, নির্দল যারা গান্ধীবাদকে পুঁজি করে চলেছেন যারা এই রাস্তায় দেশকে গড়ে তুলতে চাইছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব কংগ্রেস রাজত্বে ৩০টা বৎসরে সেই বৎসরগুলির প্রতিদিনের কাগজ যদি খোলা যায় কোন অংশের মানুষ কোন দিনে না আছে যে ৪০০-৫০০ লোক মহাজনী শোষণে অবস্থার জন্য না খেয়ে মরেনি? যারা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জাতি-উপজাতি অংশের লোক যারা বনের আলু খায়নি. যারা বনকে খুড়ে খুড়ে শেষ করে দেয়নি। দিনের পর দিন সেই সময়েতে আরও বেশী মানুষকে নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য ২ বেলার কোন খাওয়ার ব্যবস্থা ছিলনা। এই যে গ্রামে গঞ্জে যারা গরীব মানুষ আছে যাদের ২ টাকা মজুরী দিয়ে কিনে নেওয়া হত কংগ্রেস আমলে যাদের এস. ডি ও. অফিস কাঁঠাল তলায় হাতের ছাপ নিয়ে টেষ্ট করে টাকাগুলি আত্মসাৎ করা হত, মানুষকে ঠকানো হত। কংগ্রেস আমলে দুর্ভিক্ষ লেগেছে কিনা তা পরীক্ষা করা হত বিলিতী কায়দায়। বিলিতী সমস্ত পথ ইংরেজী মহা প্রভুদের সমস্ত পদাংক অনুসরণ করে চলেছে। এই যে ব্যবস্থাটা এখানে চলছিল, যার সুযোগ গরীব মানুষের উপর তাদের মহাজনরা. গ্রামের জোতদাররা নিতেন। তারা তাদের উপরে শোষণ চালাতেন। এর বিরুদ্ধে এই বাজেটের মধ্যে যে প্রক্রিয়া ১৯৭৮ সন সুরু হয়েছিল তারপর থেকে এখন পর্য্যন্ত আমরা

দেখি যাতে তাদের উন্নয়নের পরিকল্পনা বাড়িয়ে নেওয়া যায়, যাতে বলবৎ করা যায়, প্রথম দিনে এই হাউসের মধ্যে ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার জন্য দাবী করা হয়েছে। তাতে ১ বেলা অন্ততঃ পক্ষে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে। দারিদ্র সীমারেখার নীচে যারা বসবাস করে তাদেরকে যাতে একটু টেনে তোলা যায় তার জন্য অন্ততঃপক্ষে ১ বেলা খাওয়ানো যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে এই বাজেটে। আমি তার জন্য এই বাজেটকে, সমর্থন করছি। আর একটি কারণ হচ্ছে ৩০ বৎসরে কংগ্রেস রাজত্বে, অশোক-বাবু যে বাজেট সম্পর্কে বলে গেলেন তার বলার মত কিছু নেই। শক্ত কিছু বলতে পারেননি। তবে উনি অংকের গোলকধাঁধা দেখিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। এইটা মাঠে ময়দানে সম্ভব। এমনকি কংগ্রেস দলের মধ্যে সম্ভব, কারণ তাদের সকলের পক্ষে মাথায় ঢুকবেনা। এই প্রচেষ্টা তাদের দলের মধ্যেই সম্ভব। ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে সেটা সম্ভব না। এই হাউসকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব না। উনি বলেন, ওরা যে পাপ করে গেছে গত ৩০ বৎসরে, এখন ওরা চীৎকার করছেন কোন জাতীয় আয় বাড়ছেনা। কোথা থেকে আয় বাড়বে? এর ভিত্তিটা কোথায়? ৩০ বৎসরে কংগ্রেস কোন কিছু করেছে? শিল্প গড়ে তোলার কোন প্রচেষ্টা ছিলনা। পরিকল্পিত কোন পদক্ষেপ ছিলনা। এখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর চেষ্টা করছে সেই ভিত্তিটাকে, রচনা করবার জন্য। অল্প অল্প করে বাড়িয়ে তোলার জন্য। ১৯৭৮ সন থেকে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল যেখান শূন্যের উপরে দাঁড়িয়ে শ্মাশানে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে ভিত্তি করতে হচ্ছে। তাই লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই বাজেটের মধ্যে ২৯ শতাংশ মূলধনী খাতে ব্যয় বরাদ্দ সেখানে ধরা হয়েছে। যা করে একটা রাজ্যের আয় বাড়ানো যেতে পারে। ২৯ শতাংশ বরাদ্দ টোট্যাল বাজেটে ধরা হয়েছে মূলধনী খাতে। রাজ্যের সম্পদ যাতে আগামীদিন সৃষ্টি হতে পারে তার জন্য এর একটা ভিত্তি স্থাপন করা যায়, শিল্প গড়ে তোলা যায় এর জন্য এই বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই ৩টি দিকের জন্যই আমি এই বাজেটটিকে পুরোপুরি সমর্থন করি। এই বাজেটকে কার্যকরী করতে গিয়ে আমরা দেখছি অতীতে আমরা যা চাই, বিধানসভা যা চান তার যে অর্থ বরাদ্দ করা হয় তার প্রতিটা অংশ ত্রিপুরার মানুষের জন্য ব্যয়িত হচ্ছে এইরকম কথা বলতে পারছিনা। কারণ এর মধ্যে আমলাতান্ত্রিকতার গাফিলতি রয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় কাজগুলিকে বাধা দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। অশোকবাবুদের লোক আছে, শ্যামাচরণবাবুদের লোক আছে, ওরা উন্নয়নের পথকে বাঁধার সৃষ্টি করবে। আমি এখানে একটি উদাহরণ দিতে চাই অশোকবাবুরা বেকারদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, যে বেকারদের কথা কিছু বলা হয়নি। কোথায় বলা হলনা, আমরা ত বুঝতে পারিনি। এইখানে মূলধনী খাতে যে

ব্যয় চাওয়া হয়েছে ওখানে বলা হয়েছে। যেখানে গ্যাস পাওয়া গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন সেই গ্যাসকে ভিত্তি করে গ্যাস-ভিত্তিক শিল্প এখানে গড়ে তোলা যায় তাহলে তার জন্য আরও বেশী টাকা যেটা দরকার সেটা রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন ১১৬৫ কোটি টাকা আর কেন্দ্রীয় সরকার সেটাকে কমিয়ে দিলেন, এই যে অশোকবাবুরাতো তার কথা একবারও বললেন না, কোনটা পাওয়া গেল সেটার দিকে লক্ষ্য রাখলেন। যেটা পেলাম না যেটা আদায় করা গেল না, কেন্দ্রীয় সরকার যেটা দিলেন না সেটা তাদের দেখার বিষয় না, অথচ এইটা ওদের দয়া দাক্ষিণের ব্যাপার না। এইটা একটা পিছিয়ে পড়া রাজ্য এই রাজ্যকে উন্নত করার দায়িত্বতো কেন্দ্রীয় সরকারেরই, এইটাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সমপর্য্যায়ে না নিলেও অন্তত একটা পর্য্যায়ভুক্ত করার জন্য যতটুকু তার প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনটাও পাওয়া যাচ্ছে না। যা চাওয়া হচ্ছে তা পাওয়া যাচ্ছে না সেই কথাটাতো অশোকবাবুরা বললেন না। এখানে যে বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে যেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসের কাছে পেশ করেছেন এটা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত। ত্রিপুরার যা প্রয়োজন তার তুলনায় এইটা একটা সামান্য অংশ মাত্র। কাজেই এই হাউস এই বাজেটকে সমর্থন করবেন এবং এইটাকে সমর্থন করে যাতে আগামী বছর আরও ভালভাবে সমস্ত কাজকর্ম করা যায় এবং সমস্ত রকমের প্রতিবন্ধকতা দূর করা যায়, তার জন্য আমি অশোকবাবুদের বলব যে অন্ধ বিরোধীতা দূর করে তারা যেন এইটাকে সমর্থন করুন। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য গরীব মানুষের জন্য এবং উপজাতিদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে কাজ শুরু করেছেন তাদের যে ৪র্থ দফা দাবী পূরণ করা হয়েছে এবং সেখানে যে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে সেই প্রচেষ্টাকে বাধা না দিয়ে তাদেরকে আরও উন্নয়নমুখী করা এবং গোটা ভারতবর্ষের যেখানে এই গোলমাল চলছে তার ক্ষেত্রে ত্রিপুরারাজ্যের এই গোলমালকে প্রশমিত করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে প্রচেষ্টা শুরু করেছেন তাকে সহায়তা করুন, বাজেটকে সমর্থন করুন এবং সমর্থন করে ত্রিপুরাকে অন্তত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্ত রকমের সহযোগীতা করে আরও বেশী উন্নতির দিকে নিয়ে যান, ত্রিপুরার বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমরা একসঙ্গে লড়াই করি এই আবেদন রেখে আমি বাজেটকে পুরোপুরী সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা আপনাদের সময় টোটেল ৩৮ মিঃ আপনাদের লিষ্ট পাঠানো হয়েছে দুইজনের এবং দুই দিনে আপনারা এই সময়টা পাবেন, কাজেই সেই ভাবে বক্তব্য রাখবেন। আজকে দুই জনের নাম পাঠানো হয়েছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৮৫-৮৬ সালের যে বাজেট এই হাউসে

গত ২৪ তারিখ সাবমিট করা হয়েছে তাকে সমর্থন করতে পারলে ভাল ছিল, কারণ এই বামফ্রন্ট সরকার গরীবদের বন্ধু, কর্মচারীদের বন্ধু বলে দাবী করেন, কাজেই বন্ধুদের উপকারের জন্য এখানে একটা প্রচেষ্টা আছে এটাকে বানচাল করা নিশ্চয়ই অনুচিৎ কাজ। কিন্তু মুসকিল হল যে বাজেট কাউন্সিল অফ মিনিষ্টারদের কাছে পৌঁছানোর আগেই এই বিধানসভা তো দূরের কথা এর আগেই মন্ত্রীসভার এপ্রোভেলের হওয়ার আগেই তা ফাইলসহ চুরি হয়ে গেছে, কাজেই এই হারিয়ে যাওয়া বাজেটকে কি করে সমর্থন করা যায়? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এর প্রতিবাদও করেন নি, চুরি হয়েছে তাও বলেন নি, হারিয়ে গেছে তাও বলেন নি, তিনি বলেছেন কয়েকটা পাতা চুরি গেছে। তা কয়েকটা পাতা আর পুরো বাজেটটা চুরী যাওয়ার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? গতবার তারা বলেছিলেন যে আগামী বছর ১১ কোটি টাকার মত ঘাটতি হবে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে আরও সাড়ে ৫ কোটি টাকা উদবৃত্ত হয়েছে। এর কারণ কি? এর কারণ কি কাগজের গড়মিল নয় কি? যার জন্য আসল হিসাবটা দিতে পারেন নি যে কোথায় কি টাকা হয়েছে আর কোথায় কি খরচ হয়েছে। কাজেই এখানে একটা গড়মিল হিসাব দিয়ে বলা হল যে আমরা এই সব কাজ করছি, আসলে এইটা স্বীকার করতেই হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে যে, হয় মূল বাজেট চুরি গেছে নয় গত বছরের পরিকল্পনা আদৌ খরচ করা হয়নি, মানে কাজেই করা হয়নি। যার ফলে স'ড়ে ১৬ কোটি টাকা এখানে উদবৃত্ত হয়েছে, তার মানে জনগণের উন্নয়নের কথা কেশববাবু যেটা বললেন তার কোনটাই গত বছর করা হয়নি, এইটা এখানে প্রমানিত হয়েছে। এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। কারণ যে রাজ্যে মানুষের কোন নিরাপত্তা নাই, মা বোনদের ইজ্জত বলে কিছু নাই সেখানে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বার থেকে এই ফাইলটা চুরী যাওয়াটা ন্যাগলিজেনসি ব্যাপার। আমরা দেখি যেখানে উগ্রপন্থী মন্ত্রীদের অফিসে এসে ঐ খগেনবাবুর কাছে আত্মসমর্পন করেন সশস্ত্র অবস্থায়, এইটা তৃপ্তির কথা নয় এইটা আপনাদের প্রশাসনিক ব্যার্থতার চরম একটা উদাহরণ। উগ্রপন্থীরা দিবালোকে সশস্ত্র অবস্থায় আগরতলায় আসছেন এবং শহরের বুকে ঘোরা ফেরা করেন এবং ইচ্ছা করলেই ওরা একটা গণ্ডগোল করতে পারে। তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে তাতে আপত্তির কিছু নাই কিন্তু এইভাবে পিস্তল জড়িয়ে রাইফেল কাঁধে নিয়ে মন্ত্রীর অফিসে কি করে আসে? কাজেই বাজেটের বই চুরি হওয়াতো সাধারণ ব্যাপার। এর জন্য আত্মতৃপ্তি যদি কেউ পান তাহলে বলতে হবে তিনি ত্রিপুরা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। যাই হোক এইটা ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম ঘটনা বামফ্রন্ট সরকারতো বলেন যে গত ৩৭ বছরে যা হয়নি আমরা

তাই করেছি, এই পাতা চুরির ঘটনাটা সত্যিই তাই হয়েছে, স্বাধিনতার ৩৭ বছর পরেও ভারতবর্ষের কোথায়ও এই ধণের কোন ঘটনা ঘটেনি। এই ঘটনাটি দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ভারতবর্ষে একটা আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। তার পর বাজেটের সমালোচনায় যদি আসি তাহলে বলতে হয় যে এখানে সমালোচনার স্থান নাই এই কারণে যে বামফ্রন্ট সরকার যে নিজেদেরকে গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী বলে চিৎকার করেন, তা তারা ক্ষমতায় আসার পর এই বিধানসভার অধিবেশন বছরে গড়পড়তা কতদিন হয়েছে ? সর্বোচ্চ অধিবেশন হয়েছে ১৯৭৮ সনে তাও মাত্র ২১ দিন, এইটাও তাদের একটা কৃতিত্ব। কারণ তারা জনগণকে ভয় পায় জনগণের কাছ তাদের সমস্ত খারাপ কাজ যাতে ধরা না পরে তার জন্য বিধানসভাকে এড়িয়ে যান। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২৮, ২৯, ৩০শে অক্টোবর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী যখন নিহত হলেন তখন কলকাতায় একটা কনফারেন্স হয়েছিল এবং তাতে ভারতের সমস্ত স্পীকাররা এসেছিলেন, এমন কি পার্লামেন্টের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারও উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে তারা বলেছিলেন যে বিধানসভাকে এড়িয়ে যাওয়ার টেনডেন্সি সুষ্ঠ গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক। আর এখানে আমরা দেখছি যে বছরের পর বছর ধরে বিধানসভাকে এড়িয়ে গিয়ে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও কাজ তারা নিজেদের মধ্যে ঘোষণা দেন। বিধানসভার মধ্যে তাঁরা কিছু বলবেন না। বিধানসভা চলছে অথচ তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ইলেকশান হবে। সেটা আমরা জানলাম না। জনপ্রতিনিধিদের এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। অথচ নিয়ম আছে যে প্রতি বছর অন্তত: ৪৫ দিন থেকে ৬০ দিন বিধানসভা চলবে। এটা অবশ্য কোন নিয়ম নয়। তবে এটা অ্যাকসেপ্টেড পলিসি ভারতবর্ষের সব জায়গায় এটা চালু আছে। কিন্তু এখানে এমন একটা সরকার আছে যারা গণতন্ত্র থেকে দূরে থাকতে ভালবাসেন। কারণ প্রতিদিন দুর্নীতি হচ্ছে চুরি হচ্ছে, এসা কথা তাদের শুনতে হবে। যাতে আমরা বামফ্রন্ট সরকারের কাজের সমালোচনা না করতে পারি, জনসাধারণ যাতে বামফ্রন্ট সরকারের খারাপ কাজগুলির কথা না জানতে পারেন সেজন্য তারা বেশী-দিন বিধানসভার অধিবেশন করেন না। করবিহীন বাজেটের কথা বলেছেন। কিন্তু কর আদায় করছেন কত ? ১১ কোটি টাকার মত এবার কর আদায় হবে। গতবার ১০ কোটি টাকা ছিল। আর কয়দিন পরে সেলসট্যাক্স, অমুক ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু বিধান-সভায় বাহাদুরী নেবার জন্য বলবেন আমরা করবিহীন বাজেট করি। কাউকে কর দিতে হয় না। এখানে আমি পুলিশ খাতে টাকা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলব। এখানে টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে বাজেটে। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মন খারাপ

করে বসে রয়েছেন। তাঁর ডিপার্টমেন্টের টাকা বৃদ্ধি করা হয়নি। গত বছরের মত টাকাই আছে। বৃদ্ধি করা হয়েছে পি. ডবলিউ. ডি., এডুকেশান খাতে। সেটা আমি সমর্থন করি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে পুলিশ খাতে যে টাকা ধরা হয় তার লায়ন্স শেয়ার যাচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে। যেমন সি. আই. ডি. ইত্যাদি খাতে। কিন্তু আর্মড্ পুলিশের খাতে সামন্যই বৃদ্ধি করা হয়েছে। যারা জনগণের নিরাপত্তা বিধান করে তাদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। পুলিশের চিকিৎসার জন্য টাকা দরকার। এবার সেটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর মডার্ণাইজেশান অব পুলিশ ফোর্স। সংখ্যা দিয়ে পুলিশের ক্ষমতা জাহির হয় না। কতটুকু বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হয় তার উপর নির্ভর করবে তার কোয়ালিটি। । কিন্তু আমরা দেখছি "মডার্ণাইজেশান অব পুলিশ ফোর্স"--এই খাতে ২৭ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন এবং অনুরূপ টাকা রাজ্য সরকার দিচ্ছেন। এটা মডার্ণাইজেশান নয়। ভাল শার্ট, ভাল প্যান্ট, পড়লেই পুলিশের উন্নতি হয় না। তার শিক্ষা ট্রেনিং যাতে উন্নত হয় সেইসব ব্যবস্থা তারা করবেন না। উপজাতি কল্যাণের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা ভালই। এটা প্রতি বৎসর বাড়ছে। কিন্তু টাকাটা খরচ হয় না ঠিক মত। আমরা দেখছি এ, ডি, সি, নামে একটা বামফ্রন্টের লেজুড় খাড়া করা হয়েছে ক্যাডারদের পোষণ করার জন্য। তাঁরা গত বছর বললেন আমরা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলকে ১৬ কোটি টাকা দিয়েছি। কিন্তু এ. ডি. সি. এর বাবাজীবনের বললেন, 'আমরা ১৬ কোটি টাকা খরচ করতে পারব না, তোমরা ৫ কোটি টাক ফেরত নিয়ে যাও'। বাকী ১১ কোটি টাকা খরচ করা হল—তাও সাংস্কৃতিক উৎসবের মাধ্যমে। গড়িয়া পূজা বৈশাখের একটা তারিখে পরে আর ঢোল বাজে না। কিন্তু ২০শে বৈশাখ পর্যন্ত গড়িয়া পূজা চলেছে। এদিকে জুমিয়ারা বীজ কিনতে পারে না সময় মত টাকা পায় না বলে। তারা চাসবাস করতে পারে না। আষাঢ়, শ্রাবন মাস পর্যন্ত টাকা তারা পায় না। ভাদ্র মাসে তাদের বলা হয় টাকা এসেছে। অর্থাৎ আর একটা জুম কাটা যখন সুরু হয়ে যায় তখন বলা হয় তাদের জুমের টাকা নেওয়ার জন্য। অমরপুরে একটা গাঁও সভাতে ৬ জন যুব সমিতির লোক, একজন সি পি এম-এর। কিন্তু বীজ বিতরণ করবেন সেই সি. পি, এম-এর লোক। কাজেই সি, পি, এম, যারা, তারাই সব করবেন। আর যারা উপজাতি যুব সমিতির লোক তাঁরা যেন মানুষ নয়। তারা যেন জুমিয়া নয়। কাজেই মিঃ স্পীকার, স্যার, যদি টাকা দিলেই কাজ হয়ে যত তা হলে এতদিন কংগ্রেসে সরকার তাদের চেয়ে অনেক বেশী টাকা খরচ করেছেন। তাহলে কাজ হলো না কেন? কাজেই এই ৭ বছরে যে টাকা খরচ করা হয়েছে ১৯৭২ সালের পরে

থেকে দ্বিগুণ টাকা খরচ করা হয়েছে এই ৭ বছরে। তা হলেও কেন কাজ হয়নি ? ট্রাইবেলদের উন্নয়নের জন্য কোন উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা এই বাজেটের মধ্যে রাখা হয়নি। তাছাড়া রয়েছে প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। ফলে এই বাজেটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা করার কথা ভাবা হয়নি বামফ্রন্ট নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এটা তৈরী করেছে। কাজেই এই বাজেট কখনই জনস্বার্থে আসতে পারে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৪শে মে ১৯৮৫ ইং তারিখে এই হাউসে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৫-৮৬ ইং সনের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, [illegible] হাউসে যারা এই বাজেটের বিরোধিতা করছেন প্রকারান্তরে তারা আবার এ বাজেটের সমর্থন করছেন। এবং এটা তাদের বক্তব্যের মধ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে। বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটের বিরোধীতা কখনই করতে পারেন না কারণ আজ বামফ্রন্ট সরকার তাঁর বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরার গরীব পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের জন্য যে সব ব্যবস্থা রেখেছেন এবং অতীতের বাজেটের মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের জন্য যেভাবে কাজ করে গেছেন তা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বিরল, কাজেই এই যে গরীব মেহনতী মানুষের উন্নয়নের জন্য বাজেট এই বাজেটের বিরোধীতা বিরোধী দলের সদস্যরা করতে পারেন না। আজকে এ. ডি. সি. র মাধ্যমে সরকার ত্রিপুরার পাহাড়ীদের জন্য অনেক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়ন করেছেন। গত সাত বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তার আগে কংগ্রেসের ত্রিশ বছরে সেটা হয়নি। আজকে বিভিন্ন বি. ডি. সি.র মাধ্যমে সরকার গ্রামাঞ্চলে কৃষক জুমিয়াদের মধ্যে বীজ ধান বিতরণ করেছেন। যেটা আগে কখনো করা হতো না। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বুঝতে পেরেছেন যে কংগ্রেসের ত্রিশ বছরে যা হয়নি বামফ্রন্ট সরকারের সাত বছরে তার অনেক গুণ কাজ হয়েছে। আর উপজাতি যুব সমিতি তারা বিভ্রান্ত হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কিন্তু এখন তারা তাদের সে ভুল বুঝতে পেরেছে। আজকে আমরা দেখেছি যে, ত্রিপুরার যে টি. এন. ভি, উগ্রপন্থীরা রয়েছে এদের পেছনে রয়েছে এই টি. ইউ. জে. এস-এর হাত। তাইতো আমরা দেখি যে, যখন কোন টি. এন. ভি. উগ্রপন্থীরা আত্মসমর্পন

করে তখন উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেসরা তাতে বাধা দেয়। কারণ তারা চায় যে, টি. এন. ভি. উগ্রপন্থীরা যদি ত্রিপুরার বুকে সন্ত্রাস চালাতে পারে তবে তারা এতে বিশেষ করে নির্বাচনে এ. ডি. সি-র নির্বাচনে একটা সুবিধা করতে পারবে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই টি. এন. ভি. উগ্রপন্থীরা যাতে ত্রিপুরায় আর সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে উগ্রপন্থীদের হিংসার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেক টি. এন. ভি. উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি হলো না দেখে উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস দলের সদস্যরা হাহুতাশ শুরু করে দিয়েছেন। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে বাজেট সেটা ত্রিপুরার গরীব মেহনতী মানুষের স্বার্থেই করা হয়েছে বলে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ২৪শে মে, ১৯৮৫ ইং তারিখে এই বিধানসভায় ১৯৮৫-৮৬ইং সনের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারিনা। কারণ যে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের জন্য এই বাজেট সেই ২২ লক্ষ লোকের কোন সুবিধার কথা আমি এই বাজেটে দেখতে পাই না। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের দুর্নীতি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ছেয়ে গেছে। কারণ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে বলতে হয় এই হাউসে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীও উপস্থিত রয়েছেন, উনি নিজেও আমাদের সদর উত্তরাঞ্চলের হাসপাতাল পরিদর্শন করে এসেছেন। সেখানকার বামুটিয়া যে ডিসপেনসারী সেখানকার ডাক্তারবাবু কিছুদিন হয় উনি কাজে জয়েন করেছেন। কিন্তু দেখা গেল যে, ডাক্তারবাবু জয়েন করার পরই কিভাবে তাকে ঐ ডিসপেনসারী থেকে তাড়ানো যায় সে জন্য সেখানকার কমপাউণ্ডার তিনি একজন সি. পি. এম-এর ক্যাডার তিনি ষড়যন্ত্র করেছেন। এই কমপাউণ্ডারের নাম হলো রাজকুমার দত্ত। তিনি নিজে সেখানে ডাক্তারের মত ঔষধ ব্যবস্থা করেন রোগী দেখেন। এবং উনারই মাধ্যমে ঐ হাসপাতালে যে ঔষধপত্র দেওয়া হয় সে ঔষধ কালোবাজারে বিক্রি হয়ে যায়। রোগীরা আর সেখানে কোন ঔষধপত্র পায় না। অথচ এই কমপাউণ্ডারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। তাছাড়া আমাদের মোহনপুর হাসপাতালের অবস্থা আরো খারাপ। সে হাসাপাতাল আজকে শুয়রের আস্তানা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। কারণ, ১০

শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, বর্তমানে সেই হাসপাতালে ৮০ থেকে ১০০ এর উপর রোগী রয়েছে। সেখানে মেঝের উপর ছালা পেতে দিয়ে রোগীদের রাখা হয়েছে, দুর্গন্ধের জন্য হাসপাতালে যাওয়া যাচ্ছে না। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেও সেটা পরিদর্শন করে এসেছেন। সেই হাসপাতালে রাত্রির বেলায় যেসব কর্মচারীদের ডিউটি করার কথা, তারা ডিউটিতে আসে না, রোগীদের মধ্যে ঔষধ ঠিকমত বিলি করা হচ্ছে না, হাসপাতালের ঔষধগুলি বাইরের দোকানে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। যেসব রোগী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছে, ডাক্তার বাবু বলে দিচ্ছেন, হাসপাতালে এইসব ঔষধ নাই, বাইরে থেকে কিনে নেবেন। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এইসব দেখে আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হাসপাতালগুলি কি ভাবে চলছে, এটা বড়ই দুঃখের। স্যার, শুধু কি তাই, হাসপাতালে যখন লাইট থাকবে না, তখন যে হ্যারিকেন থাকার কথা, সেই প্রয়োজনীয় হ্যারিকেনও নেই। একটা রুমের মধ্যে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে, এই যেন শ্মশানের আগুন। এসব দেখে মনে হচ্ছে হাসপাতাল তো রোগীর চিকিৎসার জন্য নয়, বরং বলা যায় রোগীকে তিলে তিলে মেরে ফেলবার একটা যন্ত্র বিশেষ। স্যার, আরও দুঃখের বিষয় যে রোগীর চিকিৎসা নিয়েও রাজনীতি, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেই এসব দেখে এসেছেন। আমি নিজেও বহুবার এইসব বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীকে বলেছি কিন্তু কোন ফল পাইনি। আমার এলাকায় গোপালনগরে একটা হেল্থ সেন্টার আছে, সেখানকার ডাক্তারবাবু তো বেলা ১২টায় আসেন, আর বেলা ১টায় চলে যান। সেই সেন্টারে রোগীদের জন্য যে ঔষধ, সেগুলি জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বাইরে পাচার করে দেওয়ার জন্য। রোগী চিকিৎসার জন্য যে ঔষধ তা নিয়ে রাজনীতি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকের এই যে বাজেট, এই বাজেট করে কেন্দ্রের থেকে টাকা আনবেন, আর কেন্দ্রের দেওয়া টাকা দিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলবে, এটা কখনও হতে পারে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এখন কৃষির সম্পর্কে বলছি। স্যার, এই সম্পর্কেও আমার বহু অভিযোগ আছে, আমার দেবেন্দ্রনগরে গাঁওসভার কাজ করার জন্য ২ হাজার টাকার মঞ্জুরী ছিল, সেই টাকা কোন কাজ না করিয়ে গাঁওপ্রধান আত্মসাৎ করে দিয়েছেন। গ্রামবাসীরা লিখিত ভাবে বি ডি ও-র কাছে অভিযোগ করেছে, কিন্তু তার কোন তদন্তই হল নি। আমি নিজে মোহনপুরে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের যে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আছেন, তাকে বলেছিলাম, যে আপনি এর তদন্ত করুন। তিনি আমাকে বলেছেন, কি তদন্ত করব মশাই, দেখতেই তো পাচ্ছেন, এখানেও কিছু ক্যাডার আছে। স্যার, বড়ই দুঃখের বিষয় যে যেখানে যাই, সেখানেই ক্যাডার বাবুরা আছেন। স্যার, শাসক দলের সদস্যরা প্রায় বলে থাকেন, যে

কংগ্রেসের ৩০ বছরের রাজত্বে এই রাজ্যে কিছুই হয় নি, বামফ্রন্ট তার সাত বছরের রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য অনেক কাজ করেছেন, বেশ ভাল কথা। কিন্তু সত্যিই সেগুলি কি কাজ? না কাজের নামে রাজনৈতিক বহ্বারম্ভর? স্যার, মোহনপুর ব্লকে ৯টা গাঁওসভা, সেই গাঁওসভার জনসাধারণ এন আর.ই.পি, আর এল, আর ই, পির কাজ পাওয়ার জন্য প্রায় ব্লকে জড় হয়ে থাকেন, কিন্তু তাদের জন্য কাজ জুটে না। তারা গরীব মানুষ, বামফ্রন্ট বলে থাকেন, গরীবেরা নাকি তাদের হাতিয়ার, কিন্তু সেই গরীব হাতিয়ার যারা, তাদেরও ভাগ্যে কোন কাজ জুটছে না, কারণ সেখানেও ঐ একই বিচার—তারা সি.পি.এম. করছে কিনা। যারা সি. পি. এম. করবেন', তাদের জন্য কোন কাজ নেই। অথচ এই সরকার তাদের কথা বলে কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা আনছেন, আবার শ্লোগান দিচ্ছেন কেন্দ্র তাদের টাকা দিচ্ছে না। স্যার, কেন্দ্র যে টাকা দিচ্ছেন এটা ধ্রুব সত্য, কারণ, ত্রিপুরা রাজ্যের এমন আয় নেই, যা দিয়ে তারা এই সমস্ত কাজ করতে পারেন। তাই বলছিলাম কেন্দ্র এই বামফ্রন্ট সরকারকে যে পরিমাণ টাকা দিচ্ছে, সেটা যদি সত্যিকারের কাজে ব্যয়িত হত, তাহলে সাত বছরেই এই সরকার ত্রিপুরাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, কাজ না করে তারা রাজনীতির মুনাফা লুঠছেন। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, গ্রামে গঞ্জে যেসব টিউব-ওয়েল বা রিং ওয়েল আছে, সেগুলি তারা সচল রাখতে পারছেন না। কারণ সচল রাখার মতো যে ব্যবস্থা থাকার দরকার, সেটা এই সরকারের মধ্যে নেই। এখানেও কারা সি. পি. এম. আর কারা সি.পি.এম. নয় তার বিচার। কাজেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এই সভার সামনে পেশ করেছেন, আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য : মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২৪ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের যে আশা আকাঙ্খা এবং সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক কল্যাণের জন্য এই বাজেট করা হয়েছে। আমরা লক্ষ করছি, সারা ভারতবর্ষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা জনস্বার্থ বিরোধী। এই বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আয়ু প্রায় শেষ। এই যে বক্তব্য তার থেকে আমরা কি পাই? উনারা প্রতিনিয়ত মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা যারা তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে সরানোর

একটা অপচেষ্টা মাত্র। বিরোধী দলের নেতার ভাষণ আমরা মামুলি বলে ধরে নিতে পারি না। এটা আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করছে।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় সদস্য বিরোধী নেতার যে বক্তব্য সেটাকে বিকৃত করে হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন ! বিরোধী নেতা বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে একজন মানুষের যে গড় আয়, তার অনেক বেশী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আয় পেড়িয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন হয় না।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য :— আমরা লক্ষ করছি মাননীয় স্পীকার স্যার, সাধারণ মানুষের কল্যাণে, সাধারণ মানুষ যাতে দারিদ্র থেকে রেহাই পায় তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে একটা বলিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছেন। এখানে বিরোধী দলের নেতা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে মন্ত্রীসভায় ট্রাইবেলদের কল্যাণের জন্য একজন ট্রাইবেলকে মন্ত্রী পদ দেওয়া হয়। ট্রাইবেলরা একদিন ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তারা আজকে অবহেলিত তাদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ জিনিষটা তারা সহ্য করতে পারছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামে, পাহাড়ে যাতে সহজে খাদ্য সরবরাহ করা যায় সেই জন্য বামফ্রন্ট সরকার সমবায়ের মাধ্যমে চেষ্টা করছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যাতে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া যায় তার জন্য এই সরকার সমবায়ের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করছেন। শিশুদের জন্য, শিক্ষার এবং স্বাস্থ্যের জন্য সাত বছর যাবত এই সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। বিরোধী দলের সদস্যরা বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে পারছেন না। তারা ভুল পথে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। আজকে ভোট নিয়ে রাজীব গান্ধী কেন্দ্রীয় সরকারের গদিতে বসেছেন। কিন্তু যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা জনবিরোধী। এই বাজেটের দ্বারা গরীব আরও গরীব হবে, ধনী আরও ধনী হবে এবং এই বাজেট মানুষকে শোষণ করার একটা হাতিয়ার। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার মানুষকে একটা কর মুক্ত বাজেট উপহার দিয়েছেন। এই বিধানসভায় আমরা গর্ব করে বলতে পারি। সাধারণ মানুষ ভোট দিয়ে যেমন এই বামফ্রন্ট সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তেমনি বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের মর্য্যাদা রেখেছেন। বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এটা নজিরবিহীন বাজেট। এটার

সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাজেটের তুলনা হয় না। সাধারণ মানুষ এটাকে সমর্থন করছেন। বিরোধী দলের সদস্যরা অবশ্য এটা সমর্থন করতে পারছেন না। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভাতৃঘাতি দাঙ্গা জিইয়ে রাখছে এবং সেটা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যেও জিইয়ে থাকে তার চেষ্টা এই বিরোধী সদস্যরা করছেন। সেই জন্য তারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ তাদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে কাজ করবে এবং উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে সমর্থন করবে। তাই আমি আমার এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টদের জন্য ১১ মিনিট সময় বরাদ্ধ। যদি তিন জন নির্দল সদস্যই বলেন, তাহলে ৬ | ৭ মিনিট করে সময় পাবেন। আর যদি দুইজন বলেন, তাহলে ১০ মিনিট এবং ৯ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ১৯৮৫-৮৬ সালের এই বাজেটের বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখছি। এই বাজেট ত্রিপুরার জন জীবনে আরো ভয়াবহ অনিশ্চয়তা ডেকে আনবে। এইখানে বেকারত্ব এবং দারিদ্রতা দূরীকরণের কোন ব্যবস্থাই এই বাজেটের মধ্যে রাখা হয়নি। এই বাজেট প্রশাসনিক ব্যর্থতার একটি দীর্ঘশ্বাস বলা যেতে পারে। এই জনাই বলছি, প্রত্যেকবারই আমরা দেখি, করহীন বাজেট। কিন্তু পরোক্ষভাবে বৎসরে ২।৩ বার করারোপ করা হচ্ছে। এবারও ঠিক তাই হয়েছে, করহীন বাজেট। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেটে প্রথমেই দেখলাম, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শান্তিপ্রিয় মানুষকে সোচ্চার হতে বলেছেন। কিন্তু শ্রীলঙ্কায় তামিলভাষীদের উপর যে নিগ্রহ হচ্ছে, হত্যা হচ্ছে, যা ভারতবর্ষে ক্ষতির সূচনা করবে তার কথা একবারের জন্যও উল্লেখ করেন নি। দেখলাম না, আফগানিস্তানে রাশিয়া বসে থাকায় যে স্বাধীনতার সংকট সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে একটি কথও রাখতে। এখানে উগ্রপন্থী দমনে অনেক আশায় কথা বলা হয়েছে। আমরা অবশ্য বলছি না, যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায়, তাদের না জানার জন্য কিন্তু যারা সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, মানুষের জীবন, নিরাপত্তা নিয়ে খেলা করছে তাদের দমনে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার কথার উল্লেখ করতে। দেখলাম না, অমারা এও দেখলাম না, আমাদের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে আমারিকায় উগ্রপন্থীরা যে হত্যা করার প্রয়াস নিয়েছিল তার নিন্দা করতে। পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বার বার আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের সূত্র খুঁজে বার করার জন্য প্রধান মন্ত্রী যে প্রয়াস চালিয়ে

যাচ্ছেন সে সম্পর্কে কোন কথা বলতে। যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা খর্ব করতে চায়, ভারতবর্ষের সংবিধান যারা পুড়িয়ে সেই সব উগ্রপন্থী দমনে যে বিল পার্লামেন্টে আনা হয়েছে প্রথমে সবাই তা সমর্থন করলেও পরে জ্যোতি বসু—এ বিলের কোন দরকার ছিল না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমি বলতে চাই না যে, যারা স্বাভাবিক শান্তি প্রিয় নাগরিক জীবনে ফিরে আসতে চায়, সেই সব উগ্রপন্থীরা না ফিরুক। তবে তার অর্থ এই নয় যে, তাদের উশৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তো গেল বাইরের রাজনীতির কথা। আমাদের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষের শিক্ষার কথা জানা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে অনেক বিধায়ক আছেন, যাঁরা শিক্ষার লাইনে আছেন। এই শিক্ষা সম্বন্ধে আমি একটি ছোট বেলার গল্পের কথা বলতে চাই। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন বড়রা এই ছড়া বলতেন, ছাতা আছে, মাথা নেই, পেট আছে নাড়ী-ভূড়ি নেই। এটা হলো একটা গাঁয়ের ষাড়। কিন্তু আজকে এই কথা বললে বুঝাবে আজকের শিক্ষা ব্যবস্থা। এই জন্য আমাদের বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী। আজকে স্কুল থাকলে শিক্ষক নেই, শিক্ষক থাকলে বসার জায়গা নেই। অংকের বিষয়ক মাষ্টার থাকলে, বোর্ড নেই। এই চলছে শিক্ষার অবস্থা। শিক্ষা গুরু ম্যাক্সমুলার ভারতবর্ষে এসে বলেছিলেন, 'আমি গাঙ্গেয় উপত্যকায় ধর্ম করতে এসেছি।' রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরেরা এই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আজকে ৮ম শ্রেণীর শিশুদের ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তকে তাদের অল্প কথায়ই শেষ করে দেওয়া হয়েছে। বিশদভাবে জানান হয়েছে, মাও সে তুংয়ের কথা। এর অর্থ এই নয় যে, ওদের কথা না জানুক। কিন্তু ঐ সাথে কেন ভারতবর্ষকে জানবে না। এই যে শিক্ষার মধ্যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে আপনার মাধ্যমে সে দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, শিল্পের কথা, সমবায়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিরানীয়াতে যান্ত্রিক ইট ভাটার ওপেনিং করেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন, এতে ৭০ জন লোকের কর্মসংস্থান হবে। ভাল কথা। এটা নতুন জিনিস। কিন্তু আমার বিলোনীয়া এলাকায় সেদিন সমবায় ইট ভাটা হবে, চা বাগান হবে বলে মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবু বলেছেন। কিন্তু সেই ইট ভাটার মাটির চিহ্ন কেন বালির চিহ্নও নেই। সেটা কোথায় যে গেছে তা কেহ বলতে পারে না। অডিট পর্যন্ত হয় নি। কাজেই ১৯৮৫-৮৬ এবং ১৯৮৬-৮৭ সালের মধ্যে ঐ জিরানীয়ায় যান্ত্রিক ইট ভাটার

ফলাফল কি হবে তা জানার অপেক্ষায় রইলাম। পাতার পর পাতা শুধু বরাদ্দ-বরাদ্দ-বরাদ্দ। কিন্তু একটিবারও ভাষণের মধ্যে দেখলামনা, কম বেশী হলেও উন্নয়নের মাপকাঠি কি এবং তা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা বলতে। স্ব-নির্ভর কর্ম-এর কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমি সাউথের কথা বলব। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ব্যাঙ্কের গোলমালে টাকা ফেরৎ গেছে। কয় লক্ষ টাকা ফেরৎ গেছে এই প্রশ্ন জানতে চেয়েও উত্তর আমি পাইনি। এই ভাবে যদি টাকা ফেরৎ যায়, তাহলে কি করে দেশের উন্নতি হবে? আমি জানি, সাউথে প্রচুর আবেদন ছিল। এনকোয়ারী করে সেইসব আবেদনকারীদের টাকা সাহায্য করতে পারলে ঐ প্রকল্পের টাকা ফেরৎ যাবার প্রশ্ন ছিলনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুবই দুঃখিত, এই বাজেটকে সমর্থন করতে না পারার জন্য। বাজেটের উপর আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৫-৮৬ ইং সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সে বাজেটকে সমর্থন করছি। মূলতঃ এই বাজেটকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে যেমন তিনি আন্তর্জাতিক উদ্বেগজনক বিষয়গুলির উপর সতর্কবানী উচ্চারণ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্তরে জাতীয় সংহতি বিপন্ন করার যে চক্রান্ত চলছে তাও তিনি সংগতভাবে এখানে উল্লেখ করেছেন। আমি মনে করি এই বিষয়গুলির প্রতি যিনি বিন্দুমাত্র সচেতন, এই বাজেটে তিনি বিরোধীতা করতে পারেননা। অন্য দিকে আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দপ্তর ওয়ারী আলোচনা করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের অগ্রগতি এবং আরও কি কি করতে চান তার সামগ্রিক রূপরেখা তিনি এখনে তুলে ধরেছেন। কাজেই এই দুটো দিক বাজেট এবং তার ভাবনকে আমরা নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাতে পারি। এই বাজেট পেশের ফলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে কি হবে না এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই আসে। বাজেট নির্ভর করে মূলত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর, কোন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা এমন একটা সমাজের মধ্যে বাস করি সে সমাজ হচ্ছে শোষক ও শোষিত। স্বাভাবিক ভাবেই জমিদার রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে তাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বাজেট প্রনীত হবে এবং বিগত ৩৭ বৎসর ধরে এটাই আমরা দেখেছি। যার ফলে আজকে একদিকে টাকার পাহাড় জমে উঠেছে। অন্য দিকে মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়েছে।

অন্য দিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির প্রায় কিছুই নেই বললেই চলে। রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতা সীমিত, তারা বিদেশ থেকে যখন আনতে পারেনা, এমনকি ট্যাক্স যা আদায় হয় তার শতকরা ৮৫ ভাগ আদায় করে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকারগুলির ভাগ্যে কিছু ভূমি রাজস্ব আছে, যেটা আবার ত্রিপুরা রাজ্যে নাই বললেই চলে। কারণ সাড়ে সাতকানি পর্য্যন্ত খাজনা এখানে মুকুব করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সামগ্রিক ভাবে এই সরকারের যদি মানুষের কল্যাণার্থে কাজ করার ইচ্ছা থাকে রাজ্য সরকার তার সাধামত করতে পারে না। ফলস্বরূপ ৩৭ বছর ধরে মানুষের মনে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। এই জিনিষগুলি আমাদের বিবেচনা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যে মূল বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গীটা কি? সেখানে আমরা দেখছি নূতন কর বসানো হয়েছে, ৪৪৩ কোটি টাকা, ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৩৩৪৯ কোটি টাকা। কিন্তু আমাদের রাজ্য বাজেটে এক পয়সাও নূতন করে কর বসানো হয়নি। ঘাটতি যা আছে এটাও শেষ পর্যন্ত থাকবে না। এটা আমরা বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতায় দেখেছি। তাহলে দৃষ্টিভংগীটা কি? একদিকে কোটি কোটি টাকার কর বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর অন্য দিকে করহীন বাজেট পেশ করা হয়েছে। কারণ যে রাজ্যের মধ্যে শতকরা ৮২ ভাগ মানুষ দারীদ্র সীমার নীচে বাস করে সেখানে নূতন করে কর বসানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। রাজ্য বাজেট জন-সাধারণের উপর কোন ট্যাক্সের বোঝা নেই. অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবাসীর উপর যে ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন তা অনেকাংশে আমাদের এই বাজেটকে প্রভাবিত করবে। সম্পদ করের সীমা দেড় লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়েছে ধনীদেরকে ৫৮৪ কোটি কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে এবং নূতন করে ট্যাক্স বসানো হয়েছে ৪৪৩ কোটি টাকা। বড়লোকদের যদি ছাড় দেওয়া না হত তাহলে নূতন করে কর বসানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং দৃষ্টিভংগীর এইখানেই পার্থক্য। অন্য দিকে ব্যাংকের সুদের উপর করা ছাড় দেওয়া হয়েছে. টি. ভি. আয়কর মুক্ত, কমপিউটারের উপর অন্তশুল্ক ছাড় দেওয়া হয়েছে। কেননা সারা ভারতবর্ষকে কমপিউটারাইজ ইলেকট্রনাইজ করতে হবে। এই যে কোটি কোটি টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছে, তা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। আমরা দেখেছি নূতন করে যে ট্যাক্স বসানো হয়েছে তার ১৩২ কোটি টাকা পাবে রাজ্যগুলি, আর ৩১১ কোটি টাকা পাবে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যগুলি থেকে যে ট্যাক্স আদায় হবে তার সিংহ ভাগ কেন্দ্রীয়

সরকার নিচ্ছেন রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করে। বনস্পতির উপর ৫-১০ পার্সেন্ট হারে অন্তঃশুল্ক বসানো হয়েছে। এবার থেকে প্রতিটি আমদানিকৃত দ্রব্যাদির উপর ১০ পার্সেন্ট হারে শুল্ক বসানো হয়েছে। পেট্রোলের উপর শুল্ক বসানো হয়েছে। রাজ্যে যে সমস্ত জিনিষ বাইরে থেকে আমদানি করে থাকে সেগুলির উপর তো কোন অন্তঃশুল্ক বসানো হয় নি। বরং চেষ্টা করা হচ্ছে বাইরে থেকে যে সমস্ত জিনিষ আমদানি করা হয়ে থাকে সেগুলির উপর ভর্তুকি দেওয়ার, কিভাবে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। আবার বিমান ভাড়া বাড়ানো হল, এতে জিনিষ পত্রাদির দাম আবার কিছু বাড়বে। সার্বিক সংকট দেশটাকে অন্ধকারের অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে, যেখান থেকে ফিরে আসার কোন পথ আমরা পাচ্ছি না। আমাদের এই বাজেটের মধ্যে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন সমাজ কল্যাণ, সমষ্টি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, কৃষি আবহাওয়া, যা বিষাক্ত হয়ে গেলে নির্মল রাখার প্রশ্ন আসছে এবং তার জন্য আলাদা দপ্তর রাজ্যে খোলা হয়েছে। বাজেটে সমাজ কল্যাণ, সমষ্টি উন্নয়নের জন্য টাকা বাড়ানো হয়েছে। মানুষকে বেশী করে কাজ দেওয়ার জন্য। এস. আর. ই. পি. ও এন. আর. ই. পিতে কাজ দেওয়ার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় চাউল পাই না। রাজ্যের মানুষ দাবী করছে এবং আমরাও দাবী করছি। কেন্দ্রীয় সরকার এস. আর. ই. পি. ও এন. আর. ই. পি. র জন্য ২৩৬ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ২৩০ কোটি টাকায় এনেছেন। বেকারদের কাজ দেওয়ার জন্য যে সেল্ফ এমপ্লয়-মেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে, তার সবটাই নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার উপর। তার জন্য গতবার বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ১৪৯ কোটি টাকা, এবার তা কমিয়ে দিয়ে মাত্র ৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। বিরোধী দলের নেতা এখানে প্রশ্ন তুলেছেন বেকারদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কি চিন্তা করেছেন? আর রাজীব গান্ধী, যিনি তারুন্যের প্রতীক, কোটি কোটি বেকারকে কাজ দেবেন, দেখা গেল বাজেটে ১৪৯ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে, সেল্ফ এমপ্লয়মেন্টের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছেন মাত্র ৬৫ কোটি টাকা। এগ্রিকালচার সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হবে গত বছর কৃষি খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল এ বছর তার থেকেও আরও বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। আমাদের দেশে বিশেষ করে এই এগ্রিকালচার দ্বারা যাতে করে সেখানে জল সেচের সম্প্রসারণ করা যায় সেই ব্যবস্থা করা উচিত কারণ আমাদের রাজ্যের মধ্যে টিলা হচ্ছে বিশেষ অংশ প্রায় ৬০ ভাগই টিলার মধ্যে বাগান করা হয়। কিভাবে আমরা সম্পদকে কাজে লাগাতে পারি তার জন্য কৃষি খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। অন্যখাতে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস্‌দের জন্য গতবারের চেয়ে বরাদ্দ বেশী ধরা হয়েছে। তার মধ্যে

বিশেষ করে সিডিউল কাষ্টসদের জন্য একটা পৃথক দপ্তরের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে দেখি গত বারে এই বাজেটে ৬১ কোটি টাকা ছিল এবার সেখানে সেটাকে কমিয়ে ধরা হয়েছে ৪২ কোটি টাকা। কাজেই অংকের মাষ্টার এখানে নেই, থাকলে নিশ্চয়ই এই সমস্ত জিনিষগুলি শুনতে পারতেন। এর জবাব কি দেবেন, কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এখানে বাজেটগুলি তৈরী করা হচ্ছে এবং কেন্দ্রের যে বাজেটগুলি তৈরী করা হচ্ছে সেটা বুঝবার জন্য বলতে হবে। এমনি করে আমরা দেখি আজকে দুটি গভর্ণমেণ্ট দুটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছেন। সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে একটা গভর্ণমেণ্ট কাজ করছে সেই কাজের মধ্যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে সেখানে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং সংগঠিত করবে এবং ঐক্য সংহতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। আর একটা গভর্ণমেন্টকে দেখি তাঁরা দিনের পর দিন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, প্ল্যান এবং প্ল্যানার এই যে একটার পর একটা পরিকল্পনা করছেন, পরিকল্পনার উল্লেখ করেছেন, ৬/৭টা পরিকল্পনা করেছেন ওরা টেবিলে বসে, চেয়ারে বসে পরিকল্পনা করেন আর আমরা মাটিতে বসে তার দিকে চেয়ে থাকি, এই তো হচ্ছে পরিকল্পনা। গ্রামস্তর থেকে মানুষের জন্য পরিকল্পনা হয় না। নিজেদের সাথে পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয় মানুষের কাছাকাছি সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই এইভাবে পরিকল্পনা হয় বা চিন্তা করা হয় তাই পরিকল্পনা শেষে আমরা দেখি আকাশ পাতাল পার্থক্য আর এর মধ্য দিয়ে সেখানে আমরা দেখি আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আগুন জ্বলছে। এই যে আগুন জ্বলছে তার জন্য আমরা বার বার বলছি কিন্তু কেন আজকে তবুও এই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন এই দিকে লক্ষ্য করুন, নজর দিন, সঠিক পথে মানুষকে আনবার জন্য চেষ্টা করুন। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে তাঁরা বলছেন পুলিশ দাও, মিলিটারী দাও, মানুষকে দমন পীড়নের মাধ্যমে মানুষের বিক্ষোভকে ঠাণ্ডা করে দাও একদিকে আর একদিকে মানুষকে ভাগ কর এতদিন ইংরেজ যা করেছিল। কংগ্রেস ৩৭/৩৮ বছর এইভাবে আমাদের দেশকে পরিচালনা করেছে যার জন্য আজকে এই সর্বনাশ, সে জন্যই এই বিভেদ দেখা দিয়েছে। তাঁরা গরীবের জন্য কাজ করেন না, বড় লোকের জন্য কাজ করেন। তাঁরা বড় লোকের জন্য কাজ করেন। কোটি কোটি টাকার পাহাড় এক দিকে তৈরী হয় আর এক দিকে মানুষ নিঃস্ব রিক্ত হয় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ, এই তো দৃষ্টিভঙ্গি। গরীব মানুষের জন্য বাজেটে যেটুকু আছে সমান ভাবে আমরা ভাগ করে খেতে চাই, তার জন্য আমরা যতটা পারি রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আরও বেশী লড়াই এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার জন্য অধিক বরাদ্দ আমরা আজকে আনতে চাই এই দৃষ্টিভঙ্গি এই বাজেটের মধ্য দিয়েই

প্রতিফলিত হয়েছে, সেই জন্য আমি আজকে এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল ।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে গত ২৭শে মে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৫-৮৬ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে, আমরা লক্ষ্য করেছি যখন ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসলেন তখন থেকেই আমাদের বিধানসভায় প্রতি বছরে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে না পেরে ২ / ১ মাস পর পর এই বাজেট পেশ করে থাকেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক । এর সাথে সাথে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের মঙ্গল কামনা করে এই সব বাজেট পেশ হয়ে থাকে কিন্তু আসলে বাস্তবে রূপায়িত না হয়ে বাস্তবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাহিত হয়ে থাকে কাজেই এই বাজেট আমরা সমর্থন করতে পারছিনা । এখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গরীব মেহনতী এবং বেকারদের স্বনির্ভরতার যে কর্মসংস্থান দেওয়া তা তো দূরের কথা, এখানে বলা হয়েছে যে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বাজেট ভাষনের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য এই বাজেট রচনা করা হয়েছে, কিন্তু আমরা বলবো এই বাজেট ২২ লক্ষ জনগণের স্বার্থে সম্পূর্ণ পরপন্থী এবং জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে পারবে না । গরীব মেহনতী এবং বেকার সমস্যা সমাধান তো দূরের কথা, কারণ বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে দেখতে পাই বিভিন্ন ব্লকে ডেভলাপের মাধ্যমে এস. আর ই. পি., এন. আর. ই. পি. দেওয়া হয় তার একটা উদাহরণ দিতে চাই—উত্তর ত্রিপুরার ছামনু ব্লকে বিগত দিনে এস. আর. ই. পি., এন. আর. ই. পির কাজে সম্পূর্ণ হিসাব-নিকাশ তারা মিলিয়ে দিতে পারেন নি তার ফলে আজ পর্য্যন্ত এই ছামনু ব্লকে প্রায় ৩২ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ডিফল্টার লিষ্ট আছে । এই ডিফল্টারের জন্য এই ব্লকের কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের কোন এক্শ্যান নিতে পারেন না, কারণ তিনি তো নিজেই দুর্বল । তার দুর্বলতা কি ? যে বিগত দিনগুলিতে ১৯৮২ সাল থেকেই এস. আর. ই. পি., এন. আর. ই. পি. এই সমস্ত কাজের জন্য টাকা বরাদ্দ হয় গ্রামাঞ্চলে গরীব-মেহনতী মানুষের জন্য সেই সব টাকার হিসাব দিতে পারেন না পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, এক্সটেনশ্যান অফিসার কিন্তু শুধু তাই নয় বি. ডি. ও. নিজেই ডিফলটার । এই ভাবেই বিধানসভার বাজেট পেশ করা হয় । এটা জন-স্বার্থবিরোধী কাজেই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছিনা । এই ব্লক কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যখন বিশেষ করে ল্যাম্পস্ সোসাইটি, প্যাকস্ সোসাইটি আজ পর্য্যন্ত

ত্রিপুরা রাজ্যে এই ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসের মাধ্যমে সরকারের খাতায় হিসাব দিতে পারেননি এটাও জনস্বার্থবিরোধী। কাজেই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছিনা। এই যে দুর্নীতির যে আখরা প্রতিটি ব্লকে সারা রাজ্যে তার তো কোন তদন্ত হয়না। এই প্যাকস্ এবং ল্যাম্পসের মাধ্যমে ঘুমঘড়ো ল্যাম্পস্ এবং আমবাসা ল্যাম্পস্ যে কনজামশন লোন দেওয়া হয় গরীবদের জন্য শুধু নামে আসলে কোন কিছুই দেওয়া হয়না এটা তো জনস্বার্থের জন্য নয়, কাজেই এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছিনা। আই, সি, ডি, সি এসের ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রীসভা কোন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার বিবেচনা করতে পারিনি। এইসব দুর্নীতির আখড়া হয়েছে সারা রাজ্যে। এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছিনা। এই বাজেট জাতীয় সংহতির পরিপন্থী। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই বাজেট না। তাই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ।

মি. স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৬ তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৫-৮৬ সনের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বাজেটকে সমর্থন করার কারণ হল আমি মনে করি, গোটা পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ৮৫-৮৬ সনের বাজেট এইটা একটা ইতিহাস। এই বাজেট রাজ্যের বিভিন্ন জাতি, উপজাতি সংখ্যালঘু অংশের মানুষ যারা আছেন সার্বিক বিচার বিবেচনা করে সার্বিক স্বার্থে জনগণের কল্যাণের জন্য এই বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন। এই বাজেট যখন রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের উপকারের জন্য করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরেও এই বাজেট গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহায়ক হিসাবে কাজ করবে বলে মনে করি। আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জনবাবু যে ভাষণ রেখেছেন, এই হাউসের মধ্যে উনি একজন বয়স্ক লোক। উনি বলেছেন এই বাজেট নাকি ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কলঙ্ক ডেকে আনবে। জানিনা উনি কিভাবে বয়স পার করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে এই রাজ্যে যে সমস্ত বাজেট হত, বিধানসভায় বাজেট পেশ হলে বিধানসভা থেকে গিয়ে সেই টাকা পকেটে যেত। রাজ্যের মানুষের সেই টাকা খরচ হতনা। কিছু সংখ্যক আমলা এবং তখনকার যারা মন্ত্রী ছিলেন এবং

আজকে যারা বিরোধী থেকে আছেন যারা তাদের স্বার্থে কাজ করেছেন তাদের পকেটে টাকাটা যেত। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণের জন্য এই টাকা ব্যয় হচ্ছে। যারা জাতি, উপজাতির অংশের মানুষ সংখ্যালঘু মুসলিম, মনিপুরী এদের কল্যাণের জন্য টাকা এখন খরচ হচ্ছে। আজকে সংখ্যালঘু মুসলিম ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে অনেক কিছু হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে মুসলিমদের জন্য কি হয়েছিল আর বামফ্রন্ট আসার পরে কি হয়েছে তা বিচার বিবেচনা করার মানসিকতা তাদের নেই। সংখ্যালঘু মুসলিমরা কি কোনদিন স্বপ্নেও ভেবেছিল যে তাদের ছেলেমেয়েরা আগরতলায় এসে পড়াশুনা করতে পারবে? উচ্চ শিক্ষার জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং বা মেডিক্যাল পড়তে পারবে কোনদিন কি স্বপ্নেও ভেবেছিল? সেইখানে আগরতলার মত জায়গায় কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে মেলারমাঠে মুসলিম ছাত্রাবাস নামে একটি ছাত্রাবাস করে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি মনে করি বামফ্রন্ট সরকার ইতিহাস রচনা করেছে এ ছাড়া এই রাজ্যে বাইরে থেকে যারা আসত মামলা মোকদ্দমার জন্য সেই মুসলিমদের থাকবার কোন জায়গা ছিলনা। বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে আগরতলার শিবনগরে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি মুসলিম রেষ্ট হাউস করেছেন। এছাড়া ত্রিপুরার আরও ২টি জায়গায় যেমন উদয়পুরে এবং কৈলাশহরে আরও ২টি রেষ্ট হাউসের কাজ চলছে। আর লক্ষ লক্ষ কানি জমির কোন হদিশ ছিলনা। সেগুলি বামফ্রন্ট সরকার আসর পরে গেজেট নোটিফিকেশান করে পাবলিশড করে সেই জমিগুলিকে উদ্ধার করেছে। আর সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সেটা হল সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ত তখন ছিলইনা, অন্যান্য লোকদেরও ছিলনা। সংখ্যালঘু মুসলিম যারা তারা বাজারে হাটে যেতে পারতনা। আজকে যারা দেশপ্রেমিকতা দেখাচ্ছেন তারা কোথায় ছিলেন তখন? তখন সংখ্যালঘুদের গ্যারান্টি ত ছিলনা এমনকি সংখ্যালঘুর মিনিষ্টারের গ্যারান্টি পর্য্যন্ত ছিলনা। তখন মুসলিমদের মন্ত্রী ছিলেন মনসুর আলি। তখন তার গ্যারান্টি পর্য্যন্ত ছিলনা। তার ৭ মেয়ে ছিল। ঐ কংগ্রেস আমলে ৬ জন মেয়েকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নিরাপত্তার অভাবে। এখন বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে তার ছোট মেয়েকে ত্রিপুরা রাজ্যে এনে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে মাননীয় সদস্য যিনি কৈলাশহর থেকে এসেছেন সৈয়দ বাসিত আলি উনি মাঝে মধ্যে ধর্মনগর যান। ওখানে গিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। কয়েকদিন আগেও তিনি গিয়েছিলেন সেখানে মানুষ যখন অনেক প্রশ্ন করেছিলেন উনি তার জবাব দিতে না পেরে লজ্জিত হয়ে আবার কৈলাশহরে ফিরে আসেন। সুতরাং বিধানসভায় এসে চেঁচামেচি করলে চলবেনা। এখন বিজ্ঞানের যুগ। এখন মানুষ শিক্ষিত। ভুল বুঝিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা

যাবেনা। তাই আমি মনে করি এই বাজেট জনকল্যাণমুখী সার্বিক স্বার্থে করা হয়েছে,'এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৮শে মে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী আমাদের ১৯৮৫-৮৬ সনের যে বাজেট অ্যাস্টিমেট সাবমিট করেছেন বিধানসভায় এর পরিপ্রেক্ষিতে আমারা আমি এখন বক্তব্য রাখব। মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে হিটলার থেকে আরম্ভ করে আমেরিকার ফ্যাসিবাদী এই সমস্ত আরম্ভ করে সবকিছু এইটার মধ্যে এনেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে একটা উদ্বেগের মধ্যে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে, এইটা একটা সংকটময় সময়। তার জন্য আমি বলতে চাই যে ভারতবর্ষে যখন ভীষণ একটা সংকটময় সময় ছিল ১৮৬২ সালে চীন যখন ভারতকে আক্রমন করেছিল, এখন তো করেনি, ট্রেনসফোর্ট পর্য্যন্ত যখন দখল করেছিল, বিমান ঘাটি পর্য্যন্ত যখন দখল করেছিল, তখন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কই কোন উদ্বেগ তো হয়নি। ভারতবর্ষের দুর্দিনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে। তবে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার গত মার্চ মাসে বাজেট পেশ করেন নি, করতে পারেননি দুর্যোগ ছিল বলে। তাই আজকে যে মাসে পূর্ণ বাজেট পেশ করতে পেরেছেন এবং সেই সম্পর্কে আজকে আলোচনাও হয়েছে, তাতে আমরা জেনেছি পূর্বে যে বাজেট পেশ করা হয়েছিল তার সেই অর্থ কিভাবে খরচ করা হয়েছে। আজকেই এই পূর্ণ বাজেট সম্পর্কে ট্রেজারী ব্যাঞ্চের সদস্যগণ এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করেছেন এবং তাতে এই বাজেটের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন, আমি বলব যে এইটা একটা পূর্ণ বাজেট হয়নি, কারণ একটা পূর্ণ বাজেট তৈরী করতে হলে যে দিকগুলির কথা তাতে চিন্তা করতে হয় সেগুলি এখানে নাই। একটা সত্যিকারের বাজেট সাবমিট করতে গেলে তাতে যেগুলি থাকা দরকার ছিল তার সব কিছু এখানে আছে কি না সেটা দেখা উচিৎ ছিল। আমরা দেখেছি এখানে পি, ডবলিও, ডির জন্য ডিমাণ্ড নাম্বার তাতে ৫১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এদিকে আমার হিসাবে টাকা হয়েছে ৪৯ কোটি ৩৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা। এই অর্থ সম্পর্কে আমাদের যা বলার আছে সেটা আমি একটু পরেই বলছি, এই পয়েন্টে হিসাব করতে গেলে দেখা যায় তাতে প্রায় ১২৫ লক্ষ টাকার মত গড়মিল আছে। আজকে এই বাজেট নিয়ে আলোচনা

করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী ব্যাঞ্চের সদস্যগণ দাবী করেছেন এই বাজেটের ফাইলটা চুরি হয়েছে বলে। এখানে এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, যেখানে পুলিশ দপ্তরের জন্য এইভাবে টাকা বাড়ানো হচ্ছে সেখানে এই পুলিশের সামনে দিয়ে কি করে মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বার থেকে এই ফাইলটা চুরি হয়ে গেল ? আমরা লক্ষ্য করেছি যে, পুলিশ দপ্তরের জন্য ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমরা বলব যে পুলিশের জন্য যত টাকা বাড়ানো হচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে যে ওরা ইনেকটিভ হয়ে যাচ্ছে। আসলে বামফ্রন্ট সরকারের পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে যেসব ঈশানচন্দ্র নগরের এম. এল. একে পাহাড়া দেওয়ার জন্য তার স্কুলে ডজনে ডজনে পুলিশকে ডিউটিতে রাখার দরকার হবে। তাদের লোক ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার এইভাবে পুলিশকে ব্যবহার করা যায় না। মানে অন্যরা চাইলেও ওনরা পাঠাবেন না। আমরা দেখেছি যে তাদের আলদা সিকিউরিটি না দিলেও চলে কিন্তু এখন দেখা যায় যে যদি কোন বিধায়ক কোথায়ও বাহির হন তাহলে সেই বিধায়কের গতিপথের সমস্ত স্পটে তার জন্য পাহাড়া বসাতে হবে আর মাননীয় সদস্যগণ বলছেন যে পুলিশী একশানের জন্য তাদের সংখ্যা বাড়ানো হবে। তাদের সত্যিকারের প্রশিক্ষণ বাড়ানোর কোন প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন হল তাদের সংখ্যা বাড়ানোর, কারণ সংখ্যায় বেশী না হলে বিধায়কদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে কি করে তাদেরকে ? অথচ যেখানে ক্রাইম চলে সেখানে পুলিশকে পাওয়া যায় না, আর যেখানে ক্রাইম নাই সেখানে গিয়ে পুলিশরা দেখে যে কি হয়েছে সেখানে এবং সেখানে থেকে ভাল লোকদেরকে ধরে নিয়ে আসে। তাহলে ক্রাইম কারা করে সেটা এখানে পরিষ্কার হয়ে গেল। আর একটা কথা মাননীয় ট্রেজারী ব্যাঞ্চের সদস্যদের বক্তব্যে বলেছেন যে, করবিহীন ত্রিপুরার মানুষ কয়টা সরকারকে কর দেবে। ঠিকই বলেছেন, ত্রিপুরার দরিদ্র মানুষ কত জনকে কর দেবে, যেমন তাদেরকে উগ্রপন্থীদের কর দিতে হবে, বামফ্রন্ট সরকারকে কর দিতে হবে, কর্মচারীদেরকে প্রফেশনাল ট্যাক্স দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন, আপনার সময় শেষ।

শ্রী রসিকলাল রায় : স্যার, আমার বক্তব্যতো শেষ হচ্ছে না, আমাকে সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি ১১ মিঃ সময় নিয়েছেন।

শ্রীরসিকলাল রায় :- আমরা দেখেছি যেখানে ইরিগেশান করার দরকার সেখানে তারা তা করছেন না। আমারা একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে বেজিমারার প্রধানের হাতে নাকি একটা মেসিন দেওয়া আছে। মেসিনটা আছে ঠিকই, কিন্তু তার কোন লাইন নাই। এই মেশিনটা দিয়ে এইটাই প্রমাণিত হয় যে ওরা এই ভাবেই ইরিগেশানের কাজে টাকা খরচ করছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য এখন শেষ হবে।

শ্রীরসিকলাল রায় :— এই সব কারণের উপর আমার আরও বলার ছিল, যাই হোক সময় শেষ, বাজেটের বিরোধীতা করে এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ২৮শে মে মঙ্গলবার, ১৯৮৫ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. :—34

Nâne of Member :— Sri Subodh Ch. Das

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগর বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিম পানিসাগরে হৈলেনছড়া, বিলথৈ ছড়া ও পানিসাগর ছড়ার ভাঙ্গনে যেসব চাষের জমি ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে তাহা রক্ষা করার কোন উদ্যোগ সরকার নিচ্ছেন কি না ? এবং	১। না।
২। উদ্যোগ নিয়ে থাকলে তা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?	২। প্রশ্ন উঠেনা।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 114

Name of Member : Shri Diba Chandra Hrangkhal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে ছামনু টি. ডি. ব্লকে এস, টি. কর্পোরেশন হইতে উন্নয়নের কাজে আজ পর্যাম্ভ কোন লোন দেওয়া হয় নাই,	১। হ্যাঁ।
২। সত্য হলে তার বিস্তারিত কারণ.	২। ছামনু ব্লকে সব কটি গাঁওসভা ল্যাম্পের অন্তর্ভুক্ত। ঐ ব্লক এলাকাধীন এস. টি কর্পোরেশনের সদস্য ল্যাম্পগুলির ঋণ পরিশোধের অবস্থা সন্তোষজনক না হওয়ায় তাদের ঋণ দিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলি আগ্রহী নয়।
৩। ভবিষ্যতে উক্ত ব্লকে এস. টি. কর্পোরেশন হইতে উন্নয়ন কাজের জন্য লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা,	৩। হ্যাঁ, এ বিষয়ে সক্রিয় প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।
৪। যদি ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তা হলে কবে নাগাদ তাহা দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?	৪। এ পর্যান্ত ৩০ (তিরিশ) টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে। বর্ত্তমানে এগুলি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষে ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত পরিবারদের যথা সম্ভব শীঘ্র ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

Admitted Starred Question No, 116

Name of the Member : — Sri Diba Chandra Hrangkhal, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

(১) উত্তর ত্রিপুরা মনুঘাটে Fire Service কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ;

(২) যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা করা যায় ; এবং

(৩) যদি না থাকে তাহলে তার. কারণ ?

: ANSWER :

(১) বর্তমানে নাই ।

(২) সমগ্র ব্লক হেড কোয়াটারগুলিতে অগ্রাধীকার

(৩) ভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন স্থাপনের প্রকল্প সরকার গ্রহণ করিয়াছেন । এই প্রকল্প ধাপে ধাপে রূপায়িত হইবে। ব্লক সদরে ফায়ার ষ্টেশন স্থাপনের পর অন্যান্য জায়গার ফায়ার ষ্টেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করে দেখা হবে ।

Admitted starred Question No. 127.

Neme of the Member :— Shri Mati Lal Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be Pleased to state :—

(১) বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে হোমগার্ডেদের সংখ্যা কত

(২) উক্ত হোমগার্ডদের মধ্যে কত সংখ্যক মেট্রিকুলেট বা তৎসমতুল্য পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে ;

(৩) পাশ করা উক্ত হোমগার্ডদের চাকুরীতে প্রমোশন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা সরকার

গ্রহণ করিবেন কি না ;

(৪) করিলে তাহা কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ;

(৫) না করিলে তার কারণ ?

ANSWER

(১) রাজ্যে মোট হোমগার্ডের সংখ্যা ২৯৫২ জন,

(২) ৩৪৫ জন মাধ্যমিক পাশ এবং বাকী ২৬০৭ জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিকের নীচে।

৩ নং হোমগার্ড একটি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা। ইহার
৪নং সদস্যগণ স্বেচ্ছাসেবক বিধায় প্রমোশনের প্রশ্ন
৫ নং উঠে না। হোমগার্ডদের যোগ্যতা অনুযায়ী তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীভবে সমস্ত দপ্তরকে পদে অগ্রাধীকারের ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য নির্দেশ দেয়ও৷ হইয়াছে।

Admitted Starred Question No : 159

Name of the Member :— Sri Nagendra Jamatia M. L. A.

will the hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১) বর্তমান বছরের জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত রাজ্যে বিশেষত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মোট কয়টি গরু চুরির ঘটনা ঘটিয়াছে ;

২) তার মধ্যে কয়টি ক্ষেত্রে পুলিশ অপহৃত গরু উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ; এবং

৩) কয়টি ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে ?

ANSWER

১) ১৯৮৫ইং সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মোট ৬৩টি গরু চুরির ঘটনা ঘটিয়াছে।

২) ১২টি ক্ষেত্রে পুলিশ অপহৃত গরু উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

৩) ১১টি ঘটনায় মোট ১২ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

Admitted Starred Question No, 164

Name of the Member :— Shri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আগরতলার উপজাতি বিশ্রামাগারটি কবে এবং কোথায় স্থাপিত হয়েছে,

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত বিশ্রামাগারে কোন উপজাতি থাকেন না, এবং

৩। সত্য হলে উক্ত বিশ্রামাগারটি সহরের কেন্দ্রস্থলে সরিয়ে আনার কোন উদ্যোগ সরকার গ্রহন করবেন কিনা,

উত্তর·

১) আগরতলায় দুটি উপজাতি বিশ্রামাগার আছে। একটি বড়দোয়ালীতে, অন্যটি জি, বি, হাসপাতাল এলাকায়। বড়দোয়ালীস্থিত বিশ্রামাগারটি ১৯৬০-৬১ সালে এবং জি, বি, হাসপাতাল এলাকার বিশ্রামাগার ১লা এপ্রিল, ১৯৮২ ইং সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২) বড়দোয়ালীস্থিত বিশ্রামাগারটিতে বর্তমানে কোন উপজাতি থাকেন না, কিন্তু জি, বি হাসপাতাল এলাকার বিশ্রামগারে যে সব উপজাতি রোগী জি বি, ও ভি, এম হাসাপাতালে চিকিৎসিত হচ্ছেন তাদের আত্মীয় স্বজন নিয়মিত যথেষ্ট সংখ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।

৩) আগরতলা সহরে ২নং এম, এল, এ, হোষ্টেল সংলগ্ন জমিতে আরও একটি উপজাতি বিশ্রামাগার নির্মানের কার্য্য ব্যবস্থা রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন। বিশ্রামাগারটি ৩৫ শয্যা বিশিষ্ট হবে। প্রস্তাবিত ৬ লক্ষ ১১ হাজার ১ শত টাকার এষ্টিমেটের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই পূর্তবিভাগকে ২ লক্ষ টাকা অর্থ মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 171.

Name of the Member :— Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state.

১। ১৯৮৫ ইং সনের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ ইং সনের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার কতজন টি, এন, ভি উগ্রপন্থীকে আটক করতে পেরেছেন, এবং

২। তাদের নিকট হতে কতগুলি খোয়া যাওয়া অস্ত্র উদ্ধার করতে পেরেছেন;

৩। রাজ্যের উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষিত, এলাকায় কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী এখন পর্য্যন্ত কতজন টি, এন, ভি উগ্রপন্থীকে আটক করতে পেরেছেন ;

৪। বর্ত্তমানে রাজ্যের উগ্রপন্থী দমনে সরকার নূতন করে আরও কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

ANSWER

১। ৪ জন উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইয়াছে।

২। উক্ত ৪ জনের নিকট হইতে কোনও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় নাই।

৩। আজ পর্য্যন্ত কোনও উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই।

৪। উগ্রপন্থী দমনের জন্য ২টি সি আর, পি এফ ব্যাটালিয়নকে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষন দেওয়া হইতেছে এবং শীঘ্রই প্রশিক্ষন শেষ হইবে। রাজ্যের টহলদারী বাহিনীকে জোরদার করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত জায়গায় টহল দেওয়ার অসুবিধা সে সব জায়গায় সিকিউরিটি ক্যাম্প বসান হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ এলাকায় জোরদার কম্বিং অপারেশন চলিতেছে।

Admitted Un-starred Question No. 13
Name of Member :— Shri Subodh Chandra Das
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be Pleased to State.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে কতটি ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছিল,	১। ১৯৮৪-৮৫ ইং অর্থ বছরে পুনর্বাসনের আওতায় আনা হয়েছে এমন ভূমি-হীন উপজাতি পরিবারের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—
এবং	

(ক)	সাতচাঁদ ব্লক—	১৭	পরিবার
(খ)	বগাফা ব্লক—	১৩৩	পরিবার
(গ)	রাজনগর ব্লক—	১৪	পরিবার
(ঘ)	মাতাবাড়ী ব্লক—	৯৫	পরিবার
(ঙ)	অমরপুর ব্লক—	১৪০	পরিবার
(চ)	ডুম্বুরনগর ব্লক—	৮১	পরিবার
(ছ)	মেলাঘর ব্লক—	১৬	পরিবার
(জ)	বিশালগড় ও		
(ঝ)	জিরানীয়া „—	৯০	পরিবার
(ঞ)	মোহনপুর ব্লক—	১৩	পরিবার
(ট)	তেলিয়ামুড়া „—	৪২	পরিবার
(ঠ)	খোয়াই "—	৬৭	পরিবার
(ড)	সালেমা ব্লক—	২৮৩	পরিবার
(ঢ)	কুমারঘাট ব্লক—	২১৩	পরিবার
(ন)	ছামনু ব্লক—	৮২	পরিবার
(ত)	কাঞ্চনপুর "—	৬৪	পরিবার
(থ)	পানিসাগর "—	৫১	পরিবার

মোট—১৪০১ পরিবার

২। এর মধ্যে কোথায় কতটি পরিবার পি, জি, পি, গ্রুপের আওতায় রয়েছে,	২। ৭৮৫টি পরিবার পি, জি, পি, গ্রুপের আওতায় রয়েছে। এদের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

(ক)	সালেমা ব্লক	—২৬০	পরিবার
(খ)	হামরু ব্লক	— ১২	পরিবার
(গ)	কুমারঘাট "	— ২১৩	পরিবার
(ঘ)	ডুম্বুর নগর "	— ৮১	পরিবার
(ঙ)	অমরপুর "	— ৪০	পরিবার
(চ)	মাতাবাড়ী "	— ৮০	পরিবার
(ছ)	বগাফা "	— ৯৯	পরিবার
		৭৮৫	পরিবার

Admitted Un-starred
Question No. 33.
Name of M. L. A. :—Shri Jawhar Shaha.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to State :—

(ক) রাজ্যে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত নিয়মিত ও অনিয়মিত সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 36

Name of Member : Shri Samar Choudhury

প্রশ্ন	উত্তর
১) ১৯৭৮ইং হইতে ১৯৮৪ইং ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত কোন ব্লকে কত কৃষি জমিতে জল সেচের জন্য কত ক্ষমতা সম্পন্ন M. I. Scheme চালু করা হয়েছে?	১) ১৯৭৮ইং হইতে ১৯৮৪ইং এর ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত যেসব নূতন স্কীম চালু হইয়াছে তাহার বিবরণ সঙ্গে দেওয়া হইল।
২) ঐ সকল স্কীম দ্বারা কোন ব্লকে কত পরিমাণ কৃষি জমিতে ১৯৮৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৮৫ সনের এপ্রিল ৮ মাস পর্যন্ত প্রকৃত পক্ষে জল সেচ করা সম্ভব হয়েছে?	২) ঐ সব স্কীম দ্বারা ১৯৮৪ইং সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৮৫ইং এপ্রিল পর্যন্ত সেচকৃত জমির পরিমাণ সংযোজনীতে দেওয়া হইল।
৩) উক্ত সময়ে প্রকৃত সেচপ্রাপ্ত কৃষি জমির ব্লক ভিত্তিক Gross area কত?	৩) বর্তমানে রবি ও বোরো মরশুমে যেসব জমিতে সেচ করা হয় সেসব জমির Net area এর হিসাব রাখা হয়। আউস ও আমন ধানের জন্য মাঝে মাঝে যে জল দেওয়া হয় তাহার হিসাব সাধারণত রাখা হয় না।

সংযোজনী

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	স্কীমের নাম	পাম্পের ক্ষমতা [H.P.] ডি = ডিজেল ই = ইলেক্ট্রিক	মুখ্য কার্য[illegible] হেক্টর	ব্যবহ[illegible] ক[illegible] ১৯৮[illegible]
১	২	৩	৪	৬	৬
১	পানিসাগর	ফটিকরায় এল আই	১ডি (১×১৫)	১২	৭
২	ঐ	রোয়া (টেল্) এল আই	১ডি (১×১৫)	১২	৮
৩	পানিসাগর	ইচাইসোনাপুর এল আই	৩ই (৩×২০)	৪৮	১৮
৪	ঐ	উত্তর লংথাড এল আই	২ই (২×৫০)	১১৬	২০
৫	ঐ	পানিসাগর এল আই	২ই (২×২০)	১২	১০
৬	পানিসাগর	সৎ সঙ্গম এল আই	২ ই (১×২০+১×৪০)	৮৮	বৈদ্যুতিক গোলযোগ
৭	পানিসাগর	উত্তর পূর্ব পানিসাগর এল আই	২ ই (২×২০)	৩০	১২
৮	পানিসাগর	পূর্ব রাজনগর ডি টি ডব্লু	১ ই (১×৩০)	৩০	১১
৯	পানিসাগর	জলেবাসা ,,	১ ই (১×৫০)	৩০	জল পর্য্যাপ্ত নয়
১০	পানিসাগর	বাটারসি ,,	১ ই (১×২০)	৩০	৪
১১	পানিসাগর	ভাগ্যপুর ,,	১ ই (১×২০)	৩০	১৪
১২	পানিসাগর	শাকাইবাড়ী ,,	১ ই (১×২০)	৩০	১৩
১৩	পানিসাগর	বুধাকান্দি ,,	১ ই (১×২০)	৩০	৭
১৪	পানিসাগর	রাধাপুর ,,	১ ই (১×১২৫)	৩০	৮
			মোট	৫২৮	১৩২

১	২	৩	৪	৫	৬
১৫	কাঞ্চনপুর	মাছমারা এল আই	২ ই (২×২০)	২৪	১১
১৬	কাঞ্চনপুর	বেতাছরা এল আই	১ ই (১×৪০)	৬০	৮
১৭	ঐ	কমলপুর ১ ”	১ ই (১×১৭৫)	৬৮	৪
১৮	ঐ	কমলপুর ২ এল আই	১ ই (১×২০)	৪০	৪
১৯	কাঞ্চনপুর	ইউরিছিয়া এল আই	১ ডি (১×১৬)	৮ জমির গোলযোগ	
২০	কাঞ্চনপুর	কাঞ্চনপুর এল আই	২ ই (২×২০)	৬২	৭
২১	কাঞ্চনপুর	রাধামাধবপুর ডি টি	১ ই (১×১৫)	৬০	৩
			মোট—	২৫২	৩৭
২২	কুমারঘাট	মাচুলি এল আই	২ ই (২×২০)	৩০	১২
২৩	কুমারঘাট	গোবিন্দপুর এল আই	২ ই [২×২০]	১২	১০
২৪	কুমারঘাট	দঃ মাছুলি এল আই	১ ডি (১×১৫)	১২	১০
২৫	কুমারঘাট	ফকিরবাধা এল আই	২ ই (২×২০)	১২	১৬
২৬	কুমারঘাট	পেছারথাছরা এল আই	৩ ই (৩×৩০)	৪৫	১৪
২৭	কুমারঘাট	ফটিকছরা এল আই	৩ ই (৩×২০)	৫১	১৪
২৮	কুমারঘাট	বাবর এল আই	২ ই (২×২০)	৪০	১৪
২৯	কুমারঘাট	নাদিবাই এল আই	২ ই (২×২০)	৩৮	১২
৩০	কুমারঘাট	কুকিধার এল আই	২ ই (২×২০)	২০	১৪
৩১	কুমারঘাট	সোনাইমুড়ি এল আই	২ ই (২×২০)	৯০	৩১
৩২	কুমারঘাট	গৌরনগর ডি. টি. ডাবলু	১ ই (১×২০)	৩০	৮
			মোট—	৩৮০	১০৫
৩৩	ছামনু	ছৈলেংটা এল আই	৩ ই (৩×৩০)	৪৮	২৬
৩৪	ছামনু	ধুমাছরা এল আই	২ ই (২×২০)	২৪	১৪
৩৫	ছামনু	মৈনামা ডি টি ডাবলু	১ ই (১×২০)	৩০	১২
৩৬	ছামনু	করমছরা ডি টি ডাবলু	১ ই (১×২০)	৩০	১৫
			মোট—	১৩২	৬৭

১	২	৩	৪	৫	৬
৩৭	সালেমা	দেবনাড়ী এল আই অস্থায়ী	৩ ডি (১×১৫ +২×১৪'৫)	২০	১২
৩৮	সালেমা	গঞ্জাবিল এল আই	৩ ই (৩×২০)	১৪০	৩৫
৩৯	সালেমা	হালাহালি এল আই	২ ই (১×২০)	৮০	৫১
৪০	সালেমা	মোহনপুর এল আই	২ ই (২×২০)		১২
৪১	সালেমা	রূপেশপুর এল আই.	১ ই (১×২০)		মটর চুরি হয়েছে
৪২	সালেমা	উত্তর হালাহালি „	১ ডি (২×১৫)	৮	৭
৪৩	সালেমা	হালাহালি এল আই	১ ডি [১×১৫]	৮	৯
৪৪	সালেমা	মানিক ভাণ্ডার „ ১	১ ডি [১×১৫]	৮	১৪
৪৫	সালেমা	রাখালতলি এল আই	১ ই [১×২০]	১২	১৭
৪৬	সালেমা	ডলুগাড়ী এল আই	১ ডি [১×১৫]	৮	৬
৪৭	সালেমা	কালাছড়া এল আই হইতে	৩ই (৩×২০)	৫৮	৪০
৪৮	সালেমা	মাচুরিয়া এল আই	৩ই (৩×২০)	৪৪	৩৮
৪৯	সালেমা	ধলাই হইতে কচুছড়া এল আই	৩ই [৩×২০]	৬২	৩৮
৫০	সালেমা	রূপেশপুর এল আই ২	১ ডি [১×১৫]	৮	৫
৫১	সালেমা	মানিকভাণ্ডার ২ এল আই	১ই [১×২০]	৮	৭
৫২	সালেমা	ছুরাই শিববাড়ী „	৩ ই [৩×২৪]	৮০	৫০
৫৩	সালেমা	অভঙ্গ ডি, টি, ডব্লু „		৩০	অপ্রাপ্তস্থ জল
৫৪	সালেমা	জতকাকুরী এল আই	১ই [১×৩০]	৩০	২৪
৫৫	সালেমা	মহারানী এল আই	১ই [১×৩০]	৩০	২০
৫৬	সালেমা	মোহনপুর মলয়া „	১ ই [১×৩০]	৩০	১০
			মোট—	৬৮০	৫৯৮

১	২	৩	৪	৫	৬
৫৭	খোয়াই	সেফিতুর এল আই	২ ই [২×২০]	৪০	২৫
৫৮	খোয়াই	জামির মঠ এল আই	৩ ই [৩×৪০]	৭৫	৫৩
৫৯	খোয়াই	মুহুরীচর এল আই	২ ই [২×৪০]	৮০	২০
৬০	খোয়াই	বাজিল বাড়ী ডি, টি, ডব্লু এল আই	১ ই [১×৩০]	৩০	৮
৬১	খোয়াই	সমতল পদ্মবিল ”	১ ই [১×১৭'৫]	৩০	৫
৬২	খোয়াই	ইছালিয়া ছড়া ডাইভারসন		৪০	৩৩
			মোট—	২৯৫	১৪৪
৬৩	তেলিয়ামুড়া	মাই গঙ্গা এল আই	২ ই [২×২০]	৮০	৪৫
৬৪	চাম্পামুড়া	চামপ্লাই হাওড় এল আই	২ই [২×২০]	১০০	৫৪
৬৫	”	কবিলং এল আই	২ই [২×২০]	৫২	১৬
৬৬		সাউথ দ্বারিকাপুর ঐ	৪ই [৪×২০]	১৭২	৬৬
৬৭		কমলনগর ২ ঐ	২ই [২×২০]	৮০	৩০
৬৮		দুর্গাপুর এল আই	২ই [২×২০]	৮০	৩০
৬৯		লক্ষ্মীনারায়ণপুর ২ ঐ	৩ই [৩×২০]	৮০	৪০
৭০		গিলাতলী এল আই	২ই [২×২০]	১৬০	৫০
৭১		তৃষাবারি ১ এল আই	২ই [২×২০]	৮০	২১
৭২		বাইশ ঘরিয়া ২ ঐ	২ই [২×২০]	৮০	৬০
৭৩		তৃষাবারি ২ এল আই	৩ই [৩×২০]	৯০	৬০
৭৪		চাকমাঘাট এল আই	২ই [২×২০]	২০	১০
৭৫		তুই চন্দ্রাই ডি, টি, ডবলিউ	১ই [১×৩০]	৩০	২৭
৭৬		বালুছড়া ঐ	১ই [১×১৫+১× ১৭'৫]	৩০	১৪
৭৭		বৃন্দাবন ঐ	১ই [১×৩০]	৩০	৬
			মোট	১১৬৪	৪৮৯

১	২	৩	৪	৫	৬
৭৮	জিরাণিয়া	রাণীর গাঁও এল আই	১ ডি [১×১৫]	২০	১৫
৭৯	জিরাণিয়া	দুর্গানগর এল আই	১ ডি (১×১৫)	২০	১৭
৮০	জিরাণিয়া	মধ্য আসামপাড়া ঐ	১ ডি (১×১৫)	১২	১৯.৫
৮১	জিরাণিয়া	খেরামপাড়া ঐ	২ ই (২×২০)	৮	১৬
৮২	জিরাণিয়া	রাধামোহনপুর ১ ঐ	২ ই (২×২০)	৮	২৪
৮৩	জিরাণিয়া	পূর্ব নোয়াগাঁও এল আই	২ই (২×২০)	২০	৩২.৫০
৮৪	জিরাণিয়া	দুধপাতিল (ইষ্ট) ঐ	২ই (২×২০)	৮	২০
৮৫	জিরাণিয়া	দুধপাতিল (ওয়েষ্ট) ঐ	২ই (২×২০)	৮	২০
৮৬	জিরাণিয়া	রসিরাম সিপাইপাড়া ঐ	২ই (২×১৫)	৮	১০
৮৭	জিরাণিয়া	রাণীরগাঁও এল আই	২ই (২×২০)	১২	২৯
৮৮	জিরাণিয়া	রাধামোহনপুর অস্থায়ী ঐ	১ডি (১×১৫)	৮	১৭
৮৯	জিরাণিয়া	মাধববাড়ি এল আই	২ই (১×২০+১×১৫)	৫৬	১০
৯০	জিরাণিয়া	ভুবনচন্তাই এল আই	১ই (১×১৫)	৪০	১০
৯১	জিরাণিয়া	গুনমনি ঠাকুর পাড়া ডি, টি, ডবলিউ	১ই (১×২০)	৩০	২২
			মোট—	২৫৮	২৭২
৯২	মোহনপুর	কামালঘাট এল আই	১ডি (১×১৫.৭)	৩০	১৪
৯৩	মোহনপুর	ঈশানপুর ডি, টি ডবলিউ	১ই (১×৩০)	৩০	১০
৯৪	মোহনপুর	ঢাকাইয়াপল্লী ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	৯
৯৫	মোহনপুর	জলিলপুর ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	১৩
৯৬	মোহনপুর	ছেছুরিয়া ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	২৬
৯৭	মোহনপুর	কালাছড়া ঐ	১ই (১×২০)	৩০	২
৯৮	মোহনপুর	মধ্যভুবনবন ঐ	১ই (১×২০)	৩০	১৬
৯৯	মোহনপুর	বিজয়নগর ঐ	১ই (১×২০)	৩০	১৫
১০০	মোহনপুর	কালাছড়া ডাইভারসন		৬০	২০
১০১	মোহনপুর	আথালিয়া ছড়া ঐ		২০২	৪৯
			মোট—	৫০২	১৭৭

১	২	৩	৪	৫	৬
১০২	বিশালগড়	কাঞ্চনমালা (ইষ্ট) এল আই	১ই (১×২০)	১২	১১·৩
১০৩	বিশালগড়	কাঞ্চনমালা (ওয়েষ্ট) ঐ	১ই (১×২০)	৮	৪৪
১০৪	বিশালগড়	রাজেশ্বরীপুর এল আই	১ই (১×২০)	১২	৪০
১০৫		লক্ষ্মীবিল ঐ	৩ই [৩×২০]	৩২	৮২
১০৬		দুর্গানগর ঐ	২ই [২×২০]	২০	৬২
১০৭		গজারিয়া [হাওড়া থেকে] এল আই		৬০	
১০৮		আমতলী ঐ	২ই (২×২০)	২০	১৫
১০৯		বড়জলা ঐ	২ই (২×২০)	২০	৮০
১১০		ডুকলি-১ ঐ	২ই (২×২০)	২০	৪০
১১১		গোলাঘাটি-২ ঐ	৩ই (৩×২০)	৭২	৫৮
১১২		ডুকলি-২ ঐ	১ ডি (১×১৫·৭)	২০	২২
১১৩		টাকারজলা ঐ	৪ই (৩×৩০+১×১৫·৭)	৮৬	১২
১১৪		নারায়ণখামার ঐ	২ই (২×২০)	৬০	১২
১১৫		কেনামিয়া ফিল্ড ডি, টি, ডবলিউ	১ই (১×৩০)	৩০	১২·৬০
১১৬		রাউথ খোলা ঐ	১ই (১×২০)	৩০	৬০
১১৭		টাকারজলা ঐ	১ই (১×১৫)	৩০	১৮
১১৮		ব্রজপুর ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	১৪
১১৯		মধুপুর ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	১৬
১২০		নাগীছড়া ঐ	১ই (১×২০)	৩০	১৬
১২১		গৌতমনগর ঐ	১ই (১×১৭·৫)	৩০	১৫

১	২	৩	৪	৫	৬
১২২	বিশালগড়	পাণ্ডবপুর ডি টি ডবল্‌উ	১ই (১×২০)	৩০	১৫
১২৩		চাম্পামুড়া ঐ	১ই (১×২০)	৩০	৫
১২৪		আড়ালিয়া ঐ	১ই (১×১২.৫)	৩০	কিছুদিন আগে হয়েছে
			মোট—	৭৪২	৬২৯.৮০
১২৫	মেলাঘর	সোনামুড়া মাঠ এল আই	৪ই (৪×২০)	৬৮	৬৪
১২৬	”	সোনামুড়া টাউন ঐ			
১২৭	”	দুর্গাপুর-১ ঐ	২ই (২×২৫)	২৪	২৫
১২৮	”	রাঙামাটি ঐ	২ই (২×৪০)	৭২	কিছুদিন পূর্বে হইয়াছে
১২৯	”	বাগবাসা অস্থায়ী এল, আই	১ডি (১×১৫)	৮	৮
১৩০	”	ধলিয়াজলা এল আই	৪ই (৪×২০)	৬৮	৬২
১৩১	”	দুর্গাপুর-২ ঐ	১ই (১×২০)	৮	৭
১৩২	”	বেজীমারা অস্থায়ী এল, আই	১ডি (১×১৫)	৯	৮
১৩৩	”	সক্ষরবঙ্গ-১ ঐ	১ডি (১×১৫)	১২	১২
১৩৪	”	কমলনগর ঐ	২ই (২×২৫)	৫৬	৪০
১৩৫	”	বরদোয়াল ঐ	৩ই (২×৩০+১×৪০)	১২০	৪৫
১৩৬	”	কামরাজাতলী ঐ	৩ই (২×২০+১×৩০)	৭২	৩৬

১	২	৩	৪	৫	৬
১৩৭	মেলাঘর	প্রাণতলী এল আই	৩ই (৩×৩০)	১২	৬৫
১৩৮	,,	পদ্মডেপা ঐ	৩ই (৩×৩০)	৪৮	৩৮
১৩৯	,,	কালীকৃষ্ণনগর ডি, টি ডবলিউ	১ই (১×৩০)	৩০	২
১৪০	,,	কলমছড়া ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	২.৫০
১৪১	,,	ভেলুয়াবচর ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	৫
১৪২	,,	কুয়োলিয়াছড়া ডাইভারসন		৮০	৮৫
			মোট—	৮২৭	৫০৪.৫
১৪৩	মাতাবাড়ী	বারোভুইয়া ডি, টি, ডব্লিউ	১ই (১×৩০)	৩০	৩৫
১৪৪	,,	গর্জ্জনমুড়া ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	৩৫
১৪৫	,,	তুলামুড়া ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	৩২
১৪৬	,,	কুপিলং ঐ	১ই (১×২০)	৩০	২৫
১৪৭	,,	কুয়াইমুড়া ঐ	১ই (১×২০)	৩০	৩০
১৪৮	,,	কামছরী ঐ	১ই (১×২০)	৩০	৩৪
১৪৯	,,	হোলাক্ষেত ঐ	১ই (১×২০)	৩০	৩০
১৫০	,,	আমতলী শিলমাটি এল আই	১ই (১×২১+১×৩০)	২০	৩৫
১৫১	,,	— ঐ —	১ই (১×১৫)	২০	২৮
১৫২	,,	খিলপাড়া এল আই	১ডি [১×১৫]	২০	২৩

১	২	৩	৪	৫	৬
১৫৩	মাতাবাড়ী	টারফাভোম এল আই	১ডি [১×২০]	২০	২০
১৫৪	,,	ধ্বজনগর-১ ঐ	১ই [২×২০]	২০	৩০
১৫৫	,,	ঐ ২ ঐ	১ডি [১×১৫]	১৫	২০
১৫৬	,,	পিত্রাছড়া-২ ঐ	১ডি [১×১৫]	১৫	১৮
১৫৭	,,	ডাকমাজলা-১ এল আই	২ই [১×২০]	২৬	২৫
১৫৮	,,	হিরাপুর ঐ	২ই [২×২০]	১৫	১৯
১৫৯	,,	কোটামাটি ঐ	২ই [২×২০]	১৫	২৭
১৬০	,,	জোয়ানবাড়ী ঐ	৩ই [৩×২০]	৮০	১৫
১৬১	,,	আমতলী শিলমাটি-৪ ঐ	[১ডি+২ই] [১×২০+২×২০]	২০	২৫
১৬২	,,	কিশোরগঞ্জ-১ ঐ	১ডি [১×১৫]	২০	২০
১৬৩	,,	ডাকমাজলা-২ এল আই	১ই [১×১৫]	২৬	৩১
১৬৪		,, -৩ ঐ	১ই [২×২০]	২৬	২৫
১৬৫	,,	শালগড়া-২ এল আই	১ডি [১×২০]	২০	২০
১৬৬	,,	রাজারবাগ ২ এল আই	২ই [২×২০]	২০	২১
১৬৭	,,	নোয়ামাটি ২ এল আই	২ই [২×২০]	১৫	২২
১৬৮	,,	,, ৩ ঐ	১ডি [১×২০]	২০	২২
১৬৯	,,	দক্ষিন মহা- রাণী ঐ	৩ই [৩×২৫]	৫২	৪৫

১	২	৩	৪	৫	৬
১৭০	মাতাবাড়ী	আমতলী ও এল আই	১ডি [১×১৫]	২৫	২২
১৭১	,,	ধ্বজনগর ঐ	১ই [১×২০]	২০	২১
১৭২	,,	পিত্রা ঐ	২ই (২×২০)	২০	২৫
১৭৩	,,	নাজিলাবাড়ী প্রোবিডি		২০	১৭
				মোট —৭৮১	৭৮০
১৭৪	বগাফা	মুহুরীপুর-২ এল আই	১ডি (১×২০)	৪০	১৩
১৭৫	,,	কলসী বাজার ঐ	২ই (২×২০)	৬০	৪০
১৭৬	,,	সুভাষ কলোনী ঐ	২ই (২×২০)	৩০	২২
১৭৭	,,	মহামুনি এল আই	১ই (১×২০)	৮	১৬
১৭৮	,,	পশ্চিম পিলাক ঐ	৩ই (৩×২০)	৮৮	৫৫
১৭৯	,,	শান্তিরবাজার ঐ	২ই (২×২০)	২০	১৫
১৮০	,,	বাতানবাড়ী ঐ	৩ই (৩×৩০)	৮৩	৫০
১৮১	,,	মহামুনি-২ ঐ	৩ই (৩×৩০)	৮০	৬০
১৮২	,,	পূর্ব চরকবাই ডি, টি, ডব্লিউ	১ই (১×৩০)	৩০	৩৩
১৮৩	,,	রাজাপুর ঐ	১ই (১×২০)	৩০	১১
১৮৪	,,	মধ্য পিলাক ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	২৫
				মোট— ৪৯৯	৩৪০
১৮৫	রাজনগর	রাধানগর (সাব্রুমুড়া) এল, আই	১ডি (১×২০)	১২	১০
১৮৬	,,	কলাবারিয়া মাইছড়ার কাছে এল, আই	২ই (২×২০)	২৮	১৬
১৮৭	,,	দক্ষিণ ভারতচন্দ্রনগর এল, আই	৩ই (৩×২০)	৫২	৪০

১	২	৩	৪	৫	৬
১৮৮	রাজনগর	মাইছড়া এল আই	২ই (২×২০)	২০	১০
১৮৯	,,	সরাসীমা ডি, টি, ডব্লিউ	১ই (১×৩০)	৩০	১৯
১৯০	,,	রাজনগর ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	১৯
১৯১	,,	রাধানগর ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	১৬
১৯২	,,	নলুয়াছড়া ডাইভারসন		২৪০	৪৫
			মোট—	৪৪২	১৭৫
১৯৩	সাতচান্দ	চালিতামমু বংকুল এল, আই	৩ই (৩×২০)	৪০	৩৩
১৯৪	,,	বৈষ্ণবপুর I ঐ	২ডি (২×২০)	১২	১২
১৯৫	,,	ঐ II ঐ	১ডি (১×২০)	১২	১২
১৯৬	,,	গবিন্দমঠ I ঐ	২ডি (২×২০+১×২৫)	১২	৪৫
১৯৭	,,	ঐ II ঐ	২ডি (২×২০)	১২	৪২
১৯৮	,,	ঐ III ঐ	২ডি (২×২০)	১২	২৫
১৯৯	,,	ফুলবাড়ী ঐ	২ডি (১×২০+১×২৫)	৪২	৪০
২০০	,,	বুরাভালি ঐ	২ই (২×২০)	১২	২০
২০১	,,	সিন্দুকপাথার এল আই.	৩ই (৩×৩০)	৩২	২৫
২০২	,,	উত্তর বংকুল ঐ	৩ই (৩×৩০)	৭২	৮
২০৩	,,	বাবুগ্রাম ঐ	৩ই (৩×৩০)	৫১	২০
২০৪	,,	দীনডেপা ঐ	৩ই (৩×৩০)	৫২	১৮
২০৫	,,	চালিতামমু বংকুল II এল আই	২ই (২×২০)	৫৬	১৭
২০৬	,,	আমলীঘাট ঐ	৩ই (৩×২৫)	৫৬	১৭
২০৭	,,	বেতাগা ঐ	২ই (২×২৫)	১২০	৩০

১	২	৩	৪	৫	৬
২০৮	সাতচান্দ	সাতচান্দ ডি টি ডব্লিউ	১ই (১×৩০)	৩০	১৯
২০৯	"	শাক্‌বাড়ী ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	২০
২১০	"	বুড়াতলী ঐ	১ই (১×৩০)	৩০	২০
২১১	"	মেরুছড়া ঐ	১ই (১×২০)	৩০	১৫
			মোট—	১১৩	৪৫৮
২১২	অমরপুর	অম্পীমঠ এল আই	৩ই (৩×২০)	৮০	৭০
২১৩	"	জাম্বুকছড়া ঐ	৩ই (৩×২০)	১০৪	৫০
২১৪	"	যন্ত্রনাপাড়া ঐ	২ই (২×২০)	১০০	৬০
২১৫	"	জালাক ঐ	৩ই (৩× ১৫)	৫৬	৪০
২১৬	"	দেবীপাড়া ঐ	৩ই (৩×২০)	৫২	৪২
২১৭	"	উত্তর চেলাসাও ঐ	৩ই (৩× ১৫)	৬৪	৫৮
২১৮	"	চালিয়াজলা ঐ	৩ই (৩× ১৫)	৫০	২০
২১৯	"	রাঙ্গামাটি II ঐ	৩ই (১×২০+২×৪০)	১৪০	৮০
২২০	"	একছড়ি ঐ	২ই (২×২০)	৫৫	৫৮
২২১	"	কাওয়ামুরা ঐ	৩ই (৩×২০)	৩৬	২৮
২২২	"	ময়লাকছড়া ঐ	৩ই (৩×২০)	২০০	১১
২২৩	"	ঢাকায়াছড়া ঐ	১ই (১×৪)	২০	১৫
২২৪	"	চাণ্ডকছড়া ডাইভারসন		৪০	২২
			মোট—	৯৫৭	৫২০

১	২	৩	৪	৫	৬
	ডম্বুরনগর ব্লক (আগরতলা)	—	—	—	—
১২৫		চান্দিনামুড়া এল আই	৩ই (৩×২৫)	৫২	৫৬
১২৬		রাজনগর ঐ	৩ই —	—	—
১২৭		জয়পুর ঐ	২ই —	—	—
১২৮		কালিকাপুর ঐ	১ই (১×২০)	১২	১৭
১২৯		গুনিমড়া ঐ	১ই (১×২০)	১২	২০
				মোট— ৭৬	৮৩
			Grand Total :—	১২২৮	৫৩৩১·৩০

Admitted Un-Starred Question No. 39

Name of the members :— [1] Shri Jawhar Saha, M. L. A.
[2] Shri Monoranjan Majumder, M. L. A.
[3] Shri Nagendra Jamatia, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ সালের ৫ই মে পর্যন্ত রাজ্যে কতটি উগ্রপন্থী হামলা, কতটি ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে ; (বছর ও মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত সময়ে উগ্রপন্থীদের হাতে কতজন খুন হয়েছে এবং নগদ কত টাকা ও কত টাকার সম্পদ লুট হয়েছে ;

৩। উক্ত সময়ে উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত লোকদের মধ্যে কতজন সরকারী কর্মচারী কতজন বে-সরকারী নাগরিক এবং কতজন পুলিশ বা আধা সামরিক বাহিনীর লোক ;

৪। উক্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনায় কি কি আগ্নেয়াস্ত্র লুট হয়েছে বা খোয়া গিয়েছে ;

৫। ঐ সকল খোয়া যাওয়া অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সরকার হইতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ; এবং

৬। এ পর্য্যন্ত কি কি অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ?

ANSWER

১। ১৯৮২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ সালের ৫ই মে পর্যন্ত উগ্রপন্থী হামলা ও ডাকাতির (বছর ও মহকুমা ভিত্তিক) হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ;

ক) উগ্রপন্থী হামলা	মহকুমার নাম	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫ ৫ই মে পর্য্যন্ত
	সদর	৬	১১	৯	৭
	খোয়াই	৫	৪	৫	—
	কৈলাশহর	৭	১৩	১৩	৬
	ধর্মনগর	—	—	৪	১
	কমলপুর	৭	৮	৯	২
	উদয়পুর	১	২	২	—
	অমরপুর	৯	১০	৮	১
	বিলোনীয়া	৫	৩	৮	১
	সাব্রুম	—	—	২	—
		৪০	৫১	৬০	১৮

খ) ডাকাতি

সদর	৭১	৬৫	৭৩	২৯
খোয়াই	২১	২৩	১৭	১০
সোনামুড়া	২৩	২৪	৪৩	৯
কৈলাশহর	১৫	১৯	৩৪	৫
ধর্মনগর	২২	২৭	১৪	১২
কমলপুর	১৩	১৬	১৫	৩
উদয়পুর	৭	১০	১৭	৬
বিলোনীয়া	৫	১২	১৭	১০
সাব্রুম	১৩	১৫	২২	৯
অমরপুর	১০	১০	২২	১০
	২০০	২২১	২৭৩	১০৩

২। উক্ত সময়ে উগ্রপন্থীদের হাতে কতজন খুন হয়েছে এবং নগদ কত টাকা ও কত টাকার সম্পদ লুট হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব) নিম্নে দেওয়া হইল :—

বছর	কতজন খুন হয়েছে	নগদ দেয় টাকার পরিমাণ	কত টাকার সম্পদ লুট হয়েছে
১৯৮২	৩০	৬৭,৫১৯ টাকা	১৫,০৯০ টাকা
১৯৮৩	২৩	৪৯ ৪১৬ টাকা	৯৮,৪০৫ টাকা
১৯৮৪	৬২	২৮,১৭৪ টাকা	২,৭৩,৭৪৫ টাকা
১৯৮৫ (৫ই মে পর্য্যন্ত)	২৯	২৫,১৮০ টাকা	৩৯,২৫৫ টাকা

৩। উক্ত সময়ে মোট ১৪৪ জন নিহত হয়েছে। নিম্নে হিসাব দেওয়া হইল :—

বে-সরকারী নাগরিক— ৯২ জন
সি. আর. পি. এফ— ১৯ জন
পুলিশ— ১৯ জন
বি. এস. এফ— ৪ জন

বর্ডার হোম গার্ড— ১ জন
জি. আর. ই. এফ— ১ জন
বন বিভাগের কর্মী— ৫ জন
কৃষি বিভাগের কর্মী— ১ জন
শিক্ষা বিভাগের কর্মী— ১ জন
হোমগার্ড— ১ জন

নিম্নলিখিত আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ খোয়া গিয়াছে :—

আগ্নেয়াস্ত্র	গোলাবারুদ
এল. এম. জি — ৩	·৩০৩ এ্যামুনেশান—১৫৬৭ রাউণ্ড
এস. এল. আর— ১০	৭·৬২ —৪৭১ রাউণ্ড
রাইফেল— ৩২	৯ এম এম —১৬৫ রাউণ্ড
ষ্টেনগান— ৩	·৩৪ " — ৮২ রাউণ্ড
জি. এফ. রাইফেল— ১	
পিস্তল (৯ এম এম) — ৩	
রিভলবার [·৩৮] — ৬	
গ্রেনেড— ১৩	
ডি. বি. বি. এল. গান	

৫। উপক্রুত অঞ্চলে খোয়া যাওয়া আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও উগ্রপন্থীদের ধরার জন্য নিয়মিত পুলিশ অভিযান চলিতেছে।

৬। নিম্নলিখিত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে :—

এস.এল.আর — ২
রাইফেল — ৬
রিভলবার — ২
গ্রেনেড — ২
ডি.বি.বি.এল. গান — ১
·৩০৩ রাইফেলের ১৪৯টি গুলি
·৭·৬২ এস. এল. আর. এর ৩০৯টি গুলি।

Admitted Un-starred question No. 40

Name of the Member :— Sri Jawhar Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। রাজ্যে ১৯৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ সালের ৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত কতটি ডাকাতি, খুন, লুটতরাজ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ? [মহকুমা ভিত্তিক হিসাব] এবং

২। উক্ত ঘটনায় কতজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে ?

ANSWER

১। ১৯৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ সালের ৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত সংঘটিত ডাকাতি, খুন, লুটতরাজ ও নারী নির্য্যাতনের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

মহকুমা	ডাকাতি	খুন	লুটতরাজ	নারী নির্য্যাতন
সদর	৯৯	৬২	২৫০	৭
খোয়াই	২৭	৮	৩৬	১
সোনামুড়া	৫০	৭	৪৯	১
উদয়পুর	১৯	৯	৪৯	৪
বিলোনীয়া	২৬	৯	৪৮	৪
অমরপুর	৩৪	৬	১৪	২
সাব্রুম	৩১	১১	১৭	২
কৈলাশহর	৬৯	১৬	৬৯	৩
ধর্মনগর	৩৪	১৫	৪১	৭
কমলপুর	১৮	১৩	১০	২
	৩৭৭	১৫৬	৫৮৩	৩৩

১। মোট ১৫৪৫ জন আসামীকে নিম্নলিখিত ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে :—

ডাকাতি — ২৮৯ জন
খুন — ২২৯ জন
লুটতরাজ — ৯৯৯ জন
নারী নির্যাতন— ২৮ জন

———————

মোট—১৫৪৫ জন

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Tripura Legislative Assembly met in the Assembly building on Toesday the 28 may, 1985, at 11 A. M.

PRESENT

The Hon' ble Speaker Shri Amarendra Sarma, in the Chair the Hon' ble Deputy Speaker, the Hon' ble Chief Minister, the Dy Chief Minister. 7 (Seven) Ministers and 37 Members.

প্রশ্ন ও উত্তর

মিঃ স্পীকার : আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগনের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবংসংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা

শ্রী জহর সাহা : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার— ৭।

শ্রী দশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার— ৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদের কর্মচারীগনের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের রুলস্ তৈরী করা হয়েছে কি না ?

২। না করা হয়ে থাকলে কি কি কারনে উক্ত দপ্তরে কর্মচারীদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড রুলস্ তৈরী করা হয়নি;

৩। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা বোর্ড অব্ সেকেণ্ডারী এ্যাডুকেশান এক্ট্ ২৬ (২)-এফ এ এই রুলস্ তৈরী করার অধিকার দেওয়া হয়েছে ,

৪। সত্য হলে পর্যদের কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড রুলস্ তৈরীর ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি না ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদ কর্মচারীগনের জন্য কোন পৃথক প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড রুলস এখনওর তৈরী করা হয়নি।

২। কর্মচারীদের চাকুরির সর্তাবলী সম্বলিত "The Tripura Board of Secondary

Education (Terms and Conditions of appointment and discipline of the Employees) Rules, 1982-১৯৮৩ সনের সেপ্টেম্বর মাস হতে চালু হয়েছে। উক্ত রুলস্ চালু হওয়ার অব্যবহিত পরেই একটি পৃথক এবং পূর্ণাঙ্গ প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড রুলস্ তৈরীর বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

৩। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

৪। পর্ষদ কর্মচারীদের জন্য একটি পৃথক রুলস্ করার বিষয়টি বর্তমানে সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী জওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষ পর্ষদ কবে ত্রিপুরাতে চালু হয়েছে এবং উক্ত পর্ষদের কর্মচারীদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড রুলস্ চালু করার জন্য এত বিলম্ব করা হচ্ছে কেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশান ১৯৭৬ইং সনে চালু হয়েছিল। আর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড রুলস্ তৈরী করার সাপেক্ষে কনট্রিবিউটরী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড রুলস্ চালু রয়েছে। এই রুলস্ অনুযায়ী প্রতি কর্মচারীর চাকুরী পাবার এক বৎসর পর হইতে উক্ত কনট্রিবিউটরী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হন। আর পর্ষদের নিজস্বঃ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড রুলস্ তৈরী করবার জন্য পর্ষদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্রী জওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড রুলস্ তৈরী করবার জন্য পর্ষদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে রুলস্ কবে নাগাদ চালু হতে পারে তার কোন সুনির্দ্দিষ্ট সময় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারবেন কি না এবং কবে পর্য্যন্ত সেটা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে চালু করা হবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব:—মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কোন সময়-সীমা দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রী জওহর সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ১৯৭৬ ইং সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে কর্মচারীদের স্বার্থে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের জন্য কোন রুলস্ করা হয়নি। সুতরাং এতে কর্মচারীদের আর্থিক দিক দিয়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। কর্মচারীদের আর্থিক স্বার্থ চিন্তা করে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড রুলস্ অতি সত্বর চালু করা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, পর্ষদকে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে যত শীঘ্র সম্ভব পর্ষদ রুলস্ তৈরী করবেন বলে আশা করা যায়।

Questions and Answers

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী কাশিরাম রিয়াং, শ্রী জওহর সাহা, এবং শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রী জওহর সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-২০।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২০

প্রশ্ন

১। পুনরায় রাজ্য লটারী চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। রাজ্য লটারীর দুর্নীতির সম্পর্কে কোন প্রকারের তদন্ত করা হয়েছে কি না, এবং

৩। উক্ত লটারী কেলেঙ্কারীতে প্রাক্তন অর্থসচীব জড়িত ছিলেন কি না ?

৪। তদন্তের ফলে কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে কি না,

৫। হয়ে থাকলে দোষীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হইয়াছে কি না ?

উত্তর

১। না মহাশয়,

২। ১৯৮৫ ইং সনের ৬২ নং প্রশ্নের উত্তরে যেমন বলিয়াছিলাম রাজ্য সরকারের কাছে কয়েকটি পুরস্কারের জন্য দুইজন করিয়া দাবীদারের কাছ হইতে দাবী পাওয়া গিয়াছে। রাজ্যের পুলিশ,দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ এবং কলিকাতা পুলিশের সহায়তায় তদন্ত করিয়া প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মারফৎ পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ণাঙ্গ তদন্তের রিপোর্ট পাইলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এখানে উল্লেখ যে, রাজ্য লটারীর টিকিট কলিকাতায় একটি বেসরকারী ছাপাখানায় ছাপানো হইত এবং ঐ টিকিট পরীক্ষা এবং বিক্রয়ের পূর্ণ দায়িত্ব চুক্তি অনুযায়ী রাজ্য লটারীর সোল এজেন্ট মেসার্স এস, পাল এণ্ড কোম্পানীর ছিল।

৩। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যাপারে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

৪। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভব নয়।

৫। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রাজ্য লটারী যখন চালু করা হয় তখন বলা হয়েছিল যে, রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন-মূলক কাজ এই লটারী থেকে যে আয় হবে সে টাকা দিয়ে করা হবে। এবং আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজেও দেখেছি যে, এই লটারীর টাকা দিয়ে অনেক উন্নয়ন মূলক কাজ করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন এই লটারীর থেকে আয়

দিয়ে সল্ট লোকের স্টেডিয়াম করা হয়েছে। সুতরাং সামান্য একটা অভিযোগ থেকে এই লটারীকে বন্ধ করা উচিত হবেনা। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে এটাকে আবার চালু করা হবে কি না তা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষন করেন। কারণ মাননীয় সদস্যরা দেখে থাকবেন যে, ভারত বর্ষের বিভিন্ন লটারীর প্রাইজগুলি দিন দিন লক্ষ টাকা থেকে ছাড়িয়ে কোটি টাকায় যাচ্ছে। এই লটারী হলো এমন একটা মাধ্যম যাতে করে কালো টাকাকে সহজেই প্রকাশ্যে আনা যায়। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকেও এ ব্যাপারে অনুরোধ করেছি যাতে এটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কাজেই রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা আর পাল্টানো হবে না।

শ্রীজওহর সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাহ'ল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে, পশ্চিমবঙ্গেও যে লটারী চালু রয়েছে সেটাতেও কালো টাকার খেলা চলছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য ভিন্ন রাজ্য সম্পর্কে এখানে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

শ্রীজওহর সাহা : যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রশ্ন, সেখানে রাজ্যে উন্নয়ন বন্ধ হয়ে যাবে এবং এস, পালের সাথে প্রকৃত অর্থ সচিবের একটা গোপন লেন-দেন এর কথা বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে সরকার তদন্ত করবেন কিনা এবং সেটা কবে নাগাদ করবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে তদন্তে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। মাননীয় সদস্যদের কাছে যেসব তথ্য আছে সেগুলি আমাদের তদন্তকারীর নিকট উপস্থিত করবেন। সেগুলি তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা —অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

শ্রীবীরেন দত্ত —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বেকারের সংখ্যা কত ;

২। শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা কত ;
(পৃথক হিসাব)

৩। উক্ত সময়ের মধ্যে স্নাতোকর, সাম্মানিক স্নাতেকত্তর ও স্নাতক ডিগ্রিধারী বেকারের বেকারের সংখ্যা কত ;

৪। এদের মধ্যে কোন্ ডিগ্রিধারী, কতজনের চাকুরীর বয়স সীমা পেরিয়ে গিয়েছে;

৫। এ সকল ডিগ্রিধারী বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন কিনা ;

৬। কবে নাগাদ তাদের সরকারী চাকুরীর ব্যবস্থা করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। রাজ্যে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ৯৫,০৬৪ জন।

২। শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে ডাক্তার (হোমিওপ্যাথিক) ২৯ জন ও ইঞ্জিনীয়ার ২৭ জন।

৩) উক্ত সময়ের মধ্যে স্নাতকোত্তর ৩১৭ জন, সাম্মাণিক স্নাতকোত্তর ২১২ জন, এবং স্নাতক ডিগ্রিধারী ৫,৮৮২ জন বেকার আছে।

৪) এদের মধ্যে স্নাতকোত্তর ৩ জন, সাম্মানিক স্নাতকোত্তর নাই, স্নাতক ডিগ্রিধারী ১৬২ জনের চাকুরী বয়ঃ সীমা পেরিয়ে গেছে ।

৫) হ্যাঁ।

৬) বেকারদের কর্মেনিযুক্তির কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সরকার বেকারদের জন্য খুবই সচেতন ।

শ্রীজওহর সাহা :— যেসকল ডিগ্রিধারী বেকারের চাকুরীর বয়ঃ সীমা পেরিয়ে গেছে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য বা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনরকম উদ্যোগ রাজ্য সরকার নেবেন কিনা এবং নিলে কি কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী বীরেন দত্ত :— সমস্ত বেকারদের জন্যই সরকার কর্মসংস্থানের সমস্যা ভেবে দেখেন। এটা একটা জাতীয় সমস্যার অংগ । সমস্ত বেকারের চাকরীর সংস্থান করা ত্রিপুরায় কেন, কোন রাজ্য সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয় । বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী বিভাগে নিয়োগ ছাড়াও বেকাদের ক্রমবর্ধমান অবস্থার কথা চিন্তা করে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ রচনা করেছেন—যথা স্বনির্ভর প্রকল্প :—(১) ইণ্ডাস্ট্রী লোনের - এর মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠা।

(২) ডিষ্ট্রিকট ইণ্ডাস্টি লোনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা।

(৩) ডি, আই, সি, অনুমোদন নিয়ে ব্যাঙ্ক ঋণের সাহায্যে শিল্প প্রতিষ্ঠা।

(৪) ত্রিপুরা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশান হতে ঋণ নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠা।

(৫) আসাম ফিনানসিয়াল কর্পোরেশন থেকে ঋণ শিল্প প্রতিষ্ঠা। সমবায় গঠন করে সমবায়ের দপ্তর থেকে ঋণ বা অন্যান্য সাহায্য নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠা। প্যাকাজ সপ ইন্টেনসিভ-এর সাহায্যে শিল্প প্রতিষ্ঠা। রেজিষ্ট্রেশান অব আর্মস এর সাহায্য

নিয়ে কণ্ট্রাকটরী করতে পারেন। এছাড়াও বর্তমানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের পরিকল্পনাতে বেকারদের জন্য এস, আর, ই, পি, এন, আর ই, পি,—এর ব্যস্থা হয়। অন্যান্য স্বয়ং নিযুক্তি প্রকল্প গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। ইট ভাঁটা, রবার প্ল্যানটেশন ইত্যাদি এবং সমবায় ভিত্তিতে পরিবহণ সংস্থা গঠন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য সহজ সর্তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ডাক্তারদের যদি কোন পেশাগত ঋণ প্রয়োজন হয় তাহলে সেটাও দেওয়া হয়। ইঞ্জিনীয়াররাও ঋণ নিতে পারেন।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্য অনুসারে দেখা যায় যে কিছু ডাক্তারও সেখানে বেকার অবস্থায় আছে। কিন্তু অমরা দেখছি অমরপুরের চেলাগাঙে একটি ডিস্পেন্সারী আছে, সেখানে দীর্ঘদিনের দাবী একজন ডাক্তারের। অমরপুরে একজন যোগ্য ডাক্তারের খুবই অভাব। ফলে আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পদ খালি থাকা সত্বেও তাদের নিযুক্ত করা হয়নি। আবার বিভিন্ন জায়গায় স্নাতকোত্তর পদ খালি আছে এবং এই হাউসের মধ্যেই জানিয়েছেন যে কবে নাগাদ এই বেকার-দের নিযুক্ত করা যায়, এই ব্যাপারে সরকার কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা এই সম্পর্কে দিতে পারেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রী বীরেন দত্ত :—বেকারদের মধ্যে ডাক্তাররা মাঝে মাঝে টি, পি, এস, সি, তে আহ্বান করা হয়। যদি কেউ স্বনির্ভর কাজে নিযুক্ত থাকেন বা ইঞ্জিনিয়াররা স্বনির্ভর কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত থাকেন তা হলে তাদের আমরা নিতে পারি না। তারা অ্যাপীয়ার করলে পরে তাদের দেওয়া হয় না এমন কোন কেস্ যদি দেখা যায় তা হলে আমাদের জানাতে পারেন।

শ্রী সমর চৌধুরী :—এত বেশী সংখ্যক বেকার, এই বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের রাজ্য সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন যে এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার কোনরকম চাকরীতে নিয়োগ করছেন না। বন্ধ করে রেখেছেন। গত পার্লামেণ্টারী নিবাচনের আগে সমস্ত অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট বন্ধ করে রেখেছেন। এখনও সেটা কনটিনিউড। এই অবস্থায় তারা এটা তুলে দেবেন কিনা, আরও ব্যপক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা ; বিভিন্ন কাগজ কলে, জুট মিলে ইত্যাদিতে। রাজ্য সরকার এই সম্পর্কে কি জানিয়েছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—এই বেকার সমস্যার সমাধান রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন্দ্রে অনেকগুলি পাবলিক সেকটার আছে। সেগুলি সরকারের পরিচালনায় চলছে এবং তাতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এবং কর্মচারী নিযুক্ত আছে। আমরা লিখেছিলাম যে ত্রিপুরার কিছু ছেলেদের এসব পাবলিক সেকটারে কাজ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হোক

কিন্তু কেন্দ্র থেকে কোন জবাব আমরা পাইনি। আমরা চেয়েছিলাম যে ইলেক্ট্র-নিকস্ বা ওয়াচ্ এইসমস্ত যে গুলি কেন্দ্রের হাতে রয়েছে, কোনটি বলা যায় অল্প খরচে যে সব জিনিষ আনা যায় এবং সেগুলি এখানে তৈরী করে পরে পাঠানো যায়। খুব বেশী দামী জিনিষ, অথচ হাল্কা জিনিষ। সেগুলি যদি আমরা করতে পারতাম তা হলে এমন কি মেয়েদের পর্যন্ত আমরা কাজ দিতে পারতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সেসব ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা কোন সাড়া পাইনি। একটা ইউনিট আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পরে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিলেন আমেথ না কোন্ জায়গার উত্তর প্রদেশ সেটা চলে গেছে। কাজেই আমাদের এখানে সেটা আর এলো না। আমি হাউসের কাছে অনুরোধ করছি যে; যেসব প্রশ্ন তারা করেন, আমাদের সরকার যতটুকু সম্ভব হচ্ছে সেখানে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে টাকা ব্যাংক থেকে দিতে হয় এবং ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম মেনে চলেন এবং রিজার্ভ ব্যাংক এই ব্যাপারে মোটেই সহানুভূতিশীল নয় যে ত্রিপুরার মত জায়গার আরও বেশী টাকা লগ্নি করতে হবে। আমি রাজ্য সরকারের স্বনির্ভরশীল প্রকল্পগুলি রূপায়িত করছি। যেমন সম্প্রতি গ্রামীণ ব্যাংক জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের নাকি বলা হয়েছে উপর থেকে যে, না এই স্বরনির্ভর কর্মসূচীতে তোমরা টাকা বিনিয়োগ করতে পারবে না। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে, কেন করতে পারবে না? তারা বললো কেন্দ্রের যখন এই ধরণের একটা পরিকল্পনা রয়েছে, তখন রাজ্যের আবার এই ধরণের পরিকল্পনার দরকার কি? কি অদ্ভুত যুক্তি কি রকম প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তি মানুষের মনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে রাজ্য সরকার তারা ইচ্ছা মতো কোন পরিকল্পনা করতে পারবে না, যার জন্য ব্যাংক থেকে সামান্য টাকা দেবে, যার বেশীর ভাগটাই রাজ্য সরকার দিচ্ছে, সেটাতে কোন ব্যাংক টাকা দিও না। স্যার, অন্য কোন ব্যাংক তো দিচ্ছে না, কিন্তু যারা দিচ্ছে, যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, তাকেও নিষেধ করে দেওয়া হচ্ছে যে তোমরাও দিও না। সেখানে এক লক্ষ বেকার, সেখানে যদি কেন্দ্র অথবা রিজার্ভ ব্যাংকের এই ধরণের মনোভাব হয় তাহলে আমি মাননীয় সদস্যদের চিন্তা করতে বলব যে রাজ্য সরকার কি ভাবে এর মোকাবিলা করবে। সরকারী চাকুরী সম্পর্কে ওরা অনেক বলেছেন যে চাকুরীর বয়ঃ সীমা অনেক বেকারের পেরিয়ে যাচ্ছে—ইতি মধ্যে আমাদের মতো সরকারী চাকুরী হয়ে গিয়েছে। সর্বভারতীয় যে এভারেজ, তার তুলনায় কোন কোন রাজ্যের থেকে এটা বেশী। এখানে একটা সেচুরেশান পযেণ্ট এসে গিয়েছে, আর বেশী কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হবে না

মাননীয় সদস্যদের অনেকে বলেছেন মফঃস্বল হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার নেই, স্কুল-গুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই আগরতলায় সবচাইতে বেশী ডাক্তার বেশী শিক্ষক রয়েছে, এটা একটা অসম বণ্টন যেটা আমরা সরকার থেকে অনেক চেষ্টা করেও দূর করতে পারছি না। তবে এটা ঠিক যে অনেক জায়গাতে যেখানে দুইজন ডাক্তার দরকার, সেখানে একজন ডাক্তার আছেন, অনেক স্কুলে যেখানে ৩ জন শিক্ষকদের দরকার, সেখানে ২ জন শিক্ষক আছেন। অন্য দিকে শহরে যা দরকার তার চাইতে হয়তো কিছু বেশী থাকতে পারে এবং ভবিষ্যতে এই অসুবিধাটা যাতে দূর করা যায় সেজন্য আমরা লক্ষ্য রাখব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে এ্যালোপাথিক ডাক্তার ছাড়াও হোমিওপ্যাথিক অথবা আয়ুর্বেদিক ডাক্তার যারা রয়েছেন গ্রামাঞ্চলে যেসব উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হচ্ছে, সেগুলিতে তাদের প্রশিক্ষন দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—স্যার, আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে সময় সময় যে চাহিদার কথা জানানো হয়, সেই চাহিদার ভিত্তিতে আমরা এ' ধরনের ডাক্তার দিচ্ছি। আরো যেসব স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে বিভিন্ন প্লেনে, সেগুলিতে দিতে পারলে আমার মনে হয় সবাই পেয়ে যাবেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০।

শ্রীবীরেন দত্ত :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে তালিকাভুক্ত বেকারদের অনেকেই বিগত ৭/৮ বছরের মধ্যে কোন ইন্টারভিয়্যু কার্ড পান নাই ?

২। ইহা কি সত্য যে কোন কোন ব্যক্তি উক্ত সময়ের মধ্যে বহু সংখ্যক ইন্টারভিয়্যু কার্ড পেয়েছেন ?

৩। সত্য হইলে তার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা হইবে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

২। হ্যাঁ আংশিক সত্য।

৩। তার অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটি প্রাথমিক ভাবে কি কারণে ইন্টারভিয়্যু কার্ড দীর্ঘদিন ধরে এ' সমস্ত বেকারদের কাছে যায়নি,

তা অনুসন্ধান করে দেখবেন। সেই কারণগুলি আমি এখানে উল্লেখ করছি:— নিয়োগদাতা তার একটা চাহিদা দেন. তার মধ্যে জন সাধারণদের জন্যও একটা পার্সেন্টেজ থাকে। তথাপি, যদি তারা টাইপিস্ট চান, তাহলে টাইপ জানা লোক পাঠানো হয়। প্রথম ক্ষেত্রে যোগ্যতার কতগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই সব ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় দেখা যায়, যেমন ধরুন টাইপিস্ট বা আই, টি, আই, তাদের সংখ্যা খুবই কম, এখন যদি ৩০ জন চাওয়া হয় আই, টি, আই পাশ, সেখানে তো আমরা ৩০০ জন পাঠাতে পারিনা, এই সব ক্ষেত্রে নিয়োগ দাতার চাহিদার ভিত্তিতে আমাদের নাম পাঠাতে হয়। কাজেই এসব গুনাবলী থাকা সত্বেও তাদের নামে ইন্টারভিয়্যু কার্ড যায় না, এই ধরনের কোন খবর আমার জানা নাই। জেনারলদের ক্ষেত্রেও একটা অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে, এই কমিটি নাম পাঠাবার ক্ষেত্রে কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রের নথি অনুযায়ী, নাম পাঠানোর যেসব সর্ত্ত আছে, সেই সর্ত্ত অনুযায়ী নাম পাঠানো হয়। তথাপি এ্যাম্প্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জের কাজকর্মের ব্যাপারে যে প্রশ্ন উঠেছে যদি কোন রকম ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে সেটা দূর করার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস:— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বিষয়টা আংশিক সত্য। তা যদি হয়, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে প্রতিটি ব্লক বা মহকুমাতে এ্যাম্প্লয়মেন্ট এ্যাবচেঞ্জ না থাকার দরুন, অবশ্য যেখানে আছে, সেটা স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে নেই সেই এলাকার বেশীর ভাগ বেকারই ইন্টারভিয়্যু কার্ড পাওয়ার যে সুযোগ সুবিধা, সেটা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। কাজেই এই সমস্ত অসুবিধার কথা বিবেচনা করে, প্রত্যেকটি ব্লক বা মহকুমায় একটা করে পূর্ণাঙ্গ এ্যাম্প্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জ স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না, যাতে এ' সমস্ত এলাকার বেকারেরা অন্ততঃ সময় সময় এটারভিয়্যু কার্ড পাওয়ার সুবিধা হতে পারে?

শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত—স্যার, আমার যতটুকু জানা আছে যে আগামী প্লেনে এই বিষয়ে আরম্ভ কিছু অর্থ বরাদ্দের কথা আছে। বর্ত্তমানে এস, ডি, ও, অফিসগুলিতে বেকারদের নাম নথিভুক্ত করা যায় কিনা যেটা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য অসুবিধার কথা বলেছেন, সেটা বিবেচনা করে যাতে উক্ত এলাকার বেকারদের নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত বা নথিভুক্ত করতে সুবিধা হয়, তার সম্পর্কে চেষ্টা করে দেখব।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস:—এখন বিভিন্ন দপ্তরে ইন্টারভিয়্যু নেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমার কাঞ্চনপুর ব্লক বা এই ধরনের দূরবর্ত্তী অঞ্চলে ৪র্থ শ্রেণী থেকে শুরু করে যাদের নিয়োগ করা হচ্ছে, তাদের জন্য একটা ইন্টারভিয়্যু কার্ড পর্য্যন্ত যায় না। এখন অবশ্য এ, ডি, সির নির্বাচন বলে নিয়োগ বন্ধ আছে, কিন্তু এই নির্বাচন শেষ হলে পর যাদের অলরেডী

ইন্টারভিয়ু নেওয়া হয়ে গেছে, তাদের থেকে নিয়োগ করা হবে, কিন্তু যারা দূরবর্ত্তী অঞ্চলে আছে যাদের কাছে ইন্টারভিয়ু কার্ড যায় নি, সেই রকম বেকারেরা চাকুরী পাওয়ার থেকে বঞ্চিত হবে। কাজেই এখনও সুযোগ আছে যেসব বেকারের এসব ইন্টারভিয়ু দেওয়ার সুযোগ পায় নি, তাদের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে ইন্টারভিয়ুর সুযোগ করে দিয়ে, সিলেকশান করে তাদের নিয়োগ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীমানিক সরকার— : স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের কাজকর্মে কিছু অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে এবং তার জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটিও করতে হয়েছে। একটা সময় ছিল বছর দুই আগে যখন কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের কাজ কর্ম ভালই চলছিল, কিন্তু এখন আমরা লক্ষ্য করছি যে সেখানে স্থায়ী দূনীতির আড্ডা গড়ে উঠেছে. টাকা না দিলে কারও ইন্টারভিয়ু কার্ড পাঠানো হবে না। বিশেষ করে ও, এন, জি, সিতে নিয়োগের জন্য যে সমস্ত ইন্টারভিয়ু হয়, সেই রকম একটা ইন্টরভিয়ুতে নাম পাঠাতে হলে বেশ ভাল রকম লেনদেন হয়ে থাকে। এভাবে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, যারা বেকার রয়েছে, তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। তারা যাতে নিরপেক্ষ ভাবে চাকুরী পাওয়ার জন্য ইন্টারভিয়ু কার্ডটা পেতে পারে, তার জন্য কার্য্যকারী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। সেই সংগে আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে, কর্ম বিনিযোগ কেন্দ্র থেকে কি রেসিওতে চাকুরী প্রার্থীদের নাম পাঠাতে হবে, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না। যেমন আমি বলতে পারি যে জনারেল কেণ্ডিডেটদের রেসিও হচ্ছে ১'১০ আর সিডিউল্ড কাষ্ট বা সিডিউল্ড ট্রাইবসদের রেসিও হচ্ছে ১'৫। আমরা দেখছি যে ২/৫ টা পোষ্টের জন্য ৫ থেকে ৬ শত এমন কি কোন ক্ষেত্রে ১ হাজার ছেলে মেয়েকে ইন্টারভিয়ু দেওয়ার জন্য পাঠানো হচ্ছে। কাজেই ইন্টারভিয়ু কার্ড পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই যে আইন বহির্ভূত একটা প্রচেষ্টা, এর পিছনে কোন কিছু কাজ করছে বলে আমাদের ধারনা। তাই সম্পর্কে তাড়াতাড়ি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী বীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ। সেটা আগামী কমিটির মিটিং-এ আলাপ আলোচনা হবে এবং দেখা হবে সেই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

ডিপুটী স্পীকার :—মিঃ স্পীকার স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই ব্যাপারে একটা তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এমন একটা রিপোর্ট দিতে পারেন কিনা যে, এই সমস্ত ব্যাপারে যেমন ইন্টারভিউও কার্ড ছাড়া, নাম নথিভুক্ত করা ইত্যাদি ব্যাপারে কমিটি আলোচনা করেছেন এবং অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিয়েছেন?

শ্রী বীরেন দত্ত :—না এমন কোন রিপোর্ট আমার কাছে নেই।

শ্রীভানুলাল সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, সরকারী দপ্তরে ৫/৬ টা পোষ্ট খালি হলে সেখানে দেখা যায় ইণ্টারবিউ ছাড়ার ক্ষেত্রে নানা রকমের দুর্নীতি হয়। পোস্ট যদি দুই তিনটা থাকে প্রার্থীদের নাম পাঠানো হয় ১০০ টা। এই নাম পাঠানোর ব্যাপারে ২৫/৩০ টাকা না দিলে ইণ্টারভিউর কার্ড ছাড়া হয় না এটা মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা ?

শ্রীবীরেন দত্ত :—এই জিনিষটা বার বার উঠেছে। এটা তদন্ত কমিটিতে আলোচনা করা হবে বলে আমি বলেছি। তবে মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি কোন সংপেসিফিক কেজ থাকে তাহলে তদন্ত সেলে দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয়া সদস্যা গীতা চৌধুরী এবং শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতি লাল সাহা :— মানীনয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশচন নং ৫২ এডুকেশন ডিপার্টমেনট।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৫২।

প্রশ্ন	উত্তর
১' ইহা কি সত্য জাংগালিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিগত দুই বত্সর ধরে অনুপস্থিত অথচ নিয়মিত মাইনা (বেতন) নিচ্ছেন ?	১) ইহা সত্য নহে।
২) ইহাও কি সত্য যে উক্ত প্রধান শিক্ষককে অন্য একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে বদলী করা হচ্ছে ?	২) না। প্রধান শিক্ষক কে অন্য কোন বিদ্যালয়ে বদলী করা হয় নাই। প্রধান শিক্ষক ৩১/৩/৮৫ ইং তারিখে পদত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীমতিলাল সাহা :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্কুলে হাজিরা না দিয়ে গত দুই বছর যাবত বেতন নিচ্ছেন ?

শ্রীদশরথ দেব :— হাজিরা না দিয়ে বেতন নিচ্ছেন এটা ঠিক নয়। স্কুল ছাড়াও সরকারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিড অফিস আছে. সেখানে রীতিমত হাজিরা দিয়ে কাজ বরে সেখান থেকে স্কুল পরিচালনা করেন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যে অ্যাডমিনিট্রেটিভ অফিস সেখানে থেকে স্কুলে না গিয়ে আগরতলায় বসে বা জম্পুই জলায় বসে সেটা করতে পারেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে শিক্ষকদেরকে অফিসে ডেপুটেশনে নেওয়া হয়। এটা নূতন কিছু নয়। এখন কম। কংগ্রেস আমলে আরও বেশী ছিল। এখানে যে প্রধান শিক্ষকের কথা উঠেছে বিশালগড়ে সেখানে একটা ফ্যাসিস্ট সুলভ জায়গায় আন্দোলন চলছে। সেখানে বিশালগড়ের রাস্তা দিয়ে কোন মন্ত্রী যেতে পারেন না। নানা রকম কথাবার্তা শুনতে হয়। এই ধরনের রাজনীতি একমাত্র কংগ্রেসীরাই করতে পারে। এছাড়া শিক্ষকদের নিরাপত্তার জন্য এরকম সুযোগ সুবিধা দিতে হয়। কাজেই সরকার এ ব্যাপারে খুব সঠিক কাজ করেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে দেখা যায় নিরাপত্তার প্রশ্নে দুই বৎসর যাবৎ হেডমাস্টারকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। আমি দেখেছি তৈদু ও অম্পিতে অনেক মাস্টার মশায় আছেন তারা স্কুলে যান না, কিন্তু বেতন ঠিকই পাচ্ছেন। নিরাপত্তার কোন প্রশ্ন নেই। বছরের পর বছর এই ভাবে চলছে। জিজ্ঞেস করলে বলেন মেয়ের অসুখ, স্ত্রীর অসুখ ইত্যাদি। এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা সরকার নেবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—সরকার স্কুল চালু রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে যে সব স্কুলে টি, এন, ভি ও নগেন্দ্র বাবুদের বন্ধুরা শিক্ষকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছেন সেখানে হিউম্যানিটিসের প্রশ্নে কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়। তার সংখ্যাও দুই একটার বেশী হবে না। কাজেই এটাকে ফলাও করে বলার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে সমস্ত জায়গার কথা বললেন সেটা উনার কনষ্টিটিউয়েনসি সেখানে শিক্ষকরা স্কুলে যেতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ঠিকই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি জানি, ঐ ছামনু এলাকা, দশদা-কাঞ্চনপুর এলাকা যা টি, ইউ, জে, এস, এলাকা নয় সম্পর্ণ বামফ্রন্ট সমর্থক এলাকা সেখানে দিনের পর দিন রাস্তায় মহাশয়রা স্কুলে না গিয়ে বেতন নিচ্ছেন। এ ভাবে তো চলতে পারে না। এর জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য সম্পূর্ণ অসত্য। এটা হাউস, এখানে আষাঢ়ে গল্প চলে না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী মতিলাল সাহা।

শ্রী মতিলাল সাহা :— ষ্টাড কোয়েশ্চান নং-৬৪।

মিঃ স্পীকার ঃ— ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪।

শ্রী দশরথ দেব ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৪।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় মোট বে-সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?

২। উক্ত বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলি অধিগ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। যদি থাকে তবে কতগুলি বিদ্যালয়কে কবে নাগাদ অধিগ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যায়।

৪। যদি না থাকে তাহলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। সরকারী অনুদান প্রাপ্ত বে-সরকারী ভাবে পরিচালিত ৬৪টি বিদ্যালয় আছে।

২। আপাতত কিছু সংখ্যক বে-সরকারী বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা আছে।

৩। যথা শীঘ্র সম্ভব দুইটি বেসরকারী বিদ্যালয়কে অধিগ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই নেওয়া হইয়াছে কাতলামারা হাই স্কুল এবং তার সঙ্গে এটাচ প্রাইমারী স্কুলটি।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী ভানুলাল সাহা ঃ— কী কী শর্তে বে-সরকারী বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করা হয় ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ— শর্ত ? স্কুলের উন্নতিই হচ্ছে শর্ত।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস ঃ — কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫।

মিঃ স্পীকার ঃ — মিঃ স্পীকার স্যার, ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৫।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫ইং সনের ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট কতজন শিক্ষক ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী গ্রুপ ইন্সুরেন্স স্কীমের আওতায় এসেছেন ?

২। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের উক্ত স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না।

৩। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১। ১৯৮৫ ইং সনের মার্চের তথ্য এখনও পাওয়া যায় নাই। এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য হইতে দেখা যায়, ১৯৮৪ ইং সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত মোট ৪২ ৮৮৮ জন শিক্ষক ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী এই স্কীমের আওতায় এসেছেন।

২। হ্যাঁ।

৩। ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী গ্রুপ ইন্সুরেন্স স্কীম ১৯৮৩ একমাত্র সরকারী কর্মচারীদের বেলায়ই প্রযোয্য। সুতরাং বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীকে এই স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্নই উঠে না

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—যেহেতু বে-সরকারী স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীরা অন্যান্য সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের সমতুল্য সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে গ্রুপ ইন্সুরেন্সর আওতায় আনার জন্য সরকার নিয়ম কানুনের কোন পরিবর্তন করবেন কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, শুধু বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীগণই নন, আমাদের বিভিন্ন অটোনবাস বডিস আছে। সব জায়গা থেকেই ক্রাই উঠেছে এই ইন্সুরেন্স করার জন্য। এখন পর্য্যন্ত আমাদের সামনে কোন স্কীম নেই। এই ধরনের কোন স্কীম তাদের জন্য নেওয়া যায় কি না সেটা চিন্তা করে দেখা হচ্ছে। তবে কিছু কিছু অসুবিধা রয়েছে বলে সেটা করা সম্ভব নাও হতে পারে। তবে সিমিলার কিছু করার জন্য সরকার বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—বে-সরকারী বিদ্যালয় শিক্ষক কর্মচারী দের জন্য জেনারেল ইন্সেুরেন্স স্কীমের মত এই ধরনের কিছু স্কীম করা যায় কিনা, তা সরকার চিন্তা করে দেখবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি আগেই বলেছি, প্রশাসনিক অসুবিধা আছে। সরকারী কর্মচারীদের টাকা পয়সার ব্যাপারে সরাসরি পেমেন্ট করা হয়ে থাকে যা বে-সরকারী কর্মচারী দের বেলায় সম্ভব হয় না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী হরিচরণ সরকার।

শ্রী হরিচরণ সরকার :—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার, ৮২।

মিঃ স্পীকার :—স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, স্টার্ট কোয়েশ্চনি নাম্বার, ৮২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অরুনধুতিনগর খৃষ্টিয়ান হাসপাতালটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিছু সংখ্যক ভারতীয় নাগরিক বেকার হয়েছেন,

২। সত্য হলে উক্ত বেকারের সংখ্যা কত, এবং

৩। উক্ত বেকারদিগকে বিকল্প কাজে নিয়োগ করার জন্য রাজ্য সরকার কোন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৩৬ জন।

৩। ত্রিপুরার সরকারী প্রতিষ্ঠানে ৭ (সাত) জনের চাকুরী হইয়াছে। ১৯৮০ ইং সালের জুনের দাঙ্গার পর অরুন্ধুতিনগর খৃষ্টান মিশন হাসপাতাল বন্ধ হইয়া যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অগ্রিম ৩ (তিন) মাসের বেতন দিয়া হাসপাতাল বন্ধ করিয়া দেয়। ঐ হাসপাতালের ১৪ (চৌদ্দ) জন শ্রমিক তাহাদের চাকুরী চ্যুতির জন্য শ্রমদপ্তরে আবেদন করেন শ্রম দপ্তর কেসটি সুরাহা করিতে না পারায় লেবার কোর্টে পাঠাইয়া দেয়। লেবার কোর্টের আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিক উক্ত ৩ (তিন) মাসের বেতন ছাড়াও আরও ১ (এক) মাসের বেতন পায়।

উক্ত ৭ [সাত] জন ভিন্ন আরো ১১ [এগার] জন বিভিন্ন স্থানে বর্ত্তমানে কর্মরত আছে। বর্ত্তমানে ১০ [দশ] জন বেকার আছেন। ইহা ভিন্ন ৩ (তিন) জন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ২জন মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ত্রিপুরার বাহিরে আছেন। ২ (দুই) জন কম্পাউণ্ডার বর্ত্তমানে নিজ উদ্যোগে ব্যবসায়রত আছেন এবং ১ (এক) জন বর্ত্তমানে মৃত।

শ্রীহরিচরণ সরকার ঃ--যাদের এখনও কর্ম বিনিয়োগ হয় নি তাদেরকে অতি দ্রুত স্ব-নির্ভর অথবা চাকরী দেওয়া হবে কিনা এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ এটা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়া যাবে। বর্ত্তমানের প্রশ্নের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

মি. স্পীকার ঃ—শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল ঃ— কোয়েশ্চান নং ১১২ স্যার।

শ্রী দশরথ দেব ঃ— কোয়েশ্চান নং ১১২ স্যার।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার ডলু বাড়ী এস, বি, স্কুল ঘরটির ওয়াল পাকা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। যদি না থাকে তার কারন ?

১। ডলু বাড়ী এস, বি, স্কুল ঘর পাকা ওয়াল করার পরিকল্পনা সরকারের এখন নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব তাহার কারন।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডলু বাড়ী সিনিয়ার বেসিক স্কুলে বহু দিন ধরে ঘর নাই ঐ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা মাঠে গাছের ছায়াতে ক্লাশ করতেন। এখন বর্ষাকাল, তারা ক্লাশ করতে পারছেন না। সুতরাং এই স্কুলটি সম্পর্কে সরকার অতি শীঘ্র বিবেচনা করবেন কিনা এবং স্কুলটি এ, ডি, সি, এরিয়াতে আছে নাকি তার বাইরে আছে, এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, ডলু বাড়ী স্কুলের ঘর পাকা ওয়াল করার পরিকল্পনা এখন সরকারের নাই এটা আমি আগেই বলেছি। এই স্কুলটীর অর্দ্ধ নির্মিত পাকা ঘরটি আগুনে পুড়ে গেলে আনুমানিক ৮৭ হাজার টাকা ব্যয়ে শিক্ষা বিভাগের সেহা মুলে পূর্ত্ত দপ্তর কর্ত্তৃক অর্দ্ধ পাকা বিল্ডিংটী নির্মানের জন প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। অর্থের অভাবে পুর্ত্ত দপ্তর এখনও কাজ আরম্ভ করতে পারে নি। তবে সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার জন্য এস, আর, ই, পির মাধ্যমে কাঁচা গৃহ নির্মান করা হয়। তাহাও ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আগুনে পুড়ে গেছে। কাজেই ঘরটি বার বার আগুনে পুড়েছে। ১৯৮৪-৮৫ ইং সালের মার্চ মাসে এটার জন্য ১৯৯৬৭ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং কমলপুরের বিদ্যালয় পরিদর্শক উক্ত টাকা ড্রও করেছেন। ঐ টাকা দিয়ে বর্ত্তমান আর্থিক বছরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঘরটি তৈরী করার জন্য আমরা বলেছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১০৪ স্যার।

শ্রী বীরেন দত্ত :—কোয়েশ্চান নং ১০৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে ৩১শে মার্চ ১৯৮৫ ইং পর্য্যন্ত রাজ্য শারী-

রিক বিকালাঙ্গ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত রেজিষ্টার্ড বেকারের সংখ্যা কত,

২। উক্ত বিকলাঙ্গ বেকারদের কর্ম সংস্থানের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন,

৩। সরকারী চাকুরীরর জন্য ইণ্টারভিউ দেওয়ার ব্যাপারে উক্ত বিকলাঙ্গ বেকারদের যাতায়তের জন্য ভ্রমন ভাতা (টি,এ) দেওয়া হয় কিনা ?

৪। বেকার বিকলাঙ্গদের কোন প্রকার বেকার ভাতা এবং বিকলাঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ কোন ভাতা দেওয়া হয় কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমানে ৩১শে মার্চ ১৯৮৫ ইং পর্যন্ত রাজ্যে শারীরিক বিকলাঙ্গ মেট্রিক ও তদূর্দ্ধ শিক্ষিত ৫০৪ জন ও মেট্রিকের নীচে অর্ধশিক্ষিত ৭০১ জন বেকার আছে।

২। নিয়োগদাতার চাহিদা অনুযায়ী বিকলাঙ্গ বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ও বিশেষ অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নাম পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। নিয়োগদাতা উক্ত বিকলাঙ্গদের যোগ্য অনুযায়ী নিয়োগ করে থাকেন।

৩। হ্যাঁ।

৪। বেকার বিকলাঙ্গদের কোন প্রকার বেকার ভাতা দেওয়া হয় না তবে সরকারী বিকলাঙ্গ কর্মচারীদের ভাতা দেওয়া হয়।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আজকে সারা বিশ্বের মানুষ তাদের জন্য চিন্তা করছেন। এই সমবেত শারীরিক বিকলাঙ্গ বেকারদের ভাতা দেওয়ার জন্য কোন রকম চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী —স্যার, যারা একেবারে পঙ্গু, তাদের মাসে ৪৫ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। আর চাকুরীতে ১ পার্সেণ্ট জায়গা তাদের জন্য নির্দিষ্ট আছে এবং

যখনই বিভিন্ন জায়গাতে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় তাদের আমরা সেই সুযোগ সুবিধা দেই। মাননীয় সদস্যরা হয়তো জানেন যে ৮ম অর্থ কমিশনের কাছে আমরা এ সব ব্যাপারে ভাতার ক্ষেত্রেতে যে সব দাবী করছিলাম সবগুলি দাবী তারা নাকচ করে দিয়েছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা জানা আছে কিনা, বিকলাঙ্গদের শারীরিক অক্ষমতা পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে। ৪০ পার্সেন্টের উপরে যারা আছে, তাদেরকেই মূলতঃ অক্ষম বলা হয়। কিন্তু আমরা দেখছি তার নীচে যারা আছে, তারাই অনেক সময় চাকুরীর সুযোগ সুবিধা নিয়ে নেয় প্রকৃত অক্ষমদেরকে ডিপ্রাইভড করে। কাজেই এ ব্যাপারে নিয়োগদাতারা নিয়োগ করার সময়ে দৃষ্টি দেবেন কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ—স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই প্রশ্নটির জবাব দিচ্ছি। কারণ এটা ড্রিল করে সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে। সেন্ট্রাল গভার্নমেন্টে ডাইরেকটিভ অনুযায়ী অর্থপেডিক এ্যাকসপার্ট বোর্ড পরীক্ষা করে একটা লোক সত্যিই ফিজিক্যাল হ্যাণ্ডিক্যাপড কিনা ? কোন ব্যাক্তির লোয়ার পার্ট এবং আপার পার্ট মিলে যদি ৪০ পার্সেন্ট হয় তাহলে তাকে বিকলাঙ্গ বলে ধরে নেওয়া হয়। চাকুরী যখন নেওয়া হয়, তখন ইন্টারভিউর ভিত্তিতে এমাংগ দ্য বেস্ট কোয়ালিফাইডদের মধ্যে সিলেকশান করা হয় রবং সিলেকশান করার পর অফার অব এপয়েন্টমেন্ট পাবার পর একসেপ্টেন্স সাবমিট করে তখন এই অর্থপেডিক মেডিক্যাল বোর্ড এ্যাকসপার্ট-এর সার্টিফিকেট দিতে হয়। সুতরাং সার্টিফিকেটে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে নিয়োগ যে ডিপার্টমেন্ট করে, তার কিছু করার থাকে না। করণ একজন ফিজিক্যালী হ্যাণ্ডিক্যাপ কিনা সেটা বিচার করার দায়িত্ব হচ্ছে বোর্ডের, সেটা কোন দপ্তর করতে পারে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলি লিখতে উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXURES—"A" & "B")।

রেফারেন্স পিরিয়ড

মিঃ স্পীকার ঃ—এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হচ্ছে—

"গত ২৫শে এপ্রিল (১৯৮৫) ধলেশ্বর [দক্ষিন ইন্দ্রনগর] বাঁধের কাছে কতিপয় সমাজ-বিরোধী দুস্কৃতকারী কর্তৃক ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক তথা আই, এন, টি, ইউ, সির রাজ্য শাখার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রী দীপক কুমার রায়কে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমন সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয়কে উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা :— "গত ২৫শে এপ্রিল (১৯৮৫) ধলেশ্বর (দক্ষিণ ইন্দ্রনগর) বাঁধের কাছে কতিপয় সমাজ বিরোধী দুস্কৃতকারী কর্তৃক ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির সাধারন সম্পাদক তথা আই, এন, টি, ইউ, সির রাজ্য শাখার অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপক কুমার রায়কে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমন সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :—আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই সম্পর্কে আমি ৩০ মে হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহাশয়ের কাছ থেকে আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি তাঁর বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনকুল দাস :—"ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রাজ্যের বিলোনীয়া শহর সংলগ্ন অপর প্রান্তে বাংলাদেশ কর্তৃক উস্কানীমূলক বাঁধ নির্মান ও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমি এই সম্পর্কে ৩০শে মে বক্তব্য রাখবো

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা মহাশয়ের কাছ থেকে আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি তাঁর বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহাকে তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমতিলাল সাহা— গত ২৬,৪,৮৫ইং তারিখ বিশালগড় থানা এলাকার রাজনগরে কতিপয় দুস্কৃতকারী কর্তৃক জনৈকা নাবালিকা কুমারী পদ্ম শীলের উপর গণ ধর্ষন সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার — আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী — স্যার এই সম্পর্কে আমি ৩রা জুন বক্তব্য দিতে পারবো।

মিঃ স্পীকার — এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের কার্য্যসূচীতে একটী (১টী) রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। গত ২৭.৫.৮৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটীর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়টি হলো

> "২৯শে মে থেকে অসামরিক পবিবহনের বিমান ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষের উপর যে দুঃসহ আর্থিক বোঝা চাপানো হয়েছে সে সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক এবং ত্রিপুরার জনসাধারনের পক্ষে দুভাগ্য যে আগামী ২৯শে মে থেকে আমাদের আগরতলা থেকে বাইরে বিমানে যে কোন জায়গায় যাওয়ার যে ভাড়া সেটা ১৪'৫ পারসেন্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে, এটা সারা ভারতবর্ষেই হয়েছে এবং ত্রিপুরাতেও এটাকে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার অর্থ হবে আজকে আমরা যেখানে ২৩৯ টাকায় কলিকাতা যেতে পারি সেখানে ভাড়া হবে ২৭৮ টাকা. এটা শুধু কলিকাতা নয় সমান ভাবে গোহাটি, শিলচর-এর ক্ষেত্রেও হবে এবং কোন জায়গায় যেতে গেলেই এই বৃদ্ধি ভাড়া দিতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা একটা দরিদ্র দেশ তাই এই দেশ থেকে বের হতে গেলে এমন কি কোন অসুস্থ মানুষকে যদি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যেতে হয় গরীব যারা নাকি অক্ষম এবং যারা গরীব ব্যবসায়ী শিল্প বা অন্যান্য উদ্যোগ যারা নিচ্ছেন তাদের পক্ষে এটা মস্তবড় বাধা হিসাবে দাড়ালো। ১০৭০ সালে প্লেন ভাড়া দিল ৫ টাকা কিন্তু ৭০ সাল থেকে ৮৫ সালের মধ্যে ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ২৭৮ টাকা হয়েছে, সেই তুলনায় কি ত্রিপুরার মানুষের আয় বেড়েছে? ত্রিপুরা এমন একটা অঞ্চল যেখানে রেল নেই কিছু নেই। সুতরাং এই অঞ্চলের সামগ্রিক যে চেহারা হয়েছে এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিচ্ছিন্নতাদের আরও অগ্রসর করে নিয়ে যেতে চাইছেন। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিষ্টারের কাছে অনুরোধ

জানিয়েছি এই ত্রিপুরারাজ্যকে বাড়তি ভাড়া বৃদ্ধি থেকে মুক্ত করার জন্য এবং এই হাউস থেকেও আমি জানিয়ে দিতে চাই এই অঞ্চলকে বৃদ্ধি ভাড়া থেকে মুক্ত করা হোক এবং যদি ওটা না করেন তাহলে শতকরা ২৫ ভাগ ভাড়া যাতে আমাদের সাবসিডি দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে আমি বেশী বক্তব্য রাখতে চাচ্ছি না, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে আমি ২।১টী কথা বলতে চাই যে কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রতিষ্ঠানগুলি চালাচ্ছেন তার মধ্যে টেলিফোন দপ্তর একটী. এই টেলিফোন দপ্তরের টেলিফোন প্রায় সময়ই অচল থাকে এবং পোষ্ট অফিস এর চেহারা হচ্ছে এই রকম ৬ মাব বা এক বছর পর চিঠি বাড়ীতে আসে।

১টা পোষ্টকার্ড হয়ত ৬ মাসে ১ বৎসরে বাড়ীতে আসে। স্যার, আজকে প্লেইনের টিকিট পেতে হলে কমপিউটার সিস্টেম চালু করেছে। যার ফলে আমি জানি ত্রিপুরার জন-জীবনে কি দুর্ভোগ নেমে এসেছে। আজকে ৩ দিন ৪ দিন অপেক্ষা করতে হয় দমদম বিমানবন্দরে একটা টিকেট পাওয়ার জন্য। এখানে খেলা হওয়ার কথা ছিল সারা ভারত-বর্ষের টীম আসবে। কিন্তু সেই খেলাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে-ছিলাম, কিন্তু বিমানের অসুবিধার জন্য এখানে খেলাটা হয়নি যার জন্য ত্রিপুরার মানুষও কিছুটা বিরক্ত হয়েছে। আমি সেইসব দিক থেকে বলতে চাই, আমাদের এখানে থেকে বাইরে শিক্ষার জন্য যেতে হয়,, সংস্কৃতির জন্য যেতে হয়, কোনসময় চিকিৎসার জন্য যেতে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যারা অভিভাবকরা আমাদের ছেলেদের পাঠাই। কাজেই এই হাউসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে চাই যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেটা যেন ত্রিপুরার মত এই অঞ্চলে প্রয়োগ না করেন এবং যদি করেন তাহলে ২৫ ভাগ ভর্তুকী যাতে দেওয়া হয়।

মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষন করছি যদি সত্যিই ২৭৮ টাকা ভাড়া ঘোষনা হয়ে থাকে তাহলে পরে ১৬ পয়েন্টেরও বেশী হয়েছে সারা ভারতবর্ষে ১৪.৫ × এখানে ১৬ পয়েন্টের বেশী তাহলে আগরতলা থেকে কলকাতা যেতে ২৭৮ টাকা হবে। এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করা দরকার। কেন এইরকম করা হল।

নৃপেন চক্রবর্ত্তী মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি এইটা সত্যি হয়ে থাকে সারা ভারতবর্ষে ১৪'৫ পারসেণ্ট ত্রিপুরার জন্য ১৬,৫ পারসেণ্ট হয়েছে তাহলে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এইটা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করব।

শ্রী নকুল দাস :—পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমাদের রাজ্যে যেখানে যোগাযোগ

ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল সেখানে কিছু আগে বায়ুদূতের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ এই বায়ুদূত বন্ধ হয়ে আছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন কি না? ত্রিপুরার যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এই যে গাফিলতি চলছে তা কি কারনে হচ্ছে, আজকে এই বায়ুদূতের ব্যবস্থা ত্রিপুরায় আবার চালু করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করবেন কিনা।

নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় সদস্য ঠিকই উল্লেখ করেছেন। এই সম্পর্কে আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে। আমরা তাদের বলেছি হয়ত কমলপুরে এইটা নাও হতে পারে, কিন্তু কৈলাশহর থেকে আগরতলার যে যোগাযোগ এইটা বায়ুদূত হওয়া দরকার। অনেকগুলি দুর্গম এলাকার ভিতর দিয়ে এই জায়গায় যেতে হয়। এখন যদি বায়ুদূত থাকত অফিসার, কর্মীরা বায়ুদূতে যেতে পারত। সবাই যেতে পারত। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ভারপ্রপ্ত দপ্তরের অসামার দপ্তরের কাছে জানিয়েছি কৈলাশহরের কথা। তারা উত্তর দিয়েছে, দেবে কিন্তু ২ মাস হয়ে গেল। আমরা আবার এই বিষয়টা নজরে আনব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী প্লেইনের ব্যপারে যেসমস্ত কথা বললেন সে সবই সত্য। আমি জানতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট যে ভর্ত্তুকীর দাবী করা হয়েছে তার ৫০ পারসেণ্ট যদি কেন্দ্রীয় সরকার দেয় আর ৫০ পারসেণ্ট রাজ্য সরকার দেবেন কিনা?

নৃপেন চক্রবর্ত্তী স্যার, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যদি টাকাটা তুলতে পারেন আমরা দিতে পারি।

শ্রী মানিক সরকার :—স্যার আমি মনে করি এই বিষয়টা যখন কেউ বিরোধীতা করেনি আমার মনে হয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল বলে এই হাউস থেকে এই প্রস্তাবটা পাঠানো হোক।

মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :—স্যার, আমি বলতে চাই, যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই যে ত্রিপুরায় বিমানের সংখ্যা আরও বাড়াতে হয়। কারন এই বিমানে ত্রিপুরার যাত্রীদের হয়না। একটা টিকিটের জন্য কদিন লাইন দিতে হয়, ইট ফেলে রাখতে হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনিতেই দুর্বল।
এখানে রেলও নেই। তাই বিমানের ভাড়াও যদি বৃদ্ধি তাহলে ত্রিপুর জনসাধারণের উপর দুর্ভোগ নেমে আসবে। সুতরাং বিমানের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। তাই আমি মনে করি এখানে যাতে ভাড়া বৃদ্ধি না করা হয় এবং যদি করা হয়

তাহলে কেন্দ্র যাতে সহানুভূতির সঙ্গে চিন্তা করে ভর্তুকী দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং বিমানের সংখ্যা যাতে আরও বাড়ানো হয়, এই ভাবে প্রস্তাবটা করলে আমার মতে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নিম্নরূপ·

"গত ২১ .৫ ৮৫. ইং রাত্রে উদয়পুর মহকুমার বগাবাসা গ্রামের শ্রী সতীশ দেবনাথ ও শ্রী যতীন্দ্র পালের বাড়ীতে ডাকাতি ও আগুন লাগিয়ে পরিবারের লোক-জনদের পুড়িয়ে মারার সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় থদস্য নিশ্চয় উপস্থিত আছেন (শ্রী কেশব মজুমদার উঠে দাঁড়ান)।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপা-রগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামি ৩০ শে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩০শে মে, ১৯৮৫ই একটি বিবৃতি দিবেন।

শ্রী জহর সাহা :—মাননীয় স্পীকাকর স্যার, গত বিধানসভার অধিবেশনের সময় আমার একটা প্রশ্ন ছিলে-' ত্রিপুরায় সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত?' এবং গত কালকেও আমার যে সম্পর্কে একটা প্রশ্ন ছিল, কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, গত বিধানসভায় রিপ্লাই দেওয়া হয়েছিল-তথ্য সংগ্রহাধী আছে আর এই বার কোন রিপ্লাই দেওয়া হয়নি। তাহলে ত্রিপুরায় সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত তা কি আমরা জানতে পারব ন? এটা আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যে হেতু আপনার প্রশ্নের উত্তর বলা হয়েছে যে, তথ্য সংগ্রাহাধীন, সেহেতু বুঝতে হবে যে, এই প্রশ্নটি পস্টপণ্ড কোশ্চান। এবং এর জবাব নিশ্চয়ই আপনার নিকট যাবে। আমি জানিনা, হয়তো সে প্রশ্নের উত্তর সভার টেবিলে হতে পারে।

শ্রী জহর সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে, লোকসভায় কোন প্রশ্নের উত্তর মন্ত্রীকে দিতে বাধ্য করানো হয়। কিন্তু আমাদের বিধান সভার ক্ষেত্রে তো সেটা করা হচ্ছে না। এই ভাবে যদি দু তিনটা অধিবেসন যায় অথচ আমার প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া যায়-তার জন্য প্রশ্নোত্তরের একটা প্রটেকশান রাখা উচিত ছিল।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য' আপনার প্রশ্ন পষ্টপণ্ড হয়েছে, সুতরাং পরে সেটার উত্তর আপনি পাবেন।

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো- ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক সনের ব্যয়বরাদ্ধের (জেনারেল ডিসকাসন অন দ্যা বাজেট এসটীমেটসফর দ্যা ইয়ার ১৯৮৫-৮৬) উপর সাধারন আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব তারা যেন তাদের আলোচনা ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরের ব্যয়-বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। গতকালকে আলোচনার পর নিম্নোক্ত সময় বিভিন্ন দলে পাওয়া আছে যথা- কংগ্রেস ২০ মিনিট, টী, ইউ, জে, এস, ১৫ মিনিট, ইণ্ডেপেণ্ডেন্ট ৯ মিনিট, ট্রেজারী বেঞ্চ ১৭১ মিনিট।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার মহাশয়কে আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার : মিঃ স্পীকার স্যার, গরি ২৪শে মে, ১৯৮৫ ইং তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরের যে ব্যয়বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সম্পুর্ণরূপে সমর্থন করি। কারন এটা ত্রিপুরার গরীব মানুষের জীবন ও জীবিকা, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, সাধারন মানুষের মধ্যে শান্তি শৃংখলা এবং প্রতিটী মানুষের অর্থনৈতিক সুযোগ—সুবিধার কথা স্পষ্টভাবে এই বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া ১৯৮৩-৮৪ ১৯৮৪-৮৫ ইংসেনে কোন খাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে তারও একটী ধারাবাহিক হিসাব এই বাজেট উল্লেখ করা হয়েছে। এই বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো যত দ্রুত সম্ভব সাধারন মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি এবং জাতি উপজাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যকে রক্ষা করা। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এই বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী-দলের সদস্যরা বলেছেন যে, এই বাজেটে নাকি এস. সি, এস, টী. এবং সাধারন গরীব মানুষের উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, বিরোধী দলের নেতারা হয়তো ভাল করে বাজেট দেখেননি অথবা তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি বলেই তারা এস, টী, এস, টী, এবং সাধারন মানুষের উন্নতির জন্য যে ব্যবস্থা বাজেটে রাখা হয়েছে তা দেখতে পাননি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসার পর আমরা দেখেছি যে, এস, টী, এবং এস, সি, এবং ত্রিপুরার সাধারন মানুষের অনেক উন্নতি হয়েছে তার আমি দু একটী উদাহরন দিচ্ছে। যেমন, আগে ত্রিপুরাতে কংগ্রেস আমলে সরকারী যত জলাশয় ছিল সেগুলির লিজ নিত যাদের টাকা বেশী আছে সেই সব জোতদার, মহাজনরা। আর তাদের অধীনে এস, সি, এবং এস, টীর লোকেরা দিন মজুর হিসেবে ঐ জলাশয়ে মাছ ধরত। আর সে মাছ বিক্রি করে যা আয় হতো অর্থাৎ যদি ১০০ টাকা আয় হত তবে মজুরী হিসেবে সে পেত ৫ টাকা আর বাকি ৯৫ টাকা পেত সেই আড়তদার মহাজনরা। আর আজকে দেখা যায় যে এই মজুররা নিজেরা সমবাযের মাধ্যমে সবকারী জলাশ..গুলি লিজ নিয়ে যা আয় কবছে তার পুরাটাই নিজেরা ভোগ করতে পাবছে।

দ্বিতীয়ত ঃ কিছুদিন আগে কৈলাশহরে এস, সি, সম্প্রদায়ের একটি সেমিনার হয়ে গেলো। সে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরাব এস, সি, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা। সেখানে সরকায়ের বিভিন্ন বিভাগের অফিসাররা উপস্থিত হয়ে এস, সি, প্রতিনিধিদের জানিয়েছেন যে, তাদের জন্য সরকাব কি কবছেন, এবং সরকাব থেকে তাদেব কি কি পাওনা রয়েছে। সেমিনারে উপস্থিত এস, সি, প্রতিনিধিবা বামফ্রন্ট সরকারের প্রশংসা করে বললেন যে, এর আগে কংগ্রেস আমলে তারা এইভাবে সবকাব থেকে কোন নিমন্ত্রন পত্র পাননি। এমনকি তারা আরো বললেন যে, ফটীকরায় একজন কংগ্রেস প্রধান আছেন যিনি এস, সি, প্রতিনিধিদের সেমিনারে যে যারা এইভাবে সবকার থেকে কোন নিমন্ত্রন পত্র পাননি। এমনকি তারা আবো বললেন যে, ফটীকরায় এলাকার একজন কংগ্রেস প্রধান আছেন যিনি এস, সি, প্রতিনিধিদের সেমিনারে যোগদানের জন্য যে, নিমন্ত্রন পত্র সেটা তাদের না দিয়ে চুরি করে নেন। কিন্তু পরে সেখানকার বি, ডি, ও, নিজে গিয়ে তাদের সে নিমন্ত্রন পত্র দিবে আসেন।

সুতরাং মিঃ স্পীকাব স্যার যারা বিগত ৩০ বছব এস সি, এস, টী, দেব শোষণ করেছেন নারা আজকে এদের হয়ে ওকালতি করে বলছেন যে বামফ্রন্ট সরকারেব বাজেটে নাকি এই এস সি দেব জন্য কোন ব্যবস্থা নেই।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার—ট্রাইবেলের ক্ষেত্রে যেখানে বিরোধীদলের নেতা বলেছেন যে হ্যাঁ, এখানে তো নেই। ভাল কথা নাই। বাজেট ভাষণেই সব কিছু থাকাব তো কথা নেই। বামফ্রন্ট সরকার যখন ত্রিপুরা রাজ্যে সিডিউলড ট্রাইবেলসদের জন্য ডিস্ট্রিকট কাউন্সিল বিল আনলেন কংগ্রেস তো বিরোধিতা করলেই, এমন কি নির্বা- চন পর্যন্ত বয়কট করলেন। আর আজকে বলেন যে এই বাজেটের মধ্যে সিডিউল্ড

ট্রাইবস্‌দের জন্য টাকা নেই। তারা যেখানে এ, ডি, সি, এর জন্য ভোট বয়কট করলেন সেখানে তারা তাদের জন্য টাকা নেই বলছেন। জুন দাঙ্গার অংশীদারও তাদেরই বলা যায়। তাদের মধ্যে আমরা বাঙালী করেছে, সম্প্রদায়িকতার বীজ তারা বপন করেছেন। আবার বিশুদ্ধ ট্রাইবেল যারা তারাত তাদের সংগে মিতালী করলেন, ভোট চাইলেন। আবার তারা গোঁসা করলেন। কাজেই এমনি করে ধাপ্‌পা দিয়ে চলে না। প্রতি বছরই যখন কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে খুশী করার জন্য টাকাগুলিকে ফেরত দিয়েছেন, আর এখন বলেছে যে টাকা তো নয় ছয় হয়। আগে তো মধুবাবু তাঁরা ঘর বাড়ী বানালেন কোঅপারেটিভের টাকায়। কো-অপারেটিভের টাকাগুলি কারা কারা তছরূপ করছে এইগুলি কি কোনদিন আলোচনা করেছেন? এখন তারা গরীব মানুষের জন্য কি বলবেন? গরীব মানুষের যাতে পুনর্বাসন হয় সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করলেন যে গরীব মানুষ বিনা নজরে ৫ কানি জায়গা এবং জঙ্গলে ১৫ কানি জায়গা পাবেন। সেখানে টি, এন, ভি,-এর আক্রমণের জন্য স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারছে না। কিন্তু আপনারা যখন ঘর দিলেন সেই ঘরে এখন টি, এন, ভি, লুকিয়ে থাকতে পারে। ট্রাইবেল সমাজের মানুষগুলিকে যখন আদর্শের মধ্যে আনতে পারলেন না তখন তারা সন্ত্রাসের পথ ধরলেন। স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান দিলেন। বাবার বাগানের ফরেষ্টারকে খুন করলেন। গ্রামবাসীরা বললেন যে, না এটা হয় না। স্বাধীন ত্রিপুরা হলে আমাদের খাজনা দিতে হবে। এখন আমাদে খাজনা দিতে হয় না। আজকে এই পরিস্থিতির মধ্যে দেখা যায় কাজ যখন চলছে তখন তাদের বাধা দিতে হবে শ্রেণীগত স্বার্থে। কাজেই এই বাজেট গরীব এবং ট্রাইবেলের যাতে স্বার্থ রক্ষা করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই রচিত হয়েছে। সেই কারণে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী গত ২৪ তারিখে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি বিরোধীতা করছি একটা কারণে সেই কারণটা হচ্ছে, এটা একটা বে-আইনী বাজেট। সংবিধান মোতাবেক এই বাজেট এখানে আসেনি। সংবিধান মতে বাজেট এলে সেটা ৩১ শে মার্চের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট আসতো। সেজন্য আমি এটাকে বিরোধীতা করছি। দ্বিতীয় কারণ হলো, হাউসে আসার আগেই এই বাজেটি লিকেজ হয়ে গেছে। সেই কারণে এটাকে বিরোধীতা করছি।

অন্যদিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যে দোষারোপ করেছেন নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এবং মাননীয় বিরোধী দলের নেতা দেখিয়েছেন যে এই ৭ বছরে রাজ্যকে যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন এই টাকা নিশ্চয়ই ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করে দিয়েছেন। এই গরীব রাজ্য নানা দিক থেকে অনগ্রসর। তার আর্থিক সম্পদ নাই, এই কথা চিন্তা করে টাকা দিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে, এই টাকা রাজ্যের মানুষের কল্যাণে ব্যয় হয় নি। এর চেয়ে অনেক কম টাকা দিয়ে কংগ্রেস সরকার অনেক বেশী কাজ করেছেন; ৭ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বের ফসল হলো ত্রিপুরার ১ লক্ষ বেকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে কেন্দ্রের দোষ দিচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। তখন তাঁরা এই কথা বলেন নি যে আমরা চাকরী দেব কেন্দ্রের টাকা দিয়ে। কিন্তু আজকে এই কথা বলেছেন। আমি বলছি এটা তাদের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্যই বলেছেন এবং এই বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার জন্য আমি দাবী করছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেন পদত্যাগ করেন।

আজকে উগ্রপন্থী সৃষ্টি হয়েছে। কারা উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছে? আগে তো উগ্রপন্থী ছিল না। আসলে উগ্রপন্থী বলে কিছুই নেই। তারাই উগ্রপন্থী এবং তারাই তাদের লোকদের পাইয়ে দেবার জন্য নানা কলা-কৌশল করছেন। যেমন আমরা সেদিন দেখেছিলাম মাননীয় দীনেশ বাবুকে, তিনি পুলিশ পরিবেষ্টিত। আমরা ভেবেছিলাম যে দীনেশ বাবু আসছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে, আমি নিজেও উগ্রপন্থী। কোনদিন হয়ত দেখব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একজন উগ্রপন্থী। ব্যর্থতা এবং বঞ্চনার যে ইতিহাস সেটা এই বিধান সভার মাধ্যমে বা অন্য যে কোন ভাবেই হউক, আজকের ত্রিপুরাবাসী সেই বঞ্চনা, খুন-খারাপী, সন্ত্রাস এবং নিরাপত্তা-হীনতার ওদের যে কার্যকলাপ তার থেকেই আমরা এর যথেষ্ট প্রমান পাচ্ছি এবং এই বাজেটের মধ্যেও তার প্রমান যথেষ্ট রয়েছে, আর সেজন্যই আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয়, এই হাউসে ২৪শে মে তারিখে এই রাজ্যের জন্য ১৯৮৫-৮৬ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি তার সেই বাজেটকে সমর্থন করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে এটা পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে কেবিনেটে বিচার-বিবেচনা না করে, কোন বাজেটই তৈরী করা হয় না। কেবিনেটে বাজেট বিচার-বিবেচনার আগে কি হয়েছে না

হয়েছে, সেটা কখনও বিচার্য্য বিষয় নয়। অতএব কেবিনেটে বিচার-বিবেচনার পরেই সেটা বিচার্য্য। তা সত্বেও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যেসব সদস্য বাজেট সম্পর্কে নানা কথা বলার চেষ্টা করেছেন, সেটা একেবারেই অবান্তর। দেশ ও রাজ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতে বামফ্রন্ট সরকারের একটি বাস্তবসম্মত অর্থনৈতিক কর্মসূচী এই বাজেটের মূল কাঠামো। গত ৭ বছর যে অর্থনৈতিক কর্মসূচী দিয়ে রাজ্য সরকার এই রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কাজ করেছেন, এই প্রস্তাবিত বাজেট সেই কর্মসূচীকেই আরও জোরদার করছে। উপজাতি, জুমিয়া, অ-উন্নত তপশীলিভূক্ত জাতি-উপজাতি, অনগ্রসর পিছিয়ে পড়ে থাকা শহর ও গ্রামের সাধারণ মানুষ, ধর্ম-ভাষা ও সামাজিক সংখ্যালুঘু নারী-পুরুষ সকল অংশের সকল মেহনতী মানুষের স্বার্থে এই কর্মসূচীর সার্থকতা ২২ লক্ষ মানুষ পরীক্ষা করেই গ্রহণ করেছেন। ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেট শুধু এই বিধান সভাতেই সমর্থিত হবে না, রাজ্যের জনগণেরও বিপুল সমর্থন পাবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। বামফ্রন্ট সরকারের সম্পদ সংগ্রহ এবং ব্যয়ের নীতি ত্রিপুরা রাজ্যে আপামর জনসাধারণ সমর্থন করেছেন। এই নীতিতে কাজ করবার জন্য কি বিধানসভা কি পার্লামেন্ট, কি পঞ্চায়েত বা অন্য কোন সংস্থার প্রতিটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচীকে রূপ দেওয়ার জন্য বামফ্রন্টের প্রতিনিধিদের জনসাধারণ নির্বাচিত করেছেন। বামফ্রন্ট সরকার গরীবদের ট্যাক্স রেহাই দিয়েছেন, কর রেহাই দিয়েছেন। গত ৩৮ বছর ত্রিপুরাতে সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন উন্নয়ন করা হয় নি, ত্রিপুরা বঞ্চিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক অর্থ বরাদ্দ দিয়ে ত্রিপুরায় সম্পদ সৃষ্টির জন্য উন্নয়ন করতে হবে। কেন্দ্রের আর্থিক বরাদ্দের উপরই ত্রিপুরার উন্নয়ন নির্ভরশীল, কিন্তু এই সম্পর্কে বার বার দাবী এবং অন্দোলন করা সত্বেও, কেন্দ্র এখন পর্য্যন্ত এদিকে কোন মনোযোগই দিচ্ছে না। "ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের সাত বছর" নামে একটি পুস্তিকা ছাপিয়েছে—ত্রিপুরা সরকার। বামফ্রন্ট সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্ম-এর সাফল্যের দলিল, যেটা পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সমর্থিত—সব তথ্যই এর মধ্যে রয়েছে। পঞ্চায়েতগুলির বার্ষিক কাজকর্ম, অগ্রগতি ও উন্নতির সাফল্য তথ্য-ভিত্তিক রিপোর্ট তৈরী করে গাঁও সভাগুলির সাধারণ সভায় সমর্থিত হচ্ছে। কৃষক, কৃষিমজুর, ছাত্রযুবক, দোকান কর্মচারী, ছোট ব্যবসায়ী, মোটর শ্রমিক, মৎসজিবী, তাঁতশিল্পী, বিড়ি শ্রমিক, কারখানা—শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক এবং কুটির শিল্পী, মধ্যবিত্ত সরকারী বে-সরকারী শিক্ষক কর্মচারী সকল অংশের সংগঠিত মানুষ নিজ নিজ গণসংগঠনের সম্মেলন সভা সমাবেশ থেকে ঘোষনা করছেন, প্রস্তাব গ্রহণ করে বামফ্রন্টকে সমর্থন জানাচ্ছেন, বামফ্রন্ট সরকারের অর্থনৈতিক

নীতি ও কর্মসূচীকে এবং বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় রেখে রাজ্যের অধিকার ও ক্ষমতা বাড়ানোর লড়াই করছেন—রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ। বিগত সাত বছরের সাফল্য এর সাথে এই বারের বাজট ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী ত্রিপুরার অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে। পিছনে পড়া, দুর্বল, অ-উন্নত ও অনগ্রসর এবং সংখ্যালঘু জনগণের অগ্রাধিকার এই বাজেটে ও সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুর্বল মানুষগুলিকে রিলিফ দিয়ে সাহায্য করে অর্থনৈতিক পূর্ণগঠনের মৌলিক কাজ-কর্ম এবং সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শোষণের শক্তি ব্যবস্থা সেগুলিকে দূর্ব্বল করা বামফ্রন্ট সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর বৈশিষ্ট। ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটেও এই সকল মূল কাজের ধারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, লক্ষ্য করছি। তাই এই বাজেটকে সমর্থন করছি। জনগনের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিব পূর্ণ স্বীকৃতি এবং সুযোগ সুবিধাকে মূল্য দেয়ার নীতি বামফ্রন্ট সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর আর একটি বিশেষ দিক। গত সাত বছরের মতোই ১৯৮৫-৮৬ বাজেটেও আমরা তার সামান্য কোন ব্যতিক্রম দেখছি না। পনচায়েত, বি, ডি, সি, মিউনিসিপ্যালিটী নোটীফাইড এরিয়া অথরিটী, সমবায় সমিতি, বিদ্যালয় পরিচালন, সাংস্কৃতিক কাজ কর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্ল্যাট ফর্মে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ও অধিকার তুলে দিয়ে জনগনকে সরকারী উন্নয়ন কর্মসূচীর কাজকর্মে যুক্ত করার ক্ষেত্রে গত ৭ বছর রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতার আর্থিক বরাদ্দ ব্যবস্থাও আমরা দেখেছি। ১৯৮৫-৮৪ সালের বাজেটেও এই ব্যবস্থাগুলিকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা হয়েছে। রাজ্যের মৌলিক সমস্যা ও জরুরী সমস্যগুলিকে চিহ্নীত করে আজকের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ ওবনংটন করা হয়েছে :— যেমন—

পি, ডব্লি, ডি-তে ১৪.২৮ পার্সেন্ট, শিক্ষায় ১০.৬৭ পার্সেন্ট খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবারহ ও বন্টনে ১০.৮৯ পার্সেন্ট, জলসেচ ৫.৯৪ পার্সেন্ট, বিদ্যুৎ ৫.৫৮ পার্সেন্ট, কৃষিতে ৪.৩০ পার্সেন্টত, উপজাতি উন্নয়নে ৪.০২ পার্সেনট। রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নে সমপদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গত ৭ বছরের কাজকর্ম অব্যাহত রয়েছে প্রধান প্রধান বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ২০ থেকে ১৫টা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা কর্মসূচীতে।

এই বাজেটে অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিচিছন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহকে জন-বিচ্ছিন্ন করার জন্য এই বাজেট। এই বাজেট গণতান্ত্রিক আনদোলনকে সাহায্য করার জন্য এবং সামরাজ্যবাদী শকতিকে বিচ্ছিনন

করাব জন্য এই বাজেট। এই বাজেট সামপ্রদায়িক ঐক্য ও সমপ্রীতি সুদৃঢ় এবং স্থায়ী করার লক্ষ্যে ছোট ছোট সমপ্রদায়ের ভাষা সংসকৃতিটে উন্নত করার জন্য এবং গণতানত্রিক বিকাশ সাধনের জন্য এই বাজেটে নজর রাখা হয়েছে। গত সাত বছর যাবত ত্রিপুরায় যে সন্ত্রাসমূলক কাজ এবং সাম্প্রদায়িক উসকানী দিয়ে রাজ্য সরকারের অর্থনীতিকে দুর্বল করার জন্য একটা চেষ্টা চলছে সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য সরকার গণতানত্রিক পদধতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তা খুবই প্রসংশনীয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি বামফ্রণ্ট সরকারের কার্য্যকলাপে এক নতুন ত্রিপুরা গড়ে উঠছে। সারা দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ভয়ংকর অর্থনৈতিক সংকট চলছে। কেনদ্রীয় সরকারের অর্থনীতি সারা ভারতবর্ষকে একটা সংকটের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূল অর্থনীতির জন্য আজকে দেশে আড়াই কোটীর মত বেকার। দিন দিন বেকার সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। কলকারখানাগুলিতে দেখছি হাজার হাজার বেকার সৃষ্টি হচ্ছে। According to Reserve Bank of India—the numbers of large sick uuits increased from 435 at the end of Jaune 1982 to 467 and a year later by the same menth the number ot sick small units had shot up to 65000 and this year it has neared 18000. R.B.I. survey reports—50,000 of small units are considered to be non-viable.

সম্প্রতি পত্র পত্রিকায় দেখছি অসংখ্য কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভারত বর্ষে ছয়টি পনচ্ বার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতির মার-প্যাঁচে পড়ে সাধারণ মানুষ কত অসহায়। দেশের উৎপন্ন পাট বিদেশে রপ্তানী করে কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা আমদানী করছে। আর এদিকে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পাটের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। আজকে দেখছি জুটমিলগুলি অচল হয়ে যার্চ্ছে। সেখানে ৮০ হাজারের মত শ্রমিক তাদের চাকুরী থাকছে না। বামফ্রণ্ট সসরকার বলছে যে এই জুটমিলগুলিকে জাতীয়করণ করা হউক। হাতে নেওয়া হউক। এগুলি ম্যানেজমেণ্ট পাবলিক শেকটারে রেখে হাজার হাজার শ্রমিককে চাকরী থেকে ছাঁটাই করা হায়ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেদিকে নজর দিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতির ফলে গরীব আরও গরীব হচ্ছে, একচেটিয়া মালিকদের হাতে আরও সুযোগ সুবিধা তুলে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটের বিরুদ্ধে এখনও আন্দোলন চলছে। সমস্ত বীরোধী দল পার্লামেণ্টে এই বাজেটের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এম, আর, টি, পি, বিশ কোটি টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকা

করার কথা ছিল, কিন্তু সেটাকে করা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা। এতে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আরও লাভবান হবে, আরও বেশী লুঠ করতে পারবে। ভি, পি, সিং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বাজেট তৈরী করেছেন। এই বাজেটে ধনীরা আরও ধনী হবে, আরও বেশী লুঠ করতে পারবে এবং গরীব আরও গরীব হবে। এই বাজেটের ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে, কাপড় কিনতে পারছেনা, খাদ্য কিনতে পারছে না। এটা হলো সারা ভারত বর্ষের চিত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব অনুযায়ী—the domestic per capita consumption of cloth declined from 13. 65 metres in 1979 to10.50 metre in 1984. এখানে ত্রিপুরাতে শতকরা ৮০ জন লোক দারিদ্র রেখার নীচে বাস করছে। এখানে জুমিয়া, ভূমিহীন এদরকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য রাজ্য স্যরকার কেন্দ্রের কাছে টাকা চেয়েছিলাম। টাকা চাওয়া হয়েছিল। কেন্দ্র বলে দিল যে ৭৫০ কোটি টাকার বেশী এক পয়সাও পাওয়া যাবে না। কয়েকদিন আগে ত্রিপুরায় প্রায় দশ হাজার লোক আন্দোলন করল, আইন অমান্য আন্দোলন। তাদের দাবী ছিল বেকার সমস্যার সমাধান, রেল লাইন সম্প্রসারণ ইত্যাদি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোন দাবী মানতে রাজী না। কোন সাহায্য করবে না। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে একটা নীতির ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা করছেন এবং এই বজেট উপহার দিয়েছেন। আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবি রইল।

AFIER RECESS AI 2 P.M.

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নারায়ণ দাস।

শ্রীনারায়ন দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৪শে যে, ১৯৮৫ ইংত ারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, তার মধ্যে অনেক কিছুর কথাই বলা হয়েছে। সেই বাজেট স্পীচ সম্পর্কে আমি সংক্ষিপ্তকারে আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সয়কার বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দিচ্ছেন না ফলে ত্রিপুরার কোন কাজই সরকার করতে পারছেন না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যদি টাকা নাই দিতেন, তাহলে ত্রিপুরা সরকার কি ভাবে সরকার পরিচালনা করছেন? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য যে টাকা দিচ্ছেন সেই টাকা

দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য কোন কাজ না করে দলীয় স্বার্থে সেই টাকা খরচ করা হচ্ছে। আমরা এও লক্ষ্য করে দেখেছি কৃষকদের কাছে যে সমস্ত বীজ বণ্টন করা হয়েছে তা অকেজো বীজ। এই বীজে ফসল ফলে না। এই অকেজো বীজ কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে তাদের আরো ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন ত্রিপুরার বামফ্রণ্ট সরকার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মৎস্য চাষীদের উন্নয়নের জন্য ২কোটী ৩১ লক্ষ টাকার বেশী ব্যয় বরাদ্দ বাজেট ভাষনে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেছেন। এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের আর্থিক বছরে ১৭,১০৭ হেক্টর জলাশয় মৎস চাষের আওতায় আনা হবে। কিন্তু বাজারে মাছের যোগানের দিকে তাকালেই মৎস্য দপ্তরের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে তা বুঝতে পারা যায়। এই সব জলাশয়গুলিতে মৎস্য পোনা উৎপাদন না হয়ে হয়ত ব্যাঙের পোনা উৎপাদন হচ্ছে। কেন না, মাছের দাম আগে যেখানে ১০ থেকে ১৫ টাকা ছিল সেখানে আজকে ৩৫ টাকা থেকে ৪০ টাকা কিলোতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরার গরীব মানুষ— সাধারণ মানুষ আজ মাছ খেতে পারছেন না। সরকারী ভাবে কোটি কোটি টাকা মৎস্য চাষের জন্য খরচ করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য, গরীব মানুষের জন্য, বেকারদের জন্য ট্রাইবেলদের জন্য তপশিলী জাতির জন্য, কিংবা অন্যান্য জাতির জন্য উন্নতির ব্যাপারে হয়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিকই করছেন কিন্তু সেই সিদ্ধান্তকে কার্য্যে পরিণত করা হচ্ছে না। বরং সেই টাকা দিয়ে দলীয় কাজ করা হচ্ছে। আমাদের কাছে বিভিন্ন তথ্য আছে। আজকে গ্রামে গঞ্জের সাধারণ মানুষরা খেতে পারছেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রীয় টাকা নিয়ে কি ভাবে দলবাজী করা হচ্ছে, তার কিছু নমুনা আমি এখানে আপনার মাধ্যমে তুলে ধরতে চাই। যে সব গাঁও সভা কংগ্রেস দখলে গেছে সেখানে আই, আর, ডি, পি—এর লোনের টাকা মাত্র ৩০/৪০ জন পাচ্ছে। কিন্তু যেসমস্ত গাঁও সভা সি, পি, এম-এর দখলে গেছে সেখানে ৯০ জন লোক লোন পাচ্ছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডাব্লু, ডি, সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই আমি তাঁদের ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের কাজ-কর্ম সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। গ্রামের সাধারণ মানুষ বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য উদ্বিগ। গ্রামের মানুষ দরখাস্ত দেওয়ার পরেও এস, ডি, ও-এর কাছে ডেপুটিশান দেওয়া হয়েছে। সরকারের কাছে ডেপুটেশান দেওয়া হয়েছে, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। সবাই বলেছেন, দেখা হবে বিষয়টি। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। এটা ত্রিপুরা প্রশাসনের ব্যর্থতার পরিচয়। ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থাও একই রকম। যোগাযোগের অসুবিধার জন্য আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের রেশন সপগুলিতে জিনিস সরবরাহ

করা সম্ভব হচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলের মানুষের আজ খেতে পারছে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারছেন না। এ সব কথা বললে সরকার থেকে বলা হয়, বিরোধীরা সরকারের কোন কাজই দেখতে পায় না। সরকারের ভুল-এুটি ধরিয়ে দিলে তা দেখা হয় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে একজন হেডমাষ্টারকে বিশালগড় স্কুলে পাঠাতে পারছেন না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে তা স্বীকার করেছেন।

যে সরকার জনসাধারণের নিরাপত্তা দিতে পারে না সেই সরকার উন্নয়ন করতে পারে না, সে সরকার আবার বিদেশের কথা বলছেন। জ্যোতিবসু আমেরিকা গিয়েছেন, উনি বলেছেন ভারতবর্ষের সরকার শিল্পপতিদের কোটি কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী নারায়ন দাস :--মি. ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিযা : --মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ২৪ শে মে এই বিধান সভায় যে বাজেট উপস্থাপন করেছেন, সেটার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এই বাজেট হুবহু গতানুগতিক। এর মধ্যে কোন নূতনত্ব নেই। এই বাজেট ত্রিপুরাবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতি বা পরিবর্ত্তন আনতে পারে না। এই বাজেটের যে ফলাফল আমরা হিসাব করে দেখেছি-সেটা হল অস্থিরতা ও ব্যাপক ব্যর্থতা। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষণ পড়েছেন তাতে পরনির্ভরশীল মানষিকতাই ফুটে উঠেছে। সম্পদ সৃষ্টি করার কোন প্রবনতা দেখা যাচ্ছে না। আজকে ৮ম অর্থ বর্ষেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে ত্রিপুরার উন্নতির কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। স্যার. বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২৮৯.৩০ কোটি টাকা আর প্ল্যানে হচ্ছে ১১৮.৫২, কোটি টাকা, আর নন-প্ল্যানে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৭১.৭২ কোটি টাকা। ত হলে প্ল্যান থেকে নন প্ল্যানে ৫৩.২০ কোটি টাকা বেশী ধার হয়েছে। কাজেই সম্পদ সৃষ্টি হবে কি করে? যেখানে কোন পরিকল্পনা নাই সেখানে কোন সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের দায়িত্বে যারা রয়েছেন তারা পরনির্ভরশীল।

আর দলীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাচ্ছেন এবং এটাই তাদের স্বপ্ন। তারা নন-প্ল্যানে টাকা বাড়িয়েছেন কারন গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে তাদের পার্টি ক্যাডারদের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট আদায় করেছিলেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে গেলে বাজেটে প্রচুর টাকার প্রয়োজন, কাজেই নন-প্ল্যানে টাকার পরিমান উনারা বাড়িয়েছে। স্যার, গত পার্লামেন্ট নির্বাচনে বামফ্রন্ট দলের যে বিপর্যায় হয়েছে, আজকে জেলা পরিষদ নির্বাচনেও তাদের আরও বিপর্যয় হবে। আমরা দেখেছি বাজেটে ৮৪-৮৫ এবং ৮৩-৮৪ইং সালের মধ্যে ৮৫ইং সালে ১০১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা এবং ৮৪ইং সালে ৬২ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে টাকার পরিমান ক্রমশঃ বাড়িয়ে দেওয়ার ফলেও সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না এখনও পুরাপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এই সরকার নির্ভরশীল। ২৮৯.৩০ কোটি টাকার মধ্যে ২১১ কোটি গ্র্যান্ট-ইন-এইড এবং সবটাই সেন্ট্রালের। সুতরাং কি করে সম্পদ সৃষ্টি হবে? যে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেগুলি এখন সম্পদ আকারে নেই। এখানে খাদেশ্বরী চিনির কল সম্পর্কে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী বলেছেন যে এখানে আঁখ হয় না তাই, এই মিলটিকে অকেজো করে রেখে দেওয়া হয়েছে। যা দেওয়া হয় নি, তাই নিয়ে উনারা চীৎকার চেঁচামেচি করছেন। চটকলের কথা বলছেন, কাগজের কলের কথা বলছেন, কিন্তু এখানে একটা চিনির কল আছে, এবং এটাকে যে পরিচালনা করতে পারছেন না সেটার কথা উনারা বলেছেন না। আঁখ উৎপাদনের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে সম্পর্কে তো একটা কথাও উনারা বলেছেন না। বগাফা এবং সমস্ত দক্ষিন ত্রিপুরাতে আঁখের ভাল উৎপাদন হয়। অথচ এ সম্পর্কে বাজেটে উনারা কোন বক্তব্য রাখেন নি। এগুলি কোন সম্পদ নয়। এটা একটা ক্রাই মাত্র, বাস্তবের সংগে—এর কোন যোগ নেই, শুধু রাজনৈতিক ফঁয়দা লুঠবার জন্যই এই পলিসী। স্যার, এ রাজ্যে কেন সম্পদ সৃষ্টি উনারা করতে পারছেন না তার একটা হিসাব আমি দিচ্ছি-ওয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কনজারভেশনে স্টেট প্ল্যানে ধরা হয়েছে ৬২.৬৭ লক্ষ টাকা। ওখানে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ২৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, এস. টি সি. বাবদ ১.২০ লক্ষ টাকা, টি.এ. ৩.২০ লক্ষ টাকা, অফিস বাবদ ৮০ হাজার টাকা, এবং আদার্স ৯.০২ লক্ষ টাকা। সুতরাং ৬২ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪৫ লক্ষ টাকাই হচ্ছে অফিস এ্যাকপেণ্ডিচার। সম্পদ সৃষ্টির জন্য মাত্র ১৭ লক্ষ টাকা। সুতরাং কি করে সম্পদ সৃষ্টি হবে? আদার্স কোন এ্যাক্সপেণ্ডিচার নেই, সবই অফিস এ্যাক্সপেণ্ডিচার। এই করে দলীয় ক্যাডারদের কিছু পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, সংগঠন চাঙ্গা করা হচ্ছে। এইভাবে

প্ল্যানকে সংকুচিত করা হচ্ছে। ত্রিপুরাবাসীকি এটা সমর্থন করবে? এই বাজেট কি জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পুরণ করতে পারবে? স্যার, পুলিশ বাজেটে বিরাট পরিমান টাকার অংক ধরা হয়েছে, ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। পুলিশ খাতে বিপুল পরিমান টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। অথচ পুলিশ তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই দেখা যায় সীমান্তে গুরু চুরি স্কুলঘর পুড়ানো হচ্ছে, ছিনতাই হচ্ছে, খুন হচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনাগুলি আজকে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর বাজেটে ল্যাম্পস-এর জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ ধরা হয়েছে। অথচ এই ১০ লক্ষ টাকা ইনভেষ্ট করতে না করতেই ৯ লক্ষ টাকা চুরি হয়ে যাবে।

তাহলে আমার সম্পদ সৃষ্টি কি করে হবে? তাহলে সোস্যাল সারভিস কি করে হবে? এখানে বলেছেন কৃষির জন্য ১০ লক্ষ টাকা খরচ করলাম কিন্তু দেখা গেল ১ মাস পর ১৫ লক্ষ টাকার গরু চুরি হয়ে গেল. কাজেই পুলিশ বাজেটের স্বার্থকতা কোথায়? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে ষ্টেট লটারির জন্য গত বছর ২০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল। কিন্তু এবার ৪৫ লক্ষ, ৯৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। এখানে বার বার বলা হয়েছে এই লটারি দিয়ে কোন উপকার হচ্ছে না, এই ষ্টেট বাজেট থেকে দিতে হচ্ছে। এই সমস্ত করে রাজ্যবাসীর যে ভাগ্য এটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে এটা বন্ধ করুন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যদি বন্ধ করতে হয় তাহলে বন্ধ করুন, কেন এটার জন্য টাকা খরচ করবেন? গত বছরের ষ্টেট লটারির অফিসারদের বিরুদ্ধে তো কিছুই করা হয় নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় বাড়ানো হয়েছে, আপনি এখন বসুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আজকে আইন-শৃঙ্খলার কথা এখানে বলা হচ্ছে কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা কি ত্রিপুরা রাজ্যে আছে?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কনক্লোড করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আইন-শৃঙ্খলা যদি থাকতো তাহলে পুলিশ খাতে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, টাকা খরচ করতে হতো না। তাই আমি এই বাজেট সমর্থন করতে পারছি না এবং এটা নন্ প্রডাকটিভ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৪শে মে অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে প্রথমে সমর্থন জানিয়ে

আমার বক্তব্য শুরু করছি। একটা কথা এখানে প্রথমেই বলতে হয় পরিকল্পনা যেটা করা হয় সেটা কেন্দ্রের পরিকল্পনা, পরিকল্পনা রাজ্য সরকার করেন না কাজেই এখানে মৌলিক সমস্যার কোন সমাধান হবে না। বিরোধীরা এই কথাটা বুঝেন না এবং সেই সম্পর্কে ওরা বুঝতেও চেষ্টা করেন না, কাজেই কথাটা হচ্ছে এই যে অর্থনীতিতে বুর্জোয়ানীতি, এই অর্থনীতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্য সরকারকে বাজেট তৈরী করতে হয়, কাজেই মৌলিক পরিবর্তন এখানে করা যাবে না। যারা নাকি শোষণ করছে, উৎপীড়ন চালাচ্ছে ট্যাকসের বোঝা বাড়িয়ে সেখানে কিছু করা যাবে না তাই তাঁরা এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তাঁদের ইচ্ছামত বলে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট যেটা হয়েছে ১৪ শত কোটি টাকা, তারপর ওটা বৃদ্ধি করে জনগণের মথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। গরীব মানুষের ঘরে যে কেরোসিন চাই, মোমের আলো চাই সেখানে ও ট্যাকস্ বৃদ্ধি করা হয়েছে কারণ এই ত্রিপুরা রাজ্যে যত জিনিষই পরিবহন করা হোক না কেন সমস্ত জিনিষই বাহির থেকে আনতে হয় তার জন্য কোন রেলের ব্যবস্থা নেই, তাই পরিবহনের খরচ বেশী পড়ে যায়, পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি হলে অটোমেটিক্যালি আমাদের এখানে সমস্ত জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। তাই এই জিনিষ সবাইকে বুঝতে হবে। তারপর হচ্ছে রেল বাজেটে আমরা দেখি ৫শত কোটি টাকা যাত্রী ভাড়া মাশুল ভাড়া ইত্যাদি বাড়ানো হয়েছে এবং অন্যান্য টেকস্ ৪ শত, ৪৫ কোটি টাকা, কিন্তু এই বাজেটে যে বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে ৩০শত, ৩৯ কোটি টাকা আরও ঘাটতি হয়েছে, এই ঘাটতি কোথা থেকে আসবে ? সাধারণ মানুষের পকেট থেকে, সাধারণ মানুষের গায়ের চামড়া কেটে, সাধারণ মানুষেরও বিক্রি করে কাজেই এই সব মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বুঝবেন না। কিন্তু আমাদের এখানকার বাজেটে কোন ট্যাকস্ নেই, কাজেই এই বাজেট মাননীয় বিরোধী সদস্যরা সমর্থন করতে পারছেন না। তাছাড়া এখানে তো উৎপাদনের জন্য কোন কিছুরই বন্দোবস্ত নেই, তাহলে কেন কেন্দ্রীয় সরকার এখানে কাগজ কলের ব্যবস্থা করেন না, জুট মিলের ব্যবস্থা করেন না কাজেই এই ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে বঞ্চিত করছেন, কিন্তু এ কথা বিরোধীরা কোন অবস্থাতেই স্বীকার করবেন না এবং এ ভাবেই তাঁরা গরীব মানুষের উপর ট্যাকসের বোঝা চাপিয়ে দিলেন। সেখানে কোন জনকল্যাণমুখী সরকার আছেন কিনা সেটা আপনারা বলুন? ত্রিপুরা একটা রাজ্য সেখানে কোন রেল নেই।

এইখানে আমরা বার বার বলেছি রেলপথের জন্য ১৯৫৪ ইং থেকে আন্দোলন

শুরু হয়েছে আজও দেখা যাচ্ছে রেল আসেনি। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কাজেই এইটা বুঝতে হবে যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে রেলপথ এখনও আসেনি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার কারণ কি? ভারতবর্ষে কি রেল নেই? আমার রেল আফ্রিকায় যাচ্ছে, আমার রেল থাইল্যাণ্ডে যাচ্ছে, ত্রিপুরা রাজ্যে রেল আসেনি। কেন আসেনি? এইটা বুঝতে হবে। একটা জিনিষ পরিস্কার আমি বার বার রিপিট করতে চাইনা। কতকগুলি ঘটনা এইখানে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আমি শুধুমাত্র ২-১টি কথা বলব। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে আর কোন জায়গায় করা হয় নি। ছোট ছোট উপজাতি গোষ্ঠির মাতৃভাষাকে কিভাকে শিক্ষার বিষয় করা যায় কিভাবে উন্নত করা যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা দেখি, ওরা ত অনেক বলেছে তপশিলী-জাতি-উপজাতির জন্য কেন্দ্রে কিভাবে ব্যয় বরাদ্দ কমছে বৎসর বৎসর তা নকুল বাবু বলেছেন। আমরা পরিস্কার আমাদের বাজেটে আস্তে আস্তে এইটা কিভাবে বাড়ানো হচ্ছে। এইটা বুঝতে হবে। কাজেই এই বাজেটকে এরা সমর্থন করতে পারবেন না। আপনারা ত চান পাহাড়ে মধ্যে যারা থাকেন তাদের মধ্যে আবার অনাহার নেমে আসুক। আপনারা ত জনগণের মঙ্গলের জন্য আসেন নি। জনগণ যেভাবে কষ্ট পেতে পারে তার জন্য আপনরা উকালতি করতে এখানে এসেছেন। এই স্বশাসিত জেলা পরিষদে নির্বাচন হল ১৯৮১তে সেই নির্বাচনে উপজাতি যুবসমীতির দল তার প্রার্থী দিয়েছিলেন। এখন বলেছে যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বামফ্রন্টের লেজুর হয়েগেছে। এবারও আপনারা স্বশাসিত জেলা পরিষদে হবুডুবু খাবেন। আপনাদের হাবুডুবু খাওয়ানোর জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়ে আছে। সমাজ কল্যাণ, সমিষ্ট উন্নয়ণ বিদ্যুৎ এবং কৃষির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এই বাজেটে। প্রত্যেকটি আলাদা করে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। আমি শুধু বলছি এইখানে বামফ্রন্টের আমলে এইখানে তার যে নীতি কোনদিন শুনেছেন যে বামফ্রন্ট সরকার তার নীতি অনুসারে পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছে এবং নির্বাচিত প্রধানরা বৎসরের হিসাব দিচ্ছে, বই ছাপিয়ে হিসাব দেওয়া হচ্ছে। কই একথা ত টি, ইউ, জে, এস, বা কংগ্রেস (ই) একবারও উল্লেখ করেনি। সুতরাং কারা চুরি করছে, কারা টাকা নয়ছয় করেছে তার প্রমান সুস্পষ্ট। হিসাব দিতে তারা পারে না। আমরা প্রতি বৎসর বামফ্রন্টের কর্মসূচী পুস্তক আকারে ছাপিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে আমরা উপস্থিত করেছি সেই বইয়ের বিরুদ্ধে আপনারা কোন সমালোচনা করতে পারেননি।

(গণ্ডগোল)

ডেপুটি স্পীকার :—গণ্ডগোল করবেন না উনাকে বলতে দিন।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :—তাই বুঝতে হবে। এইভাবে যে কাজকর্ম করে চলেছে তাতে জনগণের সমর্থন বাড়ছে। লোকসভার ইলেকশান বাদ দিন না। পঞ্চায়েতে হাবুডুবু খেলেন। কাজেই এবারও এ, ডি, সির নির্বাচন আসছে তাতে কি হয় দেখা যাবে। আর একটা জিনিষ হচ্ছে উগ্রপন্থীদের হামলা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনারা হাউসের মর্যাদা রক্ষা করুন। প্রত্যেকটা সদস্যের এটা প্রিভিলেইজ।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—যারা উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন তার মধ্যে বিনন্দ জমাতিয়াকে খুন করা হয়েছে। কারা খুন করেছে? সেইটা বুঝতে হবে। এই রাজ্যে সু-পরিকল্পিত ভাবে টি, ইউ, জে, এস, তৈত্থ সম্মেলনে তার যে বক্তব্য তা থেকেই সবকিছু বুঝা যায়। এখন ওরা বলছে যে ৪৯ সনের ১৫ই অক্টোবরের পরে যারা আসছে তারা বিদেশী। সুতরাং তাদের তাড়াতে হবে। সুতরাং মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, যেখানে বামফ্রন্ট ত্রিপুরার জাতি, উপজাতি তপশিলী সমস্ত অংশের মানুষকে একত্রিত করে অগ্রগামীর জন্য এই বাজেট পেশ, করেছেন সেখানে এরা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে ত্রিপুরার একতাকে নষ্ট করার জন্য। এই বাজেটকে সর্বান্তকরনে সমর্থন করে এই বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সাহা।

শ্রী মতিলাল সাহা :- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২৪শে মে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে ১৯৮৫-৮৬ সনের যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বাজেট ভাষনে আসাম সমস্যা, পাঞ্জাব সমস্যা এইসব উল্লেখ করেছেন কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃংখলার কথা উল্লেখ করেননি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হোম ডিপাটমেণ্ট অর্থাৎ পুলিশের জন্য বরাদ্দ করেছেন ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। গত বৎসরের তুলনায় ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা বেশী। এইখানে এই কথা বলতে হচ্ছে যে, এই টাকা প্রপারলি ইউটিলাইজড হচ্ছেনা বা হবেনা। গতকাল এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বর্ত্তমানে এই হাউসে উপস্থিত নেই, উনি বলেছেন যে বিশালগড় থানায় ৫টি জীপ চলেছে। এবং গড়ে প্রতিদিন প্রত্যেকটা ২৫০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার রান করেছে। কিন্তু যদি

২৫০ করে গড়ে ধরা হয় তাহলে ৫টা জীপ প্রতিদিন সাড়ে ১২০০ কিমোমিটার অতিক্রম করে। এইটা কি আজগুবি নয়? বিশালগড় থানাধীন এলাকায় প্রতিদিন বিভিন্ন পারপাসে ১২০০ কিলোমিটার ৫টা জীপ গড়ে রান করে। যদি সরকারী নিয়মনীতি অনুযায়ী প্রতি জীপ ভাড়া ২০০ টাকা করে হয় এবং প্রতি কিলোমিটার ১টাকা ১০ পয়সা করে হয় প্রতি জীপে ৭০০ টাকা করে খরচা হয় প্রতিদিন এবং জীপ বাবদ গড়ে প্রতিদিন তাহলে সাড়ে তিনহাজার টাকার মত খরচ হচ্ছে। এইটা কি আজগুবি নয়? মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে বিশালগড় থানায় ৫টী জীপ চলছেনা ২টী জীপ চলছে।

এত টাকা পুলিশ বাজেট ধরা হয়েছে তারপরও দেখা যায় প্রকাশ্য দিবালোকে বালিকার উপর গণ-ধর্ষণ হয় পুলিশ আসামীদের ধরতে পারে না। তারপর প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি হচ্ছে, খুন রাহাজানি হচ্ছে কিন্তু পুলিশ দুস্কৃতকারীদের ধরতে পারছে না। তারপরও কি আমরা বলব যে, এই রাজ্যে আইন শৃংখলা রয়েছে। গত কয়েকদিন আগে লালসিং মুড়াতে একটা ডাকাতি হয়ে গেল। সেখানে তিনজন পুলিশ পেট্রলিং দিচ্ছিল। জনসাধারন যখন তাদের বলল যে, ডাকাত পড়েছে তাদের যেতে তখন তারা যেতে চায়না, পরে জনসাধারনের চাপে পড়ে তারা সেখানে যায়। কিন্তু তারা যাবার পূর্বেই ডাকাত দল পালিয়ে যায়। জনসাধারন যখন তাদের বলল যে ডাকাত দলের পিছু ধাওয়া করতে তখন তারা বলল যে, তাদের বন্দুক থেকে নাকি গুলি করা যায় না। এই হচ্ছে পুলিশের অবস্থা। কাজেই আমরা এই ডিমাণ্ডকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না।

তারপর এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে ধরা হয়েছে-৪৭ কোটি ১৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। এটাও আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারন-আমরা দেখেছি সি, পি, এম, করেন এমন শিক্ষকরা এবং সমন্বয়ীরা রীতিমত স্কুলে হাজিরা না দিয়েই বেতন নিচ্ছেন আর পার্টির কাজ করছেন। আমাদের বিশালগড়ে দেখেছি যে, কয়েকজন শিক্ষক স্কুলে যাচ্ছেন না অথচ তারা মাস মাস মাইনে ঠিকভাবে পাচ্ছেন। তবে বিশালগড় না হয় ভাবলাম যে খারাপ জায়গা কিন্তু অন্যান্য জায়গা তো আর খারাপ নয়। অথচ সেখানেও দেখা যায় শিক্ষকরা স্কুলে হাজিরা না দিয়েই বেতন পাচ্ছেন। আর আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহাশয় তো পুলিশ ছাড়া স্কুলে যেতে পারছেন না। একটা স্কুলের হেড মাষ্টার যদি প্রতিদিন সি, আর, পি, নিয়ে স্কুলে যান তাহলে কিভাবে শিক্ষা চলবে ?
তারপর ফরেষ্ট ডির্পাটমেন্টের জন্য ধরা হয়েছে-৮ কোটী ৩৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। অথচ

বন রক্ষনাবেক্ষন করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা করেন নি। আমরা দেখেছি চড়িলামে যে ঘন বনাঞ্চল ছিল সে বনাঞ্চল আজকে খোলা মাঠে পরিণত হচ্ছে। সেই বনকে যাতে রক্ষা করবার জন্যে সরকার যেন উদ্যোগ নেন এই করেই একটি জাতীয় সম্পদ। একে রক্ষা করা সরকারের প্রধান কর্তব্য। আমরা বার বার বলেছি এই বনকে রক্ষা করবার জন্য আরো বনকর্মী নিয়োগ করা হোক। তাছাড়া বনাঞ্চল থেকে প্রতি দিন লক্ষ লক্ষ টাকার কাঠ চুরি যাচ্ছে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা এবং এই বাজেটের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেস্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা : মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২৪শে মে, ১৯৮৫ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই বিধানসভায় ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করতে গিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি আনন্দিত হতাম যদি সে বক্তব্য এবং বাজেট-এর মধ্যে মিল থাকত। দেখা গেছে বাজেটের সঙ্গে বক্তব্যের কোন সামঞ্জস্য না রেখে গতানুগতিক বাজেট পেশ করছেন এই হাউসে। কোন গণতান্ত্রিক চেতনা — সম্পন্ন মানুষ এই বামফ্রন্ট সরকারের নিকট থেকে যে একটা নতুন কিছু আশা করেছিলেন সেটা আর এই বাজেটে ফুটিয়ে তোলা হয়নি। আজকে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে ত্রিপুরার সাধারন মানুষের স্বার্থে, কর্মচারীদের স্বার্থে কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তাই এই জনস্বার্থ —বিরোধী বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা।

এই বাজেট বক্তব্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় বামফ্রন্ট সরকার তার যে স্বভাবসুলভ আচরন অর্থাৎ কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা, তাই করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার উন্নয়ন তো কিছুই করতে পারছেন না, তারা তাই জনসাধারনের দৃষ্টিকে কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু সাধারন মানুষ আজকে সব বুঝতে পেরেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে যে, বামফ্রন্ট ক্রমশ জনসাধারন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাই আমরা দেখেছি-বিগত বিধান সভার নির্বাচন উপ নির্বাচন, লোকসভার নির্বাচন। নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারন মানুষ আজ বামফ্রন্টকে প্রত্যাখান করছেন। আর আজকে এ ডি,সি,র নির্বাচনে জয়লাভ করবার জন্যে এইটা বাজেট পেশ করেছেন যে বাজেটে নতুন কিছুই নেই, ত্রিপুরার সাধারন মানুষের উন্নয়নের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই।

শ্রীজওহর লাল সাহা :— কিন্তু আমরা জানি এই সরকারের কার্যকলাপ। এই বাজেটের মধ্যে ঘাটতি দেখানো হয়েচে ঠিকই। কিন্তু আদৌ সেটা ঘাটতি বাজেট নয়। তাছাড়া সকলেই জানেন বছরের মাঝামাঝি সময়ে কর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এটা এই সরকারের একটা স্বভাব। সুতরাং আমি বলতে চাই যে বাজেটে যে কোটি কোটি টাকা ধরা হয় সেটা কাদের স্বার্থে ধরা হয়। অমরপুর একটা ক্ষুদ্র জায়গা। যেখানে শতকরা ৯৯ জন দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। তার উন্নতির জন্য টাকা যাচ্ছে। কিন্তু টাকাটা সাধারণ মানুষের কাছে যায় না। সেটা কখনও যাচ্ছে বেনামীতে এস, ডি, ও — এর পকেটে কখনও যাচ্ছে বি, ডি, ও—এর পকেটে। আমরা লিখিতভাবে অভিযোগ করেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা বলেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিলে আমরা তদন্ত করে দেখব। কিন্তু সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগ আমরা দিয়েছি সরকারের কাছে। জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক চীফ সেক্রেটারীর কাছে দেওয়ার পরেও তাঁরা বলছেন যে আমরা কোন অভিযোগ পাইনি। মুখ্যমন্ত্রীর মত একজন দায়িত্বশীল লোক এই কথা বলেন। সুতরাং শুধু অমরপুরের ব্যাপারে এটা নয়, সর্ব্বত্র এটা চলছে। এস. ডি, ও — এবং বি, ডি, ও — এর নাম নিয়ে শাসক দলের কোন মন্ত্রী জড়িত আছেন কিনা জানি না। যদি জড়িত না থাকেন তাহলে বি ডি সি — এর মত মিটিং বর্জন তারা করতেন না। সেদিনের প্রকৃত ঘটনা হলো যখন বি.ডি.ও, এর কাছে আমরা গিয়েছিলাম তখন উনি আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। আমি সেটার প্রতিবাদ করেছি যে আপনার অধিকার নাই এই কথা বলার। বিডিসি —এর একটা চেয়ারম্যানকে আপনি এই কথা বলতে পারেন না। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে আমি আশা করব যে বিরোধীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবেন। আমরা প্রসতুত। কিন্তু তাঁরা যদি তদন্ত করেন তাহলে আমরা প্রত্যাহার করব। জনসাধারণের স্বার্থ যদি রক্ষিত হয় তার জন্য সরকারের সংগে সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা উন্নয়নমূলক কাজে শেষ রক্ত কিন্তু দিয়ে সহযোগিতা করব। কিন্তু যারা সাধারণ মানুষের টাকা নিজের পকেটে নিয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য আমরা সহযোগিতা করতে পারি না। সুতরাং আজকে এই হাউসে আপনার মাধ্যমে আমরা অনুরোধ করব যে ৩০শে এপ্রিলের যে ঘটনা সেটা সাধারণ ঘটনা নয়। সেই ঘটনার একটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক।

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন আন্দোলন প্রত্যাহার করবার জন্য। গতকাল আমার কাছে চিঠি এসেছে যে আগামী ১২ তারিখ প্রর্য্যন্ত তারা আন্দোলন স্থগিত রেখেছেন।

আমি অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে যে ১২ তারিখের পূর্বেই যেন অভিযোগগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সুতরাং আমি এই সমস্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের তদন্ত দাবী রেখে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এই প্রসঙ্গে আমাকে আর একটা কথা বলতে হচ্ছে সমবায়ের কথা। সেটা অত্যান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু আজকে সমবায়ের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, পূর্ত্ত বিভাগের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু গত জানুয়ারী মাসের তিন তারিখে ইছাছড়া গাঁও সভাতে এস, আর, ই, পি-এর কাজ দেওয়া হয়েছে। সেখানে ল্যামস থেকে তারা চাল নেবে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার প্রধান এসে ডি, এম, সাহেবের কাছে অভিযোগ করলেন যে গত ২২ মে পর্যন্ত ইছাছড়া গাঁও সভায় ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া সত্বেও চাল এসে পৌছায় নি। কালো বাজারীতে চাল বিক্রি হয়ে গেছে।

সুতরাং আজকে আমাদের কাছে সেই প্রশ্নটা আসছে যে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের তদন্ত করা দরকার। পুলিশের আইন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা যেখানে প্রতিনিয়ত ঘটনা ঘটছে আর পুলিশের নিয়ে যেভাবে দলীয় উদ্দেশ্যে লাগানো হচ্ছে, সেই কারণে পুলিশ খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটাকেও আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিগত ২৪শে মে এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে আমরা বিগত ৮ বছর ধরে দেখে এসেছি যে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। এখানে একটা শ্রেণী বিভক্ত সমাজ যে সমাজের মধ্যে শোষক এবং শোষিত দুটি শ্রেণী আছে। যদি কোন দেশে শ্রেণী বিভক্ত থাকে সেখানে সরকারকে অবশ্যই কোন না কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। আমরা ভারতবর্ষে দেখছি যে এখানে একটা শ্রেণী বিভক্ত সমাজ যে সমাজের মধ্যে শোষক এবং শোষিত দুটি শ্রেণী বিদ্যমান। যদি কোন দেশে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ থাকে সেখানে সরকারকে অবশ্যই কোন না কোন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। আমরা বিগত ৩৮ বছরে দেখেছি এখানে রাষ্ট্রের যে শ্রেণী চরিত্র তা হচ্ছে বুর্জোয়া এবং জমিদার রাষ্ট্র। এই বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্রে যত বাজেট হয়েছে যত আইন হয়েছে কি এদেশের শিক্ষা নীতি কি এদেশের শিল্প নীতি সমস্ত কিছু অনুশীলন করে এই দেশের মধ্যে যারা শোষক শ্রেণীর বৃহৎ বুর্জোয়া জমিদার তাদের স্বার্থকে লক্ষ্য করেই এইসব নীতি তৈরী হয়েছে। এই অবস্থার মধ্যে একটা

ছোট রাজ্য ত্রিপুরা এখানে একটা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর সরকার এখানে আছে বামফ্রন্ট সরকার। আমরা এটা অবশ্য আশা করিনি যে এই ধরণের একটা শাসন ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে থেকে একটা রাজ্যের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার একটা শোষণমুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করবে এবং সমস্ত শ্রমজীবি মানুষের জন্য তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণ করবার একটা নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে, আমরা এটা আশা করতে পারি না। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই দেশের শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে এই রাজ্যের জন্য যা করা দরকার একটা দেশের মধ্যে গণতন্ত্র সম্প্রসারনের কথা বলিষ্ঠভাবে প্রচার করেছে। গোটা দেশের মধ্যে শ্রমজীবি মানুষের ঐক্য আরও বলিষ্ঠ করার জন্য এই রাজ্য থেকে ডাক এসেছে এবং এই রাজ্যের মধ্যে শ্রমজীবি মানুষ দেখেছে কিভাবে গণতন্ত্র প্রসারিত হচ্ছে এবং গণতন্ত্র প্রসারের মধ্য দিয়ে কিভাবে ক্ষমতা সাধারণ মানুষের হাতে যাচ্ছে। আমরা বাজেটের যে দুটো দৃষ্টিভঙ্গী তাকে যদি পাশাপাশি না দেখি তাহলে বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের উদ্দেশ্য সহজে ধরা যাবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্রে যে বাজেট পেশ হয়েছে তাতে বিশেষ করে রেল বাজেটে আমরা কি দেখি? কারা উল্লেসিত হয়েছে? সেখানে সমস্ত বড় লোকদের জলসার আসরের জন্য বাজেট রচিত হয়েছে। কম্পিউটার কিনতে হলে শুল্ক থাকছে না। আয়কর ১৫,০০০ থেকে ১৮,০০০ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়েছে এবং মূল সম্পদ করের সীমা দেড় লাখ থেকে আড়াই লাখ বাড়ানো হয়েছে। এইসমস্ত হচ্ছে উপরতলার মানুষের জন্য ছাড় দেওয়া। এই করতে গিয়ে আমাদের রাষ্ট্রের অর্থ ভাণ্ডারের ৩৫৭ কোটি টাকা ঘাটতি হয়েছে।

বিশেষ করে অর্থভাণ্ডারের এই সব কর ছেড়ে দেওয়ার ফলে যে মূল ঘাটতি হচ্ছে ৩৩৪৯ কোটি টাকা, যার উপর আরও কর বসাতে হয়েছে ৪৪৩ কোটি টাকার। স্যার, আমরা যদি আরও ভিতরে যাই, তাহলে দেখতে পাব যে রপ্তানি বানিজ্যের ভূর্তুকী দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৫৩০ কোটি টাকার একটা বরাদ্ধ রেখছেন। অবশ্য এই ভূর্তুকী সাধারণ মানুষ, কৃষক অথবা দিন মজুরদের জন্য খরচ হবে না, এটা খরচ হবে বৃহৎ রপ্তানীকারক যারা, তাদের জন্য। আমরা এই বাজেটের মধ্যে আরও দেখি যে বড় লোকদের জন্য আরও যেসব সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রঙ্গীন টি,ভির কর রেহাই দেওয়া হয়েছে। রেডিও এবং টি,ভির লাইসেন্স তুলে দেওয়া হয়েছে। স্যার, এর মধ্য দিয়ে নিশ্চয় বুঝতে হবে যে কথা আমি বলছিলাম

যে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বুর্জুয়া রাষ্ট্রশক্তি কায়েম হয়েছে এবং সেই বুর্জুয়া শক্তিই শাসক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যারা এই বাজেটকে রূপ রেখা দিয়েছে। এটা কাদের জন্য, এটা কাদের স্বার্থে? স্যার, তারই পাশাপাশি আমরা আরও দেখছি যে সিমেন্টের অন্তর্শুল্ক যেটা ২০৫ টাকা ছিল, সেটাকে বাড়িয়ে ২২৫ টাকা করা হয়েছে। স্যার, কাগজের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে, আর বাড়ানো হয়েছে পানের মশল্লার দারা বিড়ির দাম। স্যার, যখন পার্লামেন্টে বাজেটের আলোচনা চলছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা প্রশাসনিক নির্দেশ জারী করে কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা ১৫ হারে পেট্রোল ও কেরোসিনের দাম বাড়িয়ে বাজার থেকে ১৪৭০ কোটি তুলে নিয়েছে। আর এটাই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ মানুষদের জন্য বাজেট রচনার একটা ব্লু প্রিন্ট। তাই আমরা বুঝতে পারছি এই বাজেটের প্রতিফল কিভাবে এই রাজ্যের মধ্যেও ঘটবে, এটা সহজে অনুমেয়। স্যার, রেল বাজেটের মধ্যে কি দেখছি? আমরা দেখছি রেলের যাত্রীভাড়া এবং মাশুল ভাড়া বাড়িয়ে দিয়ে মোট ৫০০ কোটি টাকার আয় বাড়ানো হয়েছে। এই যে টাকাটা বাড়ানো হল, এটা কাদের স্বার্থে? এই রেলের মধ্যে মোট ১৭ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী কাজ করেন, যাদের মধ্যে রয়েছে ৩ লক্ষ ক্যাজুয়েল কর্মচারী আবার তাদের মধ্যে ৬০ হাজারের মতো অনিয়মিত শ্রমিক কর্মচারী উৎপাদন বোনাস পাচ্ছেন, বাকীরা পাচ্ছেন না। আমরা আরও দেখছি ত্রিপুরাতে রেল সম্প্রসারণের কোন প্রস্তাব নাই। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মিজোরাম, মেঘালয়, মনিপুর স্বাধীনতার ৩৭ বছর পরেও রেল সম্প্রসারণ হয়নি। তাই আমরা দেখছি যে ঠিক সময়ে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে সিমেন্ট আসেনা, সরকার এই সিমেন্টের জন্য লক্ষ টাকা আগে থেকে জমা দিয়ে রেখেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে সিমেন্ট আসেনা। এস. আর. ই. পির কাজ যেগুলি সরকার বিভিন্ন ব্লককে দিয়েছেন, সেগুলি এই সিমেন্টর অভাবে করা যাচ্ছে না। কাজেই আমরা কি প্রশ্ন তুলতে পারিনা যে, রেল দপ্তর কাদের স্বার্থে যাত্রী ভাড়া বাড়ালো, কাদের স্বার্থে মাশুল বাড়ালো? এই রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খাদ্য সামগ্রী আনার জন্য রেল-ওয়াগণ পাওয়া যায় না। কাজেই এইসব থেকে বুঝা যাচ্ছে যে এই রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিটা কি? আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যখন এই হাউসে বাজেট পেশ করছিলেন এবং যখন তিনি তাঁর বাজেট ভাষণের মধ্যে বলছিলেন বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী মানুষ এবং তাদের সরকার হিটলারের ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৪০ তম বার্ষিকী পালন করছেন, তখন দেখলাম আমাদের

বিরোধী দলের মাননীয় নেতা অশোক বাবু এই বিধানসভা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে একটা বিরূপ মন্তব্যও করেছিলেন। তার এই মন্তব্য নিশ্চই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা দেখি যখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় উৎসব পালিত হয় কার স্বার্থে? এখানে অবশ্য অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, যে এটার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের সম্পর্ক কি? ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটের সঙ্গে এর সম্পর্ক তারা যদি না বুঝতে পারেন বা অনুভব না করতে পারেন, তাহলে আমি বলব যে তারা জেগে ঘুমাচ্ছেন, কারণ আজকের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতের বাইরে এবং ভিতরে ঘুরে বেরাচ্ছে। আমরা দেখছি ভারতের বাহিরে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চক্রান্ত করে চলেছে। তারা সেখানে অস্ত্রের ট্রেনিং দিয়ে চলেছে এবং সেই অস্ত্র ভারতের মধ্যে পাঞ্জাবে এবং আসামে এমন কি উত্তর পূর্বাঞ্চলেও অন্যান্য রাজ্যে এসব অস্ত্র আসছে, যাতে ভারতের সংহতিকে বিনষ্ট করা যায়। আসামের বিদেশী তাড়ানোর আন্দোলন এবং পাঞ্জাবের খালিস্থানের আন্দোলন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, গুজরাটের মধ্যে আজকে যে বর্ণ সংরক্ষনের আন্দোলন চলছে, যেটা কংগ্রেস (আই) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। গুজরাটে কংগ্রেস (আই) পরিচালিত সরকার থাকা সত্বেও যখন সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে বর্ণ হিন্দুদের, সেখানে তপশীল জাতির মানুষদের খুন করা হচ্ছে, তাদের ঘর বাড়ী জালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের মালামাল লুণ্ঠন করা হচ্ছে। এসবের পিছনে কি আছে? এর পিছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে ঐক্য গড়ে উঠেছে সেই ঐক্যকে ধ্বংস করার জন্য এ গুজরাটে সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনই বলুন, উত্তর পূর্বান চলের রাজ্যগুলির মধ্যে যে উগ্রপন্থী হামলা চলছে এবং পাঞ্জাবেও যে আন্দোলন চলছে, সেই সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে হুসিয়ার করে দিতে হবে। কারণ এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্ব শান্তি তথা ত্রিপুরা রাজ্যের গণ-তান্ত্রিক মানুষকে গনতন্ত্র রক্ষার জমায়েতে সমাবেশ করতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমরা কি দেখি? আমরা দেখছি যে, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেই উপজাতি যুব সমিতির তৈদু সম্মেলন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যতগুলি ঘটনা ঘটেছে, তার প্রত্যেকটির মধ্যেই আমরা তা লক্ষ্য করছি। এখানে টি, এন, ভির কথা উঠেছে কিন্তু কোথায় সেই টি, এন, ভি? আমাদের রাজ্য সরকার বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলছেন যে বাংলাদেশ সরকারের সংগে আলো-চনা করে, সেখানে যে টি এন, ভির ঘাটি আছে, তা ভেঙ্গে দেওয়া হউক এবং তাদেরকে

ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হউক। কিন্তু সেটা কি করা হচ্ছে? ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বার বার বক্তব্য রাখছে যে টি, এন, ভি উগ্রপন্থিদের হাতে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক গনতান্ত্রিক কর্মি নিহত হচ্ছে। আমরা আরও লক্ষ্য করছি ত্রিপুরা বামফ্রন্ট সরকার যখন ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলার কাজে ব্যস্ত, তখন টি, এন ভি, উগ্রপন্থিরা রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে নানা রকমের হামলাবাজী করে চলেছে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের যে সংগ্রাম, তার তাৎপর্য্য এর মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, তাও এর মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে। স্যার, আজকে এ, ডি, সির নির্বাচন হতে চলেছে, যদিও সেই নির্বাচন হতে কিছুটা দেরী আছে, তবুও আমরা এখন থেকে লক্ষ্য করছি যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য কি ধরনের চক্রান্ত করে চলেছে। উপজাতি যুব সমিতিও এই চক্রান্তের অংশীদার।

শ্রীমতিলাল সরকার :- তারা চেষ্টা করছে বামফ্রন্ট সরকারকে কত বেশী বেকায়দায় ফেলা যায়। এর মধ্যে উপজাতী যুব সমিতি কাজ সুরু করে দিয়েছে। তারা গ্রামে গনজে টি, এন. ভি. জিনদাবাদ ধ্বনি তুলছেন। গ্রামবাসীদেরকে বলছে তোমরা যারা সি. পি, এম করছ তারা পদত্যাগ কর। এই ভাবে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। আরেকটা ঘটনা চম্পকনগরে গ্রামীণ ব্যাংকের ম্যানাজার উমেশ দেববর্মা বলছেন, আপনারা টি, ইউ, জে, এসের প্রার্থীকে ভোট দিন, আপনারা আমার কাছ থেকে ঋণ পাবেন। ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামীন ব্যাংক একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে আর্থিক সাহায্য করেছে। কিনতু এই রকম যারা দুই এক জন আছে তাদের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই চিনতাভাবনা করবেন। মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডিপুটি স্পীকার: - শ্রীকাশীরাম রিয়াং।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং :— মি: ডিপুটী স্পীকার স্যার-গত ২৪শে মে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮?-৮৬ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের বিরোধীতা করে দুই একটা পয়েনট আলোচনা করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ দিয়েছেন সেটাতে বামফ্রন্টের দৃষ্টিভংগী আমরা লক্ষ করতে পারছি না। আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি মাননীয় অর্থমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে ট্রেজারী বেনচের সদস্যরা নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্য কেনদ্রের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে যাচ্ছেন।

এই বাজেটের মধ্যে এমন কিছু আমরা দেখছি না যার দ্বারা ত্রিপুরাবাসীর আর্থিক প্রচেষ্টা

উন্নত হতে পারে। এই বাজেট ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে বাসতবায়িত হবে বলে আমরা ধারণা করতে পারি না। কারণ বামফ্রন্ট সরকার পার্টির স্বার্থে কাজ করে। কাজেই সমসত টাকা কেডার পোষণে এবং করাপশনের ড্রেনেজে চলে যাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণেই অনুমান হয় যে বিশালগড়ে সেখানে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেনটে করাপশন চলেছে। তার থেকে বুঝা যায় বাজেটের টাকা পরিকলপনা খাতে ব্যয়িত হবে না। বাজেটের স্ট্যাচার অনুযায়ী পারফরর্মেনস বাজেট হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু করাপশনকে ঢাকবার জন্য আড়াল করার জন্য এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। এই বাজেট দ্বারা কোন সমপদ সৃষ্টি হবে না। এই বাজেট দ্বারা ত্রিপুরার উন্নতি হউক এটা বামফ্রন্ট সরকারের কাম্য নয়। তারা নিজেদের পার্টিকে স্টগ্ দেন্ করার জন্যই টাকা খরচ করবে। তাই আজকে আমরা দেখছি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেনট এক একটা দুর্নিতীর আখড়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের নীতি অনুযায়ী প্রত্যেকটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রামে গনজে পৌঁছে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু গ্রামের মানুষ তেল, ডাল, লবণ ও কেরাসিন পাচ্ছে না। ওরা ত্রিপুরার মানুষের অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি রেখে বাজেট করে নি, সেটা করেছে পার্টির অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি রেখে। তাই ট্রেজারী বেনচের মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি এই বাজেটকে ছুঁড়ে ফেলে দিন। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এই বাজেট কোন কাজে আসবে না। ধন্যবাদ।

শ্রীরবীন্দ্র দেব :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ২৪শে মে, ১৯৮৫ইং এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এর আগে বামফ্রন্ট সরকার আরো ৭টি বার বাজেট পেশ করেছেন। কিন্তু আমি জানতাম না যে, বাজেট এখানে তৈরী হয়। এই-বার জানতে পারলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অফিস ঘর থেকে বাজেট চুরি হয়ে যাওয়াতে। স্যার, এটা চুরি হয়ে যায় নি। আমার ধারনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চোরের হাতে এই বাজেট তুলে দিয়েছিলেন। কালোবাজারীদেরকে আরো কি করে চাঙ্গা করে তোলা যায় এটা তৈরী করে আবার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বাজেটটি তুলে দেওয়া হয়েছে। এই যে অপবিত্র বাজেট এই বিধান সভায় পেশ কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে এটা আমি বুঝতে পারছি না। অতএব, এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এখানে টোটাল স্টেট অ্যাক্সপেণ্ডি-চার (নেট) চাওয়া হয়েছে ২৮৯৩০ কোটি ৫০ টাকা। দিন দিন টাকার অংক বাড়ছে। কিন্তু উন্নতির কথা কিছুই থাকছে না। বাস্তব অবস্থার সঙ্গে টাকার অংকের হিসাব থাকে, আকাশ পাতাল ফাৎ। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে হোম ডিপার্টমেন্টের

কথা বলছি। টোটাল বাজেটের হোমের জন্য পারসেন্টেজ হচ্ছে, ৫'৩০। এখানে প্রতি বৎসরই পুলিশ খাতে কোটি কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু কিসের জন্য ধরা হচ্ছে? এই পুলিশ কি এটা উগ্রপন্থী ধরতে পেরেছে? একটি চোর ধরতে পেরেছে, না একটি ডাকাত ধরতে পেরেছে? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার জন্যই রাখা হয়েছে। যারা বিরোধী আছে, যারা বামফ্রন্টের বিরোধীতা করবে তাদের ধরে জেলে রাখার জন্যই এই টাকা। কাজেই আমি তা সমর্থন করতে পারি না। চোরের পেছন নয়, ডাকাতির পেছন নয় বিরোধীরা কি দিয়ে খাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে তা জানার জন্য একজন বিরোধীর পেছনে ২৩।২৪ জন আই, বি, লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিরোধীদের কণ্ঠকে 'বোধ করার জন্যই পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে এবং পুলিশের এই হচ্ছে কর্ত্তব্য। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কথা বলতে প্রথমেই বলতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্যের ৮২ শতাংশ মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং ওরা কৃষিজীবি তা সবাই জানে। সেই ক্ষেত্রে কৃষির জন্য কম টাকা রাখা হয়েছে এই দিকে তাঁদের লক্ষ্য নেই। লক্ষ্য হচ্ছে, কি করে পার্টিকে চাঙ্গা করা যায়, নিজে-দের পেট ভরা যায় সেটা দেখা। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ইরিগেশান এবং ফ্লাড কণ্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের জন্য ১৯৮৫-৮৬ সালে ধরা হয়েছে ২০, ৪৮, ৮৪, ০০০ টাকা। এত টাকা বছরে বছরে ধরা হয়েছে। কিন্তু কোন ছড়ায় হানা দেওয়া হচ্ছে? কোন বাঁধ নির্মাণ করে ফ্লাড কণ্ট্রোল করা হয় নি। বলা হলে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার জন্য চাহিদা উঠে। এই টাকা কিসের জন্য? এটা পার্টি কণ্ট্রোল হচ্ছে, না ফ্লাড কণ্ট্রোল হচ্ছে? বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য চেষ্টা করলে ভাল হত। ত্রিপুরা পাহাড়ী রাজ্য। এখানে এত বন্যা কেন হবে? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলব, মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কথা। মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের জন্য পারসেন্টেজ অব টোটাল বাজেট হচ্ছে, ৩'৩৬। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সর-কারের সমস্ত কাজ শহরমুখী। তাঁদের কোন কাজই গ্রামমুখী নয়, কিংবা সাধারণ খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের জন্য নয়। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরার কাছে আশা করেছিলাম, উনার বক্তব্যে একটি প্রাইমারি হেলথ সেণ্টারের দাবী থাকবে। কিন্তু তা না করে তিনি উপজাতি যুব সমিতির নিন্দাই করে গেছেন। আজকে এখানে দুঃখের সহিত আমাকে বলতে হচ্ছে, তিনটি বছর ধরে আমি সমানে চিৎকার করে চলছি একটি ডিসপেন্সারী দেবার জন্য। কিন্তু যেহেতু বিরোধী দল থেকে দাবী উঠেছে, কাজেই প্রয়োজন থাকলেও দেওয়া হবে না। তাছাড়া, রাইস্যা-

বাড়ীর চারিদিকে জল। গণ্ডাছড়া যেতে হলে সময় লাগে ৫ ঘন্টা এবং তীর্থমুখে যেতে সময় লাগে ৬ ঘন্টা। কিন্তু সেখানে একটি প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারের জন্য দাবী জানিয়েও তাঁদের নজর এ দিকে আনতে পারলাম না। চিৎকারই করলাম শুধু। সেখানে একজন গর্ভবতী মহিলাকে ডিস্পেনসারীতে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানকার কম্পাউণ্ডার জানালেন, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। রাত্রি ১২টার সময় লণ্ঠন নিয়ে নৌকা করে রওয়ানা হল। ৬ ঘন্টার পথ। অর্ধেক যেতে না যেতেই নারকেল বাগানের কাছে আসতেই বাতাসে লণ্ঠন গেল নিভে এবং নৌকা উল্টিয়ে যাবার অবস্থা হল। রবীন্দ্র দেববর্মা দাবী করছে, যুব সমিতি দাবী করছে কাজেই সেখানে এর বিরোধীতা করা হবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এটা সম্পুর্ণ বিমাতৃসুলভ আচরণ। পাবলিক ওয়াকর্স ডিপার্টমেণ্ট কোন ব্রীজ করবে না, কোন রাস্তা করবে না বিরোধী এলাকায়। কিন্তু শাসক দলের প্রধান যেখানে আছে সেখানেও বড় বড় ব্রীজ এবং রাস্তাঘাট হচ্ছে। স্যার, এটা আমার বক্তব্য নয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছে তার প্রতিটি ওয়ার্ড পড়ে আমি এই নামগুলি বের করেছি। কিন্তু এত সবের পরেও আজকে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বাজেটকে সমর্থন করার জন্য দাবী করা হচেছ। কিন্তু স্যার, সমর্থণ আমি করতে পারছি না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ঘাটতির পরিমান ধরা হয়েছে ৯কোটি ২ লক্ষ টাকার মত। তাহলে, এই ইজ নট ফাইন্যাল। এই বাজেট ৫ কোটি ৫০ হাজার টাকার উদ্বৃত্ত নিয়ে শুরু হয়েছে, এবং ঘাটতির পরিমান অনুমান করা হচেছ। এর মানে, বাজেট কত ঘাটতি হবে তা মাননীয় অর্থমন্ত্রীও বলতে পারেন নি। আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচেছ। যদি টাকায় না কুলায়, তাহলে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এখানে এনে আমাদের বলবেন, সাপোর্ট কর। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে এই যে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার উদ্বৃত্ত দেখিয়ে বাহবা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন এবং বৈতরণী পার হয়ে যাবেন বলে আশা করছেন, তা ঠিক নয়। কেন না, এই ৫কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এ. ডি. সি. এর টাকা।

স্যার, গত বছর এ ডি সি. তো ১৬ কোটি টাকার বাজেট প্রনয়ন করা হয়েছিল, তম্মধ্যে ১১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে আর বাকী টাকা রাজ্য সরকার ফেরৎ নিয়ে এসেছেন এবং এই টাকা এই বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। আমাদের খেটে খাওয়া উপজাতিদের বঞ্চিত করে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—স্যার, এ. ডি. সির. জন্য এ বৎসর ৫ কোটি ৮৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা

বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সুতরাং উপজাতিদের কি করে উন্নতি হবে ? উনারা বলছেন যে কেন্দ্র দিচ্ছেন না। অপর দিকে অবাধ লুণ্ঠন করে যাচেছন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বাজেট রাজ্য সরকার ঠিক করে না, এটা কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে। রাজ্যের বাজেট যদি রাজীব গান্ধীকে ঠিক করে দিতে হয়, তাহলে রাজ্য মন্ত্রীদের এখানে বসে থাকার আর কি দরকার ? উনাদের এক এক জনের ৭৬-৮০ বৎসর বয়স হয়েছে, বয়স্ক ভাতা নিয়ে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে চলে যান। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে বলেছেন যে এদের জন্য চিন্তা করবেন না, এরা সংখ্যায় ক্ষুদ্র। বামফ্রন্ট সরকার উগ্রপন্থীদলকে ক্ষুদ্র সংখ্যা বলে অভিহিত করছেন, অথচ এরা এক এক বার এ্যাম্বুশ করে ৮-১০ জন পুলিশ, সি আর পি খুন করছে, তারপরও বলেছেন, এরা ক্ষুদ্র। স্যার, তাই আমি বলছি, চোরের হাতে তৈরী বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারি না, এই বাজেট ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কোন কাজে লাগবে না। তাই আমি দাবী করছি আবার নূতন করে বিরোধী দলের মতা মত নিয়ে পবিত্র বাজেট তৈরী করুন, এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য সৈয়দ বাশীত আলী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

সৈয়দ বাসীত আলী :-- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা নিয়ে অত্যন্ত সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরার শতকরা ৮২ ভাগ লোক দারীদ্র সীমার নীচে বাস করছে। তারা অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত। তার উপর তাদের উপর আছে মহাজনী শোষণ। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই মহাজনরা আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ ক্ষমতাসীন দল তাদের কাছ থেকে বাহবা পাচ্ছেন, তাই ক্ষমতাসীন দল তাদের এই কর্মে কোন কুণ্ঠা বোধ করছেন না। স্যার, আমি লক্ষ্য করছি, এই সরকার তাদের নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি-গুলির প্রতি লক্ষ্য না রেখে সব সময়েই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটালারের কার্য্যকলাপ যেমন বিশ্ববাসীর ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছিল, তেমনি বামফ্রন্ট সরকারের কার্য্যকলাপ আজকে ত্রিপুরাবাসীর আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ তারা ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছেন। স্যার, এই বাজেটটাকে সুন্দরভাবে প্রনয়ন করা হয়েছে, কিন্তু তা ত্রিপুরা-বাসীর কতটুকু কল্যাণ করবে তা নিয়েই আমাদের সন্দেহ এবং উদ্বেগ। পঞ্চায়েত-গুলির প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে, সেখানে চলছে টাকা আত্মসাতের হিড়িক। 'পঞ্চায়েত মন্ত্রীর সঙ্গে মাননীয় সদস্য যারা বি, ডি, সির চেয়ারম্যান তারা

নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। আজকে প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হল টিলা গাঁও গাঁওসভাতে কোন কাজ হচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকার সে ব্যাপারে উদাসীন। গ্রামগুলির অনেক উন্নয়নমূলক কাজই গাঁও প্রধানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই গাঁও প্রধানগণ গাঁওসভা গুলির কোন উন্নতি না করেই টাকা আত্মসাৎ করে যাচ্ছে। তারা শুধু বিধানসভায় একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়, আর তাই দেখে ক্ষমতাসীন দলের বিধায়করা বিধানসভায় বাহাবা দিয়ে উঠেন। বাস্তবে জনসাধারণের কোন উন্নতিই হচ্ছে না। স্যার, ত্রিপুরাবাসীর উন্নতির জন্য আমাদের সিডুয়েল অব ওয়ার্কস যা আছে, বিশেষ করে পূর্ত্তদপ্তর-এর হাতে যে কাজগুলি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেগুলি বাস্তবে রূপ দেওয়া হচ্ছে না। সুতরাং ত্রিপুরার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমাবনতি হচ্ছে। কাজগুলি তারা কনট্রাকটরের হাতে তুলে দিয়েই নির্বিকার। কাজগুলি বছরের পর বছর পড়ে আছে, সে সম্পর্কে তারা কোন খোঁজ খবর নিচ্ছেন না। তিন মাস বা ছয় মাস অন্তর বাজেট পাস করিয়ে নিয়ে টাকাগুলি আত্মসাৎ করা হচ্ছে। স্যার, পূর্ত্তমন্ত্রী মহোদয় এখন অনুপস্থিত, সুতরাং আপনার মারফতে তাঁকে অনুরোধ করছি বিশেষভাবে যে-বন্যার ফলে কৈলাশহরে যে বিপর্যয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়, তা থেকে কৈলাশহরকে যেন তিনি রক্ষা করেন। আমি দাবী করছি, এই কাজটা যেন উনি জরুরী ভিত্তিতে নেন। সেই জন্য কৈলাশহরকে তিনটা ভাগে ভাগ করে সেখানে তিনটা অফিস করা হোক এবং একটা এ্যাগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিস সেখানে খোলা হউক। যাতে ত্বরিত গতিতে বন্যার হাত থেকে কৈলা শহরকে রক্ষা করা যায়। আমি একান্তভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং পূর্ত্তমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি অনতিবিলম্বে যেন কাজটা হাতে নেন।

সৈয়দ বাসীদ আলি ঃ — মিঃ স্পীকার স্যার, এই বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে সেই সম্পর্কে বাস্তবের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা যে সমস্ত কথা বলছি ক্ষমতাসীন সরকারের মাননীয় সদস্যরা সমস্ত কথাগুলিকেই উরিয়ে দিচ্ছেন এবং বলছেন বিরোধী দল বলেই নাকি এই সব আমরা বলছি এই ভাবে মাননীয় ক্ষমতাসীন সরকার জনসাধারনের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করছেন, তাই আমি অনুরোধ করতে চাই তাদের এই মানসিকতা পরিবর্ত্তন করে যাতে সামগ্রিক ভাব জনসাধারনের উপকার করতে পারেন সে জন্য চিন্তা-ভাবনা করবেন এবং দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন। মিঃ স্পীকার স্যার, কিছু দিন আগে উত্তর কৈলাশহর শিল্প বিভাগের কতৃপক্ষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তিনি বলেছেন যে অফিসে কর্মচারীর যথেষ্ট অভাব আছে, কারন সমস্ত কাজকর্ম বাস্তবায়ন করতে গেলে আরও কর্মচারীর প্রয়োয়াজন তাই

আমি অনুরোধ রাখছি, যে ভাবে কাজের বহর বাড়ানো হচ্ছে তার জন্য যেন কিছু কর্মচারী দেওয়া হয় তার জন্য আমি আন্তরিক ভাবে অনুরোধ রাখছি। আমরা লক্ষ্য করেছি, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বত্র অফিসে, আদালতে, গ্রামে-গঞ্জে সবাই বাজেটের দিকে তাকিয়ে আছেন তাই আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ রাখছি এই বাজেট-এর টাকা যেন নিজেদের স্বার্থে ব্যয়িত না করে জনসধারনের স্বার্থে ব্যয় করা হয় এবং সেই অধিকার থেকে জনসাধারন যেন বঞ্চিত না হয়। আমি সরকার মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি, বিরোধীদের পক্ষ থেকে বার বার আবেদন উঠছে বাজেট-এর টাকা সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না এবং জনসাধারনের কাছে পৌছছে না। কিছু দিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কুমারঘাট ব্লকে গিয়েছিলেন কর্মচারীদেব খোজ-খবর নেবার জন্য। কি কাজ হয়েছে জানি না, সেই রিপোর্ট নিয়ে যদি তিনি দেখেন তাগলে খুব ভাল হবে। আমি এই অনুরোধ রাখছি শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি বিরোধীরা যে বাজেটের বিরোধীতা করছেন এটা কার স্বার্থে করছেন ? তাঁরা ভাবতে পারছেন না এই ভাবে মানুষের কল্যান সাধিত হবে না, সেই চিন্তা ধারা নিয়েই বিরোধী সদস্যরা বিরোধীতা করছেন সেই সম্পর্কে আমারও অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, ভাবতে পারছি না টাকাগুলি কার স্বার্থে বাস্তবায়িত হবে সেই জন্য আমি অনুরোধ রাখছি, ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা সেই মানসিকতা নিয়ে ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নমূলক কাজের মঙ্গলার্থে এগিয়ে আসবেন এই আশা রেখে আমায় বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৪শে মে এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৫-৮৬ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে এটাকে সমর্থন করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বিরোধ দলের মাননীয় সদস্যদের লক্ষ্য করেছি. তাঁরা এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন, তাদের বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না কারন তারা এটাকে নিয়ে কেবল সমলোচনাই করছেন। যদি তাঁদের বাস্তবের সঙ্গে যোগাযোগ থাকতো তাহলে এই সমস্ত ভিত্তিহীন কথা বলতেন না। কোন কোন বিরোধী সদস্য বলছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর টেবিল থেকে নাকি বাজেট ফাইল চুরি হয়ে গেছে, সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তাঁরা প্লেশ করুন। এইভাবে মানুষকে ধোকা দেওয়া যাবে না। কারন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এখন বিরোধী সমস্যদের চিনতে পেরেছেন। আমরা দেখছি কখনও কংগ্রেস টি,ইউ,জে, এস এক সঙ্গে আবার কখনও কখনও অন্য ভাবে দেখা যায়, এই যে অবস্থা চলছে ত্রিপুরাবাসী এইগুলি দেখছে তাই আজকে বিরোধীদের প্রতি ত্রিপুরাবাসীর কোন শ্রদ্ধা নেই কারন

তারা জানেন বিরোধী দল হিসাবে তারা একটা গঠন মূলক ভূমিকা নেবেন এবং গঠন মূলক সমালোচনা করবেন এটা না করে তারা কেবলই বিরেধীতা করেছেন কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যা বলছেন সমস্তই ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য-মূলক তাই জনসাধারনের তাদের চেহারা বুঝতে আর বাকী নেই। মুখ্যমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারন এখন ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র আন্দোলন চলছে পাঞ্জাবে, আসামে এবং গুজরাটে বর্ণ বৈষম্যের আন্দোলন চলছে। সেই সমস্ত জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই করতে পারছেন না। তার জন্যই এই সমস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং তার জন্যই মানুষের জীবনে একটা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

এই সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে হাউস থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এই বাজেট আলোচনার মধ্য দিয়ে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি, এই যে বাজেট যেটা এইখানে পেশ করা হয়েছে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সীমিত। এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে সবকিছু করতে হচ্ছে। আমরা যে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি সমগ্র ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে অর্থনৈতিক সোর্স রয়েছে তার উপর দাঁড়িয়ে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না। তবুও এই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দাঁড়িয়ে যে বাজেট পেশ করেছেন তা বহুদিনের নিষ্পেষিত, অবহেলিত যারা আছেন তাদের জন্য কোন কোন সদস্য বলেছেন কৃষি খাতে বেশী ধরা হয়েছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে কৃষি খাতে যে ব্যয় ধরা হয়েছে তা প্রায় বাজেটের ৪'৩০ পারসেন্ট। কাজেই বিভ্রান্ত করার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সনে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সবচেয়ে বেশী নজর দিয়েছেন কৃষির দিকে, শিক্ষার দিকে। সেই ৩০ বৎসরের কংগ্রেস শাসনে যারা কৃষক ছিলেন তারা সারাদিন পরিশ্রম করে দুবেলা পেট ভরে খাওযার জুটতনা। কৃষকদের কৃষি করার জন্য নানারকম সরঞ্জাম লাগে। কৃষকদের এই সরঞ্জামের জন্য জিনিষপত্রের জন্য বামফ্রন্ট সরকার তার দিকে নজর দিয়েছে। ভর্তুকী দিয়ে সার, বীজ কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে। সরকার এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই জিনিষটা মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বুঝতে পারছেনা। তারা কলুর বলদের মত ঘুরছে। শুধু বিরোধীতা করে গেলেই চলবেনা। এর সারমর্ম বুঝতে হবে। যেখানে কেন্দ্রে যখন শ্রীমতি গান্ধী ছিলেন. উনার মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধী প্রধান মন্ত্রী হলেন তখন অনেকে ভেবেছিল, না এবার কিছুটা উনি পরিবর্তন করতে পারবেন। কিন্তু দেখা গেল তার দৃষ্টিভঙ্গী একটু ও

পাল্টায়নি। তার বড়লোকদের স্বার্থে বাজেটটি দেখলেই বোঝা যায় উনার দৃষ্টিভঙ্গী। আজকে যারা বড়লোকদের স্বার্থে এখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা এই বাজেটকে বিরোধীতা করছেন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বললেই তাদের গা জ্বালাপোড়া করে উঠে। যখন বামফ্রণ্ট সরকারের বাজেট খেটে খাওয়া মানুষ যারা আছেন তাদের সহায়ক হয়েছে, যারা নীচের তলার মানুষ আছেন তাদের উন্নয়নের জন্য যখন বামফ্রণ্ট সরকার বাজেট করেছেন তখন তারা সেই বাজেটকে বিরোধীতা করছে। এখানে ত কোন ট্যাক্স বসানো হয়নি। সেই কারণে তাদের গা জ্বালা করছে। আজকে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৯কোটি ২লক্ষ টাকা। কেন ঘাটতি ? আজকে যদি কর বসানো হত তেল, নুনের উপর তাহলে হয়ত ঘাটতি থাকত না। মাননীয় সদস্যের এই কথা বুঝতে হবে। যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর ট্যাক্স বসানো হলে জনসাধারণের অসুবিধা হবে। তা গা জ্বালাপোড়া করুক তবুও আমাদের সত্যি কথা বলতে হবে। কাজেই আজকে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের প্রতি দৃষ্টি রেখেই করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আইনে কালো টাকা সাদা হয়ে যাচ্ছে। চোরাকারবারীদের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু কালোবাজারীদের ত ধরা হচ্ছেনা। কাজেই এই জিনিষটা বুঝতে হবে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের, ওরা কার প্রতিনিধিত্ব করছেন। ত্রিপুরার ২২লক্ষ মানুষের দিকে লক্ষ্য করেই, তার যে সমর্থন তার দিকে চেয়েই বামফ্রণ্ট সরকার এই বাজেট রচনা করেছেন। ৭বৎসর যাবৎ বামফ্রণ্ট সংচেষ্টা করে কিভাবে আস্তে আস্তে দারিদ্র সীমা রেখার নীচে যারা বসবাস করে তাদের টেনে তোলা যায়। কিন্তু এই সমাজ ব্যবস্থায় এইটা করা সম্ভব নয়। কারণ বিরাট ভারতবর্ষে ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। সারা ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চললে এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যকে পাল্টানো সম্ভব না। এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়তে হবে। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা চালুর জন্য বামফ্রণ্ট তার ভিত্তি রচনা করতে কষ্ট হচ্ছে। কারণ ৩১ বৎসরের কংগ্রেস শাসনে মানুষ জর্জরিত। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা করতে হলে লড়াই করতে হবে, সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে হবে। বামফ্রণ্ট সরকার এই দিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট রচনা করেছেন বলে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই বিধানসভায় যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু

করছি। আমি এই বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে চাই যে, এই বামফ্রন্ট সরকারের এইটি অষ্টম বাজেট। এই ত্রিপুরা রাজ্যের সহায় সম্বলহীন যারা আছেন তাদের জন্যই এই বাজেট পেশ করেছেন। এইটাকে আমি বলব ত্রিপুরার দারিদ্র সীমানার নীচে যারা বসবাস করে তাদের জন্যই বাজেট হয়েছে। যেখানে আমরা দেখেছি কেন্দ্রের বাজেট সেটা একটা ভয়াবহ আকার ধারন করেছে সাধারন মানুষের কাছে। আজকে সারা ভারতবর্ষের সাধারন মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ প্রকাশ হচেছ ঠিক সে সময়ে এই ত্রিপুরার রাজ্যে এই বামফ্রন্ট সরকার তার যে বলিষ্ঠ কর্মসূচী নিয়ে বাজেট পেশ করেছেন সেটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের নয় সারা ভারতবর্ষের সাধারন গরীব মানুষের নিকট একটি ইতিহাস সৃষ্টি করবে। এই বাজেট পেস করতে গিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, এই বাজেট এমন এক সময়ে পেস করা হয়েছে যখন সারা ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে সক্রিয় রয়েছে সারা ভারতবর্ষে যেখানে চলেছে অন্যায়, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস এবং যেখানে সৃষ্টি হয়েছে সাধারন মানুষের নিকট এক চরম অর্থনৈতিক অর্থ সংকট, ঠিক তখনই এই বাজেট পেস করে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মধ্যে সম্প্রীতি, ও ঐক্যকে এবং সাধারন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এক বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই বাজেট একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক ঐক্য ও সম্প্রীতিকে সাম্রাজ্যবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির হাত থেকে রক্ষা করবে ঠিক তেমনি অন্যদিকে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক এবং কর্ম্মচারীদের স্বার্থকে রক্ষা করবে। আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রের কংগ্রেস-(ই) সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেটে কমপিউটারাইজেসানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবি মানুষের কথা তাঁরা ভাবেন নাই। এই কমপিউটার চালু হলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্ম্মচারী বেকার হয়ে পড়বে। কিন্তু ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবি মানুষের দিন মজুরদের উন্নতির জন্য এই বাজেট ব্যবস্থা রেখেছেন। আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ এটা বুঝতে পারছেন যে, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবাংলার যে দুটি বামফ্রন্ট সরকার রয়েছেন তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সে দৃষ্টি ভঙ্গির সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট তফাৎ। আজকে আমরা দেখেছি কেন্দ্রিয় সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেট পাশ হবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সারা দেশে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। এই বাজেটের সমালোচনা বিশিষ্ট কংগেস (ই) এম. পি. করেছেন এবং তারা বলেছেন যে, এই বাজেট দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করবে এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবে। কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন যে, এই বাজেট পাশ হবার পর দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে

গেছে। আর সমস্ত ভারতবর্ষে কালো টাকা ছেয়ে গেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কয়েকদিন আগে কংগ্রেসের যে সম্মেলন হয়ে গেল সে সম্মেলনে রাজীবগান্ধী ঘোষণা করেছেন যে তিনি নাকি কালোবাজারীদের রোধ করবেন। কিন্তু এটা কি মুখের কথা? পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যখন প্রধানমন্ত্রী হন তখন তিনি বলেছিলেন যে. কালোবাজারীদের তিনি ল্যাম্প পোষ্টে ঝুলাবেন। কিন্তু তিনি তো কালোবাজারীদের দমন করতে পারেননি বরং দিনে দিনে কালোবাজরীদের দৌরাত্ব বেড়েছে। হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৭২ সালে যেখানে কালো টাকার পরিমান ছিল ১০ হাজার কোটি টাকা সেখানে এই পরিমান অনেক গুন বেড়ে গেছে। এবং এর মূলে রয়েছে কংগ্রেসী সরকার। কারন আমরা দেখতে পাই, যে বাজেট কংগ্রেস ই] এবারে পেশ করেছেন সে বাজেটে যে ২৫টি শিল্পপতি গোষ্ঠি ভারতবর্ষে রয়েছে তাদের মূলধন আরো বৃদ্ধি পাবে তারা আরো অনেক বেশী মুনাফা ভোগ করবে। ফলে কালো টাকার পরিমান আরো বেড়ে যাবে। আর অন্য দিকে গরীব মানুষ আরো গরীব হবে। অথচ এই হাউসে বামফ্রণ্ট সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন এবং যে বাজেটে সাধারণ গরীব মানুষের রুটিরুজির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সে বাজেটের সমালোচনা করে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে এই বাজেট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করবে। এদের কাজই হলো বিরোধীতা করা তাই তারা তাই করছেন অর্থাৎ ধান ভানতে শিবের গীত গাইছেন। আগে দেখা যেত এই যে বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাস চলছে সে মাসগুলিতে পাহাড়ে গ্রামাঞ্চল অনাহারে শত শত লোক পাহাড়ী-বাঙ্গালী মারা যেত। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আজ পর্য্যন্ত একটিও লোক অনাহারে মারা যায়নি। আগে মজুররা কাজ করে ঠিক মত তাদের মজুরী পেত না। কিন্তু আজকে তারা ১৫ টাকা ২০ টাকা করে মজুরী পাচ্ছেন। আগে মজুররা কাজ পেতেন না। আর আজকে কাজ পাওয়া যায়, কিন্তু মজুরদের সহজে পাওয়া যায় না, কারণ তারা প্রায়ই অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন।

আজকে ২২ লক্ষ্য মানুষের সম্পদ এটা যে মানুষগুলো ভিখারী হয়ে রাস্তার আনাচে কানাচে ভিক্ষা করত, আগরতলা শহরের রাস্তাতেও দেখা যেত তাদের, বনের আলু সিদ্ধ করে তাদের খেতে হত। আজকে তাদের খবর নিয়ে দেখুন। গ্রামে গিয়ে সেই দিন মজুর, খেত মজুরদের খবর নিন। বাজেটের টাকা দিয়ে তাদের বীজ ধান দেওয়া হচ্ছে, সেখানে বাজেটের টাকা দিয়ে তাদের সম্পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। গত পরশুদিন যে একটা ফ্লাড হয়ে গেল, আমি সেখানকার

এস, ডি, ও, কে নিয়ে সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখেছি। তাদের বামফ্রন্টের কর্মসূচী অনুসারে চিড়া, দুধ ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারা বলছে যে না আমরা এখানে থাকব না। আমরা গ্রামে চলে যাব বামফ্রন্টের কর্মসূচী রূপায়ন করার জন্য। আজকে সমস্ত বি, ডি, ও রা কাজ করছেন, ভি, এল, ডবলিউরা কাজ করছেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে। তাই আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে সেটা শুধু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে নয়, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নজীর হয়ে থাকবে।

ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের যেভাবে দমন করতে পেরেছে সেটা আর কোথাও সম্ভব হয় নি। ত্রিপুরা সরকার উগ্রপন্থী দমন করতে পারছেন না বলে বিরোধীরা অভিযোগ করছেন। কিন্তু আজকে পাঞ্জাবে কি হচ্ছে? ট্র্যানজিস্টার বোমা দিয়ে উগ্রপন্থীরা হামলা করছে। সেই উগ্রপন্থীদের তারা দমন করতে পারছেন না। সেখানে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই অভিযোগ আনার কোন অর্থ হয় না।

আমরা দীর্ঘ সংগ্রামের পরে ৬ষ্ঠ তপশীল এনেছি। এখানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি চেয়েছিল যাতে এটা না হয়। এই কর্মসূচী নিয়ে আবার আমরা ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে যাব। এই বলেই এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, যে বাজেট আলোচনার দুদিন ধরে মাননীয় সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেছেন সেই আলোচনার মধ্যে দিয়ে এই বাজেটের যেসব ইতিবাজক দিকগুলি যেমন তুলে ধরা হয়েছে তেমনি এই সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমালোচনাও হয়েছে। আমাদের সরকার এটাকে দৃষ্টির মধ্যে রাখেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এখন হাউসে নেই। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে এতবড় একটা বক্তৃতা সেদিন তিনি করলেন তার মধ্যে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা যা আমাদের দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা এমনকি রাজ্যেগুলিতেও যেসব বড় সমস্যা রয়েছে, সেই সমপর্কে কোন আলোচনাই করলেন না। এমন কি প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিপদ সম্পর্কে সারা ভারতবর্ষের শুধু নয় সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই কাজটা শুধু সেটা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা যে সমস্ত ষড়যন্ত্র করছে অথবা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার জন্য যে ষড়যন্ত্র করছে ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখার যে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এসব কথা তো মাননীয় বিরোধী দলের নেতাদের কাছে শুনলাম না।

আমরা টি. ইউ, জে, এস,—এর কথাও বলছি। তাঁরা নিজেদের ট্রাইবেলদের কথাও ভাবেন না। তারা ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন এমন কি সমগ্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার মনে হয় তারা ভুলে গেছেন ত্রিপুরা রাজ্যটা কি। ত্রিপুরা রাজ্যের এই টিলাগুলো তো কংগ্রেসের আমলেও ছিল। এখানে গরীব মানুষগুলো কি একদিনে গরীব হয়েছে? জুমিরাই বলুন তপশীলিই বলুন। কংগ্রেস (আই) থেকে আরম্ভ করে জনতা থেকে আরম্ভ করে ৩৭।৩৮টা বছর হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে প্ল্যানের কাজটা চতুর্থ প্ল্যান থেকে আরম্ভ হলো কেন? এটা আমার কথা নয়। নতুন যিনি রাজ্যপাল এসেছিলেন তিনি সেদিন এন. ই, সি, মিটিং—এ বললেন যে এটা দুঃখজনক যে, ত্রিপুরা রাজ্যের কাজ চতুর্থ পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ হলো কেন? এখানে কি কোন সরকার ছিল না? তারা কি জানতেন না যে এখানে এক পারসেন্ট মাত্র জল আছে? তারা কি জানতেন না যে এখানে শুধু টিলা। তারা কি জানতেন না যে কতটুকু চাষের জমি আছে? আজ মাত্র ৭ বছর হলো বামফ্রণ্ট সরকার এসেছেন। এখন লোকে বলছে যে আমাদের গ্রামে হাসপাতাল নেই, বিদ্যুৎ নেই। এটা খারাপ নয়। এই চেতনা আমরা সৃষ্টি করেছি বলে এবং বিরোধী দলের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন বলে তারা এইগুলি বলছেন। তাদের তো বাড়ী ফিরতে হবে। তাদের জিজ্ঞাসা করবে আমাদের কথা বলেছো কি? একদিকে বলছেন আমাদের গ্রামে বিদ্যুত দিতে হবে, জল দিতে হবে—নিশ্চয়ই পানীয় জল ছাড়া চলে না কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আমাদের গ্রামের মধ্যে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে যে জমিতে এক ফসল হত সেই জমিতে তিন ফসল হতে পারে। কারণ কৃষকের ইচ্ছা যে সে বেশী করে ফসল ফলাক, শুধু তাদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারলেই হলো। আমরা এখন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সব গ্রামে খাবার জলের ব্যবস্থাই করতে পারি নি। কিন্তু আমরা যখন বলব, এসব করতে হলে টাকার দরকার, আর সেই টাকা কেন্দ্রকে দিতে হবে, আর অমনি চট করে রেগে উঠবেন, সে কি? এখানে টাকা দিলে তো সেই টাকা ক্যাডারদের কাছে চলে যাবে, কাজেই এখানে জলের জন্য টাকা দিও না, বিদ্যুতের জন্য টাকা দিও না। কারণ এখানে একটা বামফ্রণ্ট সরকার আছে, ওদের টাকা দিলে, ওরা সেই টাকা দিয়ে ক্যাডার পোষবে। স্যার, এটা দুর্ভাগ্যের যে আমরা হিসাব করে দেখেছি গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৭০ জনই ক্যাডার। বাকী যেসব গোষ্টি যারা আছেন তাদের মধ্যে শহরানচলে একটু বেশী আর গ্রামানচলে একটু কম। তা কি করা যাবে গরীব মানুষগুলি যদি ক্যাডার হয়ে যায় ক্যাডার বলে তাদেরকে না দিয়েতো বঞ্চিত করা

যাবে না। তারা যদি পনচায়েতগুলি দখল করেই থাকে, তাহলে সেই সব পঞ্চায়েতগুলি বাদ দিতে তো কাজ করা যাবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে আমরা এই যে বাজেট টা করেছি, তাতে কোন কোন কাজের উপর গুরুত্ব বা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, বাজেট টা পড়লেই সেটা বুঝা যায়। তবু আমি বলছি যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সোস্যাল কমিউনিটি সার্ভিসের উপর যার মধ্যে শিক্ষায় সব চাইতে বড় বাজেট। এটা আশ্চর্য্যজনক যে পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরার বাজেটের সবচাইতে বেশী টাকা শিক্ষার জন্য রাখা হয়েছে আজকে অনেকে এখানে বলেছেন যে আমার এলাকায় স্কুল ঘর নেই, টেবিল নেই, চেয়ার নেই, অনেক জায়গায় শিক্ষক নেই, এমন কি অনেক স্কুলে হেড মাষ্টার নেই, এই রকম অনেক কিছু নেই। কিন্তু এটা তো সত্য যে আমরা গত সাড়ে সাত বছরে শিক্ষাকে কোথায় নিয়ে যেতে পেরেছি এবং এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে আজকে আমরা ভোগ করছি কি? 'গণ-চেতনা' —একেবারে নীচের স্তরের মানুষ ও সেই তার কচি বাচ্চাটিকে নিয়ে স্কুলে আসছে, কারণ আমরা তাদেরকে একটা টিফিন দেই। ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের এনরোলমেণ্ট সব চাইতে বেশী। এখন আমাদের চিন্তা হচ্ছে ওয়েষ্টেজের, আমরা তাদের বি, এ, পাশ কবার জন্য প্রাথমিক স্কুলে ভর্ত্তি করছি না। কিন্তু ওয়েষ্টেজ কমাবার জন্য আমরা যেমন আমরা মিড—ডে মিলের ব্যবস্থা করেছি শিক্ষার ক্ষেত্রেকে আমরা অবাধ্য রেখেছি। আমরা এমন একটা ব্যবস্থা চালু করেছিলাম যে যাতে পরীক্ষার উপর খুব বেশী গুরুত্ব না দিয়ে, তারা যাতে স্কুলে আসে তার উপরই গুরুত্ব দিয়েছি। এসব পরীক্ষা নরীক্ষা করছি। আপনারা নিশ্চয় একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন যেটা সম্ভবতঃ আলোনাই করেন নি, সেটা হল শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা সকল অংশের মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমে করেছি। ট্রাইবেলদের অনেকগুলি মাতৃভাষা আছে যেমনি আছে মনিপুরী ভাষা, তার মধ্যে বিষ্ণুপুরীও রয়েছে, হিন্দুস্থানীদের মধ্যেও এই রকম অনেক ভাষা আছে। এই সমস্ত অংশের মধ্যে যারা সংখ্যালঘু, যাদের নিজস্ব ভাষা আছে, তাদের ভাষার মাধমে, তারা যাতে প্রাথমিক শিক্ষা পেতে পারেন, তার উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। দ্বিতীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষির উপর। মাননীয় সদস্যরা, আমাদের কৃষি ব্যবস্থার মূল যে দুর্বলতাগুলি কি, তা নিশ্চয় বুঝতে পারেন। আমরা বেশী জমি যাতে চাষের আওতায় আসে, তার উপর নিশ্চয় গুরুত্ব দিচ্ছি, চাষের আওতায় শুধু নাল জমিই আসবে তা নয়, আমাদের টিলা জমিগুলিও যাতে চাষের আওতায় আসে বা আবাদযোগ্য হয়, তার উপর আমরা গুরুত্ব

দিচ্ছি। কারণ সেই সব জমিতে ক্যাশ ক্রপ আমরা যাদের বলি, সেগুলি ফলিয়ে কৃষকেরা যাতে বিক্রি করে ঘরে টাকা আনতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও আমরা করতে চাই। আমাদের যে নাল জমি আছে, তার জন্য আমাদের প্রথম যে অসুবিধাটা আছে, সেটা হয়েছে বীজ এই বীজ সরবরাহের ক্ষেত্রে আমরা এখনও স্বয়ং সম্পুর্ণ হয়ে উঠতে পারি নি। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে বীজ করপোরেশান আছে, সেটাও আমাদের খুব একটা সাহায্য করতে পারেনি। এটা খুবই দুঃখজনক যে বীজ করপোরেশানই নয়, স্যার, করপোরেশানও একই অবস্থা। আমাদের এখানে সব সারই বাইরে থেকে আনতে হয় এবং সেই সার আনতে গেলে আমাদের প্রথম যে অসুবিধা সেটা হল ট্রেন্সপোর্টের অসুবিধা, মাত্র ধর্মনগর পর্য্যন্ত মিটার গ্রজ রেল লাইন আছে, তারপর সেখানে থেকে আনতে ট্রেন্সপোর্টের সাহায্য নিতে হয়। এছাড়া অসুবিধা আরও যেটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে রীতিমত রেল-ওয়াগণ পাওয়া। কাজেই ঠিক সময়মত আমাদের এখানে সার আসেনা ঠিক সময়ে বীজ আসেনা। আর জলের ব্যবস্থার কথা তো আমি আগেই বলেছি, অনেক সদস্যও বলেছেন যে তাদের এলাকায় জল দিতে হবে, এই জলের জন্যও আমাদের প্রথম যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎ ছাড়া মাটির উপরে জল তোলা যায় না, আবার মাটির নীচের জলও তোলা যায় না। সেই বিদ্যুতের আমাদের এই অঞ্চলে খুব যে একটা অভাব আছে, তা নয়। আমি কয়েকদিন আগে মণিপুর গিয়েছিলাম, আমি মণিপুর সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি, তারা আমাকে বলেছেন যে আপনারা যত বিদ্যুৎ চান, আমরা তাই দিতে পারব। কিন্তু সেই বিদ্যুৎ আনতে হলে আসামের উপর দিয়ে যে একটা লাইন করার দরকার সেটার সম্পর্কে আপনারা আসাম সরকারকে বলুন যাতে লাইনটা তাড়াতাড়ি করা হয়। আমি আসাম গভর্ণমেণ্টের সঙ্গেও দেখা করেছি, আমাদের এন. ই, সির যে চেয়ারম্যান, আসামের রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সঙ্গেও পত্রালাপ করেছি। এমনকি আমাদের যিনি রাজ্যপাল, তিনিও এই সম্পর্কে চিঠিপত্র লিখেছেন। কাজেই এ লাইনের কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি সারা যায়, তাহলে বিদ্যুতের অভাব আমরা খুব বেশীদিন ভোগ করছি না। মাননীয় সদস্যরা এও জানেন যে আমাদের এখানে গ্যাস-ভিত্তিক থার্মাল পাওয়ার স্টেশন হচ্ছে এবং আশা করছি যে এই কাজটা খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। এই থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ফ্রান্স থেকে এসে গেছে এবং ফ্রান্স ইঞ্জিনিয়ার আমাদের বড়মুড়ায় এসে বসে আছেন, এই

সমস্ত কাজ কর্ম করার জন্য। কাজেই এই কাজটা এই বড়মুড়াতে আরও একটা ইউনিট হবে, দক্ষিন ত্রিপুরাতেও একটা ইউনিট হবে। এছাড়া সোনামুড়াতেও গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। কাজেই আমাদের যে বিদ্যুতের অভাব, সেই অভাবটা যত তাড়াতাড়ি মিটাতে পারি তার চেষ্টা আমরা করছি এবং তার ফলে আমাদের জলসেচ ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হবে এবং কৃষিভিত্তিক অনেক পরিকল্পনা আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু তাই নয়, কৃষক জানে যে জমিটা খারাপ জিনিষ নয়। আগে সেই কংগ্রেসের আমলে ট্রাইবেলদের ২০/২৫ বিঘা জমি দিয়ে আঠার মুড়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হল, সেখানে তাদের পূর্ণবাসনের জন্য দেওয়া হল ৫০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে আঠার মুড়ার মতো জায়গাতে গিয়ে তারা কি করবে? এত দায়িত্বহীন কংগ্রেস সরকার ছিল। সেই ট্রাইবেলরা হয়তো সেই জায়গা ৫০ টাকায় কোন অ-উপজাতির কাছে বিক্রি করে দিয়ে আবার জুম করতে চলে গেল। আমরা কিন্তু সেটা করছি না, আমরা বলছি, শুধু জমি দিলে চলবে না, সেই জমি যাতে চাষ করতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করে দিতে হবে। আর সেটা করতে গেলে যে পরিমান মূলধনের দরকার, সেটাও সরকারকে তাদের দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, সেই মূলধন কোথায় পাওয়া যাবে, না আমরা সেই মূলধন পাওয়ার জন্য অনেকগুলি কো-অপারেটিভ করেছি, শুধু কো-অপারেটিভই নয়, সেজন্য ব্যাংকও আছে। এই রাজ্যের সমতলে যে পরিমান ব্যাংক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয়েছে, ভারতের অন্য কোথাও ততটা হয়নি। কৈ এইসব কথা তো উপজাতি যুব-সমিতির সদস্যদের মুখ থেকে শুনতে পেলাম না। যখন এইসব জুমিয়াদের মহাজনেরা শোষণ করত, ৫/১০ টাকা ধার দিয়ে এ' সব জুমিয়াদের উৎপাদিত ফসলগুলি নিয়ে যেত সেই দিনের কথা কি তাদের মনে নেই? এবার যে জুমিয়ারা পাটের দাম ৩০০ টাকা পেলেন, সেই কথা তো একবারেও উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা বললেন না।

এসব কথা কংগ্রেসী নেতাদের মুখ দিয়ে আসে তাদেরকে বাজার দিতে হবে, মার্কেট দিতে হবে। তা না হলে ওরা মহাজন ও ফরিয়াদের হাতের মধ্যে থেকে যাবে। এই ব্যাপারে ল্যাম্পস এবং পেক্সকে দায়িত্ব দিচ্ছি না। আলু কিনতে হবে। আমরা দেখেছি গত কয়েক বৎসরে এই পাট দিনবার জন্য জে, সি, আই-- কে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি। প্রকৃত চাষী যারা তাদের কাছ থেকে আমরা কিনে দেব। অন্যান্য ফসল আমাদের এগুলি করতে হবে। হর্টিকালচারকে আমরা ডাইরেক্টরেট

করে দিয়েছি। আলাদা করে দিয়েছি। এখানে শতকরা ৫০ ভাগ বন। ফলের বাগান কি ফেলানো জিনিষ? ফল যদি সংরক্ষণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন—এরমত সমাজতান্ত্রিক দেশে আমরা সাপ্লাই দিতে পারি। সমাজতান্ত্রীক দেশগুলি বিক্ষুব্ধ, নয়। তারা বলছে যে এই আনারস পৃথিবীর মধ্যে সেরা জিনিষ। তারা কিনে নেবে। গত ৩৮ বৎসরে কেন যে আমরা আনারসের দিকে নজর দিতে পারন না? বনের ভিতরে আনারশ প'চে, যাচ্ছে, হাবভেস্ট হচ্ছেনা। অমরা যদি এটাকে সংরক্ষণ করতে পারি তাহলে একটা আনারস দুটাকা বিক্রি হবে। এন ই, সির, একটা প্রোজেকট আছে প্রোসেসিং সেণ্টার করার জন্য। আসলে লক্ষ্য করতে হবে যে পরিকল্পনার লক্ষ্যটা কি? কণ্ট্রাকটার দ'লাল এবং কালো বাজারীর চোখে দেখলে হবে না। পরিকল্পনা গ্রামের মানুষের কাছে পেঁ'ছে দেওয়া চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, রাবারের বাগান এবং বিভিন্ন ফলের বাগান তৈরী হচ্ছে। কৃষকদের স্বভাব পরিবর্ত্তন করে দেওয়া হচ্ছে। আজকে আমাকে দেখতে হবে যে আমার জমিটাতে কোন ফসল করলে সব চেয়ে বেশী আয় হবে। ১৬ কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট আছে। কাজু বাদাম করতে পারি। নারিকেল করতে পারি। কেরালা এবং করনাটকের পরই ত্রিপুরা। আমরা লক্ষ লক্ষ টাকার নারিকেল চারা দিতে পারব। মাননীয় সদস্যদের মুখ দিয়ে এ সব আসবে না। এগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৫ লক্ষ টাকার নারিকেল চারা আমরা বিলি করব। আমরা বীজ বপন করে এখানেই নারিকেল চারা তৈরী করব। কেরালা ও কর্ণাটকে যেতে হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ফিসারী। আজকে বাজারে ৪০/৫০ টাকা মাছের কে,জি। কেন? কারণ একদিকে ফ্লাড, বিশেষজ্ঞরা বলেছেন মাঠে ঔষধ ছড়ানোর জন্য ন্যাচারেল বিডিং এর পোনা মারা যায়। আমরা বাজারে ছোট ছোট মাছ দেখছি না। মকা পুটি মাছ সব উঠে গেছে। এই ব্যাপারে ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ড্রাই ফিসের পরিকল্পনা হয়েছে। গত বৎসর ড্রাই ফিস ল্যাম্পস ও প্যাক্স নিয়ে যায় নি বলে আমরা গ্রামের মানুষকে দিতে পারি নি। প্যাক্সকে বলা হয়েছে ড্রাই ফিস তৈরী করার জন্য। ফরেস্ট-এর দিক থেকে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। মানুষ কি রকম পাগল হয়ে যায়। বনমহোৎসব সামনে। স্কুলের ছাত্র থেকে আরম্ভ করে সকল শ্রেণীর মানুষকে এই উৎসব আকর্ষণ করতে পারে। আমরা চারা দিচ্ছি। বনায়ন করতে যদি টাকার দরকার হয় আমরা টাকা দেব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আনিমেল হাসবেনড্রি। বলদ, ছাগল, মুরগ এখানে খামার করা হবে। বাহিরে যেতে হবে না। কংগ্রেস আমলে এই দপ্তরটা ছিল মরা দপ্তর। এটাকে তাজা করতে

আমাদের একটু সময় লেগেছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দুটি দপ্তর আছে একটা হল কো—অপারেটিভ এবং আরেকটা হচ্ছে পঞ্চায়েত। আমাদের দুটো পা। কো-অপারেটিভর হাতে আমরা সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। আর্থিক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। কেন্দ্র তারাও এগিয়ে আসছে। গোদাম করে দিচ্ছেন। এই কো-অপারেটিভ আরেকটা দায়িত্ব নিচ্ছে। যারা দুই তিন কানি জমির মালিক তাকে বলদ কিনে দেওয়া হবে না। ল্যামপস এবং প্যাকস পাওয়ার টিলার পাবে। তারা সার্ভিস দিবে। তার জন্য পয়সা কৃষকরা দেবে। আগে মহাজনরা নিজেরা জমি চাষ করে পরে এই গরীবি কৃষকদেরকে দিত। এখন তারা ডাইরেক্ট আনতে পারবে। পঞ্চায়েত-এর ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা ব্লক লেভেলে নিয়ে যাচ্ছি। যেহেতু বি, ডি, সি, সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধান, এম. এল. এ এবং এ, ডি, সির-মেম্বার তারা যাতে ভাবতে পারেন যে শুধু অফিসাররা কাজ দিচ্ছে না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—সেই জন্যই এই পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে গ্রামের যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি আছেন তারা বুঝতে পারছেন, অফিসাররা তাদের কাজ দিচ্ছে না, তারা নিজেরাই কাজ করছে। ফীসারী, ট্রেশারী, পাওয়ার টিলার প্রজেক্ট. অরচার্ড, পাইন-অ্যাপল ইত্যাদি তৈরী করা, নারকেল বাগান তৈরী করা এই সব কাজ পঞ্চায়েত করবে। আমরা পঞ্চায়েতের আয়. বাড়াবার চেষ্টা করছি। আমাদের চিন্তায় আছে, তারা রেভেনিউ তুলবেন এবং খরচ করবেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারা এখন লেবার কার্ড দিচ্ছে। যে সব দিন-মজুর আছে তাদের লেবার কার্ড দিচ্ছে। আই, আর, ডি, পি, তে কারাকার প্রকৃত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার উপযুক্ত লোক তা নির্ব্বাচন করতে হচ্ছে। জমি ? তাদের মতামত না নিযে জমি বণ্টন করা যায় না। এত কাজ আমরা পঞ্চায়েতকে দিয়েছি। পঞ্চাযেত তো আগেও ছিল। কোন কাজ ছিল কি ? লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা পঞ্চায়েতকে দিচ্ছি ওরা বলছেন ক্যাডারকে দিচ্ছি। গরীবকে টাকা দিলেই তাঁরা বলেন, ক্যাডারকে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মানি আন-একাউন্টেড মানি নয়। হিসাব আছে প্রতিটি টাকার। তা ওরা চুরিও যদি করেন তবে তাদের ধরতে পারেন। কিন্তু ওদের চোরকে ধরার উপায় নাই। কেন না, ওরা রাত্রিতে চুরি করেন। আর এরা মানুষের সামনে চুরি করেন বলে ধরা পড়ে শাস্তি পেতে হয়। ধরা পড়লে নতুন লোক পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রতিনিধি হচ্ছে। এর নাম গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্র মন্ত্রীকেও পাল্টায়, প্রধানকেও পাল্টায়। কিন্তু ওদের চোর হচ্ছে, বড় বড় কন্ট্রাকটর ধরাছোয়ার বাইরে থাকেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, গণতন্ত্রের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই তারাই পঞ্চায়েতের নামে শ্ল্যাণ্ডার করে। গণতন্ত্রের

প্রতি বিন্দু মাত্র বিশ্বাস নেই বলেই এই সব কথা তাদের মুখ দিয়ে বের হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের একটা বড় দায়িত্ব হচেছ রুর‍্যাল ডেভেলাপমেণ্ট। আমরা খুব আশা করেছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকার রুর‍্যাল ডেভেলাপমেণ্টের যে কাজ হাতে নিয়েছেন তাতে ত্রিপুরার গ্রামীণ বেকারদের কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু, আমরা দুঃখিত, সে দিকে কেন্দ্রীয় সকারের কোন . নজরই নেই। আমি ঠিক নাম বলতে পারছি না। আমার মনে নেই কোন এক সদস্য বলেছেন ৩৬৫ দিনের মধ্যে মাত্র ১০০ দিনের কাজ। মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞেস করি কেন্দ্রীয় সরকার এম, আর, ই, পি. এবং এস, আর, ই, পি, কাজের জন্য মাত্র ১০।১৫ দিনের ব্যবস্থা রেখেছেন। আমরা জোর করে এস, আর, ই পি, এর জন্য প্ল্যানের মধ্যে টাকা ঢুকিয়েছি। আমরা হিসাব করে দেখেছি, একজন দিন মজুর স্বাভাবিক ভাবে কাজ করলে বছরে সে কাজ করতে পারে ১৫০ থেকে ২০০ দিন। ৩৬৫ দিনের মধ্যে যদি ২০০। ২৫০ দিন কাজ থাকে বলে আমরা তাদের বলেছি, "বাকী ১০০ দিনের কাজ আমরা তাদের দেব। যাতে তাদের বেকার থাকতে না হয়। বিরোধীরা সে দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না এটা আমাদের দুভার্গ্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব সংক্ষেপ করে দিচ্ছি। আমরা জল-সেচের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছি। লিফট-টিউব-ওয়েল ডাইভারশান, শেলো টিউব-ওয়েল পাম্প সেট বিশেষ করে এ ডি, সি, এর যে সব এলাকায় বিদ্যুৎ নিয়ে যেতে পারব সেখানে জল সেচের ব্যবস্থা করব। আমাদের বিভিন্ন সীজনাল বাঁধ রয়েছে। আপনারা দেখেছেন আমরা ব্যারেজ করেছি। এর ফলে বিরাট অঞ্চল জল সেচের আওতায় আনতে পারব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা কুটির শিল্পের উপর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের ৭ম পরিকল্পনায় যাতে এই মাঝারী শিল্প অন্তর্ভূক্ত করেন তার জন্য ব্যবস্থা করতে। ৭ম পরিকল্পনায় রেল যাতে নিয়ে আসা যায় সে জন্য কালকেও প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে চিঠি দিয়েছি। বিশেষ করে রেলের সমস্যাগুলি আমি তাঁর কাছে তুলে ধরেছি। বর্ত্তমানে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন আসার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বাজেটে ব্যবস্থা করতে। এবং আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন আসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ৭ম পরিকল্পনায় করতে জানিয়ে এ অনুরোধ কালকেও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিতে আমি করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এছাড়াও আরবাইনাইজেশন—শহরে লোক বাড়ছে। এটা স্বাভাবিক। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ শহরে চলে আসে। কাজে কর্মে পায়সা বেশী পাওয়া যায়। কাজেই এইজন্যই আমরা দেখি, খালের পাড়ে, বান্ধের পাড়ে সামান্য বৃষ্টি হলে স্কুলে চলে আছে এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এইখানে থাকলে ১৫ টাকা

পাওয়া যায়, আর গ্রামে ৭ টাকা পাওয়া যায়। কাজেই যতই উচ্ছেদ করা হউক না কেন তা থাকবেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, সাড়ে সাত লক্ষ লোক কলকাতার ফুটপাত থাকে। অধিকাংশ বিহার, উড়িশ্যা, মধ্যেপ্রদেশ থেকে আসে। এই সব রাজ্যগুলি কংগ্রেস (আই) শাসনাধীন। যেখানে অফুরন্ত সম্পদ আছে। কিন্তু সেখানে গরীব মানুষের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। মধ্যপ্রদেশের সেইসব চমৎকার চমৎকার সাওতাল—মুণ্ডা শ্রমিক সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। আমি আন্দামানে গিয়ে অদের পেয়েছি। কংগ্রেস রাজত্বে তাদের দিকে দৃষ্টি নেই। সেখানে এক দলের বিরুদ্ধে আর এক দলকে লাগিয়ে দেওয়া হয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন এখানে মাত্র ৫কোটি টাকা এ,ডি,সি এর জন্য রাখা হল। আমি মানননীয় সদস্যকে জানাতে চাই, প্ল্যানিং কমিশনের কাছে আমাদের প্রস্তাব ছিল, এ. ডি. সি. এর জন্য আলাদা খাতে পরিকল্পনার টাকা রাখার জন্য। কিন্তু, সে দাবী তাঁরা মানেন নি। বলেছেন, আমরা ৫কোটি টাকা দিয়ে দেব, আপনারা তা আপনাদের বাজেটে ঢুকিয়ে নেবেন। আমরা এ ডি. সি কে তার নিজস্ব আযের পথ খুলে দিয়েছি। এতে বছরে ১৫থেকে ২০কোটি টাকা আয় হবে। আরো হওয়া উচিত। আমরা সমান করার লক্ষ্য নিয়ে চলতে চাই। এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো টাকা দিতে হবে। সেই রাজ্যের জন্যই আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম, ইনভেলান্সড্মানি কি? শুধু আমাদের ৭টা মধ্যে সমানভাবে অগ্রসর হতে পারে তাই নয়, ইন-ভেলান্স আমাব রাজ্যের মধ্যেও আছে। এক এলাকায় সব আলো অন্য এলাকায় অন্ধকার। এক এলাকায় সব স্কুল-কলেজ, অগ্রগতির সমস্ত কিছু, অন্য এলাকায় কিছুই নেই। কিন্তু এটা তৈরী করেছে কে? কেন্দ্র কোন শক্তিতে তৈরী হয়েছে? ধনতন্ত্র তৈরী করেছে। মানুষকে সস্তায় মজুর হিসাবে খাটাবার জন্য, মানুষকে গোলাম করার জন্য এর সৃষ্টি। এই জিনিষ মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রে গিয়ে দেখতে পাবেন। টি, ইউ. জে, এস যারা চামচা হয়ে রয়েছেন কংগ্রেসের পেছনে পেছনে, তাঁরা একবার ঘুরে আসুন সেখানে। দেখবেন সেখানকার ট্রাইবেলদের চেহারা কি? ওরা শ্লেভারি করছে সেখানে। আমি ভাড়া দেব আপনাদের, আপনারা তবু ঘুরে দেখে আসুন। আর কোথায় এ. ডি, সি, আছে? মধ্যপ্রদেশ-গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে ৩০ লক্ষ ট্রাইবেল আছেন। কিন্তু কোন এ, ডি, সি, তাঁরা সেখানে করতে পারেন নি। ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করতে পারেন নি।

সেখানে তো কোন বামফ্রন্ট সরকার নেই, সেখানে তো মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কোন শক্তিশালী পার্টি নেই। কেন্দ্রে যে দল সরকারে আছে, সেখানে তো সেই

দলের সরকারই আছে। সেখানে তো এটা হয় না। খানে আপনারা চীৎকার করছেন ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ট্রাইবেলদের জন্য কিছুই করে নি, দিল্লী ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে টাকা দিওনা, তারা টাকা খেয়ে ফেলবে। এসব কাজের জন্য আমরা যতটুকু টাকা পেয়েছি সেটা আমরা কাজে লাগাবার চেষ্টা করব। এখানে কয়েকজন নেতা যা বলেছেন তার জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না, এটা তাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক কিন্তু বিরোধী দলের নেতা তো অজ্ঞ নন। তিনি বলেছেন— এসব টাকা কি করে হিসেব করলো আমি বুঝতে পারছি না, আর কতগুলি ফিগার ছড়িয়ে দিলেন। মাননীয় সদস্যদের আমি বলতে চাই অজ্ঞতা বেশীদিন রাখা উচিৎ না, বিশেষ করে বিধান সভার মধ্যে। এই প্ল্যানটা কি ভাবে তৈরী হয়? আমার ৩০ জন অফিসার যায় দিল্লীতে, প্ল্যানিং বডি সমস্ত দপ্তরের অফিসারদের নেন। প্রতিটি আইটেম সেখানে আলোচনা হয়। আলোচনাকালে তারা বলেন না, এটা আপনারা পাবেন, এটা আপনারা পাবেন না। তারপর প্ল্যানিং-এর যিনি এ্যডভাইসার, তিনি একটা রিপোর্ট পাঠিয়ে দেন যে আপনারা যা চাইলেন এই ১০০ কোটি টাকা আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম যে, না আপনারা ৯০ কোটি টাকার বেশী পেতে পারেন না। এটা হল অফিসিয়াল লেভেল প্ল্যানিং-এর পরীক্ষা তারপর এটা এল রাজনৈতিক প্ল্যানিং-এর মধ্যে। পলিটিক্যাল. লেভেলে এটা ফাইনাল সেটেল হয়। আমরা সেখানে আপনাদের যেটা বললাম, সেটা বলছি ত্রিপুরার অবস্থা ইত্যাদি। আর একটা কথা আমি বলেছি সেটা হচ্ছে, কত ভাল শ্রমিক আছে, কত ভাল কারীগর আছে। আমাদের এখানে শতকরা ৮০ জন লোক দারীদ্রসীমার নীচে হলেও বাঁচবার জন্য আমরা কত সংগ্রাম করছি। এত ফ্লাড হয়, এত খরা যায়, তার মধ্যেও এখানকার মানুষ হতাশ হয় না। ফ্লাডের পড়েও তারা বেশী ফসল করে, আমরা কতটুকু তাদের সাহায্য দেই? একটা বলিষ্ঠ চেতনা এখানে তৈরী হয়েছে। আর বলেছি— আমরা ফিনান্সিয়াল ডিসিপ্লিন মানি। ভারতবর্ষের মধ্যে কয়টা রাজ্য আছে ওভার ড্রাফট করেনা? কত হুংকার দিয়েছেন, উত্তর প্রদেশের টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন, তারপর কর্মচারীদের টাকা দেওয়ার জন্য ছুটাছুটি পড়ে গেল, কারণ তাদের বেতন দেওয়া যায় না। কংগ্রেসী রাজত্বে একটা মাত্র রাজ্য আছে সেটা হচ্ছে মধ্য প্রদেশ, তাদের ওভার ড্রাফট নেই। আমাদের ওভার ড্রাফট নেই কেন? আমরা ফিনান্সিয়াল ডিসিপ্লিন মানি। তারপর সেই প্ল্যানিং বডির আলোচনা, যদিও এটা গোপন আলোচনা, কিন্তু আমরা ১৫ মিনিট শুধু এই কথাই শুনলাম এই

একটা জায়গা আছে যেখানে টাকা খরচ হয়, যার জন্য টাকা দিচ্ছি সেই মানুষটির হাতে টাকা যাবে। এ ছাড়া কোন সমালোচনাতো করলেন না। আমাদের তো বলেন নি— আপনারা কয় টাকা তুলবেন। যান আপনারা প্ল্যানিং কমিশনের মধ্যে রেকর্ড গিয়ে দেখুন। কাজেই এইসব প্রশ্ন যারা করছেন – একদিকে বলছেন দিল্লী টাকা দিওনা, আর একদিকে বলছেন আমরা ট্যাক্স বসাব ট্যাক্স যদি বামফ্রণ্ট সরকার বসায় তবে বড় লোকের উপরেই বসাবে, গরীবের উপর কোন ট্যাক্স বসায় না। আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন গরীবের উপর কোন বামফ্রণ্ট কোন ট্যাক্স বসায় না তা সে জমির উপরেই হোক, আর সেলস ট্যাক্স-এর উপরেই হোক। আয় যতটুকু আমরা করি, সেটা বড় লোকদের পকেট থেকে নেই। তাও মপিং আপ না, সে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দিচ্ছে না, যদি দিত তবে মপিং আপ করে সে টাকা নিয়ে আসার আমরা চেষ্টা করতাম। তারপর স্যার, ৮ম ফিনান্স কমিশনার সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমরা যে খরচ দেখিয়েছি, ওরা বলেছেন না, এত খরা হবে না, কমিয়ে দিন। জিনিষপত্রের দাম এত বাড়বে, তা ৮ম ফিনান্স কমিশন জানতে পারেন নি। কারন তখন দিল্লীতে রাজীব গান্ধীর সরকার ছিল না। তার জন্য ৮ম ফিনান্স কমিশনের চেয়ারম্যানকে দোষ দিচ্ছি না। রিপোর্ট বের করার মাত্র ১০ দিন আগে ওরা বললেন—দেখ জলের মত জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, আরও কিছু ডি এ. দিয়ে দাও। পড়ে দেখবেন রিপোর্টটি। বন্যার জলের মত কর্মচারীরা ডুবে যাবে যদি আরও দুটো ডি, এ, না বাড়িয়ে দাও চ্যবন সাহেব এখন জীবিত নেই, ঐ ভদ্রলোক বড় ভাল লোক ছিলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তিনি থাকলে হয়তো বুঝতে পারতেন এত কম টাকা ত্রিপুরাকে দেওয়া ঠিক হয়নি। ত্রিপুরা সবচেয়ে প্রত্যন্ত এলাকা, সবসময় জিনিষপত্রের দাম এখানে বেশী থাকে। আয় আমরা দেখিয়েছি, ওরা বললেন, না, এত কম আয় এখানে কি করে হয়? আরও অনেক বেশী আয় হতে পারে। যে রাজ্যের মধ্যে ট্যাক্স তোলার মত লোক আইডেন্টিফাই করা যায় না, সেখানে উনারা বলছেন, ব্যয় কমাও।

ওরা ডি. এর কথা বলেছেন। আমরা বলেছি কেন্দ্রীয় সরকার যা দিয়েছে তা থেকে বেশী দিয়েছি। আপনারা বলতে পারেন, কি করে আপনারা দিচ্ছেন? প্রনব বাবুর সময় আপনারা টাকা পেলেন কোথায়? প্রনব বাবু অর্থমন্ত্রী থাকাকালে কত অনুরোধ করেছি, কতবার গিয়েছি, উনি বলেছেন—না, আপনাদের টাকা দেওয়া হবে না। আপনারা বলতে পারেন, খরচ করলেন কোথা থেকে? আমরা বেশী খরচ করেছি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে। কর্মচারীদের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব, সে দায়িত্ব আমরা পুরাপুরি

পালন করে যাব। তারজন্য টাকা যদি যে কোন জায়গা থেকে ধার, কর্জ করতে হয়, তা আমরা করব। এটা কর্মচারীদের আমরা জানিয়ে দিচ্ছি, এক পয়সাও তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করব না, প্রতিটি পয়সা হিসাব করে কর্মচারীদের দেওয়া হবে। তবে কর্মচারীদেরকে আমি অনুরোধ করব ২২ লক্ষ লোকের প্রতি ২২ জনের মধ্যে তারাও একজন। সুতরাং বাকী ২১ জনের কথা তাদের মনে রাখতে হবে। নতুবা তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন। সব মানুষকে নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। সব মানুষের জন্য আমরা, আমি আমার জন্য না। এই নীতির দ্বারা আমরা সব মানুষকে পরিচালিত করতে চাই। সেই দিক থেকে কর্মচারীদের প্রতি আমার আবেদন থাকবে।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সময় প্রায় শেষ। আপনার বক্তৃতা শেষ করতে আর কতক্ষন লাগবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, আমি আরও ৫/৭ মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শেষ না হওয়া পর্যান্ত হাউস এ্যাকষ্টেন্ডেড্ করা হলো।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে ইনসিডেন্টালী একটা কথা বলতে চাই। লটারী খোলার জন্য টাকা রাখা হয়নি। কিন্তু লটারীর হিসাব দেওয়া এখন বন্ধ করা যায়নি। কারন যিনি এজেন্ট ছিলেন তিনি বিভিন্ন রকমের মামলা করছেন, সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত মামলা গেছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে সুপ্রীম কোর্ট মামলা আমরা পেয়েছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—কাজেই এই জন্য কিছু টাকা রয়েছে, এই জন্য টাকা রাখা হয় নি যে আমরা আবার লটারী করব, এর ভুল ধারণটা যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে দূর করুন। মাননীয় স্পীকার স্যার, পুলিশ সম্পর্কে পরিস্কার বলছি এই হাউসের সামনে, ত্রিপুরার মানুষের সামনে পুলিশকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হবে যা ওরা চাচ্ছেন এই ক্ষমতা এই রাজ্যে পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। যে দেখলাম মানুষকে খুন করে দিলাম এই রকম ক্ষমতা এখানে দেওয়া হবে না। যে সব দমনমূলক আইন কেন্দ্রীয় সরকার পুলিশের হাতে দিচ্ছেন যথেষ্ট ভাবে প্রয়োগ করার জন্য। দমনমূলক আইন ত্রিপুরার জন্য আমরা চাই ব্যবহার না করে আইন-শৃংখলার পরিস্থিতি মোটামুটি বজায় রাখতে এটা পরিস্কার যে পুলিশ কোন দিনই গরীবের কথায় চলে না, বড় লোকের টাকা সব পুলিশ কিন্তু চিনতে পারে না কিন্তু বড় লোকের টাকা জমিদারের টাকা, মহাজনদের টাকা, কালোবাজারীর টাকা সেগুলি পুলিশকে প্রবাহিত করে এটাই হচ্ছে ইতিহাস, এটা

শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় সারা ভারতবর্ষে.। এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে পুলিশ, পুলিশ কেন ? পুলিশ সি, আর, পি, দেওয়া তো আর্মি দেওয়া। গুজরাটে পুলিশ সি, আর, পি আর্মি পারছে না ? পারছেন তাঁরা দমন করতে ? কার্ফু এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা ছাড়া শহরে থাকে সমস্ত সময় কার্ফু, পারছে দিল্লীতে, পাঞ্জাবে ? শেষ কথা হচ্ছে জনসাধারণের কাছে, শেষ কথা হচ্ছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্ত থেকে আমি আশা করব যে, সব সদস্য তাঁর বেশী নজর দেবেন পুলিশ পুলিশ করে চিৎকার না করে করে আর্মি আর্মি করে চিৎকার না করে, এই এলাকা ঐ এলাকা ডিষ্টার্ব এলাকা না করে এই সমস্ত অবাস্তর দাবী না করেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, টি, এন, ভি সম্পর্কে বলা হচ্ছে বিশেষ করে টি, ইউ, জি, এসের নেতারা সবচেয়ে বেশী সরল, এই হাউসের কাছে যথেষ্ট তথ্য দেওয়া হয়েছে যে ওদের সঙ্গে টি, ইউ, জি এসের শুধু রাজনৈতিক শ্লোগানেরই মিল এটা তো নয়, প্র্যাকটি-ক্যালি বিভন্ন জায়গায় পুলিশ সূত্রে যে সমস্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে ওদের ছেলেরা ওদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সংঘঠন তাদের সক্রিয়ভাবে সাহার্য্য করছে, চিৎকারটা সম্ভবতঃ সেই জন্যই বেশী যাতে তাদের গ্রেপ্তার না করা হয়। হ্যাঁ, গ্রেপ্তার হবে যারা সাহার্য্য করবে তাদের শাস্তি পেতে হবে। টি, ইউ, জি, এস বলে বা সি, পি, আই (এম) বলে বা কোন দল বলে মাপ করা যাবে না। সি, পি, এম, কে খুন করতে চায়, কিন্তু সাহার্য্য করতে চায় না এটা ইতিহাসে নেই, ইতিহাস হচ্ছে যে সি পি. এমের ঘরের মেয়েকে খুন কর। এই সব কথা জানা দরকার যে টি, এন, ভি, যারা সন্ত্রাস-বাদী, যারা উগ্রপন্থী যারা মানুষকে খুন খারাপি করছে ঠাণ্ডা মাথায়. যারা বিভিন্ন জায়গায় নিরীহ মানুষকে খুন করে তার জন্য শাস্তি অপেক্ষা করছে এবং আমরা আশা করব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা যা সাহর্য্য চেয়েছি সেটা দেবেন। পুলিশকে কঠিন অবস্থার মধে থাকতে হয়। এক দিকে তাদের সংখ্যা কম, আর এক দিকে ট্রেনিং নেওয়ার সময় সেই, কখন তারা ট্রেনিং নেবে ? আমরা পুলিশের যে সমস্ত ব্যাটেলিয়ান আছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কয় ঘণ্টা তারা ফুসরত পায় ? একটা সি, আর, পি, একটা বি, এস, এফ, ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ১ মাস, দেড় মাস, দুই মাস গিয়ে থাকতে পারে। পুলিশকে ওভার-ওয়ার্ক করতে হয়, বিভিন্ন জায়গাতে যে কোন ঘটনা হয় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে সেখানে দৌড়তে হয়। মাননীয় বিশালগড়ের সদস্য জানিয়েছেন ৫টি জীপ নেই দুটি জীপ আছে নিশ্চয়ই তদন্ত করা হবে। তার অর্থ কি এই যে সেই সব জীপের প্রয়োজন নেই, তা তো নয় ? প্রয়োজন আছে, এটা তো একটা

থানা একেবারে বর্ডার পর্যন্ত। যদি সত্যি সত্যি তাদের যেতে হয় তাহলে আমি দেখছি মফস্বলে আরও গাড়ীর দরকার। অনেক জায়গা আছে, যেমন কল্যাণপুর থেকে আমাকে বলল গাড়ী নেই। আমি জানি না সেখানকার একজন প্রতিনিধি বললেন কল্যাণপুরের কথা, একটা জায়গা সেখানে জীপ নেই অথচ দেখা যাচ্ছে যে বিশালগড়ের মতো জায়গায় ৫টি জীপ আছে এটা তদন্ত করে দেখবো। মাননীয় সদস্য যে বিবৃতি দিয়েছেন দায়িত্ব নিয়েই তিনি বলেছেন আমি এটা অস্বীকার করছি না, এটা তদন্ত করে দেখা হবে কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে পুলিশকে একটা অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে এবং সে দিকে আমরা আপনা দের সহযোগিতা চাই যাতে ঠিক সময় মতো বিভিন্ন ঘটনা ঘটলে সেখানে পুলিশ পৌছতে পারে, তদন্ত হতে পারে, শুধু তদন্ত সেদিন হলে চলবে না। আমি মার্ডার কেসগুলির মধ্যে যা দেখেছি মার্ডার কেস গুলির মধ্যে বাড়ীতে যাওয়ার পরও আসামীকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না, এক দিন, দুই দিন রেইট হলো তারপর আসামী, গ্রামের লোকেরা বলল সে তো ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাজারে যাচেছ সে তো বুক ফুলিয়ে চলছে এই ঘটনা আমাদের পক্ষে খুবই দুঃখজনক। যাকে খুন করেছে তার আত্মীয় স্বজন যদি দেখে যে তিনি বাজারে তার ওয়ারেন্ট নিয়ে ঘুরচে আমার দপ্তরের পক্ষে এটা খুব সুনামের নয়, .এইগুলি নিশ্চয়ই আপনারা যে সমস্ত সমালোচনা করেছেন তার মধ্যে অনেক সারবস্তু আছে আমি একটাও অস্বীকার করছি না। বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে যে অস্থিরতা সারা ভারতবর্ষে চলছে, ত্রিপুরায় চলছে তার মধ্যে আমাদের দুর্বলতা রয়েছে, নন্ পারফরমেন্স অনেক জায়গায় রয়েছে, হয়তো যতখানে সাহায্য আমরা পৌছাতে পারতাম বিভিন্ন জাযগায় বিভিন্ন অসুবিধার জন্য আমরা সেগুলি পৌছাতে পারছি না, সেগুলি আমরা এই হাউসে এই আলোচনা থেকে সেই সব সূত্রগুলি আমরা নিশ্চয় চিহ্নিত করবো যেখানে আমাদের পারফরমেন্স আরও ভাল করা দরকার, সে সব জায়গায় আমরা পারফরমেন্স ভাল করবার চেষ্টা করবো, আমরা আপনাদের বক্তব্য সম্পর্কে সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল এবং সে দিকে আমি আশা করবো আপনাদের এই আলোচনাকে ত্রিপুরার স্বার্থের পক্ষে সুফল আনবে এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটের উপর জেনারেল ডিসকাশন শেষ হলো।

এই সভা আগামী ২৯শে মে, বুধবার, ১৯৮৫ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE "A"

Admitted Starred Question No. 8

Name of Member :—Sri Jawhar Saha.

Will the Hon' ble Minister-in-Charge of the Labour Department be pleased to state—

—প্রশ্ন—

১। রাজ্যে বিড়ি শ্রমিকের সংখ্যা কত ;

২। এই সকল শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ;

৩। এই সকল শ্রমিকদের বাড়ী ও গৃহ নির্মানের জন্য রাজ্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়াছেন কিনা ;

৪। না নিয়ে থাকলে তার কারণ ?

—উত্তর—

১। আনুমানিক ২০০০ (দুই হাজার)

২। বিড়ি শ্রমিকদের কল্যানার্থে—The Beedi and Cigar Workers (Conditions of employment) Act, 1965 বিগত ২৫-১০-৬৮ ইং হইতে ত্রিপুরায় চালু করা হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন নুন্যতম মজুরী আইন অনুযায়ী ত্রিপুরায় বিড়ি শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী সর্ব্বপ্রথম ১৯৫২ ইং সনের ৩১শে মার্চ তারিখে ধার্য্য করা হয়। পরবর্ত্তীকালে উক্ত নুন্যতম মজুরী পুনঃ নির্দ্ধারণ করা হয়। সর্ব্বশেষ বিগত ১২-৪-৮৫ ইং তারিখের ত্রৈপাক্ষিক চুক্তি মূলে উক্ত নুন্যতম মজুরী প্রতি হাজার বিড়ি তৈরী করার জন্য ৯.০০ (নয়) টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত মজুরী বিগত ১লা বৈশাখ ১৩৯২ বাংলা সন হইতে চালু আছে।

বিগত ৭ই মে ৮৫ইং সনে মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে কর্ম্মহীন বিড়ি শ্রমিকদের ৩৪৯ জনকে বিড়ি তৈরীর জন্য সাহায্য বাবত প্রতি শ্রমিককে ৩০০ (তিনশত) টাকা হারে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হইবে। পরবর্ত্তীকালে উক্ত শ্রমিকগণ বিড়ি উৎপাদনকারী সমবায় গঠন করিয়া নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিবেন।

৩ ও ৪। এই সকল শ্রমিকদের বাড়ী ও গৃহ নির্ম্মানের জন্য রাজ্য সরকার এখন পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনা নেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম দপ্তরের অধীন বিড়ি ও সিগার—ওয়ার্কস শ্রম কল্যাণ কার্য্যকারক বিড়ি শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মান, উচ্চশিক্ষার্থে বিড়ি শ্রমিক পরিবারভূক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড, চিকিৎসা প্রভৃতি স্কীম চালু করিয়াছেন। উক্ত কারনে এখন পর্য্যন্ত এ সরকারের তরফ থেকে শ্রমিকদের বাড়ী ও গৃহ নির্মানের জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 49.

Name of Member :— Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দ্বাদশমান বিদ্যালয়ের পাকাবাড়ী নির্মানের কাজ সরকার হাতে নিয়েছেন;

২। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে কাঞ্চনপুর ব্লকের পেচারতল দ্বাদশমান বিদ্যালয় ও জয়শ্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ধর্মনগর শহরের রাজবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে কি না?

ANSWER

১। ১৯৮৫-৮৬ ইং সনের বাজেট অনুমোদনের সাপেক্ষে পূর্ত্ত দপ্তর কোন নূতন কাজ হাতে নেয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 51.

Name of M. L. A Smti Gita Choudhuary.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। আগরতলার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কেন্দ্রে ইংরেজী পলিটিকেল সায়েন্স ও ফিলসফিতে স্নাতকোত্তর ক্লাশ খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কি না; এবং

২। বর্ত্তমানে আগরতলায় পি, জি কেন্দ্রে স্নাতকোত্তরের কোন্ কোন্ বিষয় চালু আছে?

উত্তর

১। না।

২। বর্তমানে পি, জি কেন্দ্রে বাংলা সংস্কৃত অর্থনীতি ইতিহাস অংক কেমিষ্ট্রি ও লাইফ সায়েন্স বিষয় চালু আছে।

Admitted Starred Question No. 53.

Name of M. L. A. -Smti Gita Choudhury.

Will the Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state.

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পেন্সনের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম বিধি চালু আছে কিনা।

২। থাকিলে কর্মচারীদের সমগ্র মহার্ঘ ভাতা মূল বেতনের সঙ্গে যোগ করে পেন্সন হিসাব করা হবে কিনা ?

৩। বর্তমানে সরকারী কর্মচারীদের পেন্সনের উর্ধসীমা কত টাকা পর্য্যন্ত ?

৪। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পেন্সনের উর্ধসীমা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। মাসিক ১৫০০ টাকা।

৪। না।

Admitted Starred Question No. 57.

Name of Member Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Social Education Department be plessed to state.

১। উত্তর ত্রিপুরা পানিসাগর ব্লক ও কাঞ্চনপুর ব্লকে মোট কতগুলি বালোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্র আছে ?

এবং

২। এই বালোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কোনটিতে এস-ই- ডব্লিও আছেন এবং কোনটিতে নাই ? (কেন্দ্রগুলির নামের তালিকা সহ হিসাব)

ANSWER

১। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকে যথাক্রমে ৭৯ টি এবং ৫৫টি বালোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্র আছে।

২। পানিসাগর ব্লকের ৭৯টি বালোয়ারী শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ৭২টি কেন্দ্রে এস-ই-ডব্লিও আছেন (কেন্দ্রগুলির নামে তালিকা Annexure-Aতে দেওয়া হইল) এবং বাকী ৭টি কেন্দ্রে এস-ই-ডব্লিও-নাই (কেন্দ্রগুলির নামের তালিকা Annexure—B তে দেওয়া হইল) কাঞ্চনপুর ব্লকের ৫৫টি বালোয়ারী শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে ৩৬ টি কেন্দ্রে এস-ই-ডব্লিও আছেন [কেন্দ্রগুলির নামের তালিকা Annexure—A তে দেওয়া হইল] এবং বাকি ১৯ টি কেন্দ্রে এস-ই-ডব্লিও নাই [কেন্দ্রগুলির নামের তালিকা Annexure—B তে দেওয়া হইল]

ANNEXURE-A :

Statement showing names of Social Education/Balwadi Centres under Kanchanpur & Panisagar Block where S. E. W. exist :

Kanchanpur Block :

1. Nabincherra S. E. Centre.
2. Karaicherra S. E. Centre.
3. Dhanicherra S. E. Centre.
4. Unmadini Shishu Bihar S. E. Centre.
5. Hemangini Shishu Bihar.
6. Krishnatilla S. E. Centre.
7. Nalkata S. E. Centre.
8. Tarka Debi Shishu Bihar.
9. Pyari Mohan Tirthamayee Shishu Bihar.
10. Natunbari S. E. Centre.
11. Barahaldi S. E. Centre.
12. Anandabazar S. E. Centre.
13. Sakhan Serhmun S. E. Centre.
14. Uttar Gachirambari S. E. Centte.
15. Raimanipara S. E. Centre,
16. Sakhan Tlangsang S. E. Centre,
17. No, 3 Coloney S. E, Centre,
18. Laljuri S, E, Centre,

19. Vivekanda Memorial S, E, Centre,
20. Kanchanpur S, E, Centre,
21. Kanchanpur Model S, E, Centre.
22. Baikunthanath Shishu Bihar, Kanchanpur,
23. Des-habandhu Samaj Siksha Kendra, Satnala,
24. Nimaichand Shishu Bihar, Satnala,
25. Chandramohan Baidyapara S,E, Centre,
26. Phuldungesei S, E, Centre,
27. Sabual S. E, Centre,
28. Tlangsang S, E, Centre,
29. Bangla S, E, Centre,
30. Belianchhip S, E, Centre.
31. Vangmun S, E, Centre,
32. Tlaksih S, E, Centre,
33. Hmunpui S, E, Centre,
34 Hmawnchuan S, E, Centre,
35. Vaisam S. E, Centre,
36. Kawnpui S, E, Centre,

Panisagar Block :

1, Kalagangerpar S, E, Centre,
2, Balicherra S, E, Centre,
3, Kadamtala S, E, Centre,
4, Pearicherra S, E, Centre,
5, Kurti S E. Centre,
6, Birajnagar S, E, Centre,
7, South Kalaibari S, E, Centre,
8, Tarakpur S, E, Centre,
9, Bargool S, E, Centre,
10, Telenganabastee S, E, Centre.
11, Churaibari S, E, Centre,
12, Saraspur S, E, Cehtre,
13, Rahibari S, E, Centre|
14, South Bargool S, E, Centre,
15, Amtilla S, E, Centre,

16, Raghha S, E, Centre,
17, West Chandrapur [S, Para] S, E. Centre.
18, Sanicherra S. E. Centre.
19. Sonarexpasa S. E, Centre,
20, Dharmanagar Town Balwadi S, E, Centre,
21, West Chandrapur [P, Para] S, E, Centre,
22, Southe Ganganagar S, E, Centre,
23, Rajbari S, E, Centre,
24, East Chandrapur S, E, Centre,
25, Padmapur S, E, Centre,
26, North Bariakandi S, E, Centre.
27, West Chandazar [M, Para] S, E, Centre,
28, Ichai Nutanbazar S, E, Centre,
29, Huplong Upajatipara S, E, Centre,
30, Saminipara S, E, Centre,
31, Dewanpasa S, E, Centre,
32, Baithangbari S, E, Centre,
33, Dewanpasa No, 2 S, E, Centre,
34, Ichailalcherra S, E, Centre,
35, Gobindapur S, E, Centre,
36, Kameswar S, E, Centre,
37. Sakaibari S. E. Gentre.
38. South Harua S. E. Centre.
39. Khopatilla S. E Centre.
40. Sabajpur S. E. Centre.
41. Nayapara No. 1 S. E. Centre.
42. Nayapara No. 2. S. E. Centre.
43. Chandrapur S. E. Centre.
44. Huplongcherra S. E. Centre.
45. Agnipassa S. E. Centre.
46. Dalubari S. E. Centre.
47. Panisagar S. E. Centre.
48. South West Panisagar S. E. Centre.
49. North West Panisagar S. E. Centre.

50. Chandrapur S. E. Centre.
51. Deocherra S. E. Centre.
52. Rowa S. E. Centre.
53. Tilthai S. E. Centre.
54. Betangi S. E. Centre.
55. Bairagibari S. E. Centre.
56. Jalabasa S. E. Centre.
57. Madhabpur S. E. Centre.
58. North Deocherra S. E. Centre.
59. Uptakhali S. E. Centre.
60. North Padmabill S. E. Centre.
61. South Padmabill S. E.Centre.
62. Krishnapur S. E. Centre.
63. Rajnagar S. E. Centre.
64. Madhudan S. E Centre.
65. Ramnagar S. E. Centre.
66. Pekucherra S. E. Centre.
67. South Pearicherra S. E. Centre.
68. Sarala S. E. Centre.
69. Madhusudan T. E. Social Education Centre.
70. Kalikapur S. E. Centre.
71. North Gangasagar S. E. Centre.
72. Dharmanagar Sub-Jail S. E. Centre.

ANNEXURE—B

Statement showing names of Social Education Centres/Balwadi under Kanchanpur & Panisagar Block where no S.E. W/G.S. exists:

Kanchanpur Block:

1. Babujay Chowdhury Para S. E. Centre
2. Tuisama S. E. Centre.
3. Hanumanbari S. E. Centre.
4. Kamakshyapur Nayanram S. E. Centre.
5. Dupada S. E. Centre.
6. Kokeswari S. E. Centre.

7. Jariham Shishu Bihar. Satnala.
8. Khedacherra S. E, Centre,
9, Damcherra S, E, Centre.
10 Radhakishorepur S, E, Centre,
11 Sundibasa S, E. Centre,
12, Mitrahoypara S, E, Centre,
13, Shibnagar S, E, Centre,
14, Purba Uricherra S,E, Centre,
15, Narendranagar S, E. Centre,
16, Setudwar S, E, Centrc,
17, Saikarbari S, E, Centre,
18, Subalpara S, E Centre,
19, Silbari S, E, Centre,

PANISAGAR BLOCK.

1, Darjirhower S, E, Centre,
2, South Baruakadi S, E, Centre,
3 Uptakhali S, E,Centre No, 2,
4, Huplong S, E, Centre,
5, South Birajnagar S, E, Centre,
6, North Telengana Bastee S,E, Centre
7, Saminipara S, E, Centre No, 2,

Admitted Starred Question No. 67.

Name of M,L,A,—Sri Rudreswar Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State-

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার প্রতিটি ব্লকে বা মহকুমায় একজন করে উপবিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

২। যদি সত্য হয়, উক্ত সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করা হয়েছে কি না '

৩। যদি না হয়ে থাকে, তবে ইহাঁর কারণ কি ?

ANSWER

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এ পর্য্যন্ত একজন উপবিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। বাকীদের নিয়োগের ব্যাপারে মুনসেফ কোর্টের ইনজাংশন আছে।

Admitted Starred Question No 68.

Name of M.L.A. :—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State-

১। ইহা কি সত্য যে বার বার দাবী করা সত্বেও কমলপুর নোটিফাইড এরিয়ার অন্তর্গত মাদ্রাসা হাইস্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে না '

২। যদি সত্য হয়, তবে ইহার কারণ কি ?

১। উক্ত বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের দাবী সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে অন্য বিদ্যালয় থেকে ২ জন স্নাতক শিক্ষিকাকে ৬ মাসের ডেপুটেশনে এই বিদ্যালয়ে নিয়োজিত করা হয়। উক্ত মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর ঐ শিক্ষিকাদ্বয় তাদের পূর্বতন বিদ্যালয়ে ফিরে গেছেন।

২। বিদ্যালয় সমুহের প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সার্বিক ঘাটতিই এর কারণ। যত শীঘ্র সম্ভব এই বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Assembly Admitted Starred Questroon No, 69,

Name of M. L. A. Shri Hari Charan Sarkar.

Will the Hon' ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state-

১। সদর মহকুমার অন্তর্গত নবগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে তাহা কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। আপাততঃ নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No, 73

Name of Member : —Shri Diba Chandra Hrangkhal,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to State :—

১। উত্তর ত্রিপুরা কাঁঠালছড়া টি, এম সি হাইস্কুলে উপজাতি ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি থাকে তাহলে কবে নাগাদ উক্ত ছাত্রাবাস মির্ম্মাণের কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়,

এবং

৩। যদি না থাকে তাহলে তার কারণ ?

ANSWER,

১। উত্তর ত্রিপুরা কাঁঠালছড়া টি, এম, সি, হাইস্কুলে উপজাতি ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রস্তাব আছে।

২। এখনও ঠিক করিয়া বলা সম্ভব নয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 80

Name of the Member :—Shri Hari Charan Sarkar.

প্রশ্ন

১। ১৯৮২-৮৩ইং ১৯৮৩-৮৪ইং এবং ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বৎসরগুলিতে কত পরিমান টাকা এন, ই, সি, থেকে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছিল এবং

২। বরাদ্ধকৃত সমস্ত টাকা পাওয়া গেছে কিনা ?

উত্তর

১। এবং ২। ১৯৮২-৮৩ইং ১৯৮৩-৮৪ইং এবং ১৯৮৪-৮৫ইং বৎসরগুলীতে এন, ই, সি, কর্ত্তিক বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমান এবং যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

সন	এন, ই, সি, কর্তৃক বরাদ্ধকৃত টাকা	যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল'
১৯৮২-৮৩ইং		

১৯৮৩-৮৪ইং	২৪৩.০১ লক্ষ টাকা	২৪৫.৩২ লক্ষ টাকা
১৯৮৪-৮৫ইং	৩৮০,০১ " "	২৯৯,০৮ " "
	৫৪৬,৬৪ " "	৫২৬,৭৪ " "

Admitted Starred Question No, 110

Name of M.L.A, shri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state-

১। ইহা কি সত্য যে বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত গোলাঘাটি গাঁওসভার দক্ষিণ গোলাঘাটি জুনিয়ার বেসিক স্কুল গৃহটি গত ঝড়ে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে,

২। সত্য হলে উক্ত স্কুল গৃহটি অতিসত্বর মেরামতের জন্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা? এবং

৩। উক্ত স্কুল গৃহটি পড়িয়া যাওয়ার পর থেকে উক্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ কোথায় নেওয়া হইতেছে?

Answer

১। সত্য নহে, তবে ২০-১২-৮৪ ইং তারিখে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্কুল গৃহগুলি ভস্মিভূত হয়।

২। হ্যাঁ।

৩। খোলা জায়গায় ক্লাশ নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 113

Name of M, L, A, Shri Diba Chandra Hrangkhwal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state-

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার ফটিকরায় দ্বাদশ স্কুলের ছাত্রাবাসে মোট ৪৯টি সিট থাকা সত্বেও মাত্র ১৬টি সিটে ছাত্রের বাসস্থান দেওয়া হয়েছে.

২। সত্য হলে তার কারণ?

A N S W E R

১। উত্তর ত্রিপুরার ফটিকরায় দ্বাদশ স্কুলের ছাত্রাবাসে বর্ত্তমানে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ১৪টি আসন নির্দ্দিষ্ট আছে। ৪৯টি আসন নয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No, 121

Name of M, L, A, Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon,ble Minister-in Charge of the Education Department be pleased to State—

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার ব্রজেন্দ্র নগর সাত মঙ্গম, হাই স্কুলের ছাত্র ছাত্রিদের ১৯৮২-৮৩ এবং ১৯৮৩-৮৪ইং সনের বুক গ্রেণ্টের টাকা দেওয়া হয় নাই,

২। সত্য হইলে উক্ত ষ্টাইপেণ্ডের টাকা ছাত্র ছাত্রিদের না দেওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 133

Name of the member :—Sri Monoranjan Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ২৫।২।৮৫ইং হইতে ১১।৩।৮৫ইং পর্য্যন্ত বিলনীয়া বিভাগের শান্তির বাজার Inspeetorate এর অধীনে বিভিন্ন বিত্থালয়ে Mid—Day—Meal বন্ধ ছিল,।

২। সত্য হলে ইহার কারণ ?

ANSWER

১। মাত্র ২ (তুইটি) বিত্থালয়ে মিড্-ডে্-মিল বন্ধ ছিল।

২। তার প্রাপ্ত শিক্ষকের অনুপস্থিতির জন্য এবং নিয়মিতভাবে হিসাব নিকাশ না রাখার দরুন।

Admitted Starred question No. 134

Name of the member : --Sri Monoranjan Majumder

Will the Hon' ble Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to State :—

১। রাজ্য সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কবে থেকে Mid-Day-Meal চালু করে ছিলেন ?

২। এই Mid-Day-meal চালু করার পরথেকে ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই খাতে মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে এবং

৩। উক্ত তারিখের মধ্যে এই Mid Day Meal এর জন্য ব্যয়ের হিসাব নিকাশের ব্যাপারে কোন প্রকার অডিট কর হয়েছে কিনা

৪। না হলে তার কারন ?

ANSWER

১। ৩রা মার্চ্চ ১৯৮০ইং থেকে মিড ডে মিল ত্রিপুরাতে চালু হয়েছে।

২। ৩১শে মার্চ্চ ১৯৮৫ইং পর্য্যন্ত এই খাতে মোট ৫৯৩'৫৮০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

৩। ৩১শে মার্চ্চ ১৯৮৫ইং পর্য্যন্ত এই ব্যয়ের হিসাব নিকাশের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (যেখানে মিড ডে মিল প্রকল্প চালু আছে) এবং সমস্ত বিদ্যালয় পবিদর্শকের অফিস গুলি অডিটকরা হয়েছে।

৪। যেগুলি অডিট করা হয় নাই সেগুলিও অডিট করার উদ্যোগ নেওয়া হচে্ছ।

Admitted Starred Question No, 140

Name of Member :—Shri Fayzur Rahaman,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগর মহকুমায় কালাছড়া হাইস্কুলের পাকা বিল্ডিং এর কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

২। উক্ত স্কুলের পাকা বিল্ডিং এর জন্য টাকা মঞ্জুর হওয়া সত্বেও কাজ শুরু হতে এত বিলম্ব, হওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

১। এখন বলা সম্ভব নয়।

২। অর্থাভাব হেতু কাজে হাত দিতে পারা যায় নাই।

ADMITTED STAREED QUESTION NO 141

Subjeet :—

Neme of M. L, A, Sri Rabindra Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister.in-charge of the Education Department be Pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে শিক্ষাবিভাগের অধীনে ২টি একাউন্টস অফিসার, ২টি অফিস

সুপার, ১৭টি হেডক্লার্ক ও একাউন্টেন্ট, ৩১টি ইউ, ডি, ক্লার্ক ২৬৩ টি এল, ডি, ক্লার্ক, ১২ টি ষ্ট্যাটিসটিক এ্যাসিসট্যান্ট, ৮টি প্ল্যানিং এ্যাসিষ্টেন্ট পদগুলির অধিকাংশই তপশীল জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আছে ?

২। যদি সত্য হয় তা হলে উক্ত সংরক্ষিত শূণ্য পদগুলি এখন পূরণ না করার কারণ ?

উত্তর

১। না—

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No, 145,

Name of M, L, A, Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিন জালাই বাড়ী ও দক্ষিন বাগন জুনিয়র মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিল এবং কর্মরত শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য সরকারি রুলস অনুযায়ী ধর্মনগরের স্কুল ইন্সপেকটর ১৯৮৬ইং সনে রিপোট দেওয়া সত্বেও উক্ত দুইটি মাদ্রাসায় মিড ডে মিল এবং শিক্ষকদের বেতন ভাতা মজুর না করার কারন কি ?

ANSWER

১। ধর্মনগর দক্ষিন জালাইবাড়ী ও দক্ষিনবাগন জুনিয়ার মাদ্রাসা প্রচলিত অনুদান বিধির নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় নাই বিধায় সরকারী স্বীকৃতি এবং বেতনভাতাও মিড ডে মিল বাবত অনুদান দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা যায় নাই।

Admitted Starred Question No, 154

Name of M, L, A. Shri Rabindra Ded Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য বোধজাং উচ্চ বুনিয়াদী, ধলেশ্বর হাইস্কুল, ইন্দ্রনগর হাইস্কুল (সদর) ইত্যাদিতে একাধিক প্রধান শিক্ষক রয়েছেন ,

২। সত্য হইলে উক্ত স্কুলগুলিতে একাধিক প্রধান শিক্ষক থাকার কারন কি ,

৩। ইহা ও কি সত্য যে সদরের পাটনী, চামেলিয়া সিনিয়র ইত্যাদি উপজাতি অধ্যুষিত স্কুলে কোন প্রধান শিক্ষক নেই

৪। সত্য হইলে হইার কারন ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। বদলীর আদেশের বিরুদ্ধে মামলা ও রিলিজ হওয়া সাপেক্ষে।

৩। হ্যাঁ।

৪। প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রধান শিক্ষক না থাকায়।

Admitted Starred Question No, 168

Name of M, L, A. Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে রাজ্যে শিক্ষিতের হার শত করা কতভাগ ছিল এবং

বর্তমানে কতভাগ হয়েছে (এম টি এস সি জেনারেলের পৃথক পৃথক হিসাব)

৩। সপ্তম যোজনায় আরও কত সংখ্যক বালক বালিকাকে শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে এবং

৪। এই লক্ষ মাত্রা পূরনে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছেন কি না .

৫। সপ্তম যোজনায় রাজ্যের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করা সম্ভব হবে কি ?

ANSWER

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ১৯৭১ সেন্সাস অনুযায়ী এম টি ১৫.০৩ এম সি ২০.৫১ জেনারেল ৩০.৯৮ এবং বর্ত্তমানে অর্থাৎ ১৯৮১ সেন্সাস অনুযায়ী এস টি ২২,০৭ এস সি ৩৩,৮৯ জেনারেল ৪২,১২

৩। ১.১২.৫৭০ জন

৪। এখনও অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায় নাই

৫। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে।

Admitted starred Question No, 173,
Name of member :— shri Gopal Ch, Das,

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগরতলায় ত্রান ও পুনর্বাসন দপ্তরে কোন স্তরের কতজন কর্মচারী রেখেছেন তার হিসাব	দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইজন, তৃতীয় শ্রেণীর এগার জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর চৌদ্দ-জন, সর্ব্বমোট সাতাশ জন কর্মচারী রয়েছেন।
২। উক্ত দপ্তরের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনাদির খরচ বাবৎ মাসিক গড়ে কত টাকা ব্যয় হয়।	মাসিক গড়ে ২৭,৬৯২ টাকা খরচ হয়।
৩। এই দপ্তরের কাজ কর্মের কোন মূল্যায়ন করিয়া ইহাকে আলাদা দপ্তর হিসাবে রাখার যৌক্তিকতা সরকার অনুভব করেন কি না ?	হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No: 181,

Name of M, L, A, :— Sri Nagendra Jamatia,

Will the Hon'bla Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to State : -

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে,
২। তাদের মধ্যে কয়টি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় রয়েছে ?

ANSWER,

১। রাজ্যে মোট ১৯৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৯২টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।
২। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় মোট ৬০ টি মাধ্যমিক ও ৭টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

ANNEXURE—'B'

Admittad Unstarred Question No. 3

Name of Member : Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Deprtment be Pleased to State—

প্রশ্ন

১) ১৯৮২-৮৩, ৮৩-৮৪ ইং সন থেকে ১৯৮৪-৮৫ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কতজন সরকারী কর্মচারীকে হাউসিং লোন দেওয়া হয়েছে (বছর ও দপ্তর ভিত্তিক হিসাব),

২) উক্ত সময়ে কতজন কর্মচারী উক্ত ঋণ নিয়ে বাড়ী তৈরী করেছেন; (দপ্তর ও বছর ভিত্তিক হিসাব)

৩) ঋণ নিয়ে বাড়ী তৈরী করে উক্ত সময়ে কতজন কর্মচারী এখনো সরকারী কোয়াটার দখল করে আছেন, (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

৪) যে সকল কর্মচারী ঋন নিয়ে বাড়ী তৈরী করেনি তাদের বিরুদ্ধে কোন্ প্রকার ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কি না।

To be replied

উত্তর

১) হইতে ৪) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted /Un-starred Question No.-15

Name of Member :—Sri, Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Lobour Department be Pleased to state-

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন বিভাগে কতটি শ্রমিক-মালিক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল ?

২। এর মধ্যে কোন বিভাগে কতটি বিরোধ শ্রম-দপ্তরের হস্তক্ষেপের ফলে সমাধা হয়েছে এবং

৩। ঐ বিরোধগুলি কোন কোন সংস্থার শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে হয়েছিল ?

উত্তর

১। মোট ২৮০ টি শ্রমিক-মালিক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তন্মধ্যে ত্রিপুরার উত্তর জিলায় ১২২ টি, দক্ষিণ জেলায় ৪৭ টি-ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১১১ টি।

২। মোট ১৮৪ টি বিরোধ শ্রমদপ্তরের হস্তক্ষেপের ফলে সমাধা হয়েছে তন্মধে উত্তর জেলায় ৯৩টি, দক্ষিণ জেলায় ৪০ টি-ও ত্রিপুরার পশ্চিম জেলায় ৫১ টি।

৩। উপরিউক্ত বিরোধগুলি নিম্নলিখিত সংস্থার শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে হয়েছিল :—

ক) চা ও রাবার বাগান।

খ) ইট ভাট্টা।

গ) রাস্তা ও ইমারত নির্মাণ।

ঘ) কৃষি।

ঙ) বিড়ি ফ্যাক্টরী।

চ) দোকান ও সংস্থা ও

ছ) ঠিকাদারী সংস্থা ইত্যাদি।

Admitted Un starred Question No, 18

Name of the Member :— Sri Subodh Ch, Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to State :—

১। ১৯৮৪ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কাঞ্চনপুর ব্লকের কোন কোন জে: বি: স্কুলে মিড্-ডে-মিল বাবত কত টাকা খরচ করা হইয়াছে। (স্কুল ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব) এবং

২। ঐ জে: বি: স্কুলগুলির কোনটিতে কতজন করে ছাত্র ও কতজন করে শিক্ষক রয়েছেন ?

Answer

১। সংশ্লিষ্ট কাগজের ২ ও ৫ নং কলমে দেখান হইয়াছে।

২। " " ২, ৩ ও ৪ নং " " "

Statement of Schools/ No, of Students/
No, 1 of Teachiing Staffs & Amount drawn
against each Schools during the period
from April, 84 to March, 1985,

Sl, No.	Name of Schools	No. of Students	No of Teaching staffs	Amount drawn during the period of April, 84 to March,85.
1	2	3	4	5
1.	Ahalyapur J B School	102	3	8,200—

2.	Andharcherra Pry.	157	3	8,700—
3.	Achurai Para Banapalli J. B.	17	2	1,200—
4.	Braja Kr. Boajapara J.B	35	2	3,000—
5	Bagaicherra Solna J.B.	185	4	3,500—
6.	Bagichand C. P. J. B.	48	3	3,500—
7.	Bandarima J. B.	71	2	5,800—
8.	Bahali J. B.	107	2	7,900—
9.	Bareherra J, B.	63	2	4,900—
10.	Birmani R. P. J. B.	32	2	2,000—
11.	Bursingpara Pry.	84	2	5,900—
12.	No. 3 Bagan Col. J. B.	61	3	5,800—
13.	Bhuiacherra J. B.	69	3	3,500—
14.	Bangla Pry.	19	2	3,000—
15.	Bidyadhan R. C. P. J. B.	35	3	2,300—
16.	Bejumohanpara J. B.	22	1	500—
17.	Briks yarampara J. B.	47	2	3,800—
18.	Chandicharan C. P. J. B.	64	1	3,800—
19.	Chayaghar para J. B.	56	1	3,700—
20.	Chaturmani C. P. J. B.	18	2	1,200—
21.	Devecharra S. R. Bari J. B.	27	2	2,000—
22.	Dakshin Gachirampara J. B.	72	3	4,000—
23.	Dasda Pry	159	4	7,800—
24.	Dhani Charra J. B.	161	6	11,200—
25.	Dharampara J. B.	45	1	3,000—
26.	Dakshin Pashim Amtilla J. B.	57	2	3,500—
27.	Damdai J. B.	29	2	2,200—
28,	Domokcharra J, B.	50	2	1,000—
29,	Gopalpur J, B,	51	2	3,700—
30,	Gobinda Chow, para J, B,	46	3	3,900—

31, Gobindabari J, B,	36	3	2,200—
32, Gunadhar R, C, P, J, B,	32	2	1,700—
33, Gadacharra J, B,	82	3	4,900—
34. Gomohan para J. B.	51	2	3,300—
35. Gangacharra J, B,	49	1	3,600—
36. Haripur J. B. School	107	2	6,800—
37. Helanpur J. B.	84	2	6,700—
38. Hamsukla J. B.	51	3	3,800—
39. Hmonpai J. B.	74	4	5,100—
40. Hmangchuan J. B.	58	4	5,600—
41. Iachincherra J. B.	165	2	7,200—
42. Jarihan Para J. B.	38	2	2,900—
43. Jamaraibari bari Pry.	35	4	3,200—
44. Jamarai C. P. J. B.	26	2	1,800—
45. Joymani Reang para J. B.	32	2	800—
46. Kanchancharra J. B.	43	2	2,730—
47, Kbhila R. S, P, J. B,	45	1	3,500—
48, Khowdungsai Pry.	35	2	2,200—
49, Khangendra R. C. P. J. B.	26	2	1,700—
50. Kaipaia C, P. J. B,	63	2	3,700—
51. Kathalbari J. B,	60	1	4,300—
52 Kanchanpur J. B,	451	12	19,700—
53. Kanchanpur Col, J. B.	205	6	10,500—
54. Kalagang J, B.	46	1	2,900—
55, Khadacherra Dogang J. B.	68	2	5,200—
56 Kamarmara thum	78	3	5,900—
57. Krishnatilla J, B.	140	4	6,300—
58. Kacharicharra Pry.	51	2	3,100—
59, Kamdab charra J. B.	209	3	8,500—

60,	Karaicharra J, B,	127	3	9000—
61,	Kinacharan Talukdhar J, B,	61	2	4,600—
62,	Keori J, B,	55	2	4,400—
63,	Karnjoy C, P, J, B,	200	6	13,600—
64,	Kshirode Cherra J, B,	120	4	4,500—
65,	Kanpui J, B,	150	3	15,200—
66	Laxmipur Shibnagar J, B,	44	1	2,400—
67	Lungthrik Pry	66	3	5,000—
68	Laxmipur [P, T, L,] J, B,	79	2	3,800—
68.	Laxmipur North J, B,	100	2	7,100—
70,	Lombacharra C, P, J, B,	47.	3	2,600—
71,	Longai narandra nagar J, B,	115	2	6,200—
72,	Lanshman Cherra J, B,	105	4	9,790—
73,	Laxmipur Pachmara J, B,	150	4	—
74,	Lankadharpara J, B,	100	2	6,700—
75,	Laxmipur Dasda J.B School	197	5	11,500—
76,	Longai N, [H, B,] J, B,	67	2	4,100—
77,	Mathurapara J, B,	53	2	3,100—
78,	Makumcharra J, B,	62	3	3,600—
79.	Manthatilla J B,	61	3	2,500—
80.	Mritingacharra J, B ,	58	2	3,400—
81,	Monacherra J, B,	86	2	6,300—
82.	Maniram C P J B	83	2	5,400—
83,	Nakuljoy C P J B,	66	2	3,000—
84	Nilmonaikabari para J B	43	1	2,500—
85	Phuldungsai J B	50	2	4,300—
86	Pashim Rahumcharra J B	32	2	2,200—
87	Purnoyjoy Para J B	42	3	2,800—
88	Purbasatnala No, 1 Col J B	108	3	6,300—

89	Paiza Govt Pry	05	2	3,3C0—
90	Purba Rahumcherra	26	2	1,300—
91	Pusparampara J B	44	2	2,900—
92	Purbaharipur J B	55	3	3,400—
93	Radhamadhabpur J B	212	5	14,600—
94	Radhamadhabpur Nakuljoy C P	57	1	4,400—
95	Rajaroy C P J B	127	2	9,000—
96	Rabindranagar J B	120	3	7,100—
97	Ramdulalpara J B	37	1	2,700—
98	Rabiroy C P J B	100	3	5,300—
99	Raymani C P J B	73	2	4,600—
100	Shibnagar Pry	39	1	2,900—
101	Sukramani C P J B	34	1	2,400—
1o2	Seturdwar J B	66	2	5,900—
1o3	Santirpur [P T L] J B	138	5	6,600—
1o4	Subal para J B	70	2	4,300—
1o5	Suknacherra J B	170	3	9,100—
1o6	Santipur J B	250	6	12,800—
1o7	S K Tlangsang J B	32	4	2,800—
1o8	Setudwar M C Para Pry	61	2	2,700—
1o9	Saikerbari J B	50	1	2,700—
1o	Simanapur J B	97	1	7,400—
111	Titanjoypara J B	51	2	4,900—
12	Tuisanpara J B	133	2	9,200—
13	Tlakshi J B	46	2	3,400—
114	Thakurchand C P J B	49	2	2,800—
115	Toubungpara J B	5o	1	3,600—
116	Tharma J B	35	1	2,200—
117	Ugalcherra J B	62	3	4,200—

118	Ujan Puma Tilla J B	44	2	3,4oo—
119	Ujan Bhagaicherra J B	151	5	10,300—
12o	Urai Cherra S N J B	105	3	5,600—
121	Utamjoy para J B	77	1	7,300—
122	Va nghmun J B	56	7	3,300—
123	Vitor Kalagang J B	41	3	2,900—
124	Visam J B	55	3	3,600—
122	Joypur Nabincherra J B	31	1	1,200—
126	Sundibasaha Col J B	21	2	1,600—
127	Piplacherra J B	50	2	5,400—
128	Sabual J B	95	3	7,600—
129	Tlangsang J B	63	3	3,500—
130	Ujan Machmara Pry	212	5	16,800—
131	Thumchrai Para J B	72	2	3,500—
132	Ramchearan C P J.B	188	7	3,000—
133	Balanan Jayanti Pry	74	3	1,600—

Admittedun starred Question No, 20

Name of Member :— Smt, Gita Chowdhury,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to state,

ক) ব্লক ভিত্তিক ত্রিপুরায় প্রতিবন্ধী নাগরিকের সংখ্যা কত ?

খ) ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিবন্ধী আশ্রমের সংখ্যা কত ?

গ) নরসিংগড় আতুর আশ্রমে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা কত ?

ANSWER

ক) ব্লক ভিত্তিক ত্রিপুরায় প্রতিবন্ধী নাগরিকের সংখ্যা মোট [illegible],৮৪৭। ব্লক ভিত্তিক হিসাব এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

খ) ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের নির্দিষ্ট কোন আশ্রম নাই।

গ) নরসিংগড় আতুর আশ্রমে প্রতিবন্ধী আবাসিকদের সংখ্যা ৫৯ জন।

ব্লকর নাম	অন্ধের সংখ্যা	খঞ্জ বা খোঁড়া	মুক ও বধিরের সংখ্যা	মোট অন্ধ খঞ্জ ও বধির সংখ্যা
১। খোয়াই	৪৭	৪৬	৪৭	১৪০
২। তেলিয়ামুড়া	৯১	৭৯	৬৯	২৩৯
৩। জিরানীয়া	৭৩	৭১	৫২	১৯৬
৪। মোহনপুর	৯৩	৬৯	৫০	২১২
৫। বিশালগড়	১৫৭	১৮৫	১১৮	৪৬০
৬। মেলাঘর	৬৮	৫৮	৫২	১৭৮
৭। কাঞ্চনপুর	৭৯	৮৩	৫৫	২১৭
৮। পানিসাগর	১০৭	১২৮	৮৯	৩২৪
৯। ছামনু	৫৯	৩৭	৩০	১১৬
১০। কুমারঘাট	১০৫	১০২	৭৫	২৮২
১১। সালেমা	১৩২	১৩৮	৮৮	৩৫৮
১২। মাতাবাড়ী	১৩৩	৯৮	৯৪	৩২৫
১৩। অমরপুর	৭৫	৫১	৩৯	১৬৫
১৪। ডম্বুরনগর	২৪	৯	৯	৪২
১৫। বগাফা	৬৭	৭৩	১	১৪১
১৬। রাজনগর	৬৯	৯৬	৬৬	২৩১
১৭। সাতচাঁদ	৬৬	৬১	৩৪	১৬১
মোট :—	১৪৪৫	১৩৮৪	১০১৮	৩৮৪৭

Admitted Un starred Question No. 21,

Name of M, L. A, Shri Jowhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to state-

১। ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ; [বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক হিসাব]

২। ১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত কতগুলি বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল চালু আছে। [বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক হিসাব]

৩। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কতটি বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু ছিল। [বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক হিসাব]

৪। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ সালের ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত মিড-ডে-মিল দেওয়ার কারচুপির ব্যাপারে কতটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ সরকারের নিকট এসেছে, [বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক হিসাব]

৫। উক্ত ব্যাপারে যদি কোন কারচুপির অভিযোগ এসে থাকে তবে তাহা কোন কোন বিদ্যালয়ে [বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক পৃথক হিসাব]

৬। উক্ত ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

ANSWER

১। ২,০২৯ টি। বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস ভিত্তিক হিসাব সম্বলিত "ক" তালিকায় দেওয়া হইল।

২। ১,৮৩৮ টি। বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস ভিত্তিক হিসাব সম্বলিত "খ" তালিকায় দেওয়া হইল।

৩। ১,৮২১ টি। বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিস ভিত্তিক হিসাব সম্বলিত "গ" তালিকায় দেওয়া হইল।

৪। ৩টি—১টি শান্তির বাজার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে।
১টি ছৈলেংটা " " " "
২টি সাব্রুম " " " "

৫। ইষ্ট শ্রীকান্ত বাড়ী জে, বি—শান্তির বাজার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে
পাটুয়াকার বাড়ীপাড়া = ছৈলেংটা " " " " "
ছোটখিল = সাবরুম " " " " "

৬। শান্তির বাজার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনেস্থ শিক্ষককে সোনামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে বদলী করা হয়েছে এবং তদন্ত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। উহা এখনও পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। ছৈলেংটা ও সাব্রুমের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই।

'ক' তালিকা

রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। সদর—এ .... ৩৮ টি
২। জিরানিয়া .... ৯০ টি
৩। মোহনপুর ... . ৯২ "
৪। বিশালগড় .... ১৬৩ "
৫। তেলিয়ামুড়া .... ১২২ "
৬। খোয়াই ... . ৯৬ "
৭। সোনামুড়া .... ১১৩ "
৮। ধর্মনগর .... ১১১ "
৯। কাঞ্চনপুর .... ১৫১ "
১০। কৈলাশহর .... ১০৬ "
১১। ছৈলেংটা .... ১৬৫ "
১২। কমলপুর ... ... ১৩৩ "
১৩। সাবরুম .... ১৪১ "
১৪। শান্তির বাজার .... ১১০ "
১৫। বিলোনিয়া .... ১০৭ "
১৬। অমরপুর .... ১৭৮ টি
১৭। উদয়পুর ... . ১১৩ টি

২০২৯ টি

"খ" তালিকা

১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যান্ত কতগুলি বিদ্যালয়ে মিড—ডে মিল চালু আছে বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। বিশালগড় ১৭০ টি
২। মোহনপুর ৭২ "
৩। জিরানিয়া ৯৭ "
৪। তেলিয়ামুড়া ১২৯ "
৫। খোয়াই ৮৮ "

৬।	সদর—এ	১ টি
৭।	সোনামুড়া	১১৭ ,,
৮।	কমলপুর	১০৪ ,,
৯।	কৈলাশহর	১২২ ,,
১০।	চৈলেংটা	১১০ ,,
১১।	কাঞ্চনপুর	১৪৭ ,,
১২।	ধর্মনগর	১২০ ,,
১৩।	সাবরুম	১০৪ ,,
১৪।	অমরপুর	১০৪ ,,
১৫।	বিলোনিয়া	৯৯ ,,
১৬।	শান্তির বাজার	১০৫ ,,
১৭।	উদয়পুর	৮৯ ,,
		১৮০৮টি

"গ" তালিকা

১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কতটী বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু ছিল বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :—

১।	বিশালগড়	১৬৩ টী
২।	মোহনপুর	৭২ ,,
৩।	জিরানিয়া	৯২ ,,
৪।	তেলিয়ামুড়া	১২৯ ,,
৫।	খোয়াই	৮৮ ,,
৬।	সদর—এ	১ ,,
৭।	সোনামুড়া	১১৪ ,,
৮।	চৈলেংটা	১১০ ,,
৯।	কৈলাশহর	১১৮ ,,
১০।	কমলপুর	১০৪ ,,
১১।	কাঞ্চনপুর	১৪৬ ,,
১২।	ধর্মনগর	১১৭ ,,

১৩।	সাবরুম	১৩৪ ,,
১৪।	অমরপুর	১০৪ ,,
১৫।	বিলোনিয়া	৯৯ ,,
১৬।	শান্তিরবাজার	১০৩ ,,
১৭।	উদয়পুর	৯৭ ,,
		১৮২১ টী

Admitted un starred Question No. :—22

Name of M. L. A. :— Sri Jawhar Shaha,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to State :

১। ১৯৮৫ ইং সনের ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে অনাথ আশ্রম ও আশ্রমে বসবাসকারী শিশুদের সংখ্যা কত ? [আশ্রম ভিত্তিক শিশুদের পৃথক পৃথক হিসাব]।

২। উক্ত আশ্রমগুলি উদ্বোধন করার সময় কতজন শিশুকে নিয়ে কবে থেকে চালু করা হয়েছিল ? (শিশুদের সংখ্যা সহ প্রত্যেকটি আশ্রমের পৃথক পৃথক হিসাব)।

৩। উদ্বোধন কালে এই সকল অনাথ আশ্রমের শিশুদের দৈনিক টীফিন খাদ্য ও পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি বাবদ মাথাপিছু কত টাকা বরাদ্দ ছিল এবং বর্তমানে এই বরাদ্দের পরিমাপ কত ?

৪। রাজ্যের উক্ত আশ্রমগুলির পরিচালনার ব্যাপারে কোন কারচুপির অভিযোগ সরকারের নিকট আছে কি ?

৫। থাকিলে কোন কোন আশ্রমের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আছে ?

এবং

৬। এই সকল অভিযোগ সরকার তদন্ত করেছেন কিনা ?

৭। কেন্দ্রিয় সরকার এই সকল আশ্রম পরিচালনার জন্য কত শতাংশ ভর্তুকী দিয়ে থাকেন ?

ANSWER

১। ১৯৮৫ ইং সনের ৩০ শে এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রমের সংখ্যা ২০ এবং আশ্রমে বসবাসকারী পৃথক পৃথক হিসাব Annexure—A তে দেওয়া হল।

২। প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল (Annexure—A তে)

৩। ১৯৫৯ ইং হইতে টিফিন খাদ্য পোষাক ও বিছানাপত্র বাবদ মাথাপিছু দৈনিক বরাদ্দের হার নিম্নে দেওয়া হল :—

ক) ১৯৫৯—৬৫ মাথাপিছু বরাদ্দ—১.২৫ টাকা

খ) ১৯৬৬—৬৯ ,, ,,—২.০০ টাকা

গ) ১৯৭০—৭৬ ,, ,,—২.২৫ টাকা

ঘ) ১৯৭৭—৮১ ,, ,, ৩.০০ টাকা

ঙ) ১—৪—৮১ হইতে ,, ,,—৫.০০ টাকা
৩১—৫—৮৩ পর্যন্ত

চ) ১—৬—৮৩ হইতে ,, ,,—৬.০০ টাকা
অদ্য পর্যন্ত

৪। বর্তমানে এই ধরনের কোন অভিযোগ সরকারের নিকট নাই।

৫। প্রশ্ন উঠেনা।

৬। কখনও কোন অভিযোগ পেলে তদন্ত করা হয়।

৭। কেন্দ্রিয় প্রকল্প অনুযায়ী বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ৭টি আশ্রমের পরিচালনার জন্য কেন্দ্রিয় সরকার ৯৫% হারে অনুদান দিয়ে থাকেন।

ANNEXURE-A.

Particulars of Homes for Destitute Children in Tripura.

(Ref : Admitted Un starred Question No. 22)

Sl. No.	Name of the Destitute Home.	Year of Starting	No. of inmates: At the time of Starting.	No. of inmates: At present
1	2	3	4	5
1.	State Orphanage for Girls, Khilpara, South Tripura.	[1975]	8	45.
2.	State Home for Children of Unattached Windows, South Tripura.	[1978]	10	27.

3,	State Orphanage for Boys, Ramnagar, North Tripura,	[1975]	10	67
4,	State Childrens Home for Boys, Abhoynagar, West Tripura,	[1959]	11	61
5,	State Childrens Home for Girls, Abhoynagar, West Tripura,	[1961]	27	60
6.	State Foundling Home, Narsingarh, West Tripura	[1975]	5	45
7.	Vivekanda Bala Niketan, run by Sri Ramkrishna Vevekananda Math, Konaban.	[1974]	50	50
8.	Vevekananda Bala Niketan for Girls	[1978]	10	25
9.	Destitute Childrens Heme (Girls) run by Tripura State Womens-Voluntary Services, West Tripura.	[1975]	25	50
10.	Destitute Childrens Home for (Girls) (1976) run boy Harijan Sevak Sangha, West Tripura,	[1976]	19	50
11.	Destitute Childrens Home run by Notified Area Authority, Khowai.	[1980]	5	25
12.	Destitute Childrens' Home run by Notified Area Authority, Amarpur.	[1980]	25	22
13.	Destitute Children Home run by Notified Area Authority, Belonia.	[1980]	25	50

14.	Destitute Children Home run by Notified Area Authority, Kailashahar.	[1981]	9	10
15,	Destitute Childrens' Home run by Notified Area Authority, Sonamura,	[1979]	11	50,
16.	Destitute Childrens' Home run by Notified Area Authority, Sabroom.	[1980]	20	50.
17.	Destitute Children's Home run by Notified Area Authority, Udaipur.	[1979]	50	50.
18.	Destitute Children's Home run by Notified Area Authority, kamalpur	1982	12	50.
19.	Destitute Children's Home for Boys run by Agartala Municipality	1979	4	50.
20.	Destitute Children's Home for Girls run by Agartala Municipality.	1980	9	50.

Admitted/Un starred Question No. 25.

Name of M. L. A. :— Sri Subodh Ch. Das

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be Pleased to state :—

১। ১৯৮৫ ইং শিক্ষাবর্ষ প্রারম্ভে ত্রিপুরায় কোন কোন ব্লক ও নোটিফায়েড এরিয়ায় কটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কটি দ্বাদশমান বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

২। ১৯৮৫ ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত উক্ত ঐ বিদ্যালয়গুলির কোনটিতে মোট কতজন ছাত্রছাত্রী ও কতজন শিক্ষক রয়েছেন (বিদ্যালয় ভিত্তিক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের হিসাব)

ANSWER.

১। ১৯৮৫ ইং শিক্ষাবর্ষ প্রারম্ভে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় যে ২৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের এলাকা ভিত্তিক নামগুলি এই সঙ্গে প্রদত্ত টেবিলে দেখানো হইল। উক্ত সময়ে কোন দ্বাদশমান বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় নাই।

২। এই সঙ্গে প্রদত্ত ও উপরোক্ত টেবিলে পরিসংখ্যান গুলি দেখানো হইল।

Admitted Un Starred Q. No. 25

টেবিল

ব্লক বা নোটিফায়েড এরিয়ার নাম	১৯৮৫ইং শিক্ষাবর্ষে স্থাপিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাম	পড়ুয়া সংখ্যা বালক	পড়ুয়া সংখ্যা বালিকা	পড়ুয়া সংখ্যা মোট	মোট শিক্ষক সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
জিরানীয়া—	দুর্গাচৌধুরী পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়—	১১৮	৮৪	২০২	১১
বিশালগড়—	লাটিয়াছড়া উচ্চ বিদ্যালয়—	২২৭	৯৮	৩২৫	৬
	লক্ষীছড়া রামকৃষ্ণ উচ্চ বিদ্যালয়—	৩০৮	২০৬	৫১৪	১২
	বেলাবর উচ্চ বিদ্যালয়—	৫৬৪	৪৫৩	১০১৭	২৬
	ডাকাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়—	১৬১	১১০	২৭১	৯
মোহনপুর—	রাধানগর উচ্চ বিদ্যালয়—	১০২	৫৫	১৫৭	৮
	চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়—	২২১	১১৩	৩৩৪	৯
	নতুন নগর গালস্ উচ্চ বিদ্যালয়—	২১৮	৩৬৮	৫৮৬	১৮
খোয়াই—	সুতাংছড়া উচ্চ বিদ্যালয়—	৭৬	৩৯	১১৫	৫
তেলিয়ামুড়া—	যজ্ঞনারায়ন দেবপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়—	১৮২	১০৯	২৯১	৭
সোনামুড়া শহর—	সোনামুড়া মডেল উচ্চ (নং এ,) বালিকা বিদ্যালয়—	৩৪৭	১৪০	৪৮৭	১৮

মেলাঘর—চন্দন মুড়া উচ্চ বিদ্যালয়—	১৬৩	১৩৮	৩০১	৭
রবীন্দ্র নগর উচ্চ বিদ্যালয়—	৩২১	১৯৮	৫১৯	১১
পানিসাগর—প্রত্যেক রায় উচ্চ বিদ্যালয়—	২৪২	২০০	৪৪২	১২
জলেবাসা উচ্চ বিদ্যালয় -	২৫০	১৯০	৪৪০	১০
দেওছড়া উচ্চ বিদ্যালয়—	৩৮৪	২৭৯	৬৬৩	১৪
কাঞ্চনপুর—সাতনালা উচ্চ বিদ্যালয়—	২০৪	১৯৩	৩৯৭	১১
কুমারঘাট—কাওয়ালী মুড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়—	২২৮	১৬৬	৩৯৪	১২
কৈলাশহর—কৈলাশহর (নং এ,) উচ্চ বিদ্যালয়—	২১৭	১৯৩	৪১০	১৫
সালেমা—শ্রীরাম পুর উচ্চ বিদ্যালয়—	১৭৯	১৪৪	৩২৩	১৯
সাতচাঁদ—(নং ২,) জলেফা উচ্চ বিদ্যালয়—	১০১	৪৯	১৫০	৯
মাতার বাড়ী—ফাইড জুয়েল্‌স উচ্চ বিদ্যালয়—	১৯৩	১২২	৩১৫	,১১ .

(ইংরাজী মাধ্য নং)

রাজনগর—ঈশান চন্দ্র নগর উচ্চ বিদ্যালয়—	১২০	৭৮	১৯৮	৯
কৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয়—	৩০০	২১৪	৫১৪	১৩
রাঙ্গামুড়া উচ্চ বিদ্যালয়—	৬৫	৩৭	১০২	৬

Admitted Un starred Question No. 26.

Name of Membar Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in- Charge of the Education Department be Pleased to State-

১। ইহা কি সত্য যে বিগত ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের আর্থিক বৎসরে দশদা সার্কেলের বিদ্যালয় গুলির জন্য কোন আসবাব পত্র বন্টনকরা হয় নাই,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাহার কারণ ?

৩। বর্তমানে উক্ত সার্কেলের বিদ্যালয় গুলির ছাত্র-ছাত্রির সংখ্যা ও আসবাব পত্রের সংখ্যা কত ?

(বিদ্যালয় ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

ANSWER

১। আংশিক সত্য।

২। ১৯৮৩-৮৪ সনের আসবাব পত্র বন্টনকরা হয় নাই, কারণ ঠিকাদার ১৯৮৩-৮৪ সনের আসবাব পত্র সরবরাহ করতে পারেন নাই। সেই কারনে ঠিকাদারের আসবাব পত্র সরবরাহ করার আদেশ বাতিল করা হয়।

৩। সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া হইল।

'ক' তালিকা

দশদা সার্কেলের বিদ্যালয় গুলির ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ও আসবাব পত্রের সংখ্যা বিদ্যালয় ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের	ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা	ব্ল্যাক বোর্ড	চেয়ার	টেবিল	হাই বেঞ্চ	লঙ্গ বেঞ্চ	জয়েন্ট বেঞ্চ	আলমারী	চাটাই
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	চতুরমনি জে বি	১৮	২	২	১	২	৩	—	—	—
২।	গোমোহন পাড়া ,,	১৫	—	১	—	১	১	—	—	২০
৩।	দহরম পাড়া ,,	৪৫	—	৩	১	৩	৩	—	—	২০
৪।	হেলেন পুর ,,	৮৪	—	২	১	৩	৩	—	—	২৫
৫।	লক্ষীপুর দশদা ,,	১৯৭	—	৫	২	৮	১০	—	—	২
৬।	নর্থলক্ষী পুর ,,	১০০	—	৩	২	২	২	—	—	৪০
৭।	নকুলজয় সিপি ,,	৬৬	—	২	১	২	৩	৪	১	২৫
৮।	পূর্ণজয় পাড়া ,,	৪২	—	২	১	—	—	—	—	২৫
৯।	রাধামাধব পুর জে বি	২১২	—	৫	২	৪	৪	২	২	—
১০।	সাইকার বাড়ী ,,	৫০	—	১	১	১	১	—	—	—
১১।	ঠাকুর চাঁদ সি পি ,,	৪৯	—	২	১	৪	৪	—	—	১০
১২।	তুইছাম পাড়া ,,	১৬৩	—	৩	৩	২	২	৬	—	৩০
১৩।	দশদা প্রাই ,,	১৫৯	২	৫	২	১২	২৬	—	২	—

১৪। বেরহালী	জে বি	১০৭	—	২	২	৭	৭	৩	১	—
১৫। উজান পুমাটীলা	,,	৪৪	—	২	—	২	২	—	—	৫০
১৬। ৩নং বাঘান কলোঃ	„	৬১	—	২	১	১	১	১	—	৩২
১৭। পুঃ সাতনালা	জে বি	১০৮	—	৩	১	২	২	২	—	৩০
১৮। নীলমনি কঃ পাড়া	„	৪৩	—	২	—	৫	৫	—	—	৩০
১৯। কামারমারাথুন	,,	৭৮	—	৪	১	২	২	২	—	৩০
২০। তুইবাং পাড়া	,,	৫০	—	—	—	—	—	—	—	৪০
২১। পূর্ণজয় পাড়া	এস বি	২১৩	—	৬	২	৫	৫	৫	—	—

Admitted Uu starred Question No 48

Name of M. L. A. Shri Monoranjan Mazumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

ক) ত্রিপুরার দক্ষিন জিলায় দশমস্তর ও দ্বাদশস্তর স্কুলগুলির মধ্যে কোন কোন স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও সহ প্রধান শিক্ষক কত দিন যাবত নাই (স্কুল ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

ANSWER

ক) উত্তর সঙ্গিক 'ক' তালিকায় দেওয়া হইল

"ক" তালিকা

ত্রিপুরার দক্ষিণ জিলায় দশম স্তর ও দ্বাদশ স্তর স্কুলগুলির মধ্যে কোন কোন প্রধান শিক্ষকও সহ প্রধান কত দিন যাবত নাই স্কুল ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	কতদিন যাবত প্রধান শিক্ষক নাই,	কতদিন যাবত সহ প্রধান শিক্ষক নাই।
১	২	৩	৪
	দশম স্তর স্কুলের নাম।		
১।	তুলামুড়া হাইস্কুল	১ বৎসর	হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার পর হইতে,

২। পালাটান	৩ ,,	,,
৩। জলেমা বাড়ী	৩ ,,	,,
৪। পিতরা	৮ ,,	,,
৫। নোয়াবাড়ী	৬ ,,	,,
৬। শীলঘাট	৫ ,,	,,
৭। চন্দ্রপুর কলোনী	৫ ,,	,,
৮। গকুল নগর	৩ ,,	,,
৯। খীলপাড়া	৩ ,,	,,
১০। মতাই	১১ ,,	,,
১১। মুহুরীপুর	৬ ,,	৫ বৎসর
১২। আলয়ছড়া হাইস্কুল	৭ বৎসর	হাইস্কুলে উন্নীত হওয়ার পর হইতে,
১৩। সারাসীমা	৬ ,,	,,
১৪। ওয়েষ্ট বগাফা	৮ ,,	,,
১৫। অভয়নগর	৭ ,,	,,
১৬। দেবদারু	৭ ,,	
১৭। ইষ্টকলাবাড়ীয়া	৬ ,,	,,
১৮। কুকীছড়া	৬ ,,	,,
১৯। কলমী	৪ ,,	,,
২০। রাজনগর কলোনী	৪ ,,	,,
২১। পাইখোলা	৪ ,,	,,
২২। পুরান রাজবাড়ী	৩ ,,	,,
২৩। লক্ষীছড়া	৩ ,,	,,
২৪। পশ্চিম পিলাক	২ ,,	,,
২৫। ব্রজেন্দ্র নগর	৩ ,,	,,
২৬। মনুবনকুল	৭ ,,	,,
২৭। চাতক ছড়ি	৭ ,,	,,
২৮। গাড়ধাং	৭ ,,	,,

২৯।	সাতচাঁদ হাইস্কুল	৬ বৎসর	উন্নীত হওয়ার পর হইতে হাইস্কুলে
৩০।	মাধব নগর	২ ,,	,,
৩১।	মনু তহশীল	৭ ,,	,,
৩২।	ঘোড়াকাপ্পা	৪ ,,	,,
৩৩।	করভোগ পানজিহাম	৬ ,,	,,
৩৪।	রাঙ্গামাটি	৬ ,,	,,
৩৫।	রইস্যাবাড়ী	২ ,,	,,
৩৬।	গণ্ডাছড়া	৭ ,,	,,
৩৭।	তৈদুবাড়ী	৭ ,,	,,
৩৮।	মালবাসা	৪ ,,	,,
৩৯।	চেলাগাং	৪ ,,	,,
৪০।	রাঙ্গামুড়া	১ ,,	,,
৪১।	ঈশানচন্দ্রনগর	১ ,,	,,
৪২।	কৃষ্ণনগর	১ ,,	,,
৪৩।	২নং জলেফা	১ ,,	,,
৪৪	শান্তির বাজার	১ মাস	,,
৪৫।	ফাইভ স্টুয়েলস	১ বৎসর ৫ মাস	১ বৎসর ৫ মাস

১	২	৩	৪
	দ্বাদশস্তর স্কুল		
১।	উদয়পুর গালস্	৪বৎসর	৭ বৎসর
২।	মিরজা	২ মাস	৫ ,,
৩।	শালঘড়া	১ বৎসর (হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে)	১ ,,
৪।	চন্দ্রপুর	ঐ	১ বৎসর
৫।	বি কে ইনষ্টিটিউসন	৪ বৎসর	৮ ,,
৬।	বাইখুড়া	৩½ ,,	৩½ ,,

	হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে	
৭। বগাফা আশ্রম	১ বৎসর	—
৮। মনু	৩½ ,,	একজন প্রধান শিক্ষক দেওয়া হয়েছে
৯। সাবরুম গার্লস্	৪ ,,	৪ বৎসর
১০। শ্রীনগর	৩ ,, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে	৩ ,,
১১। অমরপুর গার্লস্	৪ বৎসর	৪ বৎসর
১২। নূতন বাজার	—	৪ বৎসর
১৩। অম্পিনগর	১ বৎসর (হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হইতেছে)	১ ,,
১৪। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ	—	৩ বৎসর

Admitted Un starred Question No 49

Name of M. L. A. Shri Monoranjan Mazumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

ক] ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে আর্থিক বৎসরে বিলোনীয়া বিভাগের শান্তির বাজার স্কুল পরিদর্শককে বিভিন্ন স্কুলের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য কতটাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল,

খ] তার মধ্যে উক্ত ব্যাপারে ৩১।৩।৮৪ ইং পর্যন্ত কতটাকা খরচ করা হয়েছে

গ] কোন কোন স্কুলে ঐ সকল আসবাব পত্র দেওয়া হয়েছে (স্কুল ভিত্তিক item ভিত্তিক হিসাব)

ঘ] ইহা কি সত্য ঐ সকল আসবাব পত্র অত্যন্ত নিম্নমানের ?

ANSWER

ক' ১,৮০,০০০ টাকা।

খ] ১,৭৬,১৮১,৪২ টাকা

গ] সঙ্গীয় ক তালিকায় দেওয়া হইল।

ঘ] না।

"ক" তালিকা

১৯৮৩-৮৪ সনে আসবাব পত্র বণ্টনের বিবরণ

বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসেব নামঃ— শান্তির বাজার

ক্রমিক নং	স্কুলের নাম	আসবাবপত্রের item আলমারী	ব্ল্যাকবোর্ড	আর্মছাড়া চেয়ার	আর্ম চেয়ার	জয়েন্ট বেঞ্চ	লম্বা বেঞ্চ	ক্লাস টেবিল	লিনিং বেঞ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	অম্বরাম পাড়া জে বি	১	১	২	—	—	৪	১	—
২।	চাকাকো বাড়ী ,,	--	২	২	—	—	৪	১	—
৩।	গোবিন্দ পাড়া ,,	১	১	২	—	১	৬	১	
৪।	কাঠাল বাগান ,,	—	—	২	—	২	১	১	--
৫।	কালী লাউগাং ,,	—	১	২	—	২	১০	১	—
৬।	উজান লাউগাং ,,	—	—	৪	—	২	৬	১	—
৭।	আশ্রম কলোনী ,,	১	১	৪	—	২	১২	২	—
৮।	ছগরীয়া ,,	—	—	২	—	২	৬	১	—
৯।	ইষ্টরাধা কিশোরগঞ্জ জে বি	—	—	২	—	২	৯	১	—
১০।	গাঙ্গেরটীলা ,,	—	—	—	—	৫	৮	১	—
১১।	গারধং ,,	—	১	৪	—	২	৮	১	—
১২।	কালাছড়া ,,	—	২	২	—	৫	১৫	২	—
১৩।	লাউগাং ইষ্ট ,,	—	৩	—	—	৩	১৬	১	—
১৪।	লাউগাং ওয়েষ্ট ,,	—	২	১	৩	১১৩	১০	—	—

Sl.	Name	1	2	3	4	5	6	7	8
১৫।	মধ্যবগাফা ,,	১	২	২	—	৪	৪	১	—
১৬।	মঙ্গলজয়র্টি ডি পাড়া ,,	—	১	৩	—	—	১২	২	—
১৭।	নরাই এ্যাং প্রাঃ	—	২	৬	—	৪	১০	১	—
১৮।	পদ্মমোহন আর পি জে বি	—	১	২	—	২	৬	১	—
১৯।	প: কাঠালিয়াছড়া ,,		১	২	—	৩	১০	১	—
২০।	রাধাকিশোরগঞ্জ জে বি	—	১	২	—	১	৩	১	—
২১।	শান্তির বাজার ,,	—	৪	১০	—	২০	৩৮	৪	১
২২।	সুভায কলোনী ,,	—	১	৩	—	৫	১০	১	—
২৩।	শান্তি কলোনী ,,	১	১	২	—	—	৬	১	—
২৪।	উ: কাঞ্চননগর ,	—	২	২	—	৪	২১	৪	—
২৫।	পঃ বগাফা ,,	—	—	৪	—	—	—	২	—
২৬।	প, রাবা কিশোরগঞ্জ ,,	—	২	১	—	—	১২	১	—
২৭।	পঃ বগাফা হাই	—	—	—	—	৫০		৬	—
২৮।	কালীপ্রসাদ বাড়ী এস বি	১	৫	৪	-	১০	২৬	৬	—
২৯।	সোনারটীলা এস বি	—	৩	৮	—	৭	১০	৪	-
৩০।	পাইখোলা হাই	—	৫		১	৫১	—	—	—
৩১।	পূর্ব তইছামা জে বি	—	—	.	—	—	৮	৬	—
৩২।	পঃ পাইখোলা	—	-	—	—	৩	৮	১	—
৩৩।	তাক্মা বীরচন্দ্র এস বি	—	৩	৬	—	৫	৩৫	২	১
৩৪।	উঃ তাক্মা ,,	—	২	—	—	৫	১০	২	১
৩৫।	নিশিকুমার সুড়াসিং পাড়া এস বি	—	২	১	—	৫	২০	২	
৩৬।	শচীন্দ্র গারো পাড়া ,,	—	২	৪	—	৫	১০	২	-
৩৭।	কাঠালিয়াছড়া ,,	—	৩	—	১	৫	১০	৩	—
৩৮।	চন্দ্রনাম চো: পাড়া ,,	—	২	—	—	৫	১০	২	-
৩৯।	দুর্গারাই মগবাড়ী জেবি		২	২	—	২	৮	১	—
৪০।	ছন খোলা জমাতিয়া পাড়া	—	১	—	—	২	৮	১	-
৪১।	লালমিরা প্রাই	—	১	—	—	২	৮	১	—
৪২।	চরন পাই চৌঃ পাড়া জেবি	—	—	১	—	—	৮	১	—
৪৩।	ফিরিচন্দ্র পাড়া ,,	—	—	—	—	২	৮	১	—

৪৪। কৃষ্ণনগর ওয়েষ্ট মন্ত্র ,,	—	২	—	-	৬	১৫	২	—
৪৫। থাণ্ডাবাবু মগপাড়া জে. বি,	-	১	—	—	২	৮	২	—
৪৬। পতিছড়ি " ,,	—	—	১	—	৩	১০	১	—
৪৭। শচীন্দ্র আর পি, ,, ,,	—	১	—	—	২	৮	১	—
৪৮। করাই চন্দ্র ,, ,, ,,	১	১	—	—	—	১০	২	—
৪৯। বিষ্ণু এম, এস. পাড়া ,,	—	১	—	—	—	৮	১	
৫০। টাউস্রাইয়া চৌ, পাড়,,	-	২	—	—	২	৮	২	—
৫১। গঙ্গারাই পাড়া ,,	১	—	—	২	৮	২	—	—
৫২। গঙ্গাবাই জে, বি ,,	১	৩	১	—	৩	৮	১	—
৫৩। ভ্রুন্নজয় চৌঃ পাড়া ,,	—	১	—	১	২	১০	১	—
৫৪। হামতা বাড়ী ,,	—	২	১	—	২	৮	১	—
৫৫। চন্দমোহন আর, সি,	—	১	১	—	—	৮	১	—
৫৬। আলয় ছড়া জে, বি,	—	২	৬		৫	১৫	৪	
৫৭। হরিসাধন আর, পি, জে, বি,	-	১	২	-	২	৫	১	—
৫৮। মগপাড়া ,, ,,	—	—	২	—	—	৬	—	—
৫৯। বিনয় প্রসাদ আর, পি, ,,	—		—	—	১	৫	১	—
৬০ দেশরাই আর, পি, ,,	—	-	২	—	২	১০	১	—
৬১। বোধিচন্দ্র ,, ,,	—	—	—	—	১	৫	১	—
৬২। সর্বধন ,, ,,	—	১	১	১	৩	৫	১	—
৬৩। ঈশ্বরচন্দ্র ,, ,,	—	২	৪		৫	১০	৩	—
৬৪। শরৎচন্দ্র উচাই পাড়া জে, বি,	১	১	২	-	—	২০	২	—
৬৫। রাই বাড়ী ,,	—	১	১	১	—	১০	১	—
৬৬। অক্ষয় সেন পাড়া জে, বি,	—	২		২	২	৫	২	—
৬৭। পঃ মুহুরী পুর ,,	—	—	১	-	২	৫	১	—
৬৮। কলমা ,,	—	২	২	—	৫	১০	২	—
৬৯। উচাই বাড়ী ,,	—	৫	৬		৮	১০	৩	—
৭০। পূঃ চরক বাই জে, বি,	—	২	১	১	৫	৫	১	—

৭১। নতুন চৌধুরী পাড়া জে, বি,—	২	২	—	২	৬	৩	—	—
৭২। ইষ্ট চরকবাই ”	—	৩	—	—	৫	—	—	—
৭৩। সাহা পাথর ”	১	১	২	—	৯	১০	১	—
৭৪। ইষ্ট চরকবাই ফরম্যাল প্রাই	—	—	২	—	২	৪	২	—
৭৫। মুহুরীপুর জে, বি,	—	—	২	—	১০	-	—	—
৭৬। দঃ মুহুরীপুর ”	—	--	৩	—	—	৫	—	—
৭৭। কামচর বনপল্লী	১	২	২	—	১০	২০	৪	—
৭৮। শংকরপুর জে, বি,	—	—	২	—	২	১৫	২	—
৭৯। আফরু মগপাড়া জে, বি,	—	—	—	—	৩	৫	—	—
৮০। দলুছড়া জে. বি,	—	—	২	—	—	১০	২	—
৮১। মঙ্গাই মগপাড়া জে, বি,		—	২	—	—	৫	২	—
৮২। চরকবাই এস বি ”	—	৪	৬	—	১০	১৫	২	—
৮৩। দেবদারু হাই	—	১২	—	—	—	—	—	—
৮৪। কলসী হাই	—	—	—	—	—	—	১৮	—
৮৫। আভাংছড়া এস বি	--	৩	১	১	১	২৫	৬	—
৮৬। শ্রীকান্ত বাড়ী ”	—	৩	৪	—	৬	১০	৪	—
৮৭। মণিরাম বাড়ী ”	—	১	৩	—	৩	—	৩	—
৮৮। উঃ হিচাপাড়া জে, বি,	—	১	১	১	২	১০	২	—
৮৯। বলবীর বাড়ী ”	—	—	১	১	৪	২০	১	-
৯০। কামরাই বাড়ী ”	—	৩	১	১	৪	১৫	২	—
৯১। সূর্য কুমার আর, পি, জে, বি,	১	—	—	—	—	১০	১	—
৯২। আভাংবাড়ী ”		২	২	১	৫	৮	২	—
৯৩। চাপরু মগপাড়া ”	—	—	—	—	৩	১০	১	—
৯৪। মেখরাই বাড়ী জেবি	—	১	১	—	—	৬	..	—
৯৫। তেজ মগপাড়া ,,	—	১	১	—	৪	১৭	১	—
৯৬। সুকুল আর পি ,,	—	১	—	—	—	৬	১	—
৯৭। রাঙ্গাছড়া বেসিক প্রাই	—	—	১	১	৪	—	১	—
৯৮। অনন্ত সরদার পাড়া জেবি	—	১	১	—	—	৬	১	—

৯৯।	তামভাইয়া বাড়ী	—	—	২	—	১	২	১	—
১০০।	কৃষ্ণরামপাড়া ,,	—	১	১	—	—	—	১	—
১০১।	বরপতি রায় ,,	১	১	১	—	—	৬	১	—
১০২।	ইষ্ট শ্রীকান্ত বাড়ী ,,	—	১	১	—	২	—	২	—
১০৩।	কৈয়ারামবাড়ী ,,	—	১	১	—	—	৫	১	—
১০৪।	আশীরামবাড়ী ,,	—	১	১	—	—	৬	২	—
১০৫।	পঃ পিলাক হাই	—	৪	৪	—	২০	২০	৫	—
১০৬।	জোলাই বাড়ী এম এস এস বি	—	৫	৩	—	১৫	—	৫	—
১০৭।	ওয়েষ্ট জোলাই বাড়ী এস বি	—	৪	১	১	১০	২০	৪	—
১০৮।	মধ্য পীলাক ,,	—	৩	১	১	১০	২০	৩	—
১০৯।	পূঃ পীলাক ,,	১	৩	—	১	১০	৬	৩	—
১১০।	বাথাব বাড়ী জেবি	—	৩	১	১	২০	—	—	—
১১১।	বালির পাথর ,,	—	১	২	—	১০	—	—	২
১১২।	পূঃ মধ্য পীলাক ,,	—	২	২	—	—	১০	৪	—
১১৩।	ওয়েষ্ট জোলাই বাড়ী ,,	—	—	—	—	২	১০	—	—
১১৪।	কাকুলিয়া ,,	—	২	১	১	২	২০	—	—
১১৫।	রাজকুমার আর পি ,,	—	—	১	—	২	৬	—	—
১১৬।	ইষ্ট জোলাই বাড়ী ,,	—	৩	১	১	২	২০	২	—
১১৭।	দঃ জোলাইবাড়ী ,,	১	১	৩	—	২০	২০	২	—
১১৮।	ঠাকুরছড়া প্রাই	১	১	২	—	২	৬	১	—
১১৯।	নীরোদ ত্রিপুরা আরপি জেবি	—	১	—	—	১	৮	১	—
১২০।	মুন্সি মগ পাড়া ,,	—	১	—	—	২	১০	—	—
১২১।	পতিছড়ি মুজিও ,,	—	২	—	—	—	৮	১	—

Admitted Unstarred Question No. 53

Name of M. L, A. :—Sri Nagendra Jamatia.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যের প্রত্যেকটি গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কি ?
২। না থাকিলে কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় নাই এবং
৩ উক্ত গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকার কারন কি ?

ANSWER

১। না।
২। গাঁও পঞ্চায়েত গুলির নাম এই সংগে প্রদত্ত হইল।
৩। কম লোক সংখ্যা, নিকট বর্ত্তী এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকা ও যোজনার অপ্রতুল আর্থিক সংস্থান।

নিম্নলিখিত গাঁও পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই :

ব্লকের নাম	গাঁও পঞ্চায়েতের নাম
১	২
জিরোনীয়া	১) ধূপছড়া
	২) জয়নগর
	৩) বুদ্ধনগর
	৪) রবি সর্দার

খোয়াই	১] সমতল পদ্মবিল
তেলিয়ামুড়া	১। পাগলা বাড়ী
	২] পূর্বলক্ষী পুর
	৩। কাঁকড়া ছেড়া
বিশালগড়	১) প্রভাপুর
	২) মোহনপুর
	৩) দয়ারাম পাড়া
	৪) উদ্ভান পাথালিয়াঘাট
	৫) গোলিরাই বাড়ী
	৬) প্রমোদ নগর
মাতা বাড়ী	১) ফুল কুমারী
অমর পুর	১) পূর্ব সরবং
	২) পূর্ব ভুইসলং
	৩) অগ্নিছড়া
কমলপুর	১) দেব বাড়ী
	২) কাঞ্চনপুর
	৩) কর্ণমনি পাড়া
	৪) রাধারাম বাড়ী

মোট ২২ টি গাঁও পঞ্চায়েত।

PROCEEDINGS OF THE SESSION OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Tripura Legislative Assembly met in the Assembly building on Wednesday, 29th May, 1985 at 11 A. M.

Present

She Hon'ble Speaker Shri Amarendra Sharma, in the chair, The Chief Minister, The Dy. Chief Minister, 7 (Seven) Ministers. The Hon'ble Deputy Speaker and 34 Hon'ble Members.

প্রশ্ন ও উত্তর

মিঃ স্পীকার ঃ আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্ন-গুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা, শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার, সৈয়দ বাসিত আলি ।

শ্রীজহর সাহা ঃ অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১

শ্রীরামকুমার নাথ ঃ অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে লোকসংখ্যা অনুপাতে খাদ্যশস্যের (চাল, গম) চাহিদা কত? (বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

২। এ সময়ে কেন্দ্র থেকে কি পরিমাণ চাল পাওয়া গিয়েছে? (বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব।

উত্তর

১। বৎসর-ভিত্তিক খাদ্য শস্যের (চাল ও গম) চাহিদা ঃ

বৎসর	চাহিদা
১৯৮১-৮২	৩,৮৫১৬০ মেঃ টন
১৯৮২-৮৩	৩,৯৬,১১০ মেঃ টন
১৯৮৩-৮৪	৪,০৭,৫১০ „ „
১৯৮৪-৮৫	৪,১৯,৩৪৪ „ „

২। কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত চাল, গমের বৎসর ভিত্তিক হিসাব—

বৎসর	চাউল	গম	মোট (চাউল, গম)
১৯৮১-৮২	৬৩৯৯৫ মে. টন	২৯৬৭ মে. টন	৬৬৯৬২ মে. টন
৯৮২-৮৩	৮৯৯৫১ মে. টন	৫৯১৬ মে. টন	৯৫৮৭৭ মে. টন
৯৮৩-৮৪	৮৯৮৪৮ মে. টন	৯১৮২ মে. টন	৯৯০৩০ মে. টন
৯৮৪-৮৫	৮৯৫২৪ মে. টন	৬৫৩৫ মে. টন	৯৬০৫৯ মে. টন

শ্রীজহর সাহা : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যে উৎপাদিত চাউল এবং গম তার পরিমাণ কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরামকুমার নাথ : উৎপাদনের প্রশ্ন, এইটা ত এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত না।

শ্রীজহর সাহা : এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। চাহিদা কত এবং কত পেয়েছি। স্বাভাবিক-ভাবে এই প্রশ্ন আসছে যে এই রাজ্যের মধ্যে কত পরিমাণ চাউল এবং গম উৎপাদন হয়েছে তা আমাদের জানতে হবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য এই উৎপাদনের হিসাব অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টে রেফার করতে হবে।

শ্রীজহর সাহা : এইটা একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এই প্রশ্নটা স্বাভাবিক কারণেই এসে পড়ে। কত উৎপাদিত হয়েছে।

শ্রীদশরথ দেব : স্যার এইটা অ্যাগ্রিকালচারের ব্যাপার। বিধানসভায় এমন অজ্ঞ মানুষও আছে ?

মিঃ স্পীকার : আপনি অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টে আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে এর উত্তর পাওয়া যাবে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার : প্রশ্নটা হচ্ছে, যে আমাদের যেহেতু বিভিন্ন সময়ে বা বিধানসভায় আমরা বিভিন্ন দাবী উঠেছে, কেন্দ্রের থেকে যে চাল গম দেওয়া হচ্ছে এই সম্পর্কে প্রশ্ন হচ্ছে যে, আজকে ত্রিপুরার চাহিদা এখানে দেখানো হয়েছে, উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের চাহিদা হবে। উৎপাদন জানা না থাকলে চাহিদাটার সামঞ্জস্য আমরা কি করে বুঝব ? সুতরাং এটার দরকার আছে।

মিঃ স্পীকার : এইটা সাপ্লিমেণ্টারী হয় না।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২

শ্রীরামকুমার নাথ : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরায় খেদাছড়ায় একটি স্থায়ী খাদ্য গুদাম নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত তা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩ আর না থাকিলে তার প্রয়োজনীয়তা খতিয়ে দেখা হবে কিনা ?

উত্তর

১। খেদাছড়ায় স্থায়ী খাদ্য গোদাম নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বিষয়টি ইতিমধ্যে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খেদাছড়ায় খাদ্য গুদাম নির্মাণের কোন পরিকল্পনা না থাকিলে দুর্গম এলাকায় খাদ্য সরবরাহ করা হবে কি করে তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীরামকুমার নাথ : খেদাছড়ায় একমাত্র ১টি রেশনঘর এর জন্য সরকারী খাদ্য গুদাম নির্মাণ করার ব্যাপারে অর্থ নৈতিক দিক থেকে অসুবিধা আছে। এখানকার খাদ্য সরবরাহ করার জন্য ল্যাম্পস্ আছে। ২-৩ মাসের খাদ্য একসঙ্গে মজুত রাখা হয়। এর মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

সুবোধ চন্দ্র দাস : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খেদাছড়ার পাশ্ববর্তী খালাগাং এবং দামছড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট, এইটা বড় বড় উপজাতি অধ্যুষিত গাঁওসভা। খেদাছড়া যেখানে একটিমাত্র রেশন শপ আছে সেখানে তার সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। খেদাছড়ার ৪ মাইলের মধ্যে খালাগাং এবং ৬ মাইলের মধ্যে দামছড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট। এর জন্য আরও রেশন শপের প্রয়োজন আছে এবং এর জন্য স্থায়ী খাদ্য গুদাম তৈরী করার জন্য চেষ্টা করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

রামকুমার নাথ : এটা পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে।

শ্যামাচরণ ত্রিপুরা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খেদাছড়ায় একমাত্র রেশন শপ আছে এটা সরকারের ব্যাপার। এলাকাটি বিস্তীর্ণ। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। সব সময় এই এলাকার মানুষ মিজোরাম থেকে চাল কিনতে বাধ্য হচ্ছে অধিক মূল্যে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এইখানে যদি গো-ডাউন করার সরকারের প্রচেষ্টা থাকে তাহলে এলাকাবাসীর পক্ষে সুবিধা হবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা।

মতিলাল সাহা : অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ৬৫

নৃপেন চক্রবর্তী ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বনমন্ত্রী যেহেতু আজকে হাউসে উপস্থিত নেই আমি এর উত্তর দিচ্ছি। অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৬৫।

প্রশ্ন

১। সিপাহীজলায় চিড়িয়াখানাতে বিভিন্ন পশু পাখীদের জন্য যে খাদ্য নিয়মিত সরবরাহ করা হয় তাতে দৈনিক কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়?

উত্তর

১। সিপাহীজলা চিড়িয়াখানাতে বিভিন্ন পশু পাখীদের জন্য যে খাদ্য নিয়মিত সরবরাহ করা হয় তাহাতে দৈনিক প্রায় (আটশত) টাকা প্রয়োজন হয়।

২। পশু পাখীদের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্য সিপাহীজলাস্থিত ভেটারিন্যারি ডাক্তার পরীক্ষা করে গ্রহণ করেন এবং যথাযথভাবে দেওয়া হয়।

মতিলাল সাহা ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিপাহীজলা চিড়িয়াখানায় যে সিংহ এবং বাঘ আছে এদের খাদ্যের জন্য কিসের মাংস দেওয়া হয় এবং দৈনিক কত কিলো মাংসের দরকার হয় সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর আছে কিনা?

নৃপেন চক্রবর্তী ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, গো-মাংস ১০০ কেজি।

মতিলাল সাহা ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বললেন ১০০ কেজি মাংস দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিদিন যদি একটি করে গরু কাটা হয় তাহলে ১০০ কেজির উপরে মাংস হয়। তখন যে মাংসটা অ্যাক্সেস থাকে পরের দিন সেইটা আবার তাকে দেওয়া হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

নৃপেন চক্রবর্তী ঃ এইরকম তথ্য আমার কাছে নাই। যদি এইরকম হয়ে থাকে তাহলে খবর নিয়ে দেখা যাবে।

মনোরঞ্জন মজুমদার ঃ স্যার, সেখানে কিছু হরিণ মারা গেছে, এই তথ্যটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে?

নৃপেন চক্রবর্তী ঃ স্যার এই তথ্য নাই আমার কাছে, তবে হরিণের জন্য আমরা নূতন করে একটা সেনস্থয়েরী করেছি এবং এখনও হরিণ বেশী হয়ে গেছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রীকাশিরাম রিয়াং।

কাশিরাম রিয়াং ঃ অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৮।

নৃপেন চক্রবর্তী ঃ অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৮

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত কয়েক বৎসর ধরে ত্রিপুরার বিভিন্ন বনাঞ্চলে থেকে অবৈধ-

ভাবে প্রচুর পরিমাণে বনজ সম্পদ ডিফরেষ্টেশান করা হচ্ছে ?
২। সত্য হইলে ইহার প্রতিকারের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং
৩। উক্ত দুর্নীতিমূলক কাজের সাথে বন বিভাগের কোন সরকারী কর্মচারী যুক্ত আছে কিনা ?

উত্তর

১। ইহা সত্য।
২। অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য বন বিভাগের কর্মচারীদের নজর রাখতে বলা হয়েছে, আঞ্চলিক টহলদার বাহিনীগুলি নূতনভাবে সংগঠিত করা হইয়াছে এবং প্রায় প্রতি বন বিভাগে একটি করে ভ্রাম্যমান টহলদার বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট হইতে কন্ট্রাকটারের মাধ্যমে পারমিট প্রথায় গাছ কাটা বন্ধ করা হয়েছে এবং এখানে এই সিস্টেম করা হয়েছে যে কাউকে গাছ নিতে হলে আগে যে পারমিট দিয়ে বনের মধ্যে পাঠানো হত এবং দশটার জায়গায় ৫০টা গাছ কেটে আনতো, সেই রকম এখন আর হবে না, ডিপো আমরা করেছি, ডিপো থেকে গাছ সংগ্রহ করতে হবে। এই ব্যবস্থা আমরা করেছি।

(৩) উক্ত দুর্নীতিমূলক কাজের সাথে সামান্য সংখ্যক কর্মচারীরাযুক্ত থাকার অভিযোগ আমরা পেয়েছি।

শ্রীকাশিরাম রিয়াং :— স্যার, যে সব এরিয়াতে নিরাপত্তা কারণে কর্মীরা যেতে পারেন না সেখানে কি করে বন রক্ষা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, সেই সব জায়গার কাছাকাছি সি, আর, পি পুলিশের ফাড়ী বসানো হয়েছে।

শ্রীজহর সাহা :— অমরপুরের বনাঞ্চল হতে সাধারণত নিয়ম হল যে, কোন বনাঞ্চল থেকে যদি গাছ কাটতে হয় তাহলে ডি, এফ, ও অফিস থেকে রেইনজারের মারফতে তাদের কে জায়গা সম্পর্কে ক্লিয়ারেন্স দিতে হয়। গাছ সম্পর্কে এরিয়া সম্পর্কে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি যে, অমরপুর রেইনজ অফিসের রেইনজার খাসের জায়গাতে মানে যেখানে বনাঞ্চল করা হয়েছে তার চারদিকে তিনি নিজে আর একজন ঠিকাদারের সঙ্গে থেকে অবৈধভাবে সেখানে সরকারের প্রচুর অর্থের সম্পত্তি নষ্ট করছেন এবং তিনি নিজেও প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে যাচ্ছেন। তাই এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে অভিযোগ করা আছে। সম্প্রতি কিছু দিন আগে একটা বাগান থেকে গাড়ী পাশ দেওয়ার সময় যতন বাড়ীর ডি, এফ, ওর কাছে তিনি হাতেনাতে ধরা পড়েছেন, মানে একটা গাড়ী ধরা পড়েছে এবং সেটাকে আটকও করা হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে

আছে কি এবং থাকলে পরে সেটাকে তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে মানে এই ধরনের অফিসার বা লোক যারা সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকার বনজ সম্পদ নষ্ট করছেন তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :-- স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নাই। তবে মাননীয় সদস্য যদি লিখিতভাবে দেন তাহলে নিশ্চয়ই তার তদন্ত করা হবে।

শ্রীবিমল সিনহা : -- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ডিফারেন্টেশান যেহেতু বর্তমানে চলছে এই অবস্থায় খুব উদবেগের কারণ হয়ে উঠেছে যে প্রতি দিন ট্রাকের পর ট্রাক কাঠ চালান হচ্ছে, এবং পথে কোথাও কোথাও ড্রপ গেইট আছে সেই ড্রপ গেইটগুলি আটকানোর পরিবর্তে অবৈধ কাজের সহযোগিতা করছে। এই ব্যাপারে কোন সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য আছে কি না বা তা রোধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা বলা হয়েছে এবং তাকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের একটা প্রস্তাব আছে যে যাতে এই ফরেষ্ট প্রটেকশান ফোর্সটাকে আরও শক্তিশালী করতে পারি।

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, যে সমস্ত ফরেষ্ট কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে সেই সমস্ত ফরেষ্ট কর্মচারীদের নাম আমরা জানতে পারি কি, যে কার কার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, কাঠ ও অন্যান্য বনজবস্তু অবৈধভাবে সংগ্রহ সংক্রান্ত দুর্নীতি মূলক কাজের সাথে জড়িত সাম্প্রতিক কালে নিম্নলিখিত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীজয়লাল সৈতাল ফরেষ্ট রেনজার। শ্রী দিলীপ রঞ্জন দাস-ফরেস্টার, শ্রী শশীমোহন নমঃ-হেড ফরেস্ট গার্ড, শ্রীউমারঞ্জন দে-ফরেস্ট গার্ড, শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার দত্ত-ফরেস্টার, শ্রীসুনীল চন্দ্র দেব-ফরেস্টার, শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী-ফরেস্টার, শ্রী মধুসুদন আচার্য্য-ফরেস্টার, শ্রী শান্তি রুদ্রপাল-ফরেস্টার, শ্রীতীর্থ-জয় ত্রিপুরা-ফরেস্টার, শ্রী লক্ষ দেব-ফরেস্টার, শ্রী লালমোহন নমঃ-ফরেষ্টার, শ্রীঅশোক চৌধুরী-ফরেষ্ট রেনজার, শ্রী অনিলচন্দ্র দেববর্মা-ফরেস্টার, শ্রী নন্দদুলাল চাটার্জী-ফরেষ্ট রেনজার, শ্রী অরবিন্দ দেবনাথ-ফরেষ্টার, শ্রী অরবিন্দ দেবনাথ-ফরেস্টার, শ্রী বিজয় কৃষ্ণ দাস-ফরেস্টার শ্রী দীলিপ কুমার বিশ্বাস-ফরেষ্টার, শ্রী অচিন্ত্য কুমার দত্ত-ফরেষ্টার, শ্রীসত্যেন্দ্র চন্দ্র নন্দী-সহঃ বন সংরক্ষক আর যাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে তাদের নাম নিম্নে দেওয়া আছে। শ্রী শান্তি রুদ্রপাল-ফরেষ্টার, শ্রী অনিল চন্দ্র দেববর্মা-ফরেষ্টার, শ্রীনন্দদুলাল চাটার্জি-ফরেষ্ট রেনজার, শ্রীঅরবিন্দ দেবনাথ-ফরেষ্টার শ্রীবিজয় কৃষ্ণ দাস-ফরেষ্টার, শ্রীঅচিন্ত্য কুমার দত্ত-ফরেষ্টার।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— এই যে ডিফরেষ্টেশান সম্পর্কে আমি সাপ্লিমেণ্টারীর মাধ্যমে জানতে চাই যে, প্রটেকটেড ফরেষ্ট ও রিজার্ভ ফরেষ্টে অবৈধভাবে লোকজন ঢুকে জঙ্গল কেটে বাড়ী ঘর করছে, অবৈধভাবে এইটা যে একটা সমস্যা এইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বনমন্ত্রী মহোদয়কে জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, কেউ যেন অবৈধভাবে বিশেষ করে রিজার্ভ ফরেষ্ট-এর মধ্যে দখল না করেন সেই দিকে নজর রাখা হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকায় যে সব জায়গাতে এত জুমিয়া ও ভূমিহীন রয়েছে যে বল প্রয়োগ করে তাদের উচ্ছেদ করাটা খুবই কঠিন কাজ, কাজেই আমরা বাই পারস্যুয়েশান সেই সব জায়গায় করেছি, তাতে যারা ভিতরে রয়েছে তাদের জন্য এমন সব পুনর্বাসন পরিকল্পনা নিচ্ছি যাতে এ ফরেষ্টেশান হয়, ডিফরেষ্টেশান যেন না হয়। সেখানে এমন সব জায়গা রয়েছে যাতে নূতন করে কাজে লাগানো হয়, রাবার বাগান করানো হয়, এই কাজের আমরা কম বেশী উদ্যোগ নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি গীতা চৌধুরী। মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা।

শ্রী জহর সাহা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৭৯.

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৫৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত অমরপুর ব্লক অফিসে এস, আর, ই, পি,/এন, আর. ই, পি./আর, এল, ই, জি, পি, —খাতে কত টাকা দেওয়া হয়েছে (বছর ভিত্তিক হিসাব),

২। উক্ত সময়ে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, আর, এল, ই, জি, পি,—এর টাকা থেকে কত টাকা অফিস কনটিনজেন্সী বাবৎ খরচ করা হয়েছে, তাহার হিসাব ?

উত্তর।

১। ১৯৮৪ইং থেকে ১৯৮৫ইং আর্থিক বৎসরে অমরপুর ব্লক অফিসে এস আর. ই. পি, এন, আর, ই, পি, এবং আর, এল, জি, পি, তে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান নিম্নে দেওয়া গেল —

ক) এস, আর, ই, পি—মোট ১১, ৫০, ০০০ টাকা,
খ) এন, আর, ই, পি,—মোট ৪, ৩৭, ৪৯৪-৫০ টাকা,
গ) আর, এল, ই, জি, পি-মোট ৪, ৮৮, ৫৬৫'৫৬ টাকা।

সর্বমোট- ২০, ৭৬, ০৬০, ০৬ টাকা।

২। উক্ত সময়ে অফিস কনটিনজেন্সী বাবদ খরচের পরিমান নিম্নরূপ :—
ক) এস, আর, ই, পি, — মোট ৩৬, ০০০ টাকা।
খ) এন, আর, ই, পি — মোট ২, ৫০০ টাকা।
গ) আর, এল, ই, জি, পি — মোট ১২, ৯৩৭,৩৬ টাকা।

সর্বমোট- ৫১, ৪৩৭, ৩৬, টাকা।

শ্রী জহর সাহা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এস, আর, ই, পি,/এন, আর, ই, পি, এবং আর, এল, জি, পি, বাবদ যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল তার কি পরিমান খরচ করা হয়েছে এবং তার হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে আমরা এস, আর ই, পি/এন, আর, ই, পি, এবং আর, এল, ই, জি, পি, বাবদ দিয়েছে মোট ২০, ৭৬, ০৬০, ০৬ টাকা এবং তার মধ্যে খরচ করা হয়েছে মোট ১৮, ৮৬, ৬১২-৭০ টাকা যার সাহায্যে ৪১, ৪৫৩টি শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হয়েছিল।

শ্রী জহর সাহা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি যে, বিভিন্ন ব্লকে যে কনটিনজেন্সী বাবদ অর্থ দেওয়া হয় অফিস চালাবার জন্য এই অর্থ সাধারনতঃ দেওয়া এস, আর, ই, পি/এন, আর, ই, পি এর কাজ চালাবার জন্যে কিন্তু সে টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা যথা সময়ে পায় না, ফলে টাকার অভাবে অনেক কাজ করা সম্ভব হচ্ছেনা। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা সে অর্থ কেন সময়মত পায়না সে সম্পর্কে তদন্ত করে দেখা হবে কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, বি, ডি, ও—এর অফিসের কনটিনজেন্সীর টাকা আর পঞ্চায়েত কনটিনজেন্সীর টাকা এক নয়। এখানে মাননীয় সদস্য স্পেসিফিক কোন তথ্য না দিলে জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীজহর সাহা : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে, কনটিনজেন্সির হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখালেন কিন্তু আমাদের অমরপুর ব্লক অফিসে বিভিন্ন সময় টাকা পয়সা কারচুপির অভিযোগ সরকারের নিটক করা হয়েছে। অমরপুর ব্লকের হিসাব অডিট করবার কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না, তাহলে এই কারচুপি ধরা পড়ে যেত। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, প্রত্যেকটা দপ্তরেই ইন্টারনেল অডিট রয়েছে তারপর আবার এ, জি, থেকেও অডিট করা হচ্ছে। যদি কোন কারচুপি হয়ে থাকে তবে সেটা নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরন সরকার।

শ্রীহরিচরন সরকার : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-৮১।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-৮১।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ ইং সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার হিসাব,

২। গঠিত দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলির কতজন সদস্য দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করার জন্য ঋণ পেয়েছিল, (ঋণ ও সাবসিডির আলাদা হিসাব); এবং

৩। ঐ সমস্ত দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলি হইতে কি পরিমান দুগ্ধ ইন্দ্রনগরস্থিত ডেয়ারীতে আসে এবং তাহা কতটুক সরকার কর্তৃক গৃহিত অপারেশন ফ্লাড টু স্কীমের ক্ষেত্রে কার্য্যকর হইতেছে তাহার বিবরণ ?

উত্তর

১। ১৯৭৮ ইং সালের ১লা মার্চ হইতে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্যান্ত মোট ৪৪ টি দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠিত হইযাছে।

২। মোট ৮৮৩ জন সদস্য দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করার জন্য ঋণ পেয়েছেন। মোট ঋণের পরিমাণ এবং সাবসিডির পরিমান যথাক্রমে ৩৮, ৩৫, ০০০.০০ টাকা এবং ১৯, ১৭, ০০০.০০ টাকা।

৩। মোট ১,২০০ লিটার দুগ্ধ সমিতিগুলি হইতে ইন্দ্রনগরস্থিত ডেয়ারীতে আসে। ইহার সবটুকুই অপারেশন ফ্লাড টু স্কীমের আওতায়।

শ্রীহরিচরন সরকার : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, : এই যে, ৪৪টি দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন সে সমবায় সমিতিগুলির কতটি থেকে নিয়মিত দুধ আসে এবং কতটা সমবায় সমিতি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, সবগুলি সমবায় সমিতি সচল রয়েছে এবং এই সমবায় সমিতিগুলি থেকে প্রতিদিন ২,২০০ লিটার দুধ নিয়মিত আছে।

শ্রীনকুল দাস ঃ সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সকল দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের গাভী ক্রয় করার জন্য ঋণ দেওয়া হয়েছিল সে সব সমবায় সমিতির যতগুলি গাভী ক্রয় করা হয়েছিল সে সব গাভীর অর্দ্ধেকের উপর মরে গেছে, যেমন গুরুপদ কলোনীর দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতির অর্দ্ধেকের উপর গাভী মরে গেছে-এক্ষেত্রে সে সব সমবায় সমিতিগুলি আবার নতুন করে গাভী ক্রয় করার জন্য ঋণ তারা পাচ্ছে না। এই সকল দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিগুলি যাতে আবার নতুন করে ঋণ পায় তার জন্য সরকার চিন্তা করছেন কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা : মাননীয় অধ্যক্ষ্য মহোদয়, কতজন সদস্যের গরু এখন নেই সেই তথ্য আমার কাছে নাই এবং তাদের নতুন করে কোন গাভী কেনার জন্য ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনাও নাই। তবে গুরুপদ কলোনীতে কতগুলি গরু মারা গেছে এমন খবর আছে। তাদের পরিবার-এর সদস্যদের কি করে সাহায্য করা যায় সেটা আমরা চিন্তা করছি।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা ঃ যে সমস্ত কৃষককে এই প্রকল্পে গাভী দেওয়া হয়েছিল সেগুলির ইনস্যুরেন্স আছে কিনা এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম কনটিনিউ না করার জন্য গরু মারা যাওয়ার পর ক্ষতিপূরণ পান নি এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম সঠিকভাবে দেওয়া সত্বেও গরু মারা যাওয়ার পরে ডিপার্টমেন্টের অবহেলার জন্য কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না ? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— যে সব সদস্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গাভী কিনে থাকে সেই সব সদস্যের ইন্স্যুরেন্স করা থাকে। তবে কোন সদস্য পাচ্ছেন না এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— কল্যানপুরের দুগ্ধ সমবায় সমিতির একটা অভিযোগ আছে যে, সেখান থেকে দুধ যখন মিটারে ওজন করে নেওয়া হয় সেটা আগরতলা পৌঁছার পর মিটারে ওজন করলে দুধ কমে যায়। সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— এই তথ্য আমার কাছে নেই। তবে সত্যিই যদি এই ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে আমি তদন্ত করে দেখব যাতে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হন।

শ্রীজহর সাহা ঃ— দুধের সংকট দূর করার জন্য এবং বিশেষ করে হাসপাতাল এবং শিশুদের দুধের জন্য যাতে দুধ উৎপাদন বাড়ানো যায় সে জন্য দুগ্ধ উৎপাদন পরিকল্পনাকে আরও সম্প্রসারণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে, গরু মারা যাওয়ার পর প্রিমিয়াম না দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণ পায় না, কিন্তু গরু কেনার ব্যাপারে যখন ঋণ দেওয়া হয় তখন গরু কেনার সময় একবারই প্রিমিয়াম দিতে হয়। বছরে ১/৩ বার দিতে হয় না। সুতরাং গরু মারা গেলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু অমরপুরের এ রকম গরু মারা যাওয়ার পর টাকা ফেরত পায় নি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ— অমরপুরে কোন দুগ্ধ সমবায় সমিতি নেই এবং ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম দেওয়ার পরেও যদি কোন গরু মারা যায় তাহলে তার উত্তর আমি দিয়েছি। তবে দুগ্ধ উৎপাদন বাড়াবার জন্য এন, ই, ডি, সি. থেকে আমরা উত্তর ত্রিপুরার দুগ্ধ উৎপাদন বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরাতেও সেটা সম্প্রসারণের চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীসমর চৌধুরী। শ্রীনারায়ন দাস।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১২২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার-১২২।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া, সাব্রুম এবং খোয়াই মহকুমার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চল সহ রাজ্যের বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন বনাঞ্চল থেকে কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ বেআইনী-ভাবে বাংলাদেশে পাচারের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কিনা ;

২। অবগত থাকিলে এই সকল এলাকায় বন সম্পদ রক্ষার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর।

১। এই রকম ঘটনা আমাদের কাছে এখন নেই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে যারা বাংলাদেশে পাচার করে এই রকম ৪২টি কেস ১৯৮৩-৮৪ সালে এবং ৪৮টি কেস ১৯৮৪-৮৫ সালে আমরা ধরেছি এবং প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা নিয়েছি। মাত্র তিন জন বাংলাদেশী দুষ্কৃতকারী আমরা ধরতে পেরেছি ১৯৮৩-৮৪ সালে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছি। ১৯৮৪-৮৫ সালে একজন বাংলাদেশী বনজ সম্পদ পাচারের সময়ে বনরক্ষীরগুলিতে মারা যায়। সাব্রুম, খোয়াই এবং অন্যান্য অঞ্চলের বাংলাদেশী দ্বারা পাচারের কোন তথ্য নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী : সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে বনজ সম্পদ প্রায় খালি হয়ে যাওয়ার অবস্থা। খোয়াইতে সাব্রুমেও প্রায় একই অবস্থা, শুধু সোনামুড়াতেই যে হচ্ছে তা নয়। এই সমস্ত ব্যাপার তদন্ত করে দেখা হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— সীমান্ত পাহারা দেবার দায়িত্ব বি, এস, এফ,—এর। আমরা এক সময় ঠিক করেছিলাম বন দপ্তরের অফিসার এবং বি, এস, এফ,—এর অফিসার, আমরা যৌথভাবে কাজ করতে পারি কিনা। কিন্তু বি, এস, এফ, যে হেতু সীমান্ত নিয়েই তাদের দায়িত্ব, ভিতরের কোন ঘটনার উৎসাহ দেখান না এবং দুটি বি, এস, এফ, ক্যাম্পের মধ্যে এত ব্যবধান যে আমাদের এত পুলিশ নাই সেটাকে কাভার করে। বাংলাদেশ সীমান্তে সন্দেহ নাই যে বাঁশ পাচার হচ্ছে। এর আর একটা কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বাঁশ ভিতরে ব্যবহার করার সুযোগ সীমাবদ্ধ। ট্রাইবেল জনসাধারণ বাঁশ বিক্রির উপর নির্ভর করে। সেই সব কারণে পাচার করার ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনে পাচারের সুবিধা গ্রহণ করে মুনাফাখোর এবং কালোবাজারীরা বাঁশ বাংলাদেশে পাঠায়।

আমরা যদি এখানে কাগজকল করতে পারতাম তা হলে বাঁশের চাহিদা থাকত এবং বাঁশ বাংলাদেশে না গিয়েই এখানে থাকত। কিন্তু এটা খুবই দুঃখজনক যে এখানে কোন কাগজকল নেই।

শ্রীনারায়ন দাস :— সোনামুড়া মহকুমার মতিনগর ফরেষ্ট বিট থেকে ডলুবাড়ী গাঁও-প্রধান সহ আরও কিছু সদস্যের যোগসাজসে বাংলাদেশে বাঁশ পাচার করার সময়ে ফরেষ্টের ষ্টাফ তাদের বাধা দিলে এবং রেনজারের কাছে রিপোর্ট দিলে এ ফরেস্টারকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বদলী করা হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— না, এই তথ্য নেই।

শ্রীরসিকলাল রায় :— যাত্রাপুর রেঞ্জের মধ্যে নিদয়ার পার্শ্ববর্তী ফরেস্ট বীট থেকে

অনবরত দুই ফুট আড়াই ফুট ডালা মিটারের শাল গাছ কাটা হচ্ছে উইদাউট মার্কিং উইদাউট পারমিট জনসাধারণ এই রিপোর্ট রেঞ্জ অফিসে দেওয়া সত্বেও প্রকাশ্য দিনের বেলায়। লোকালয়ের মধ্যেই ফরেস্ট। সেখানে গিয়ে আসামী ধরতে রাজী নয়। এই তথ্য আছে কিনা এবং রেঞ্জারবাবু পরিষ্কার বলেছেন যে, আপনারা যদি ধরে দিতে পারেন আমরা ব্যবস্থা করতে পারি। নিদয়ার নিকটস্থ ফরেস্টেই যদি এই অবস্থা হয় এবং এখনও নিদয়াতে প্রচুর পরিমাণ গাছ কাটা রয়েছে। এখনও মার্কিং বা সিজও হয় নি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— নিদয়ার কথা আমার জানা নেই তবে এটা খুব দুঃখজনক যে দুই একটা জায়গাতে বন দপ্তরের অফিসারগণ গাছ পাচারকারীগনকে ধরতে গিয়ে এবং হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে অনেক জায়গায় লাঞ্ছিত হয়েছেন। অনেক জায়গায় তারা আতঙ্কিত বলেও জানিয়েছেন। তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। বিলোনীয়াতে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে। অন্যান্য জায়গাতেও হয়েছে। নিদয়া সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেটা আমি দেখব।

শ্রীনারায়ন দাস ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বন বিভাগের কিছু কর্মচারীর সহযোগিতার সোনামুড়া মহকুমায় বিভিন্ন মিলেগাছ চিরানো হচ্ছে এবং ট্রাকে ট্রাকে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এটা নির্দিষ্টভাবে কোন কেজ দিলে পরে তদন্ত করে দেখা হতে পারে। তদন্ত করার মত ম্যাটেরিয়েলস টা মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি দেওয়ার জন্য যাতে তদন্তের সুবিধা হয়।

শ্রীনারায়ন দাস :— এখন সোনামুড়াতে যে রেনঞ্জার আছে উনার সহযোগিতায়ই এই পাচারের কাজ হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এভাবে দিলে তো হবে না। নির্দিষ্ট কোন কেজ দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং—১২৩,
রোরেল ডেভেলাপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১২৩।

প্রশ্ন

১। গ্রামীণ শ্রমিকদের পঞ্চায়েত ভিত্তিতে আইডেনটিটি কার্ড এবং এমলয়মেণ্ট বেনিফিট কার্ড দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা?

উত্তর

১। গ্রামীণ শ্রমিকদের পঞ্চায়েত ভিত্তিতে আইডেনটিটি কার্ড দেওয়া হইয়াছে। এমলয়মেণ্ট বেনিফিট কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আইডেনটিটি কার্ড দেওয়া হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। গত কয়েক বৎসর যাবত দেওয়া হচ্ছে। এখন আইডেন-টিটি কার্ড রিনিউ করা হবে কি না এবং যারা আইডেনটিটি কার্ড পাননি তারা পাবেন কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ—আইডেনটিটি কার্ড এটা পরিবর্তনের জন্য দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ অনেক সময় আইডেনটিটি কার্ড কম হয়, আবার বেশী হয়। আমরা জানিয়ে দিয়েছি তাড়াতাড়ি কার্ড রিনিউ করার জন্য যাতে কোন শ্রমিক কাজ থেকে বঞ্চিত না হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ এমলয়মেণ্ট বেনিফিট কার্ড অনেক গাঁওসভায় দেখা যায় একই ব্যক্তি বার বার কাজ পাচ্ছে, আবার অনেকে কাজ পাচ্ছে না, বঞ্চিত হচ্ছে। এমলয়মেণ্ট বেনিফিট কার্ড রোরেল ডেভেলাপমেন্ট স্কীমে চালু হয়েছিল। কাজেই এটা যাতে সমান-ভাবে বন্টন হয় সেই দিকে সরকার কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, জিনিষটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী-

ভাবে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে এই এমলয়মেন্ট বেনিফিসারী কার্ড কিভাবে দেওয়া যায়। আমরা পরবর্তী সময়ে চিন্তা করব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে আইডেনটিটি কার্ড শ্রমিকদের মধ্যে বনটন করা হয় সেটা কি ছোট ছোট শিল্প শ্রমিক, কৃষক শ্রমিক এবং গ্রামাঞ্চলে যে বিভিন্ন শ্রমিক আছেন তারা পান কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই আইডেনটিটি কার্ড পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে তিনটা শ্রেণীর শ্রমিকদের দেওয়া হয়। একটা হল যারা গরীব, অতি গরীব এবং অতি অতি গরীব। আর্থিক সংগতির দিকে লক্ষ্য করে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীজহর সাহা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই আইডেনটিটি কার্ড ১৯৭৯ সাল থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এর পরে নূতন করে এগুলি রিনিউ করার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অনেক শ্রমিকের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এই যে পুরনো লেবার কার্ডগুলি সেগুলি রিনিউ বা বাতিল করে নূতন কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কিনা?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি আমার রিপ্লাই মনোযোগ সহকারে শুনেননি। আমি আগেই বলেছি, গ্রামীণ শ্রমিকদের পঞ্চায়েত ভিত্তিতে আইডেনটিটি কার্ড দেওয়া হইয়াছে। এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— শ্রীফয়জুর রহমান।

শ্রীফয়জুর রহমান ঃ —, স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৩।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— অ্যাডমিটেড স্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—১৪৩।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৩-৮৪ইং এবং ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বৎসরে সারা রাজ্যে মোট কতজনকে

বিনামূল্যে বিভিন্ন গাছের চারা দেওয়া হয়েছে (তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব),

২। যাদের চারা দেওয়া হয়েছে তাদের চারা রোপন করার জন্য সরকার কি কি সাহায্য দিয়া থাকেন।

উত্তর

১। ১৯৮৩-৮৪ইং সনে ও ১৯৮৪-৮৫ইং সনে বিনামূল্যে কতজনকে গাছের চারা দেওয়া হইয়াছে বিভাগ ভিত্তিক এইভাবে আমি দিচ্ছি :—

	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
১। মনু বন বিভাগ	৪৭৩	৯৮৮
২। তেলিয়ামুড়া বন বিভাগ	৩০৯	৪৬৯
৩। আমবাসা বন বিভাগ	৫৫১	৮২৯
৪। দক্ষিণ বন বিভাগ (বগাফা)	১৭	২১১
৫। গোমতী বন বিভাগ	৬৭	৩৩
৬। উত্তর বন বিভাগ (কৈলাসহর)	৮৩০	১,৮৮৪
৭। উদয়পুর বন বিভাগ	২০৩	১৬১
৮। সদর বন বিভাগ	৩,৩৬৯	২,৬৭০
৯। কাঞ্চনপুর বন বিভাগ	৮৪	৩৪৬
মোট	৫,৯০৩	৭,৬৯১

২। বনদপ্তরের অনুমোদিত নিয়মে চারা রোপন করিলে বিভিন্ন জাতের গাছের চারা রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন কিস্তিতে বিভিন্ন হারে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীফয়জুর রহমান :— রাজ্যের ব্লক লেভেলে ফরেষ্ট সাব কমিটি না থাকায় সোস্যাল ফরেষ্ট থেকে যে সমস্ত চারা বনটন হয়, কিংবা চারা রোপনের ক্ষেত্রে ফরেষ্ট থেকে সাহায্য করা হয় তাদেয় সেই সব কাজের মধ্যে ক্রটি বিচ্যুতি রয়েছে। আমরা দেখেছি, বি. ডি. সি.—এর মিটিংয়ে ফরেষ্ট দপ্তরের কোন লোক উপস্থিত না থাকার জন্য তারা কি কি কাজ করছেন তার খবরও আমরা পেতে পারি না। এই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি, বি ডি সি-এর মিটিংয়ে সোস্যাল ফরেস্ট থেকে আমাদের গাঁও প্রধানগণ যথেষ্ট উৎসাহ পাচ্ছেন না। কিন্তু কেন তারা উৎসাহ দিচ্ছেন না, এটা আমাদের তদন্ত করে দেখা উচিত। হতে পারে, গাছ লাগাবার জন্য যে পরিমাণ জায়গা দরকার সেটা না থাকার জন্য ওরা উৎসাহ দিচ্ছেন না। অতিরিক্ত টিলা জমিতে যাতে বনায়ন করতে পারেন সে জন্য রাজস্ব দপ্তরে দরখাস্ত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়তঃ মাননীয় সদস্য বলেছেন, বি. ডি. সি,-এর মিটিংয়ে ফরেস্ট দপ্তরের লোক থাকে না। কিন্তু, আমি যেসব বি ডি সি-এর মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলাম তখন তাদের দেখতে পেয়েছি। যদি এর অর্থ এই হয়ে থাকে যে, চীফ মিনিষ্টার বা মন্ত্রী মিটিংয়ে গেলে তারা আসেন অন্যক্ষেত্রে আসেন না, তাহলে সেটা খুবই দুঃখজনক। তারা যাতে বি ডি সি-এর মিটিংয়ে উপস্থিত হন সেটা দেখা হবে। সামনে বন মহোৎসব। বি ডি সি-এর সদস্যদের আমি অনুরোধ করব, আপনারা এজেণ্ডা তৈরীতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করুন। যখন যে বিষয়ে প্রাধান্য থাকবে, তখন সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আউস ফসলের টাইমে আউস বীজ বণ্টনে, জুম ফসলের টাইমে জুম বীজ বনটনে গুরুত্ব দিতে হইবে। এইভাবে আলাদা আলাদা আইটেম নিয়ে বি ডি সি-এর মিটিংয়ে এজেণ্ডা রাখার জন্য পঞ্চায়েত প্রধানদের যেন বলা হয়। নতুবা, পঞ্চায়েতের মধ্যে বনায়নের অগ্রগতি সম্ভব হবে না।

শ্রীনকুল দাস :— স্যার, এই সোস্যাল ফরেষ্টের জন্য আমরা গত বছর বি ডি সি-এর মিটিংয়ে ৫০ জনের লিস্ট দিয়েছিলাম সাহায্য করার জন্য। এইবারও ৫০ জনের লিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, লিস্ট যা দেওয়া হয় তাদের সময় মত চারা দেওয়া হয় না। কাজেই কাগজে-পত্রে যে সমস্ত ট্রাবলস্ রয়েছে এইগুলি ঠিক করার ক্ষেত্রে বন দপ্তরের সামগ্রিকভাবে সহায়তা করা দরকার। এই ত্রুটি থাকার ফলে ইচ্ছা থাকলেও বনায়ন করার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচেছ। এই ব্যাপারে বনদপ্তর থেকে নজর দেওয়া হবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আমলাতান্ত্রিক বাধা থাকলে তা দূর করা হবে। আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই, বনজ সম্পদ আজ অনেক কমে গেছে। যেমন বাঁশের ঝোপ আগে যা পেতাম এখন তা লোপ পাচেছ। একটা বাঁশের ঝোপ পেতে হলে ১০ মাইল যেতে হবে। আর প্ল্যানটি মিটেরিয়েলস্ বলতে যা বুঝায় তা আমাদের অফুরন্ত আছে। আপনারা চাইলে বন দপ্তর সাপ্লাই করতে পারবে।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ— আমরা দেখেছি, বন দপ্তর থেকে ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাটে গাছের চারা লাগাচ্ছেন। এই কাজগুলি পঞ্চায়েতগুলিও করবেন। এইসব মূল্যবান গাছের চারা যা লাগানো হচ্ছে, সেগুলি রক্ষা করার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করার নিশ্চয়ই কোন অর্থ থাকতে পারে না। কাজেই আমি মনে করি, চারার পরিমাণ কমিয়ে, বেড়া বেশী দিয়ে, এই চারাগুলি ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সরকার ভাবছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করব, বড় রাস্তায় যেসব গাছের চারা লাগান হয়েছে সেগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কিন্তু পঞ্চায়েতের মধ্যে যেসব গাছের চারা লাগান হয়েছে সেগুলির দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। মাননীয় বিধায়কগণ, এ ডি সি-এর মেম্বার এবং পঞ্চায়েত প্রধানদের, মেম্বারদের এই ব্যাপারে নজর দেবার জন্য অনুরোধ করব। আমরা এই ব্যাপারে সামান্য অর্থ দিই। তাতে ব্যাপকভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। গরু যাতে না খায়, বিভিন্নভাবে গাছ যাতে নষ্ট না হয় সে জন্য দৃষ্টি দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES – "A" & "B"

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা করে গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"বিগত ১৫ই এপ্রিল, 'ত্রিপুরা বন্ধে' কংগ্রেস (ই) পিকেটার্সদের উপর সচি-বালয়ের সম্মুখে পুলিশের লাঠি চালনা ও তাহার ফলে প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সহ কতিপয় মহিলা কর্মী ও এন, এস, ইউ, আই, নেতা আহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার মহোদয়কে উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— স্যার আমার বিষয়টি হলো—

"বিগত ১৫ই এপ্রিল, 'ত্রিপুরা বন্ধে' কংগ্রেস (ই) পিকেটার্সদের উপর সচি-বালয়ের সম্মুখে পুলিশের লাঠি চালনা ও তাহার ফলে প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সহ কতিপয় মহিলা কর্মী ও এন, এস, ইউ, আই, নেতা আহত হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং কখন অথবা পরে কবে তার বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি আগামী ৩রা জুন, ১৯৮৫ইং তারিখে এ বিষয়টির উপর আমার বক্তব্য রাখিব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আরও একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মাণিক সরকার মহোদয় এর নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা করে গুরুত্ব অনুসারে উৎপাদন করার অনুমতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—

"রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বেশীরভাগ মহকুমায় টেলিফোন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় উদ্ভুত সমস্যা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয়কে উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমানিক সরকার :— স্যার, আমার বিষয়টি হলো --

"রাজধানী আগরতলা সহ রাজ্যের বেশীরভাগ মহকুমায় টেলি-ফোন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় উদ্ভুত সমস্যা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার : - আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষণি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার : - স্যার, এ সম্পর্কে আমি ৩১শে মে হাউসের সামনে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে একটি রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। গত ২৭.৫.৮৫ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয় প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছিলেন এবং সভাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন আজ পুরো রিপোর্ট পেশ করবেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তার রিপোর্ট পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তু হলো—

"গত ২৫শে এবং ২৬শে মে ১৯৮৫ইং প্রবল বারিপাত, ঝড়, বৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ত্রিপুরার কয়েকটি স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় জনজীবনে যে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে সে --সম্পর্কে।"

শ্রীখগেন দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২৪শে থেকে ২৬শে মে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টি ও ঝড়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোথাও কোথাও মাটি ধ্বসে

গেছে এবং বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় সরকারী রিলিফ ক্যাম্প খুলে তাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত যে রিপোর্ট পেয়েছি তাতে খোয়াই সাবডিভিশনে ২০টি ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং তার মধ্যে ৩ হাজার পরিবার সেখানে ছিলেন। সদর সাবডিভিশানে ৪০টি ক্যাম্প খোলা হয়েছে, সেখানে শরণার্থী সংখ্যা হলো ৮১১৬ জন। সোনামুড়া বিভাগে নলছড়ে ২০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদেরকে নিকটবর্তী সেফার জায়গায় নেওয়া হয়েছে। কৈলাশহর বিভাগে ৪৫টি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল, তাতে আনুমানিক পরিবারের সংখ্যা হলো ৮ হাজার এবং তাদের লোকসংখ্যা হলো ৪০ হাজার। ধর্মনগর বিভাগে ৫১৫টি পরিবার বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন। তার মধ্যে ধর্মনগর শহরে ৪টি ক্যাম্প খোলা হয়েছে। কমলপুর বিভাগে ৭টি ক্যাম্প খোলা হয়েছে তাতে ৪৮১টি পরিবার সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরায় যদিও ফরমেল ক্যামপ খোলার কোন রিপোর্ট আমার কাছে নেই, কিন্তু দেখা যায় বগাফা এবং সাঁতচান্দ ব্লকে কিছু কিছু পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং অনেক ক্যামপ থেকে লোকজন চলে গিয়েছেন এবং বাকীরাও যেতে শুরু করেছেন। আমরা লাস্ট ইয়ারের রেট ১.৫০ টাকা অনুযায়ী তাদের রিলিফ দিয়েছি, প্রতিদিন ম্যাক্সিমাম সাড়ে সাত টাকা করে ক্যাশ ডোল দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় যে মেডিক্যাল ক্যাম্প খোলা হয়েছে সেখানে মেডিক্যাল টিম ওদের চিকিৎসা করেছেন। ধ্বস নেমে এবং বন্যার ফলে ৯ ব্যক্তি মারা গেছেন। তার মধ্যে পশ্চিম জেলায় ৭ জন, উত্তর জেলায় ১ জন ও দক্ষিণ জেলায় ১ জন। যারা মারা গেছেন তাদের নাম হলো—

1. Smt. Kanya Laxmi Deb Barma, W/o Late Dinabandhu Deb Barma aged 95, of Champlai under Teliamura Block (due fo landslide).

2. Kumari Mina Deb Barma, D/o Mahendra Deb Barma, aged 10, of Champlai under Teliamura Block (due to landslide).

3. Kumari Rekha Deb Barma, D/o Mahendra Deb Barma, aged 2 years of Champlai under Teliamura

Block (due to landslide).

4. Shri Nepal Goala, S/o Mohan Goala, aged 2 yrs. of Champlai under Teliamura Block (due to landslide).

5. Shri Monoranjan Debnath, aged 22 years of Ghilatali under Teliamura Block (due to drowning).

6. Smt Padmakanya Marsum, D/o Kashilal Marsum, aged 23 yrs. of Kaiyalong under Jirania Block (due to landslide).

7. Smt. Padmalaxmi Marsum, D/o Kashilal Marsum, aged 15 years of Kaiyalong under Jirania Block (due to landslide)

8. Smt. Gauranghati Tripura, D/o Jatindra Kumar Tripura of Uttar Bharatchandranagar under Belonia Sub-Division (due to a tree fall on her house).

9. Shri Ranga Purana Chakma, S/o. Late Raj Kumar Chakma, aged 30 years of Maju P. S. under Kailasahar Sub-Division (due to drowing).

এখন পর্যন্ত প্রাথমিক রিপোর্টে দেখা যায় ২১,৪২০টি পরিবার ৪০টি রেভেনিউ গ্রামে এবং ১৪০টি বাড়ী সদর সাব ডিভিশানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ১১০০ বাড়ী আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাস্তাঘাটে যেখানে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলি হল—শান্তিনগর, রাজনগর, করইলং দক্ষিণ পুলিনপুর, লালছড়া, ছাড়গনকি, সোনাতলা, কল্যাণপুর এবং খোয়াই শহরের আশপাশ এলাকাসমূহ, রাধানগর, অভয়নগর, রঞ্জিৎনগর,

রামপুর, রামনগর, জয়নগর, রাজনগর, ভট্টপুকুর, পশ্চিম প্রতাপগড়, মেলারমাঠ, পূর্ব নলছড় পশ্চিম নলছড়, বগাবাসা, খস চৌমুহনী, তুলভনারায়ণ, বড়দোয়াল, রুদীজলা, খেদাবাড়ী, এবং সোনামুড়া শহরের সাবডিভিশানের আশপাশ এলাকাসমূহ, মানিকভাণ্ডার, হালাহালি, কালাছড়ি, হেরারখোলা, বাড়াসুরমা, পাচাশী এবং কমলপুর সাবডিভিশানের বিভিন্ন এলাকাসমূহ, কুর্ত্তী, ব্রজেন্দ্রনগর, সাতসঙ্গম এবং ধর্মনগর সাবডিভিশানের বিভিন্ন নীচু এলাকাসমূহ।

সামরুরপার, গোণ্ডারপুর, ইছারপুর, পাইতুর বাজার; সোনাইমুরী, ফটিকরায়, নিদেবী পাবিয়াছড়া এবং কৈলাসহর নোটিফায়েড এরিয়ার কিছুটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরায় ঝড়ে বেশ কিছু বাড়ীঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং গাছ-গাছরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং জনসাধারনের সম্পত্তিও সেখানে অনেক নষ্ট হয়েছে, প্রচুর পরিমাণ ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন সেখানে এসেসমেণ্ট চলছে। মনু পি. এইচ. সির হাসপাতালের চালটা উড়ে গিয়েছিল, এটাকে এখন রিপেয়ার করানো হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যাস্ত হয়েছে কৈলাশহরের যে রাস্তাগুলি হয়েছে যেখানে কৈলাশহর এবং ধর্মনগর, কুমারঘাট এবং কৈলাসহর, আমবাসা এবং কমল-পুর, উদয়পুর এবং অমরপুর, অমরপুর এবং অম্পি, ধর্ম্মনগর এবং কদমতলী, কাঞ্চনপুর এবং দশদা, দশদা এবং আনন্দ বাজার, কাঞ্চনপুর এবং জলেবাসা এইগুলি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেহেতু কুলাই যে ব্রীজটা ছিল সেটা জলে নিয়ে গেছে, এখন সেনাবাহিনীকে আমরা অনুরোধ করেছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি ওরা একটা ভ্যালি ব্রীজ ওখানে দিয়ে যোগা-যোগের ব্যবস্থা করেন। অস্থায়ী পুল আছে কাঞ্চনপুর দেও নদীর উপরে মনু চানতৈল, বিলোনীয়া শহরে গোমতী সোনামুড়া এইগুলিও ঝড়ে নিয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যের বিভিন্ন ইনটেরিয়র এলাকার মধ্যে সেখানে ছোট ছোট পুল ও কালভার্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেলিয়ামুড়া-খোয়াই রোডও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধ্বস নেমে যাওয়ার জন্য। এখন পর্যাস্ত এই সব ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে কৈলাশহর-ধর্মনগর রোডে লাইট যানবাহনের জন্য গতকাল থেকে খোলা হয়েছে এবং আজ ভারি যানবাহন তাতে চলাচল করবে এই রকম রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে, কৈলাশহরের যে রাস্তাগুলি হয়েছে সেখানে আমবাসা-কমলপুরে ভায়া ডলুবাড়ী ডাইভারশান দিয়ে এখানে দুটো জীপ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, উদয়পুর-অমরপুর রোড খোলা হয়ে গেছে যানবাহন চলাচল করার জন্য; অমরপুর-অম্পির

পুরো রিপোর্টটা এখনও সরাসরি আমাদের কাছে এসে পৌছায়নি, কাঞ্চনপুর-দশদা এস. পি. টি ব্রীজটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সোনামুড়া-বিশ্রামগঞ্জ রোডে নলছড়ের উপরে যে ব্রীজটা ছিল আছে সেটা এখন যানবাহনচলাচলের জন্য রেডি হয়ে যাবে, গঙ্গাছড়া-আমবাসা ওখানে জীপ চলাচল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ভারি যানবাহনের ব্যবস্থা এখনও হয় নি। কুমারঘাট-কৈলাশহর রোড এখানে লেণ্ডস্লাইড যেটা আছে সেটা সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় রোপ্টার কমিউনিকেশ্যান পুনরোদ্ধারের ফলে আমাদের টি, আর, টি, সি, বাস বিভিন্ন জায়গায় চলছে আগরতলা-ধর্মনগর গতকাল তিনটি টি, আর. টি, সি, বাস চলেছে. আজও তিনটি চলবে। আগরতলা-কমলপুর থেকে আজ দুটি টি আর. টি. সি. বাস চলেছে. আগরতলা-গণ্ডাছড়া থেকে আজ একটি টি. আর. টি, সি, বাস চলেছে। সাব্রুম থেকে গতকাল দুটি বাস গেছে এবং আজও একটি টি, আর. টি, সি, বাস গেছে, বিলোনীয়া থেকে গতকাল দুটি টি, আর. টি, সি, বাস গেছে এবং আজও একটি গেছে, চেলাগাং-এ গতকাল একটি টি আর টি সি বাস গেছে কিন্তু আজ এখন পর্যন্ত ছাড়েনি শিলাছড়িতে গতকাল একটা টি আর টি সি বাস গেছে এবং আজও একটা গেছে, উদয়পুরে গতকাল টি আর টি সি বাস দুটি গেছে এবং আজও একটি গেছে জম্পুইজলা গতকাল একটা টি আর টি সি বাস ছেড়েছে কিন্তু আজ এখন পর্যন্ত ছাড়েনি. খোয়াই-এ গতকাল টি আর টি সি ৭টি বাস গেছে এবং আজ এখন পর্যন্ত তিনটি বাস গেছে, তীর্থমুখ গতকাল কোন টি আর টি সি বাস যায়নি কিন্তু আজ একটি গেছে। এখন পর্যন্ত যে রেকর্ড তাতে দেখা যায় প্রায় ১০০ কিলোমিটার পাওয়ার লাইন-এ পুলস্ এবং কনড্রাকটরস্কেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছি এটাতে বিভিন্ন জেলা শাসকদের, মহকুমা শাসকদের ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি ফ্লাডে এবং ঝড়ে যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলি তাড়াতাড়ি যাতে এসেস করে আমাদের এখানে পাঠায় এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের আমরা এই দপ্তরের কি ক্ষতি হয়েচে সমস্ত তথ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘর সেগুলিও তাড়াতাড়ি এসেস করে আমাদের জন্য যাতে পাঠানো হয় তারজন্য এসেসমেন্ট চাওয়া হয়েচে এবং ক্ষতিগ্রস্ত যারা হয়েছেন, তাদেরকে আমরা প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য কিছু দেওয়া হয়েচে, আরও ব্যবস্থা হয়েচে। আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমরা আশা করি যারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েচে অতীতের মতো এবারও আমরা যতটুক সম্ভব প্রয়োজনীয় সাহায্য আমরা পৌচে দিতে পারবো। পরবর্তী রিপোর্ট পেলে আরও কি কি সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন সেটা আমরা দেখবো। মাননীয় সদস্য সুধীরবাবুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং

হাউসের অন্যান্য সদস্যদেরও বলছি আমাদের যা ক্ষতি হয়েছে তা লিখে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য যাতে পেতে পারি তার জন্য সবাই সমবেতভাবে চেষ্টা করতে হবে। আমি আশা করি এ সম্বন্ধে হাউসের সবাই একমত।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে যে তথ্য পরিবেশন করলেন তাতে দেখা যায় ধর্মনগরের ৫২৫টি পরিবারের কথা বলা হয়েছে এবং অন্যান্য জায়গার জনসংখ্যাও দেখানো হয়েছে এবং এমন একটা গ্রামের নাম করা হয়েছে যা অতীতে বন্যার কবলে পরেছে, কিন্তু গত দু বছর ধরে সেই সব এলাকায় সেই ধরণের বন্যার প্রকোপ হয় নি কিন্তু ধর্মনগরের পাশ্ববর্তী যেসব গ্রামে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জনসাধারণের কাছ থেকে রিপোর্ট এসেছে মাননীয় মন্ত্রীর পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে তা নেই, যেমন কাকড়ীর পার, কালেশ্বর, টংগীবাড়ী, গুরুয়ার, ইয়াকিনগর, ভাগ্যপুর, আলগাপুর সহ বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশিত তথ্য এখানে নেই। কাজেই এই সংবাদটা সরবরাহের এত বিলম্বের কারণ কি এবং এখনও যে সব তথ্য উদঘাটিত হয়নি তা সংগ্রহ করার জন্য অবিলম্বে চেষ্টা করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— স্যার, ধর্মনগর শহর এবং তার আশেপাশের কিছু গ্রাম সব জায়গার নাম দেওয়া সম্ভব হয় না, নামগুলি আছে আমরা এস ডি ও, ডি একে ইনষ্ট্রাকশন দিয়েছি যাতে রোজই এই বন্যার পরবর্তী পরিস্থিতি সিগন্যাল দিয়ে জানিয়ে দেয়।

শ্রীমানিক সরকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বিস্তৃতভাবে সভার সামনে তথ্য উপস্থিত করেছেন এটা আনন্দের বিষয়। আমি দুটি বিষয়ে একটু পরিস্কার হয়ে নিতে চাই। প্রথমতঃ এখন রাজ্যে কয়টি শরণার্থী শিবির আছে এবং সেখানে যারা আছেন তাহাদের সাহায্যের প্রশ্নে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি কিছু তথ্য দেন তাহলে ভাল হয়।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বিবৃতিতে বলেছি অনেক ক্যাম্পেই ক্যাম্প থেকে চলে গেছে, আরও চলে যাচ্ছে। এখন রোজই সিগন্যাল আসছে। কয়টা ক্যাম্প আছে এই তথ্যটা এই মুহূর্তে আমার কাছে নাই। বন্যার পরে আমাদের সাধারণতঃ একটি ষ্ট্যাণ্ডিং ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া আছে জল নামার পরে বিভিন্ন ধরণের রোগ দেখা দিতে পারে, এই ব্যাপারে আমরা প্রত্যেক সি এম, ও-দের সতর্ক করে দিয়েছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, এইখানে যে বিগত বন্যার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি রাখলেন, এইখানে স্বাভাবিক কারণে একটা প্রশ্ন আসে বন্যা

সম্পর্কে, এই বৎসরে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সরকার আগে থেকে এই বন্যা আসবে এবং এই বন্যার হাত থেকে বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করা যায় তার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা খোয়াই বিভাগে প্রায় গত মাসে মিটিং করে বন্যা সেখানে আসার পরে প্রথম অবস্থায় তাকে বাঁচানোর জন্য নৌকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নৌকাগুলি করার কথা ছিল। বন্যার সময়েতে কল্যাণপুর এলাকায় নৌকা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তখন কোন নৌকা নেই। ১টি মাত্র নৌকা সাহায্য করেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণপুর-এ ১০টি পরিবার, চতুর্দিকে জলবেষ্টিত হয়ে আছে, তাদেরকে উদ্ধার করবার জন্য ১টি নৌকা নাই। আমরা শেষ পর্য্যন্ত রাত্রি ৮টার পরে আমাদের প্রেস নোটে বলতে বাধ্য হই এখানে একটি নৌকাও নেই। এমনকি কমলপুর ডি, সি, অফিসে সেখানে একটি গাড়ী নাই। একটা গাড়ী নেই, একটা নৌকা নেই শেষ পর্য্যন্ত আমরা প্রেস নোটে বলতে বাধ্য হয়েছি। পরবর্ত্তী সময়ে রাত্রি ১১টার পরে জল নেমে আসে। মানুষগুলিকে রক্ষা করা যায়। তাই আমি বলছি আগামী দিনে যাতে এই অবস্থাটা না হয় তার জন্য যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় অর্থাৎ গাড়ী, নৌকা ইত্যাদি রাখার জন্য যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেই ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জানাচ্ছি।

শ্রীখগেন দাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা ঠিক যে আমরা বিভিন্ন সাব-ডিভিশানে এস, ডি, ও-রা বন্যার সময়ে যাতে বন্যা কবলিত অংশের মানুষদের নিয়ে আসতে পারেন তার জন্য নৌকা এবং আরও বিভিন্ন ব্যবস্থা করার জন্য আগে ওরা মিটিং করেছেন। এইটা খুব দুঃখজনক যে, বিভিন্ন বিভাগে নৌকা তৈরী করার জন্য অগ্রিম টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু হয়ত কোন কোন বিভাগে যেমন মাননীয় সদস্য বলেছেন দেখা যায় সব জায়গায় এখনও নৌকা তৈরী এখনও হয়নি। সেইসমস্ত জায়গায় যাতে নৌকা অবিলম্বে তৈরী করার ব্যবস্থা করেন তার জন্য এস, ডি, ও-কে নির্দেশ দেব।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা গত কয়েকদিন ধরে যে বন্যা এবং বন্যার সঙ্গে ঝড়েও বহু ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েছে এই সমস্ত খবর আমাদের কাছে এসেছে এবং ঘরবাড়ী নষ্ট হয়েছে এমন বহু পরিবার আছে, আশ্রয়হীন অবস্থায় আছে। এই সমস্ত খবর আমার কাছে আছে। দ্বিতীয়তঃ বন্যায় মাননীয় মন্ত্রী যেটা বললেন এবং বহু মাননীয় বিরোধী দলের নেতারা বলেছেন যে অনেকে নানা কারণে ক্যাম্পে যেতে অসুবিধা বোধ করেন, অনেক সময়ে কাছাকাছি কোন জায়গায় আশ্রয় নেন সেখান থেকে তাদের

নিজেদের ঘরবাড়ী রক্ষা করার প্রচেষ্টা নেওয়ার জন্য। এই অবস্থায় এমন বহু লোক আছে যারা নাকি সাহায্য পাচ্ছে না। এই অবস্থায় আমি ব্যক্তিগতভাবে এস. ডি, ও-র সঙ্গে এবং সরকারী কর্মকর্ত্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে কোন সহানুভূতিশীল আচরণ আমরা পাইনি। এই যে একটা নিয়ম করা হয়েছে শুধু ক্যাম্পে গেলেই সাহায্য দেওয়া হবে, আর তা না হলে দেওয়া হবে না। এইটা ঠিক না। সাহায্য করার ব্যাপারটা হচ্ছে যারা সত্যি সত্যি অ্যাফেক্‌টেড হয়েছে তাদের কাছে পৌছানো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই নিয়ম অনুসারে যারা প্রকৃত পাওয়ার তারা এই সাহায্য পাচ্ছে না। এই ব্যাপারে আমার কাছে কিছু লোক আসে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে এস. ডি, ও-র সঙ্গে দেখা করি। উনারা বললেন যে তাদের সাহায্য করার কোনরকম সরকারী নির্দেশ তাদের কাছে আসেনি এবং আমরা মনে করি এতে আমরা কোন সহানুভূতি লক্ষ্য করিনি। কারণ। সেখানে তাদের সাহায্য করার কোন মনোভাব দেখিনি। এই ধরণের মনোভাব খুবই দুঃখজনক। বিশেষ করে এস, ডি, ও যেভাবে বললেন এটা খুবই দুঃখজনক। আমি বললাম যে, লোকগুলি পথে আছে ঘরবাড়ী ছাড়া হয়ে, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে আপনি নিজে তদন্ত করে দেখুন, কিন্তু তার কাছ থেকে কোন সহানুভূতিসূচক মনোভাব পাইনি। এইটা আমি দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের সরকারী একটি সিদ্ধান্তকে মাননীয় সদস্য মজুমদার পাল্টাতে বলছেন। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে যারা সত্যিই এফেক্‌টেড তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে। তবে অফুরন্ত টাকা আমাদের নাই। আমরা লক্ষ্য করেছি, কিছু লোক এই মানুষের দুর্ভাগাজনক অবস্থার সুযোগ নিয়ে এটাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। ৫ বৎসর আগে ফ্লাড হয়ে গেছে এখনও সেই সমস্ত লিষ্ট আসতে আরম্ভ করেছে। এইটা খুবই দুঃখজনক। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমজুমদারকে অনুরোধ করব অন্য ধরণের যেসব সাহায্য দরকার, ঘরবাড়ী যাদের নষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই আমরা তাদেরকে দিচ্ছি, দেব কিন্তু বাড়ীতে বসে সাহায্য পাবে, এই নীতিটা চালু করা ঠিক না। হয়ত মজুমদার যে কেইসগুলি এনেছেন তা জেনুইন কিন্তু বহু কেইস আসবে যেগুলি হয়ত মজুমদারের মত জেনুইন মানুষ সেই জেনুইন কেইস নিয়ে আসেনি। আমরা ত বহু লোককে দেখেছি লিড করতে এই ব্যাপারে। গ্রামের থেকে মেয়েদের এনে রাত্রি ১০টার পরে কিছু দালাল আছে প্রেসার দিয়ে তাদের দিয়ে এইসব করছে। আমি আশা করি

মাননীয় সদস্যারা এইগুলি সমর্থন করবেন না। জেনুইন কেইস হলে আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য দেব। যারা দরখাস্ত লিখে দেন তারা ১৫০-২০০ টাকা করে তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করছেন। তার জন্য আমরা ২-১ জনকে গ্রেপ্তার করেছি। দুঃস্থ লোকদের বিভিন্ন রকমের দুঃখকষ্টের সুযোগ নিয়ে এটাকে একটা পেশা হিসাবে গ্রহণ করছে অনেকে। তবে জেনুইন কেইসগুলি আমরা দেখব এই প্রতিশ্রুতি আমরা দিতে পারি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ঃ—স্যার, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এইটা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে কথাটা বললেন যে এইটা আমরা স্বীকার করছি এই কারণে যে, এই ধরণের ঘটনা যে ঘটছে তা যে কোন লোকের পক্ষেই কোনটা আসল আর কোনটা নকল সেটা বুঝতে বা একটু তদন্ত করলে সেটা নিশ্চয়ই ধরা পরবে, এই কথা বলতে পারেন না যে যারা ক্যাম্পে যায় তাদের মধ্যে সবাই জেনুইন আর যারা ক্যাম্পের বাহিরে থাকে তারা সবাই ইনজেনুইন, এই পরিস্থিতিতে আপনার এই মিনিংটা করা সম্ভব, কিন্তু এখানে যে কোন রকম ডিফেক্ট থাকবে না তার কোন গ্যারান্টি নাই, এখানেও থাকবে এবং থাকছে। এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে, আমি আগেই বলেছি যে, উদ্বাস্তু নির্বাচনে কিছু ডিফ্যাক্ট থেকে যাচ্ছে, নানা কারনে অনেকে ক্যাম্পে যায় না, কিছুটা মানসিক ব্যাপারে কিছুটা বা নিজেদের ব্যাপারে। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমি এখানে যে মানুষদের কথা বলছি ওনারা চন্দ্রপুরের বাসিন্দা। তাদের জন্য ক্যাম্প করা হয়েছে প্রাচ্য ভারতী স্কুলে, এখানে থেকে যদি একজন লোককে ক্যাম্পে যেতে হয় তাহলে তার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় না, কারণ সেখান থেকে তারা নিজেদের বাড়ীর দিকে লক্ষ্য রাখতে পারে না। আমি যেটা বলতে চাইছি যে, যে লোকগুলি সেখানে দুস্থ অবস্থায় ছিল তারা খাওয়া পায় নি এই ধরণের অভিযোগ আমার কাছে আছে এবং সেখানকার এস. ডি. ও-র সেটা বুঝা উচিৎ ছিল এবং সেই ভাবে করা উচিৎ ছিল। তা না করে তিনি বলেছেন যে তোমরা ক্যাম্পে আসনি বলে তোমাদেরকে সাহায্য দেওয়া হবে না, এটাকে মোটেই সমর্থন করা যায় না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ—স্যার, এই বন্যায় যারা মারা গেছেন তাদের ক্ষেত্রে সরকার কি রকম সাহায্য করবেন এবং তার পরিমাণ ও প্রকৃতি কিরূপ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস ঃ—স্যার, আমাদের গত বারের যে স্কেল ছিল আমরা তাতে বন্যায় যারা মারা গেছেন তাদের একজনের ক্ষেত্রে দিয়েছি ৫ হাজার টাকা, আর একজনের বেশী হলে দিয়েছি ১০ হাজার টাকা, সারা ভারতে যদিও একজনের ক্ষেত্রে দেয় মাত্র এক হাজার টাকা। সুতরাং বন্যায় যারা মারা যাবেন তাদেরকে আমরা সাহায্য দেব।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার ঃ— স্যার, এই বন্যায় ও ঝড়ে যাদের বাড়ীঘর নষ্ট হয়েছে তাদের সেই বাড়ীঘর তৈরী করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং পুরোপুরীভাবে এই বাড়ীঘর তৈরী করার জন্য কি ব্যবস্থা নেবেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস ঃ— স্যার, এই ব্যাপারে আমরা এস, ডি, ও, এবং ডি, এম'দের বলেছি যে যেখানে ফুললী ডেমেজ হয়েছে, আর যেখানে পার্টলির ডেমেজ হয়েছে রিসেন্টলী তোমরা আমাদের কাছে রিপোর্টটা পাঠাও। ফুললী ডেমেজের জন্য একটা স্কেল থাকে আর পার্টলী ডেমেজের জন্য একটা স্কেল থাকে ; আমি আশ্বাস দিচ্ছি এই হাউসকে যে যেখানে যেরকম ডেমেজ হয়েছে সেখানে আমাদের স্কেল অনুযায়ী আমরা সাহায্য করব ঐ রিপোর্টটা পেলেই।

নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই জানেন যে, গত দুইবার যে বন্যা হয়ে গেছে তাতে গরু ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু ভেসে গেছে, বিশেষ করে যারা কৃষক এবং তাদের মধ্যে যাদের গরু ভেসে গেছে তারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কাজেই এইবার এই ধরনের কোন রিপোর্ট আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? গত বন্যায় যে সমস্ত গরু ভেসে গিয়েছিল সেগুলি এখনও দেওয়া হয়নি এবং নানান রকম স্কীম অনুযায়ী ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়ার কথা ছিল তাও এখনও দেওয়া হয় নি, যার ফলে সেই গুরুগুলি এখনও কৃষকদের ঘরে আসেনি। কাজেই এই ব্যাপারে কি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এবারও যদি কোন ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে কি ধরণের ব্যাবস্থা নেওয়া হচ্ছে, এইটা জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস ঃ— স্যার বিধানসভার গত অধিবেশনে এই প্রশ্নটা উঠেছিল এবং আমরা তাতে বলেছি যে এই ব্যাপারে ব্যাঙ্কের সঙ্গে এর লিঙ্ক আছে। কাজেই ব্যাঙ্ক যাতে তাড়াতাড়ি এইটা দেয় তার জন্য আমরা সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছি। এবার কোন গরু বা অন্যান্য পশু মারা গেছে কি না তার রিপোর্ট আমাদের কাছে এখনও ডিটেলস আসেনি, কয়েকদিনের মধ্যে সেটা এসে যাবে এবং এসে গেলে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।

শ্রীজহর সাহা :— বন্যাতো একটা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় এবং সেটা অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ায় এবং সেটার জন্য যে কোন সরকারই থাকেন না কেন তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারও থাকে না। তবে স্বীকার করি মাননীয় সদস্য মাখনবাবু বলেছেন যে, বন্যায় মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ করে তখনকার অবস্থায় যারা জলমগ্ন বা বিভিন্ন কাজে আটকে গেছেন তাদেরকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে তিনি নৌকার ব্যাপারে যে কথাটা বলেছেন, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এলাকাতে যে নৌকা চাওয়া হয়েছিল সেটা পর্য্যাপ্ত নয় এবং পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেল যে সমগ্র অঞ্চলের জন্য মাত্র দুইখানা নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বর্তমান পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ১৯৮৩ সালে যেটা দেখলাম যে মাত্র দুইটা নৌকা দিয়ে সবাইকে সামলানো যায় না, ফলে ব্যাপক প্রাণ হানির আশংখা দেখা যায়। তাই আপনার কাছে আমি অনুরোধ করব যে অমরপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাতে যে বন্যা হয় বিশেষ করে রামপুর, রাঙ্গামাটি, বীরগঞ্জ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকার জন্য অন্তত পক্ষে দশ খানা নৌকার ব্যবস্থা করা যায় কি না, সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় সদস্য যে বলেছেন, এই ব্যাপারে এখানে একটা মিটিং হয়েছিল এবং তাতে বিভিন্ন এলাকার এস. ডি. ও-রা ছিলেন এবং তাতে যার যা প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, মানুষ যাতে বিপন্ন না হয় তার জন্য যে নৌকার প্রয়োজন তা দেওয়া হবে এবং আমি আবার বলছি যে নৌকা তৈরীর কাজ আমরা শুরু করেছি, কিন্তু নৌকা তৈরী করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধার জন্য সেগুলি এখনও তৈরী হয়নি। তবে যাতে তাড়াতাড়ি তৈরী করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ — আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস মহাশয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল : — "গত ১০-৫-৮৫ ইং নলছড়ে শ্রীমতি রীণা সাহা নামে জনৈকা মহিলাকে গণ-ধর্ষণ সম্পর্কে"। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনারায়ণ দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

তিনি উপস্থিত আছে, কাজে মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এইটা সম্পর্কে আগামী ৩রা জুন বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৬-৩-৮৫ ইং বিলনীয়া বিভাগের পূর্ব চরকবাই আর. এফ মৌজার পীতরাই পাড়ায় শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীনগেন্দ্র কুমার বিশ্বাস ও শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ীতে ডাকাতি হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৬-৩-৮৫ ইং তারিখে এই ধরণের কোন ঘটনার সংবাদ নাই। তবে বিগত ১৭-৩-৮৫ ইং তারিখ রাত আনুমানিক ১-৩০ মিঃ-এর সময় ১৬/১৭ জনের একটি ডাকাতদল দা লাঠি ও একটি দেশী বন্দুক সহকারে পিতরাই বাড়ীর শ্রীমণিন্দ্র বিশ্বাস ওরফে শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়ীর ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং শ্রী বিশ্বাসকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লাঠির আঘাতে জখম করে। এর পর ডাকাত দলটি শ্রী বিশ্বাসের ঘর হইতে ৮টি ব্রোঞ্জের চুড়ি, ২টি ব্রিফ কেইস, ৩টি ধুতি, ১টি শার্ট, ৩টি মাছ ধরার জাল এবং নগদ ৩,০০০ টাকা লুঠ করিয়া নেয়। শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়িতে যখন ডাকাতি হয় ঐ সময় পার্শ্ববর্তী বাড়ির বাসিন্দা শ্রীনগেন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীনারায়ণ বিশ্বাস ভয়ে বাড়ীর অন্যান্যদের নিয়ে পাশের জঙ্গলে পলাইয়া থাকেন। ইতিমধ্যে ডাকাত-দল শ্রীনগেন্দ্র বিশ্বাসের খালি বাড়ি হইতে নগদ ১১৫০ টাকা ও শ্রীনারায়ণ বিশ্বাসের খালি বাড়ি হইতে নগদ ২০০ টাকা ও একজোড়া সোনার দুল লুঠ করিয়া নেয়। লুণ্ঠিত মালাগুলি নিয়া ডাকাতদলটি রাতের অন্ধকারে দক্ষিণ পূর্ব দিকে পলাইয়া যায়।

উক্ত ঘটনাটি শ্রীমণীন্দ্র বিশ্বাস ওরফে শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাসের মেয়ে শ্রীমতি অনিমা বিশ্বাসের জবানীতে বাইখোরা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫(ক) ধারায় মকদ্দমা নং—৮ ৩)৮৫ নথিভুক্ত করা হয়।

আহত শ্রীমনোরঞ্জন বিশ্বাসকে চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়া আসা হয়। চিকিৎসার পর তিনি সেখান হইতে ছাড়া পান।

পুলিশ এখন পর্য্যন্ত কোন আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই, কারণ ডাকাতি চলাকালীন বাড়ির লোকজনদের ডাকাতদলের মধ্যে কাহাকেও চিনিতে পারে নাই। লুণ্ঠিত মালগুলিও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তবে উদ্ধারের চেষ্টা চলিতেছে। মোকদ্দমাটির তদন্তকার্য্য এখনো চলিতেছে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে একই দিনে তিনটি বাড়িতে ডাকাতি হলো তারপর লোকজন অনেকেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। এরপর আবার গত ২৩ তারিখে আবার একই রাত্রিতে তিন চারটি বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে গ্রামের বাইরে বা জঙ্গলে বাস করছে। অথচ দেখা যায় বাইখোরা পুলিশ ষ্টেশনটি এই গ্রাম থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে হবে। এই অঞ্চলে আরো সিকিউরিটি ফোর্স পাঠিয়ে সেখানে মানুষের মনে যে ভীতি তা দূর করবার ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি না তা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক যে, এই বাইখোরা থানা এলাকায় পর পর কয়েকটি ডাকাতি হয়ে গেল। সেখানকার পুলিশ ফোর্সকে কিভাবে আরো শক্তিশালী করা যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে ভবিষ্যতে আর এই ধরণের কোন ডাকাতি না ঘটতে পারে।

শ্রীমনোরঞ্জন মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান, স্যার, যে তিনটি পরিবারে ডাকাতি হয়ে গেল—তাদের সকলেই অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলছে। কারণ তাদের জিনিস-পত্র সব ডাকাতদল নিয়ে গেছে—তাদের কিছু অর্থ সাহায্য সরকার থেকে করা যায় কি না সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরণের কোন ডাকাতির ঘটনায় সাধারণতঃ সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। এই পরিবারগুলি এই সাহায্য পেয়েছেন কি না তা জানি না, তবে সরকারী সাহায্য দেবার ব্যাবস্থা রয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণীয় নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২রা মে, '৮৫ ইং তারিখে আই, এন, টি, ইউ, সি, পরিচালিত ত্রিপুরা মোটরকর্মী সমিতির আগরতলা বন্ধের ডাক দিয়ে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে, হাটে, বাজারে, রাস্তায় সর্বত্র এবং সি, পি, আই, (এম) রাজ্য দপ্তরে ব্যাপক সন্ত্রাস সম্পর্কে"।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত ২রা মে, ৮৫ ইং তারিখ ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতি (আই, এন, টি, ইউ, সি,) আগরতলায় ২৪ ঘন্টা বন্ধ পালনের আহ্বান জানায়, ফলে শহরের কিছু দোকান বন্ধ থাকে এবং যাত্রী বহনকারী যানবাহনে চলাচলের অসুবিধা ঘটে। বন্ধ আহ্বায়ককারীদের পক্ষ হতে সরকারী অফিস সমূহে পিকেটিং করে অফিস যাত্রীদের অফিসে প্রবেশ করিতে বাঁধা প্রদান করা হয়। বিশেষ করিয়া মহাকরণ ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের অফিসের গেইট সমূহে তাহারা অবরোধ সৃষ্টি করে। ধর্ণা-কারীগণ যখন উগ্ররূপ ধারণ করিয়া অফিস যাত্রীদিগকে অফিসে প্রবেশ করিতে বাঁধা প্রদান করিতে থাকেন তখন পুলিশ ১০ জন বাঁধাদানকারীদের গ্রেপ্তার করেন। পুলিশ পিকেটকারী-দের অফিস লেইনে ধাওয়া করিলে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করিয়া ইট পাটকেল ছুড়িতে থাকে ও ৩/৪টি ক্রেকার ফোটায়। ফলে ৫ জন সামান্য আঘাত পায় এবং তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। একদল বিক্ষোভকারী মেলার মাঠে অবস্থিত সি, সি, আই (এম) অফিসেও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। বিক্ষোভকারীদের ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ফলে একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ও ৩ জন কনেষ্টবল আঘাত পান।

পরে অফিস যাত্রীরা যথারীতি অফিসে যোগদান করেন এবং অফিস যথাযথ চলে। বেলা ৩টা পর্য্যন্ত সর্বমোট ৬৩ জন ধর্ণাকারীকে আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গা হইতে গ্রেপ্তার করা হয়।

পশ্চিম আগরতলা থানায় পিকেটারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৪২৭।৩৩৩ ও বিস্ফোরক আইনের ৩নং ধারায় মোকদ্দমা নং ২(৫)৮৫, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮।১৪৯।৫০৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৪(৫)৮৫ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৩।৪৪৭।৪২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৩(৫)৮৫ সমূহ নথিভুক্ত করা হয়।

পরবর্তীকালে ধৃত ব্যাক্তিরা আদালত হইতে জামিনে মুক্ত হয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনাকে জানাতে চাই যে, এই আগরতলা শহরে কয়েকজন ব্যাক্তি রয়েছেন যারা বিচারাসনে বসে দেশের সমাজ-বিরোধীদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। ফলে সমাজ-বিরোধীদের পুলিশ ধরে আদালতে প্রেরণ করলে তারা বিচারকদের দয়ায় জামিনে মুক্তি পায় এবং বুক ফুলিয়ে জনসমাজে বিচরণ করে। সুতরাং আমি এই সকল ব্যাক্তিদের অনুরোধ করব তারা যেন ন্যায়াসনে বসে অন্যায় কাজ না করেন, সমাজ-বিরোধীদের প্রতি যেন তারা এরূপ স্নেহশীল না হন।

শ্রীভানুলাল সাহা ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এই মোটর কর্মী সমিতি যেদিন আগরতলা বন্ধের ডাক দেয় সেদিন মোটর কর্মী সমিতির সমর্থকদের সাথে যুব কংগ্রেস আইয়ের সমর্থকরা ইট পাটকেল বোমা ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন অফিসে অফিসে হামলা চালায় এবং পরে সি, পি, আই, এমের অফিসে হামলা করে এবং অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা ফাটায় ও সি, পি, আই, এমের কর্মীদের আক্রমণ করে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, মোটর কর্মী সমিতি ইনটাক সমর্থিত এবং এদের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ রয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি যে, যখনই মোটর কর্মী সমিতি কোন বন্ধের ডাক দেন তখন কংগ্রেস (আই) তাদের সমর্থন করে এবং এই বন্ধকে উপলক্ষ্য করে এদের হামলার লক্ষ্যবস্তু হয় সি, পি, (আই) অফিস।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ভারতের সংবিধানে সংগঠনের অধিকার রয়েছে যে কোন ব্যক্তি যে কোন পার্টি করতে পারে বা সংগঠন করতে পারে। সেই অধিকারে সি, পি, আই এম একটি সংগঠন। কিন্তু উহার উপরে আরেকটি শাসক দলীয় সংগঠনের আক্রমন দ্বারা এটাই প্রমানিত হয় যে এরা গণতান্ত্রিক অধিকার তথা সংবিধানকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। ঠিক তেমনি কয়েকদিন আগে আমাদের সি, পি, আই, (এম) এর একজন বিশিষ্ট নেতাকে তারা হত্যা করল।

স্যার, কয়েকদিন আগে বিহারে সি পি আই এরএকটা নেতৃত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো। কারণ লোকসভায় সি পি আই এর কাছে হেরে গেছে এবং তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটা পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল। কংগ্রেস (আই) এর গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার একটা দৃষ্টান্ত এটা। আমি জানি না পশ্চিম বাংলা এবং ত্রিপুরায় তারও বেশী কিছু

করবেন কিনা তারা, কারণ, এখানে বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে। আমি মনে করি, বিরোধী দলের নেতারা এই পথে শুধু গুণ্ডাদেরই কাজে লাগাতে পারবেন। কোন দায়িত্বসম্পন্ন লোক এই কাজের জন্য কংগ্রেস (আই)-এর পতাকা তলে আসবে না। সুতরাং আমরা অনুরোধ করব তাদের তাড়িয়ে দিন এবং যেসব জায়গায় আমরা অফিস খুলতে পারছি না, সেই সব জায়গায় আমাদের অফিস খোলার সুযোগ দিন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বিবৃতি দিলেন এটা বাস্তবের সঙ্গে কতটুকু সম্পর্ক আছে আমার ঠিক জানা নেই। কেননা এখানে যারা বন্ধ ডেকেছেন তারা শান্তিপূর্ণ পিকেটার ছিল এবং তাদের উপর মিথ্যা কেস এনে তাদের নাজেহাল করার একটা জঘন্য চক্রান্ত এই এরেস্টের ভিতর দিয়ে আমরা দেখতে পাই। দ্বিতীয়তঃ এই পিকেটারদের উপর মেলারমাঠে দা, রামদা নিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে শান্তিপূর্ণ পিকেদাটদের উপর। আমরা দেখেছি যখন বন্ধ হয় তখন যাদের অ্যারেষ্ট করা হয় বনধ শেষে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে এটা একটা জঘন্য চক্রান্ত করা হয়েছে এবং এই চক্রান্ত করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার জন্য সরকার প্রচেষ্টা নিয়েছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, আমি তো বুঝতে পারছি না যে শান্তিপূর্ণ ইট পাটকেল, হসপিটালে যাওয়া—সেটাও শান্তিপূর্ণ। যদি ইঁট পাটকেল, বোমা, শারীরিক নির্যাতন এবং অফিসে গিয়ে হামলা করা, এ সবই যদি শান্তিপূর্ণ হয় তাহলে আমার কি বলার থাকতে পারে ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা যে, স্বশাসিত জেলা পরিষদ ভবনের ভিতর সেখানকার কর্মচারীদের ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে এবং ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এবং কর্মচারীদের মারধোর করা হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এইগুলি ঠিক এবং মাননীয় সদস্য যারা কংগ্রেস (আই), তাদের আক্রমণের হচ্ছে স্বশাসিত জেলা পরিষদ। কারণ, এটাকে তারা মেনে নিতে পারছেন না।

শ্রীনকুল দাস :— এই যে বন্‌ধ সেটা দ্বারা মানুষের জীবিকাকে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার আসল কারণটা কি? আমরা যতটুকু জানি এটা তাদের একটা দলীয় কোন্দলের ব্যাপার। অশোকবাবু সুখময়বাবু কোন্দল করেন এবং সেটাকে ঢাকা দেওয়ার জন্য এই বন্‌ধ ডাকেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সম্পর্কে একটা মামলা রয়েছে। মামলার ভিতর দিয়ে এগুলো বেরিয়ে আসবে।

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPOND QUESTIONS

(Annexure "C")

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো— লেয়িং অব রিপ্‌লাইজ টু দি পোস্টপোন্‌ড কোয়েশ্চান। গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৫ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপোণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৫ এর উত্তরপত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে দি রিপ্‌লাই টু দি পোষ্টপোণ্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৫ অন দি টেবিল অব দি হাউস।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—লেয়িং অব রিপ্‌লাইজ টু দি পোস্টপন্‌ড কোয়েশ্‌চান। গত বিধানসভা অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর কুমার নাথ মহোদবের আনস্টার্ড কোয়েশ্‌চান নাম্বার ৮২ এব উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোস্টপোন্‌ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্‌-চান নাম্বার ৮২-এর উত্তরপত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আই বেগ টু লে দি রিপ্লাইজ টু দি পোষ্টপোণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশচান নাম্বার ৮২ অন দি টেবিল অব দি হাউস।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আজকে যেসকল পোষ্টপোণ্ড কোয়েশচানের উত্তরপত্র সভায় পেশ করা হয়েছে সেগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

ডিস্কাশান অন দি ডিমাণ্ডস ফর গ্রাণ্টস
ফর দি ইয়ার—১৯৮৫-৮৬

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোটগ্রহণ।

আজকের কার্যসূচীতে মোট ১০টি (দশ) ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ডিমাণ্ড-গুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যসূচীর সাথে আমাদের ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের নাম ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোও (কাটমোশান) পেয়েছেন। আজ-কের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাটমোশান) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উপস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করাহলো। অবশ্য অনুপস্থিত সদস্যের ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে না। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আলোচনা শেষ হওয়ার পর আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হবার পূর্ব্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইফদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাদের দলের যে সকল সদস্য অংশগ্রহণ করবেন তাদের একটি নামের তালিকা আমায় দেবার জন্য। আমরা সময় যা পাব তাতে কংগ্রেস (আই) ৩২ মিনিট টি ইউ জে এস ১৬ মিঃ, ইনডিপেনডেন্ট ৮ মিঃ ট্রেজারী বেঞ্চ ১০৪ মিঃ, আর বাকী সময় ২০ মিনিট থাকছে ভোটের জন্য। আমাদের হাতে এখন সময় আছে মাত্র দেড় মিনিট। আমরা কি এখন শুরু করব? (হাউস—না, না)

তাহলে সভা আজ বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— এখন কাট মোশনের উপর আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরাকে অনুরোধ করছি উনার কাট মোশনের উপর বক্তব্য রাখতে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার আমার কাট মোশন তিনটা আছে এবং এছাড়া অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা যে কাট মোশনগুলি এনেছেন সেগুলির প্রতি আমি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নং ৩, মেজর হেড ২১৫, ইলেকশন, এই ব্যাপারে ৪৪ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। কনডাকট অব ইলেকশন-এর জন্য ২১ লক্ষ টাকা এখানে আছে। ইলেকশনের ব্যাপারে টাকা খরচ হয়। ইলেকট্রোরেল তৈরী করা, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদির জন্য। এগুলির বিরোধীতার কোন যুক্তি থাকে না। কিন্তু টাকাটা যে উদ্দেশ্যে অ্যালটমেন্ট করা হয় সেটা সেইভাবে খরচ হয় না। টাকা খরচ করেও দেখা যায় ইলেকট্রোরেল তৈরী হয় না। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে, এ ডি সির যে ইলেকশন হয়ে গেল সেখানে ৩০ বাঘমা, ১৬ পার্ট ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল এলাকার বাহিরে ওখানে সি পি আই (এম) সমর্থক আছে বার বাইখোরাতে, তাদের কিছু নাম ঢুকিয়ে দিল ভোটার লিষ্টে। এস ডি ও কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বললেন যে এটা উপর মহল থেকে করা হয়েছে, এটা করতে পারে একমাত্র উপর মহল। ৪ নং ফর্মে অবজেকশন দেওয়ার রীতি আছে, ৩১ তারিখের মধ্যে দিতে হবে। এস ডি ও অফিস থেকে বলা হল যে ফর্মটর্ম নাই। উদয়পুরে অবজেকশন ফর্ম নাই। এইভাবে ইলেকশন নিয়ে নয়ছয় চলছে।

আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি ছাওমনু বিদ্যাকারবারী পাড়া সেখানেও ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের বাহিরের ২০১টি নাম ভোটারলিষ্টে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সেখানে এস, ডি, ও, অবশ্য তদন্ত করেছিলেন। এইভাবে শুধু ইলেকশন নয় সব ব্যাপারেই নয়ছয় করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে আমি এই কাটমোশনগুলি এনেছি। ডিমাণ্ড নং ৯, মেজর হেড ২৬৫ ত্রিপুরা ভবন গৌহাটী। এখানে টাকা ধরা হয়েছে। ৮২ হাজার টাকা অফিস এক্সপেণ্ডিচার, সেলারী ৪৪ হাজার ইত্যাদি। মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, গৌহাটীতে ত্রিপুরা ভবন নাই। চীফ মিনিস্টার এই হাউসে বলেছেন। এই কথা সত্য, একটা বিরাট বিল্ডিং ভাড়া করা হয়েছে। নয়টা বড় বড় রুম আছে। ইচ্ছা করলে সার্কিউট হাউস করা যেত। শুধু শুধু ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। কংগ্রেস আমলের কিছু অফিসারকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য এই বাড়ীটা ভাড়া করা হয়েছে। চীফ মিনিষ্টার নিজেও স্বীকার করেছেন যে গৌহাটি হচ্ছে

এমন একটা জায়গা যেখানে অফিস, হাইকোর্ট, ব্যাবসা-বাণিজ্যের রিজিওন্যাল অফিস, এফ, সি, আই-এর অফিস আছে এবং সেখানে বিভিন্ন কাজে অফিসারদেরকে যেতে হচ্ছে এবং অন্যান্যদেরকে যেতে হয়। সেখানে অনেক স্টাফ আছে, দুই হাজারী, চার হাজারী, টাইপিষ্ট, পিওন থেকে আরম্ভ করে। ওরা বলছে যে আমরা কোন কিছু পাই না। এই পেটটার আমাদেরকে করতে হচ্ছে। এটা কি সরকারের কল্যাণমূলক কাজ? অ্যাডিশনেল চীফ সেক্রেটারী তাকে সেখানে নির্জীব করে রাখা হয়েছে। উনাকে অন্য কাজ দিলেও হত।

ডিমাণ্ড নং ৭, মেজর হেড ২৬৫, ৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, গত বৎসর ছিল ৬ লক্ষ টাকা। ভিজিলেন্স অর্গেনাইজেশন। এই বিভাগটা করা হয়েছে যাতে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সফলভাবে জনগণের কাজে পৌঁছে এবং সরকার একটা প্রোপার অ্যাকশন নেয়। এটাতো ভাল কিন্তু গত সাত বছরে ভিজিলেন্স এমন একটা ঘটনা ধরে দিয়েছে কি যাতে সাজা হয়েছে? এমন উদাহরণ নেই।

এমন কোন উদাহরণ নেই। এই কিছু দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, ত্রিপুরায় দুর্নীতিতে ভরে গেছে। ১৪টা ডিপার্টমেন্টকে চিহ্নিত করা হল। এক নাম্বার- পি, ডাব্লু. ডি, দুই নাম্বার- পুলিশ এই ভাবে ১৪টি ডিপার্টমেন্টকে চিহ্নিত করে বলা হল, তাদের উপর তদন্ত করা হবে। সাংঘাতিক ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে তদন্ত কমিটি করা হল। সাংঘাতিক ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কি অভিযোগ নিয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছেন তা কিন্তু জানান নি। বরং আমরা জানি, তারা ভয়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। কাজেই ভিজিলেন্সে টাকা রাখা ওয়েষ্টেজ। সরকার যেখানে নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত, সরকার নিজেই যেখানে ভিলেন সেখানে টাকা রাখার কি দরকার আছে? কাজেই ডি-মাণ্ডকে সমর্থন করতে পারছি না। সাথে সাথে আমি আশা রাখব, এখানে আমার যে কাট মোশন আছে, সেগুলিকে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা সমর্থন জানাবেন গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে। এই বলেই আমর বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ডি-মাণ্ড পেশ করেছেন সেইখানে আমি দেখলাম মাননীয় সদস্যরা বিশেষ করে ডিমাণ্ড নাম্বার-১১ মেজার হেড- ২৫৫ যেখানে ১৪, ৫৩, ৮৫০০০ টাকা ধরা হয়েছে পুলিশ অ্যাডমেনিষ্ট্রেশানের

জন্য সেখানে কাটমোশন এনেছেন। কাটমোশান এনেছেন সর্বশ্রী বুদ্ধ দেববর্মা, রসিকলাল রায়, নগেন্দ্র জমাতিয়া প্রমুখ সদস্যরা। আমি এই কাট মোশানের বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখি যে, ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই সরকারের কর্ম-সূচীর বিরোধীতা করার জন্য কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি "আমরা বাঙালী" অনবরত চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তার প্রমান রয়েছে। কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যে যখন নির্বাচন আসে তখন তাঁরা আঁতাত করে। অথচ যে যুব সমিতির একটি অংশ আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক করছে, টি, এন, ভি, করছে তাদের কাজও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সমর্থন চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই উগ্রপন্থী কার্য-কলাপ এবং রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ খাতে অর্থ বরাদ্দের একান্ত প্রয়োজন। আমাদের হাতে যদি আরো অর্থ থাকত তাহলে পুলিশ খাতে টাকার অংক আরো বাড়িয়ে দেওয়া হত। কমলপুর থানায় বর্মকুমারীতে মাত্র ২ জন পুলিশের একটি ক্যাম্প আছে। সেখানে যদি কোথাও কোন ঘটনা ঘটে, তাহলে তাদের পক্ষে মুভমেণ্ট করা সম্ভব হয়না পুলিশের সল্পতার জন্য। কাজেই থানাগুলিতে পুলিশ ফোর্স বাড়ানো দরকার। ইদানিং যে সব ঘটনা ঘটতে লক্ষ্য করছি, গত ডিসেম্বর মাসে অমরপুর মহকুমায় মৎস্য ইউনিয়নের কর্মী টি, এন, ভি এর হাতে খুন হয়েছেন। ১৯শে মার্চ্চ জঙ্গলে গিয়েছিল ছন বাঁশ কাটতে সেখানে উগ্রপন্থীর হাতে খুন হয়েছে ৭জন শ্রমিক। উগ্রপন্থীর মোকাবিলা করার জন্য পুলিশ গিয়েছিল সেখানে পিযুষ ধর সহ ৯জন সি, আর, পি, নিহত হন। এই সব ঘটনা দেখছি সেতরাইতে। সেতরাই থেকে বাংলা দেশ মাত্র ২ কিলোমিটার। অথচ কমলপুরে এমন অনেক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আছে সেখানে কোন পুলিশ ক্যাম্প বা ফাঁড়ি, নেই। যার ফলে কমলপুরের বিভিন্ন জায়গায় ঘটনা ঘটিয়ে দ্রুত আশ্রয় স্থলে চলে যেতে পারে। আমরা দেখেছি, খোয়াই-কমলপুর হয়ে তারা কৈলাসহর পর্যান্ত কাজ করছে। আমরা এও দেখেছি, জনগণ দাবী করেছেন, কমলপুর-সেতরাই অঞ্চলে একটা পুলিশ ক্যাম্প করা গেলে উগ্রপন্থী কার্য্য-কলাপ বন্ধ করা যাবে। কাজেই এই ক্ষেত্রে পুলিশের জন্য টাকা দরকার। অথচ মাননীয় সদস্যরা কাটমোশান এনেছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, এই যে উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস (আই) টি, এন, ভি, এর যোগ-সূত্র হয়ে কাজ করছেন। ৫ই মে হরিণাছড়াতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই উগ্রপন্থীদের কার্য্য কলাপ সম্পর্কে। বিগত লোক সভা নির্বাচনের সময়তেও সেতরাই চৌমুহনীর বাজারে যে জনসভা হয় এবং যে অফিসঘর সেখানে ছিল তাতে সুমন্ত দেববর্মা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

এই সুমন্ত দেববর্মাই কমলপুরে উগ্রপন্থী ঘটনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, ঐ অঞ্চলের কিছু শিক্ষক, তারা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক বলে পরিচিত। তাদের নাম, সুচিত্র দেববর্মা, ভুবন দেববর্মা, পুলিন দেববর্মা। তারা কলাছড়া-সেতরাই অঞ্চল থেকে নিয়মিত ভাবে টি, এন, ভি, এর জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে দিচ্ছে। বর্ডারের কাছে বাংলাদেশের কলাবাগান। এই সুচিত্র দেববর্মার বাড়ীতে এসে মাঝে মাঝে উগ্রপন্থীরা খেয়ে দেয়ে বাংলা দেশে চলে যায়। আবার বাংলাদেশ থেকে এসে বিশ্রাম নিয়ে খবরাখবর নিয়ে চলে যায়। কাজেই এই ক্ষেত্রে আরো পুলিশ বাড়ানোর প্রয়োজন আছে এবং এই জন্য আরো বেশী টাকা পয়সা বরাদ্দ করলে মাননীয় সদস্যদের খারাপ লাগবেই। কারণ, উগ্রপন্থী কার্য্য-কলাপ বন্ধ হয়ে গেলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন, মিলিটারী শাসন, উপদ্রুত অঞ্চল সম্প্রসারন দাবী কি করে করবেন ? গতকালকেও মাননীয় কংগ্রেস বিধায়ক সুধীর মজুমদার বলেছেন বামফ্রন্টের রাজত্বে উগ্রপন্থী ধরা যাবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের উগ্রপন্থীদের জন্য বামফ্রন্ট না হয় দায়ী হল কিন্তু পাঞ্জাব কিংবা আসাম কিংবা দিল্লীর উগ্রপন্থী জন্য কারা দায়ী ? উগ্রপন্থীর হাতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিহত হবার ঘটনা বিশ্বে নজিরহীন ঘটনা। কেন না, কোন নেতাই তাঁদের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হন নি। তাহলে এর জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন কিংবা মিলিটারী শাসনের কেন দাবী করা হয় না।

আজকে যে সমস্ত ঘটনা পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশে এবং গুজরাটে হচ্ছে, সেখানেতো কংগ্রেস (আই) পরিচালিত সরকার। সেখানে তো দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। তাহলে সুধীর বাবুরা সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন দাবী করেন না কেন ? আজকে এই কথাই বুঝতে হবে ধনিকদের স্বার্থে পরিচালিত সরকার জওহরলাল নেহেরু থেকে ইন্দিরা গান্ধীরা পর্য্যন্ত ৩৭ বৎসর ধরে অপশাসনে বিভিন্ন রাজ্যগুলি যে বঞ্চিত হয়েছে এটা তারই ফলশ্রুতি। সুতরাং এর সমাধান রাজনৈতিক ভাবেই করতে হবে। ত্রিপুরার উগ্রপপন্থী যুবকরা ভুল পথে পরিচালিত হয়ে বিচ্ছিন্নতা বাদী কার্য্য কলাপ করছে এবং বামফ্রন্ট সরকার তাদের শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন এবং যারা ফিরে এসেছে যাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় সদস্যরা এখানে চীৎকার করেছেন যে যারা খুন হয় তাদের বেলায় ৫ হাজার টাকা, আর যারা খুন করে তাদের বেলায় ২০ হাজার টাকা, কিন্তু শেতরাইয়ে যে ঘটনা ঘটেছে সেখানে কংগ্রেস (আই) নেতা হরেন্দ্রই বাবুর বাড়ীতে একটা মিটিং করা হয়েছিল, ঐ মিটিং এ আলোচনা হয়েছে ট্রাইবেলদের

বদলা নিতে হবে। তাদের মধ্যে এই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে যে, ট্রাইবেলরা বস্তি আক্রমণ করেছে, সমতলের যারা অউপজাতি তারা পশ্চিম দিকে দৌড়াচ্ছে আর ট্রাইবেলরা জঙ্গলে পালাচ্ছে। তারা ট্রাইবেল এবং বাংগালীদের মধ্যে আবার দাঙ্গা লাগাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। তারপর সেখানে পুলিশ অফিসার, এস, ডি, ও এবং গনতান্ত্রিক মানুষেরা একান্ত ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে এনেছেন। আমরা দেখি প্রতিবারই এই ঘটনা ঘটে। স্যার, সেখানে ৭ জন নৃশংস ভাবে খুন হয়েছে এমন কি ৮ বছরের একটা বাচ্চা পর্য্যন্ত খুন হয়েছে। ওখানে কংগ্রেসীরা আলোচনা করেছে এতে বামফ্রন্টের ভোট কমেছে। আসলে কি বামফ্রন্টের ভোট কমেছে না কি তাদের ভোট কমেছে। জঙ্গলে টি, এন, ভি, যাদের খুন করছে এবং সমতলে ইন্দিরা কংগ্রেস যাদের খুন করছে তারা ট্রাইবেলই হোক আর নন-ট্রাইবেলই হোক তারা সি, পি, আই (এম)-এর কোন না কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। উগ্রপন্থীদের এই সমাজ-বিরোধী কার্য্য কলাপের ফলের উন্নয়ন মূলক কাজগুলি ব্যাহত হচ্ছে। কমলপুর থেকে কৈলাশহরের রাস্তার দূরত্ব কমাবার জন্য নর্থ ইষ্টাণ কাউনসিলে একটা রাস্তা উগ্রপন্থীদের কার্য্যকলাপের ফলে রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে আছে। যে রাস্তা দিয়ে ২ ঘণ্টার মধ্যে কমলপুর থেকে কৈলাশহরে যাওয়া যায়। কাজেই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু রাস্তাটির কাজ করা যাচ্ছে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস ঃ— কাজেই পুলিশ খাতে অর্থ বরাদ্দের একান্ত প্রয়োজন। এই ব্যয়-বরাদ্দগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নং ৯, মেজর হেড ২৫১ এবং ডিমাণ্ড নং ১১, মেজর হেড-২৫৫ এর উপর কাটমোশান এনেছি এবং বিরোধী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশানগুলি এনেছেন সেগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, ডিমাণ্ড নং ১১, মেজর হেড ২৫৫ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সদস্য বলছি, ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় পুলিশ বরাদ্ধকে সমর্থন

করেছেন, দলীয় সমর্থক হিসাবে তাঁকে সমর্থন করতে হবে। কিন্তু উনার ভাষণে এটা পরিস্কার হয়েছে যে বামফ্রন্ট সরকার পুলিশী খাতে যে ব্যয় করছেন এটা কোন কাজে লাগছে না। কারণ বামফ্রন্ট সরকার উগ্রপন্থী দমনে ব্যর্থ। ত্রিপুরার সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ এটা প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্য তাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। স্যার, ডিমাণ্ড নং ১১, মেজর হেড ২৫৫ খাতে দেখা যাচ্ছে—১৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমার সোনামুড়া পুলিশী ব্যবস্থার কথাই আমি এখানে বলছি। দেখা গেছে যখনই ক্রাইম সংগঠিত হয়, সেখানে পুলিশ যায় না। কারণ তারা নিশ্চিত যে চতুর্দিকে রুলিং পার্টির লোকেরাই ক্রাইম সৃষ্টি করছে, তাই সাথে সাথে খবর পেয়েও তারা ঘটনাস্থলে যায় না।. নিশ্চয়ই তাদের কাছে কোন গোপন ইন্টিমেশান দেওয়া আছে। পি, এস, এর সামনে চীৎকার করলেও পুলিশ বেড় হয় না। সুতরাং এটা আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয় কি? এ ধরণের বহু প্রমাণ আমার কাছে আছে। পুলিশ আইনের কাজ করতে পারবে না, দলীয় লোকেরা ঘটনা করলে ঘটনাস্থলে যেতে পারবে না। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় আজকে বুঝতে পারছি যে, যে সমস্ত ক্রাইমস-এ সি, পি, আই (এম)-এর লোক জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন দমনমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না. উনি চাচ্ছেন বিরোধীদলের সমর্থকদের প্রতি পুলিশ এমনভাবে ধারাগুলি দিক যাতে ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন দিতে না পারেন। বিরোধীদের প্রতি যদি পুলিশ মিথ্যা মামলা সাজায় তাহলে তাদের প্রমোশনের ব্যবস্থা করা হবে। আমি একজনকে জানি যিনি এ ভাবে প্রমোশান পেয়েছেন। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে—পুলিশ যে ধারাটা নিয়েছে, সেটা একটু নরম হতে পারে, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট কি করে লোক-গুলিকে এত তাড়াড়ি ছেড়ে দেন ?

ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কি করে বিরূপ মন্তব্য করলেন এই বিধানসভায় ? এটা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, কংগ্রেস আসল থেকে সোনামুড়ায় একটা পি এস আছে আজ পর্যন্ত সেখানে কিছুই করেন নি। পুলিশ খাতে আমার সোনামুড়া বিভাগে আজ পর্যন্ত কোন কনস্ট্রাকশন হয় নি। এই পি এসে প্রায় ৪০ জনের মতো হোমগার্ড এবং পুলিশ কনষ্টেবল আছে কিন্তু তাদের থাকার জন্য আজ পর্যন্ত কোন জায়গা করে দেন নি। কনষ্টেবল, হোমগার্ডরা মিলিতভাবে সেই ছোট ঘরের মধ্যে কোন রকমে গেজে, গুজে ফ্লোরের মধ্যে পড়ে থাকে। এটা বামফ্রন্ট সরকারের বানানো নয় এটা কংগ্রেস আমলের ঘর। আর যদি তারা সুবিধা করতে পারে, একটু দয়া পায় যে তোমরা

কষ্ট করছ, তোমরা বাইরে ঘোর তাহলে তারা বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী গিয়ে রাত্রে ঘুমিয়ে থাকে যদি ১২টার সময় কোন ক্রাইম নিয়ে থানাতে যাওয়া হয় তাহলে তখন কোন কনস্টেবল বা হোমগার্ড পাওয়া যায় না। সেখানে একটা দুর্যোগ হতে পারে, একটা ইনসিডেন্ট হতে পারে সেখানে এই অবস্থা চলছে। কি করে পুলিশ কাজ করবে? তাদের তো একটা থাকার জায়গা আজ পর্যন্ত দিতে পারেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখেছি যে সরকারের অর্থ তো তাদের নিজস্ব লোক ছাড়া ব্যয় করবেন না, তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি পি এস বাউণ্ডারি ওয়াল তৈরী করতে গিয়ে দেখা গেল কনট্রাকটার বাবুকে দিয়ে তৈরী করেছেন সিমেন্ট এবং বালু দিয়ে, সেখানে আমি লক্ষ্য করেছি যে আজ পর্যন্ত সেই বাউণ্ডারি কমপ্লিট করতে পারলো না তার কারণ হলো যে অর্ধেক যখন ওয়ার্ক হয়েছে তখন একটা বৃষ্টি বা বাতাসে একটা পাক্কা ওয়াল কিভাবে ভেঙ্গে পড়লো এবং কি করেই বা বিলটা পাশ হলো। আমি এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি, কিভাবে এইসব হচ্ছে। পুলিশের লেনদেন সম্পর্কে এই যে কাজকর্মগুলি, পুলিশ খাতে যে উন্নতি চাচ্ছেন, পুলিশের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অধিকাংশ পুলিশ দেশের উন্নতি চায় কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের প্ররোচনায় তারা উন্নতি করতে পারছেন না। কিছু সংখ্যক পুলিশ অফিসার আছেন তারা আমাদের রুলিং পার্টির মদত নিয়ে যদি চলতে পারেন তাহলে প্রমোশন হবে তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে কিন্তু যারা সিনিয়ার, যারা কাজ করছেন তাদের মূল্য বামফ্রন্ট সরকার দিতে পারছেন না তাই কাজের গতি এই রকম হচ্ছে। জুনিয়ার, সিনিয়ার নীতি, বদলী নীতি, ট্রান্সফার নীতি, প্রমোশন নীতি কিছুই মানা হচ্ছে না, এটা আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক।

আমি আমার বন্ধু বাসিদ আলির ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৭, মেজর হেড ৩১৩ এর উপর কাট মোশন সম্পর্কে বলছি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এর ৬ কোটি, ২৩ লক্ষ, ৪০ হাজার টাকা রেখেছেন, সেগুলি আগেও ধরেছিলাম। আমি লক্ষ্য করেছি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য আজকে অনেক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেকটা স্বীকৃতি দিয়েছেন যে একটা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কংগ্রেস আমল থেকে ৭১ প্ল্যানটেশন, ৭২ প্ল্যানটেশন যেটা পূর্বেকার বিভিন্ন সরকার ত্রিপুরার একটা ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পদ তৈরী করে দিয়ে গিয়েছিল আজকে বামফ্রন্ট সরকার এতে কোটি কোটি টাকা খরচের নামে নিচ্ছেন, কোন উন্নতি দেখাতে পারেন নি। এখন তারা বলছেন, সমস্ত নাকি বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এই রকম একটা ডাক উঠেছে যে,

বামফ্রন্ট সরকার পুলিশ পলিসিতে এটাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং কথায় কথায় উনারা দাবী করছেন ট্রাকে ট্রাকে লোড হয়ে যাচ্ছে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না. আমি রুলিং পার্টির সদস্যদের মুখে এটা শুনেছি। একটা সরকার যদি তার রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের জন্য, জীবন রক্ষার জন্য, সম্পদ তৈরী করার জন্য কিছুই না করতে পারে তাহলে তারা কিসের জন্য রাজ্য পরিচালনা করবেন ? তাই দেখা যাচ্ছে এই ব্যাপারে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন. তাই এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। আমরা দেখেছি শুধু বাংলা-দেশের লোকের নামে বদনাম করলে হবে না। আমরা দেখেছি, যারা কেডারগিরি করেন তারা সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পান। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন গরীব মানুষরা তাহলে তো গরীব মানুষরা সবাই কেডার হয়ে যেতেন. না, এটা তো হতে পারে না, কারণ সব মানুষ সি পি এম পার্টি করে না, এই পার্টি করতে তো ক্যাডার হতে তাছাড়া সবার চিন্তাধারা এক থাকে না। গরীব মানুষ যদি সুবিধা পেত তাহলে আমাদের বিরোধী পার্টির সদস্য-দের এত চীৎকারের কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি দেখেছি রহিম নামে এক ব্যক্তি যে সিডিউল্ড কাস্ট, সিডিউল্ড টাইব এবং সংখ্যালঘু সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে. সেটা কেন হয়েছে বলতে পারেন ? আমি কাদের জন্য চীৎকার করছি ? যে সমস্ত গরীব মানুষ খেতে পারছে না. চলতে পারছে না তাদের জন্য আমরা চীৎকার করছি। আর একটা জিনিষ দেখেছি রুলিং পার্টির সদস্য বলেছেন সোনামুড়া বিভাগে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, বি ডি সির হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; কিন্তু যখন এস আর ই পি. এন আর ই পির টাকা দেওয়া হয় তখন দেখা যায় তাদের নিজস্ব লোকরাই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। আজ যদি হাউসে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকতেন তাহলে ভাল হতো, তিনি অভিযোগগুলি শুনতে পারতেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে এখানেও বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ, দলীয় নেতারাই সমস্ত কিছু ভোগ করছেন, সেখানেও কোন গরীব মানুষ সাহায্য পাচ্ছেন না।

···আর একটা ডিমাণ্ড নং হচ্ছে ৩ মেজর হেড ২১, এইখানে এইটা এনেছেন মতি-লাল সাহা। এই ডিমান্ড নং-এ ইলেকশান সম্পর্কে রয়েছে। এইখানে আমার পয়েন্টটি হল, আমি এই সম্পর্কে বলতে চাই একটা ভুয়া ভোটার তালিকা তৈরী করে লোকসভার ইলেকশান আপনারা চালিয়ে দিলেন। ইলেকশানের আগে চীৎকার আরম্ভ হল যে ভোটার লিষ্ট হয়েছে, সেটা তোমরা পরিবর্তন কর। তখন সরকার থেকে বলা হল অতি সত্বর ভোটার লিষ্ট পরিবর্তন কর। ভাল কথা। কিন্তু পরিবর্ত্তন করা হল ইলেকশানের পরে।

আমি প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখেছি। কতজন প্রাপ্ত বয়স্ক আছেন, আমাদের এখানে যারা সদস্য আছেন তাদের থেকে বয়সে বেশী হবে তাদের নাম উঠানোর জন্য দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে। আমরা সোনামুড়া বিভাগে ৮ থেকে ৯ হাজার লোকের নাম উঠানো হয়নি। ইলেক্‌শানের পূর্বে কি লিষ্ট এবং ইলেক্‌শানের পরে আমরা কি লিষ্ট পাচ্ছি? আপনারা কারচুপি করেন আর বলেন জনগণ আশেপাশেই ভালবেসে আপনাদের ভোট দেয়। কারচুপি করেই অজয় বাবুকে জিতিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রশ্ন হচছে দুর্নীতিটা একটু ছাড়ুন। আমরা দেশের স্বার্থে কাজ করব, মানুষের স্বার্থে আমরা কাজ করব। আমাদের কণ্ঠরোধ করতে পারবেন না। আমাদের বলতে দিতে হবে। গ্রামে গঞ্জে গিয়ে বলা হলে হত্যা করা হয়, এখানেও আমাদের বলার সুযোগ নেই, যেহেতু আমরা বিরোধী লালবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বামফ্রণ্ট-এর পলিসি মেটার-এর জন্য একমাত্র টাকাগুলি খরচ করা হচ্ছে। জন-সাধারনের জন্য কিছুই হচ্ছে না। আমরা লক্ষ্য করছি, মন্ত্রী মহল বক্তব্য রাখার সময় আমাদের চোখ রাঙিয়ে মুখ রাঙিয়ে ধমক দেওয়া হয়। আপনারা ধমক দিয়ে আমাদের বলা বন্ধ করতে পারবেন না। আপনারা মাছের পোনার পরিবর্তে কতগুলি ব্যাঙের পোনা ফেলে বলেছেন যে আপনায়া মাছ চাষ করছেন। আপনারা বলছেন যে আমরা এত হেক্টর জলাশয় করেছি। কিন্তু কংগ্রেসের আমলে কতটা হয়েছে? কিন্তু কংগ্রেসের আমলে ত ১০ টাকা কেজি মাছ খেয়েছি কিন্তু এখন ৪০ টাকা কেজি দিয়েও মাছ পাওয়া যায় না। উদয়পুরে গিয়ে দেখুন যারা এই কাজের দায়িত্বে আছেন সেই আপনাদের লোকেরা কিভাবে টাকাগুলি পকেটে পুরছে। রাতারাতি তারা গাড়ী হাকাচ্ছে, স্কুটার হাকাচ্ছে। রাতারাতি ত টাকা বানানো সম্ভব হয় না। কাজেই মাছের পোনা আর ফালানো হচ্ছে না সেই টাকাগুলি আপনাদের লোকদের পকেটে চলে যাচ্ছে। কাজেই বামফ্রণ্ট সরকারের এই যে ব্যর্থতা, তাদের যে দুর্বলতা উনাদের বক্তব্য থেকে আমরা শুনেছি। মুখ্যমন্ত্রীর গতকালকের ভাষনে বলেছেন পুলিশী ব্যবস্থার অব্যবস্থার জন্য, ব্যর্থতার দরুন জায়গায় জায়গায় মাষ্টার মশাইদের পাঠানো যাচ্ছে না, তাই তাদের বসে বসে বেতন দিতে হচ্ছে। কি করবেন? মাষ্টার মশাইদের পাঠাতে পারছে না, ঘরে বসে বেতন দিতে হচ্ছে। তাহলে সরকার কেন? আমি মনে করি ওনাদের কচু গাছে ফাসি দেওয়া উচিত। অতএব মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনাদের লজ্জা হয়না। কারণ কেন্দ্রে ত রাজীব গান্ধীর সরকার আছে। টাকার পাটটি দিচ্ছে। আমাদের কুপিয়ে হলেও টাকা আদায় করবে। তাই আমি বলব জনগণের মঙ্গল যদি আপনারা চান তাহলে আপনারা পদত্যাগ করুন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে যে ডিমাণ্ড আনা হয়েছে তার উপরে বিরোধী দলের সদস্যরা ৭টা ডিমাণ্ডের উপর কতগুলি কাটমোশান এনেছেন। সবগুলি কাটমোশান সমর্থন করে এবং ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদেরও অনুরোধ করব উনারাও যাতে জনগণের স্বার্থে এই কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে ডিমাণ্ড নং ১১, পুলিশের ব্যাপারে আমার একটি কাটমোশান আছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে পুলিশের খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এইটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গতকাল বলেছেন অন্যান্য ব্যাপারে আরও বেশী ধরা হয়েছে যেমন অ্যাডুকেশানে, ফিনান্সে, পাব্লিক ওয়ার্কসে। কিন্তু একটা জিনিস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে এড়িয়ে গেছেন, পুলিশের ডিমাণ্ড যেটা এখানে ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। অনেকগুলি বেশী আছে, কিন্তু এই পুলিশের ডিমাণ্ড যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা পরিমাণে বেশী। কেন না অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে রিকভারী আছে কিন্তু পুলিশের ডিপার্টমেন্ট কোন রিকভারী নেই। যেমন ডিমাণ্ড নং-৩, মেজর হেড ২১৫ এই-খানে ইলেকটরেল রুলস্ গ্রস ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৪ লক্ষ টাকা তার রিকভারী আসে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সুতরাং মাত্র ১২ লক্ষ টাকা নীট ব্যাক। পুলিশের ক্ষেত্রে ১ পয়সাও রিকভারী হচ্ছে না। এর জন্য ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ ২২ হাজার আমাদের টাকা খরচ হচ্ছে। ২২ লক্ষ মানুষের ছোট একটা রাজ্য। তার নিরাপত্তার জন্য পুলিশের দরকার রয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বি, এস, এফও রয়েছে। তারপরও পুলিশের জন্য এত টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। রিকভারী নেই। কাজেই এইটা মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মনে করি রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী। আজকে নিশ্চয়ই পুলিশের দরকার আছে জনগণকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যখন পুলিশী খাতে ব্যয় বাড়াচ্ছেন এই রাজ্যের উন্নয়নের খাতে ব্যয় কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি কি? এইখানে কি খুন হচ্ছে না? ডাকাতি হচ্ছে না? উগ্রপন্থী হামলা হচ্ছে না? গড়-পড়তা যদি হিসাব করা হয় তাহলে প্রতিদিনই এইরকম একটা না একটা ঘটে থাকে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে পুলিশের কোন সাফল্য বা পদক্ষেপ আমরা দেখতে পাই না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে দেখা যাচ্ছে, যে ত্রিপুরাতে এমন একদিন বাদ যাচ্ছে নাঃ যেদিন কোথাও না কোথাও ডাকাতি হচ্ছে না। কোন কোন জায়গায় এক রাত্রিতে দুই তিন বাড়ীতে এক সঙ্গেও ডাকাতি হচ্ছে। কত যে ডাকাতি হচ্ছে, তার সংখ্যা বোধ হয় সরকারও জানে না, কারণ এই সব ডাকাত্তির কোন হিসাবই রাখেন না, কারণ ডাকাত্তির হিসাব রাখার প্রয়োজন এই সরকার বোধ করেন না। অথচ, সরকার এখানে উগ্রপন্থীদের কথা বলছেন, টি, এন, ভি-র কথা বলছেন, এমন কি উপজাতি যুব সমিতির কথাও তারা বাদ দিচ্ছেন না। এমত অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানেই যান, সেখানেই একটা ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে বলে দেখতে পাবেন। উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়জাতে ডাকাতেরা একটা ভয়াবহ কাণ্ড করে চলেছে। মনু গাঁ সভার প্রাক্তন প্রধান রামবলী রিয়াংকে খুন করা হল, কুবলেশ্বর চাক্‌মা, হেমেন্দ্র চাক্‌মাকে কুপিয়ে খুন করা হল, সেখানে বাহাদুর ত্রিপুরা, যিনি সি, পি, এমের একজন নেতা, সেই ডাকাত দলের সঙ্গে ছিলেন। গত ৭ই মার্চ তারিখে এই ঘটনা ঘটেছে, যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কেও স্বীকার করতে হয়েছে। এরপর শোভারাম রিয়াং এবং আরও অনেককে খুন করা হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যখন ত্রিপুরা রাজ্যের ভিতরকার অবস্থা, তখন বাংলাদেশ থেকে সেই দেশী ডাকাত এসে, হত্যাকাণ্ড করে আবার সেই দেশে চলে যাচ্ছে দেখা গেল আমাদের পুলিশ এই সমস্তর খোঁজ পায় না। কিন্তু একজন খোঁজ পান, তিনি হচ্ছে আমাদের রেভিনিয়ু মিনিস্টার, খগেনবাবু। এখানে সশস্ত্র টি, এন, ভি, বাহিনী আগরতলার সেক্রেটারিয়েটে এসে হাজির হন, সকাল দশটার সময়তে তারা সশস্ত্র হয়ে এখানে হাজির হন। যোগাযোগ না থাকলে, এটা কি সম্ভব? সেই যোগাযোগটা কার? কার সঙ্গে কার যোগাযোগ? মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই যে ঘটনা, এটাই প্রমাণ করে। আজকে যদি আঠারমুড়ার মত জায়গাতে তারা ক্যাম্প করে, তারপর পুলিশের কাছে সারেণ্ডার করছে, তাহলে হয়তো অন্য কিছু বুঝতাম, কিন্তু হঠাৎ করে সকাল বেলায় আগে থেকে কওয়া নেই, বলা নেই, তখন তো আমাদের জিরানিয়া থেকে আগরতলায় এসে পৌঁছাও সম্ভব নয়। সেই সময়তে আগরতলায় সেক্রে-টারীয়েটে খগেনবাবু আর বাকী দুই-তিন জন সশস্ত্র উগ্রপন্থী এসে হাজির। এই হচ্ছে ঘটনা, এটা ওনারা ছাড়া আর কেউ জানেন না। ওরা তো আর পুলিশের গাড়ী করে আসে নি, তাহলে তারা কি ভাবে আসতে পারল, কার মাধ্যমে এই যোগাযোগ হল, কিইবা সম্পর্ক? আজকে যদি এভাবে উগ্রপন্থীর রাজত্ব চলে, বামফ্রন্টের রাজত্বে এটা যদি এভাবে হতে থাকে, তাহলে এখানকার জন-জীবন এবং তাদের নিরাপত্তা কখনও সম্ভব নয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা সৃষ্টি করা হয়েছে, একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে, আর সেই কারণে উগ্রপন্থীরা রাজনৈতিক প্রশ্রয় পাচ্ছে। এর পিছনে যে কারণ সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সংগঠন বেড়ে যাচ্ছে, তাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে, আর তাই সশস্ত্র একটা বাহিনী তাদের দরকার হয়ে পড়েছে। বিনন্দ জমাতিয়া, এ. টি, পি. এল, ও-তে ছিলেন, তখন সারা অমরপুর, উদয়পুর, সারা দক্ষিণ ত্রিপুরাতে এমন একটা ঘর বাদ রাখে নি, যেখানে জোর করে তারা চাঁদা আদায় করে নি বা খাজনা আদায় করে নি। এরা আগে একদিন আণ্ডার গ্রাউণ্ডে ছিলেন, এখন তারা ওভার গ্রাউণ্ডে এসেছেন, আর আগে যারা ওভার গ্রাউণ্ডে ছিলেন, এখন তাদের আণ্ডার গ্রাউণ্ডে রেখেছেন। কাজেই আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে এখানে পুলিশের জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ, তা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নয়। এটাও যে শুধু মাত্র গণতান্ত্রিক মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যই এটা করা হচ্ছে। এটার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। পুলিশ উগ্রপন্থীদের কোন খোঁজ-খবর রাখে না, পুলিশের খাতায় খোঁজ-খবর করা হবে তাদের, যারা কখন কংগ্রেসের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন বা কে কখন উপজাতি যুব সমিতির সভায় বক্তব্য রেখেছেন। অথবা পঞ্চায়েত নির্বাচনে কে খুঁটি গেড়ে সি পি. এমের প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন, তাদের. আর এই সমস্ত বর্তমান সরকারের কাছে অপরাধীর মাপ কাঠি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার আজকে এই যে ডাকাতি চলছে অথবা আজকে এই যে উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ চলছে এবং তাতে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছে বা নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষই নয়, আমরা যারা এম, এল, এ আছি, আমাদেরও কোন নিরাপত্তা নাই। আমাদের কাছে এখনও চিঠি আসছে, এ, টি, পি. এল ওর সময়েও আমাদের কাছে বহুবার চিঠি এসেছিল। আমাদের যুব সমিতির কমিটির সদস্য শ্রীরতি রমন দেববর্মা, তার কাছে চিঠি লেখা হয়েছে যে টাকা পয়সা নিয়ে রেডি থাকো। আপনার কাছে আমার যে টাকা পাওনা আছে, তা বিল করে রাখবেন, আমি আসলে সেটার সুদ সহ হিসাব করে দিয়ে দেবেন। টাকা না পেলে তোমার মাথা আর থাকবে না। আমাদের মাথা বিক্রি করে তুমি টাকা রোজগার করছ, যা খাবার শেষ বারের মতো খেয়ে নাও, আর তুমি যে জীবনগুলি নষ্ট করছ, তার জবাব এক সাথেই নেব। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে যখন আমরা দেশ স্বাধীন করব, শুধু তোমাদের জন্যই পারছি না। তুই, নগেন্দ্র জমাতিয়া, সুখদায়াল এই কুকুরগুলি শিকার করে, তবেই দেশ স্বাধীন করব, ইতি কাতিক কলই, পি. ও, সবং, কাস্লোবাড়ী, অমরপুর, অমরপুর পোষ্ট অফিস থেকে এইটা করা হয়েছে

এবং তার সীলও রয়েছে। কার্তিক কলই যেখানে সাইন করেছেন, টি, এন্, স্থির হয়ে, আমি বলতে পারি না সেই সই কার্তিক কলইর কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে, কারণ এলাকাতে এই নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে, এবং সেটা কার হস্তাক্ষর, সেটাও সনাক্ত করা হয়েছে। এখন এ, পি, পি, এল, ওর যিনি বামফ্রন্ট সরকার থেকে সবচেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন এবং এখন সবচেয়ে বড় নেতা হয়ে উঠেছেন তারই হস্তাক্ষর। আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এটার তদন্ত করে দেখুন, তাহলেই ধরা পড়বে। তদন্ত গ্রামে গঞ্জে গিয়ে করতে হবে না, এখানে করলেই চলবে, আর তা হলেই এই হস্তাক্ষর কার সেই লোককে পাওয়া যাবে। কাজেই আমি আবেদন রাখছি, যেখানে এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে, সেখানে ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেশানের জন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে, প্রায় ৯৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। কাজেই তদন্ত করে প্রমাণ করুন যে, এই টাকাটা সত্যি জনসাধারনের নিরাপত্তার স্বার্থে খরচ করা হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি সপীকার, স্যার, যারা এসব করে, তাদের ক্রিমিন্যাল ইন্ভেষ্টিগেশানের মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করুন। কিন্তু সেটা না করে আমরা দেখছি যে, এর মধ্য দিয়ে একটা উস্কানি দেওয়া হচ্ছে, একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করার পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে, পুলিশ মহলকে নিষক্রিয় রেখে বিভিন্ন ভাবে ডাকাতদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, আর সেজন্যই ডাকাতদের রাজত্ব চলছে। সি, পি, এম. সদস্য যারা, তারা এক্ষুনি প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে, বিরোধীদের উপর নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে, যার জন্য পুলিশের যে কাজকর্ম, তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য, পুলিশ খাতে এই যে মোটা টাকার বরাদ্দ, তাকে আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। এই কথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ২৪শে মে, ১৯৮৫ ইং তারিখে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সে বাজেটকে সমর্থক করছি এবং বাজেটে উল্লিখিত বিভিন্ন ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করছি এবং এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যে কাট মোশান আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

এই বাজেটে বিভিন্ন ডিমাণ্ডের মধ্যে দিয়ে যে জিনিসটা তুলে ধরা হয়েছে সেটা হলো প্রয়োজনের তুলনায় ব্যয় বরাদ্দ কম হয়েছে। এই ব্যয় বরাদ্দ যদি আরো বেশী করা যেত

তাহলে আমাদের চাহিদার সঙ্গে কিছুটা একটা সঙ্গতি স্থাপন করা যেত। কিন্তু সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের দাবী যথা সম্ভব মেনে নিতে হয়েছে : এই খানে অর্থ দপ্তরেখ দুটি ডিমাণ্ড ৪৫ এবং ডিমাণ্ড নং ৪৬ এর উপর আমার আলোচনা রাখব।

আমরা দেখেছি যে, দুটি ডিমাণ্ডের মধ্যে ৫১ কোটি টাকার উপরে ব্যয় বরাদ্দ দাবী করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে তার চেয়েও অনেক বেশী খরচ করতে হবে এবং ঐ অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ যদি কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট থেকে রাজ্য সরকার না পান তবে তাকে ঋণ করতে হবে এবং সেই ঋণের টাকা ফেরত দিতে হবে এবং সেই ঋণের উপর আবার সুদও দিতে হবে। তারজন্যে আমরা দেখতে পাই যে, এখানে ১৭ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এরমধ্যে সুদই দিতে হবে ১৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা। আমরা দেখতে পাই যে, এই ঋণ এবং সুদের পাওনাদারদের তালিকায় রয়েছে কেন্দ্রিয় সরকার, এল, আই, সি, বিভিন্ন ব্যাংক, এবং সাধারনভাবে জনসাধারনের নিকট থেকে যে ঋণ নেওয়া হয় সেটাও ফেরত দিতে হবে। এছাড়া এই ডিমাণ্ডের মধ্য আমারা দেখছি যে, কর্মচারীদের ফেষ্টিভেল এডভান্স,—এর জন্য ধরা হয়েছে ১ কোটি টাকা, গৃহনির্মানের জন্য ধরা হয়েছে (রাজ্যের পরিকল্পনায় এবং সেণ্ট্রেল স্পোন্সরড স্কীমে) ৪২.৫০ লক্ষ টাকা।

আমরা দেখতে পাই যে, এই ডিমাণ্ডের মধ্যে ষ্টেট লটারীর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই স্টেট লটারী রাজ্য সরকার বন্ধ করেছেন। কিন্তু এর কিছু লায়েবিলিটিজ রয়েছে- কিছু পাওনাদার রয়েছেন। এবং এই লটারীর বিষয়টি বর্তমানে আদালতে বিচারা-ধীন আছে। বিচারপতির নির্দেশ পাবার পর পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে- সুতরাং তারজন্য এই অর্থ রাখা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা প্রচুর তথ্যাদি নিয়ে আক্রমন করেছেন এবং তাদের মতে এই বাজেট নাকি মূলত কোন কাজের নয়। কারন কর্মচারীদের জন্য নাকি কিছুই এই বামফ্রন্ট সরকার করেননি। আমরা দেখতে পাই যে, বিধানসভার ভিতরে এই সদস্যরা কর্মচারীদের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করেন এবং বাইরে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কর্ম্মচারীদের যাবার জন্য উস্কানী দেন। কর্মচারীদের মোর্চা বা ফেডারেশন—এর সমর্থকদের কংগ্রেস ভবনে বসিয়ে কিছু অধ্যাপকদের দিয়ে তাদের বোঝান যে, সরকারের নিকট তাদের আরো ১৬ কিস্তি কখনও বা ১৮ কিস্তি আবার কখনও বা ১১ কিস্তি মহার্ঘভাতা পাওনা রয়েছে- সুতরাং বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর ; আবার তাদের সমর্থক কিছু পত্র—পত্রিকাও খবর প্রচার করেন যে, কর্মচারীদের ১৬ কিস্তি,

১৮ কিস্তি বা ১১ কিস্তি মহার্ঘভাতা পাওনা রয়েছে। পত্রিকায় আরো প্রচার করা হয় যে, যোজনা কমিশন কর্ম্মচারীদের পাওনা সকল কিস্তির অর্থ রাজ্য সরকারের নিকট দিয়েছেন। কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনা কি মুর্খের মত এই এডিটর এই সব তথ্য তার সংবাদপত্রে প্রচার করে কর্মচারীদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

আমি এইখানে বলতে চাই যে, ১৯৭৩ ইং সনে কেন্দ্রিয় সরকার তৃতীয় বেতন কমিশন বসিয়েছিলেন এবং সে পে কমিশনের পে স্কেল করা হয়েছিল কনজিউমারস্ প্রাইস্ ইনডেক্স অনুসারে এবং সে অনুপাতে ডি. এ. দেওয়া হয়েছিল। আমাদের রাজ্যে যখন এই ডি. এ—এর প্রশ্ন আসে তখন রাজ্য সরকার দ্বিতীয় পে কমিশন বসানো হয়েছে এবং সে পে কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করা হয়েছে ১.১.৮১ ইং থেকে। এবং রাজ্য কর্মচারীদের ডি. এ. দেওয়া হয়েছে ৩৩৬ পয়েন্টস্ কনজিউমারস্ প্রাইস্ ইনডেক্স ধরে। কেন্দ্রিয় সরকার এই ৩৩৬ পয়েন্টস্—এর উপর ভিত্তি করে যে ডি. এ. দেওয়া হয় সেটাকে তাদের কর্ম্মচারীদের পে স্কেলের সঙ্গে নিট্রেলাইজ করে দেওয়া হয়েছে। এবং পরবর্তীকালে যে ডি. এ. তাদের দেওয়া হয় সে ডি. এ.—এর সঙ্গে আমাদের রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের ডি. এ.-এর তুলনা করতে হয়। যদিও কেন্দ্রিয় সরকার কনজিউমারস্ প্রাইস্ ইনডেক্স অনুযায়ী এখনো কর্মচারীদের ডি. এ. দিতে পারেন নি। বর্তমানে কনজিউমারস্ ইনডেক্স চলছে ৫৬৮-এর উপরে।

এইখানে আমরা দেখতে পাই যে, তামিলনাড়ুতে গত মাসে পে কমিশনের যে ফলাফল বেরিয়েছে সেখানে চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের সর্ব্বনিম্ন পে স্কেল করা হয়েছে ৫৪০ টাকা। এই ক্ষেত্রে আমাদের চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেপানো হয় যে, তাদের পে স্কেল কম হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস দেখবার যে, তামিলনাড়ুতে পে স্কেলের সঙ্গে তাদের ডি. এ. কে নিউট্রেলাইজ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে তা করানো হয়নি। আমাদের রাজ্যে ৩৩৬ পয়েন্ট শতকরা তিন টাকা করে ৩৩০ টাকা বেসিক স্কেলে ডি. এ.—এর পরিমান হচ্ছে ৯টাকা ৯০ পয়সা। আরেকটা জিনিস দেখা দরকার যে, আমাদের রাজ্যে যখন একটা ডি. এ. ইনক্রিজ করা হয় তখন কেন্দ্রিয় সরকার দুটি ডি. এ. ইনক্রিজ করেন। তাই কেন্দ্রিয় সরকারী কর্মচারীদের ডি. এ— সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের ডি. এ. এর ফারাক মিটিগেট করবার জন্য রাজ্য সরকার আস্তে আস্তে চেস্টা করছেন। আমরা আরো দেখেছি যে, সব মিলিয়ে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ডি. এ. বাবদ দিতে হবে ২৩০ কোটি টাকা কিন্তু সে জায়গায় রাজ্য সরকার কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট থেকে পেয়েছেন মাত্র ১৪০ কোটি টাকা (আগামী পাঁচ বছরের জন্য)। কিন্তু রাজ্য সরকার গত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্তই

খরচ করেছেন ৮৯ কোটি টাকা। আমরা হিসেব করে দেখেছি যে, কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যিনি লেটেষ্ট চাকুরী পেয়েছেন তিনি ৩৩০ টাকা বেসিক পে-তে ডি, এ. পাবেন ৩৩ টাকা এবং এ, ডি, এ, পাবে ১৪১ টাকা ৫০ পয়সা। এবং ডি, এ. ও এ, ডি, এ মিলিয়ে পাবেন মোট ১৭৪.৫০ টাকা। আর সেন্ট্রাল ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রথমাবস্থায় ডি, এ. ও এ. ডি, এ মোট পান- ১৪৭.৯০ টাকা। এই ক্ষেত্রে রাজ্যের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কেন্দ্রিয় সরকারের কর্মচারীদের (৪র্থ শ্রেণীর) চেয়ে বেশী ডি, এ, পাচ্ছেন। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রিয় কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য কর্মচারীদের ডি, এ,-র যে ফারাক রয়েছে রাজ্য সরকার সেটা আস্তে আস্তে অনেক সময় ফ্লেট হারে ডি, এ,-দিয়ে এই ফারাক মিটিগেট করবার চেষ্টা করছেন।

আমাদের ত্রিপুরায় যেন চ্যালেঞ্জ করা হয়। এই ভাবে সমস্ত স্তরে যদি আমরা যাই তাহলে দেখবেন তুই শ্রেণীর কর্মচারীরা অন্তত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী যারা তারা কোন অবস্থায়ই একটা পয়সাও কম পান না, বরং তারা বেশী পাচ্ছেন। ৪র্থ শ্রেণীর ক্ষেত্রে বলা যায় যে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত ডি, এ-র চেয়ে বেশী পাচ্ছেন। আর ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একটাই কথা প্রযোজ্য, তারাও কম পাচ্ছেন না। এইটা ঠিক যে এই অবস্থার মধ্যে যে বেতন পাওয়া যায় তাতে ডি, এ, যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের ফরমুলা অনুযায়ী যত টাকা, তাকে বাজারে ঢালতে হয় তার করসপণ্ডিংস পারসেনটেজ যেটা বৃদ্ধি হয় সেটা, হয়তো বা পূরণ করা হয় নি, এইটা ঠিক। কিন্তু গৃহীত যে ফরমুলা তার মধ্যে কোন কারচুপি নাই, বামফ্রন্ট সরকার কখনও ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীদের ঠকানোর কোন নীতি নেয়নি সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য। বিধানসভার বাহিরে কর্মচারীদের উত্তেজিত করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই চেষ্টা থেকে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বিরত থাকবেন। কারণ আমরা দেখেছি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কংগ্রেস (ই)-ই বলুন আর উপজাতি যুব সমিতিই বলুন সেই সমস্ত নেতারা গিয়ে ওপেন মঞ্চে বক্তৃতা দিয়ে তাদেরকে আরও বেশী উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। আমি আমার বক্তব্যকে আর দীর্ঘ করতে চাই না। এখানে উত্থাপিত সমস্ত ডিমাণ্ডের প্রতি আমার সমর্থন জানিয়ে এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে কাটমোশানগুলি এনেছেন তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে দশটা ডিমাণ্ড এখানে এনেছেন আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং যে কাটমোশানগুলি এখানে এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ডের মধ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় ডিমাণ্ড নং-৪০, মেজর হেড-৩১৪ কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট-এর জন্য টাকা রাখা হয়েছে, বিশেষ করে কমিউনিটি ও ডেভেলাপমেণ্টের কথা চিন্তা করেইএই টাকা রাখা হয়েছে। আগে সারা ত্রিপুরার জন্য যে টাকা রাখা হত সেই টাকা খরচ করা হত না, কিন্তু এখন দেখা গেছে যে এই বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশেষ করে যারা জুমিয়া তাদের কথা চিন্তা করেছিলেন বলেই বাজেটের প্রথমেই তাদেরকে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর একটা ডিমাণ্ড হচ্ছে, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৭, মেজর হেড-২৯৯, ৩০৭, ৩১৩, ৫০০ এই মেজর হেডগুলিতে অনেকগুলি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিশেষ করে ফরেষ্টের জন্য ৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা যে রাখা হয়েছে এইটাও তাদের ভবিষ্যতে বাঁচার কথা চিন্তা করেই। কংগ্রেস সরকার থাকাকালে আমরা দেখেছি এবং বলেছিলাম যে যত দিন পর্য্যন্ত মানুষ বনজ সম্পদ ও বন সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে চেতনা না আসবে নিজেদের প্রয়োজনবোধ না জন্মাবে ততদিন পর্য্যন্ত জোর করে সামাজিক বনায়নের জন্য চেষ্টা করলে সেটা হবে বিফল প্রচেষ্টা। কিন্তু দেখা গেছে সেই সময় আমাদের জুমিয়া ভূমিহীনদের উপর বহুরকমভাবে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে নানাভাবে মামলা করে তাদেরকে পানিসমেণ্ট দেওয়া হয়েছে এবং বহু বছর ধরে অত্যাচার চলতে চলতে এইবার দেখা গেল আমাদের গতবার থেকে ব্লক স্তরে যে ফরেষ্ট সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং আমাদের বি, ডি, সি-র মধ্যে ফরেষ্ট সাব কমিটি আছে, তার মাধ্যমে আমরা প্রতিটি গাঁওসভার মধ্যে কি করে ফরেষ্ট করতে পারি মানে রাবার বাগান, নারিকেল বাগান করে তাদের পুনর্বাসন দিতে পারি এবং গতবার থেকে রিয়াংদের জন্য বিশেষ করে সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছে, এরা ছাড়া অন্য ট্রাইবেলদের জন্য কোন রকম ফেসিলিটি আমরা দিতে পারি না। কাজেই সেই দিক থেকে চিন্তা করে দেখা গেল যে বিভিন্ন ফলের বাগান-এর মাধ্যমে, আমরা জানি আঠারোমুড়া বা লংথরাই ও বড়মুড়া পাহাড়ের উপর যদি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে পরে রাবার বাগানের মাধ্যমে সেখানে পুনর্বাসন হতে পারে না। কারণ দেখা গেছে যে রাবার বাগানের মাধ্যমে যদি পুনর্বাসন দিতে হয় তাহলে পরে সেই রাবারের বীজ সংগ্রহ করতে আমার অনেক সময় লাগবে। কাজেই সেই দিক থেকে রাবার চাষ এখানে ঠিক হবে না। আমি মনে করেছি যে সেখানে অন্তত স্থায়ী ফসল যেটা আম কাঠাল বা নারিকেল

সুপারী কলা এই সমস্ত জিনিষ বার মাস পাওয়া যায়। ফসল যদি সেখানে করতে পারি তাহলে সেখানে পুনর্বাসন দিতে পারব, তাদেরকে মানুষ হিসাবে বাঁচার জন্য আজ পর্যান্ত কিছু করতে পারিনি বলেই বাজেটের মধ্যে এই ৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ আমরা করতে পারি না, যখনই কাউকে বলেছি তখনই বলেছে সন্ত্রাসবাদী ও উগ্রপন্থীদের ভয়ে সেখানে যোগাযোগ করা মুশকিল হয় কিন্তু তারাতো বাজারে আসে সেখানেতো তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পারি। বনের মধ্যে অনেক বনজ সম্পদ আছে, আমার এই রিজিলিউশান দিয়েছিলাম। এই রিজিলিউশানগুলি আমাদের বনমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পাঠিয়েছি এবং আশা করি সেইগুলিকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এইগুলিকে তিনি কার্যকরী করবেন। সেখানে সার্ভে করার কাজে যারা আছেন তারা কি করেন ? এদের সঙ্গে তারা কেন সম্পর্ক রাখেন না, কোথায় কোথায় বনজ সম্পদ আছে তারা বলতে পারেন না।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— কিন্তু আমাদের যদি যোগাযোগটা থাকে তাহলে যে সম্পদ আছে সেটার অনেক উপকার হয়। গকুলনগর গাঁওসভার মধ্যে যে শিকারীবাড়ী আছে, সেখানে মাত্র ১৩টা পরিবার আছে। তাদের এখনও পুনর্বাসন দিতে পারে নাই এবং বনজ সম্পদ আমাদের বহু আছে। সেখানে একটা জিনিষ আছে। সেটা হলো, একটা লোনা মাটি। সব জীবজন্তু সেটা খায়। সকলেই সেটা অমাবস্যা পূর্ণিমাতে খেতে বাধ্য হয়। একটা গর্তের মধ্য থেকে একটা ধোঁয়া বের হয়। আমি সেটা টেস্ট করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু সেটা করা যায়নি। যদি সেখানে গিয়ে এটা পরীক্ষা করে দেখা হয় তাহলে আমাদের সম্পদকে আমরা কাজে লাগাতে পারতাম। বিভিন্ন জীবজন্তু সেই লোনা মাটি খায়। শুকুয়াবাড়ী থেকে শিকারী বাড়ী পর্যন্ত যদি আমরা রাস্তা করে নিতে পারি তাহলে সেই মূল্যবান সম্পদটা পরিবহন করতে পারা যেত। সেখানে প্রথম যখন আমরা রাস্তা করি তখন নিজেরা শ্রমদান করে রাস্তা করি। খোয়াই থেকে কমলপুর পর্যন্ত লোক যারা সেখানে আছে তারা যখন শ্রমদান করে তখনি দেখেছিলাম সেটা সেখানে পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া সেখানে বন্য ছাগল আছে প্রচুর, ভল্লুক আছে। হাতী আসে মাঝে মাঝে লংতরাই পাহাড় থেকে। করঙ্গীছড়া এবং কোড়ার উত্তরে জঙ্গলটাকে দেখা হোক। সেই প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম এবং যিনি ফরেষ্ট প্রধান তিনিও সেটা জানেন। এবং শিকারীবাড়ীতে উনিও গিয়েছিলেন। ফরেস্টের জন্য যে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার দ্বারা রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে আমরা সম্পদ সৃষ্টি করতে পারি, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ছড়ার জল আসে সেগুলি আমাদের কোন

প্রয়োজনে লাগে না। কিন্তু সেগুলি যদি কোথাও পাকা বাঁধ কোথাও কাঁচা বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে সেগুলিকে কাজে লাগানো যায়। শুকুয়াবাড়ীর যে ছড়াটা আছে সেটাতে পাকা বাঁধ দিয়ে আশারামবাড়ী পর্যন্ত জলসেচ ব্যবস্থা করা হোক। কংগ্রেস আমল থেকে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটা হয়নি। কাজেই এখন যে বাজেটের টাকা ধরা হয়েছে, আমি আশা করব সেটা এখন করা হবে এবং আমি আশা করব সামাজিক বনায়ণের যেগুলি আমরা পঞ্চায়েতের মারফত সৃষ্টি করতে চলেছি সেগুলি যাতে থাকে। আর যারা সিনেমা অ্যাক্টারের মত চেহারা করে বসে আছেন কিছু সংখ্যক কর্মচারী তারা বিশেষ করে পি ডব্লিউ ডি-এর এস ডি ও সাহেবরা এগুলি নষ্ট করছেন। তারা রাস্তার জন্য জমি অ্যাকোয়ার করছেন এবং পাব্লিক ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না। কাজেই এই বলে আমি কাটমোশনের বিরোধীতা করে এবং ডিমাণ্ডের স্বপক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সৈয়দ বাসত আলী।

সৈয়দ বাসত আলী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটের মধ্যে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৭ মেজর হেড ৩১৩-এখানে যে টাকা ধরা হয়েছে আমার পূর্ববর্তী বক্তা এই সম্পর্কে কিছু বলছেন। আমি বলতে চাই যে, যে কোন সরকার হোক, সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ সাধন করা এবং সাধারন মানুষের কল্যাণের জন্য যাতে অর্থ ব্যয় হয় তার জন্য এই কম বরাদ্দ।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং উপস্থিত সদস্যগণকে আমি আগেই বলেছি যে, ত্রিপুরার একমাত্র সম্পদ হচ্ছে বনজ সম্পদ। কংগ্রেস সরকারের আমলে এই সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে কোটি কোটি টাকার সম্পদ আজকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত উদ্‌বেগের ব্যাপার যারা কালো বাজারী তারা কিছু সংখ্যক লোকের সঙ্গে যোগসাজস করে গাছ কেটে কালো বাজারে বিক্রি করছেন জলের দামে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি প্রশ্ন করছি আজকে ক্ষমতাশীল দলের সদস্যরা এবং মন্ত্রী মহোদয়রা গরীব দুখী মানুষের কথা অনেক বলেন, কিন্তু এই যে বনজ সম্পদ, এই সম্পদ থেকে গরীব দুঃখী মানুষেরা কিছুই পাচ্ছে না, অর্থাৎ বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে তাদের জীবন যাপন করার কিছুটা উপকার হত, সেই উপকার তারা পাচ্ছে না। যার ফলে আজকের দিনে গরীব মানুষগুলি তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারছে না, দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তারা সংগ্রহ করতে পারছে

না, এমন কি অসুখ হলে তারা নিরাময়ের জন্য যে ঔষধপত্রের দরকার, সেটাও তারা সংগ্রহ করতে পারছে না। অন্য দিকে অনেক চড়া দামে বিত্তশালী লোকদের কাছে এই কাঠগুলি চলে যাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আপনিই বিচার করে দেখুন, একজন গরীব দুঃখী মানুষ কাঠের জন্য রয়ালিটি দিয়ে সেটাকে আবার সাইজ করে, তার কি উপকারে আসবে? সেটা তো চিন্তা করা যায় না। সুতরাং আমরা দেখছি, ত্রিপুরার যে বনজ সম্পদ, যা সরকারের এক আয়, এই ডিপার্টমেণ্ট থেকেই আসে, কিন্তু এমতবস্থায় সরকারের হাতেও এই টাকা বা আয়টা আসছে না। সেটার বেশীর ভাগ অর্থই চলে যাচ্ছে যারা বিত্তশালী স্বার্থান্বেষী লোকদের হাতে, যারা যার জন্য সরকারও গরীব দুঃখীদের পক্ষে কাজ করতে পারছেন না, ফলে সরকার এই দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছেন। সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে আমি কতগুলি প্রশ্ন রেখেছিলাম, কিন্তু আমার সেই প্রশ্নগুলি এ্যাডমিট করা হয় নি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, কারণ তিনি আমাদের বি, ডি, সিতে গিয়েছিলেন, আমি নিজেও দেখেছি, সেজন্য আমি দৃঢ় ভাবে বলছি যে আজকে সরকারের ইচ্ছা থাকা সত্বেও গরীব দুঃখী মানুষের জন্য বি ডি, সির হাতে যে সমস্ত ক্ষমতা অর্পন করেছেন, সেটাকে পঞ্চায়েতের সদস্য বর্গরা এবং প্রধানেরা নিজেদের পার্টি পুষ্ট এবং সমর্থন পুষ্ট লোকদের বা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে সেই অর্থটা আত্মসাত করছেন। সেই অর্থ যে গরীব দুঃখী মানুষের কাজের জন্য দেওয়া হয়েছে, সেই অর্থ তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে না।

ফলে সামাজিক বনায়ন বলতে যে কিছুই হচ্ছে না, এটা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দেশের যে অরণ্য সম্পদ বাড়ানোর কথা, তারও কিছুই হচ্ছে না, এটা আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। আর এজন্যই আমি বার বার এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সরকার যে লক্ষ্যে যে কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করছেন, সেটা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। এই সবই ক্ষমতাশীল দলের সদস্যদের জানা আছে, কুমারঘাট বি, ডি, সি-র চেয়ারম্যান মহোদয়ও এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমরা দেখছি যে, সেখানে সরকারী টাকার আত্মসাতের একটা হিরিক পড়ে গেছে। সরকার যে এই সব কাজে ব্যর্থ হয়েছেন এই সম্পর্কে তাদের জানা থাকা সত্বেও, তারা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, সরকারকে এই ব্যাপারে বাহবা দিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আর একটা বিষয়ে আমি বলতে চাই, কারণ আমার কাছে অফিস কর্তৃপক্ষও আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছেন যে সমাজের অ-উন্নত অংশের উন্নতির জন্য সরকার যে

টাকা দিয়েছেন, বিশেষ করে আমি শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে বলতে চাই, আমার কনষ্টিটিউন্সীতে দেওছড়া গাঁওসভায় কয়েকটা স্কুল মেরামতের জন্য সরকার থেকে গাঁওসভাকে টাকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেভাবে ঘরগুলি করার কথা, সেভাবে না করে এমন ভাবে ঘরগুলি করা হয়েছে, যেটা ট্রাইবেলদের টং ঘরের মতো মাচা বাঁধার মতই হয়েছে, ফলে কিছুদিন আগে যে সামান্য বাতাস বয়েছিল, তাতেই সেগুলি আবার ভেঙ্গে গিয়েছে। আমি নিজে ডি, এম, সাহেবকে, বি, ডি, ও, এবং এস, ডি, ও, সাহেবকে এসব কথা জানিয়েছি, কিন্তু অদ্যাবধি ঐ সব স্কুল ঘরগুলি ঠিক করা হয় নি। ফলে সেই সব স্কুলের সাধারণ ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা বিঘ্নিত হচ্ছে। পঞ্চায়েত কি ভাবে স্কুল ঘরগুলির জন্য দেওয়া টাকা আত্মস্যাত করেছে, তা ঐ ছেলেমেয়েগুলি তাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পারছে, কারণ তাদের অভিজ্ঞতা তো দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, এটা অত্যন্ত লজ্জার ও দুঃখের ব্যাপার। সরকার এম, এন পাড়া স্কুলের জন্য দিয়েছেন আড়াই হাজার টাকা, নিশান চৌধুরী পাড়া স্কুলের জন্য দিয়েছেন ৮ হাজার টাকা, রাতাছড়া স্কুলের জন্য দিয়েছেন ৯ হাজার টাকা, হিরাচড়ি স্কুলের জন্য দিয়েছেন ৯ হাজার টাকা। অথচ এই পরিমাণ টাকা দিয়ে কোন কোন জায়গায় এমন ভাবে নাম মাত্র ঘর করা হয়েছে, যেগুলি সামান্য ঝড় আসতে না আসতেই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ পঞ্চায়েত কি ভাবে এ টাকাগুলি আত্মসাত করেছেন, তার কিছু অভিযোগ আমাকে জানিয়েছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা যে আমার অভিযোগ তা নয়। সত্যি আজকে যেভাবে সরকারী টাকা আত্মসাত করা হচ্ছে, তাতে সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই টাকাগুলি দিয়েছেন, তার কিছুই করা হয় নি। আমি মনে করি সরকার এই সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া উচিত। আমরা দেখছি যে, এর আগেও সরকার যে টাকা দিয়েছিলেন, সেগুলি কি ভাবে খরচ হয়েছে, ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যদেরও এই সম্পর্কে অনেক কিছু জানা আছে, অথচ তারা এই সম্পর্কে কোন সময়ে মাননীয় মন্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নি। অন্য দিকে তারা এই সব অপকর্মের জন্য সরকারকে বাহবা দিয়েছেন, যদিও তাদেরই সরকারকে সচেতন হওয়ার কথা ছিল। কারণ মন্ত্রীদের সব কিছু জানা সম্ভব নয়, সে জন্যই তো বিভিন্ন কনষ্টিটিউন্সীর সদস্যরা রয়েছেন, তারা এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে বা সচেতন করে দিতে পারতেন। ফলে সাধারণ গরীব-দুঃখী মানুষগুলি দিনের পর দিন শোষিত হচ্ছে। তাই আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে ছিল, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। আর এই সব কারণেই মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কাজের অনীহা। কেউ কাজ না করে টাকা পেতে চায়,

কাজেই উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে। দেখা দিয়েছে নানা রকমের ফাঁকি-ফুঁকি, গরীব মানুষগুলির সমস্যার সমাধান না করে, শুধু দলের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ টাকা কি ভাবে আত্মসাত করা যায়, তাই হল একমাত্র চিন্তা। স্যার, আমি এই সম্পর্কে আলাপ করেছি, তারা বলেছেন, কিছুক্ষণ আগে মাননীয় ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য যে অভিযোগ করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, "আমি বি, ডি, সি'তে গেলে সবাই আসেন, কিন্তু না গেলে কেউ আসেন না"। আমি নিজেও এই সম্পর্কে আলোচনা করেছি, কারণ আমি বি, ডি, সি'তে গিয়েছিলাম, তাঁর উক্তি সত্য। আমি তাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন আপনারা বি, ডি, সি'তে আসেন না? তারা বলেছেন, বি, ডি, সি'র মাধ্যমে যেমন আই, আর, ডি, পি, লোন বা অন্যান্য যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা বা যে ভাবে কাজগুলি করা উচিত, সেভাবে না করে, শুধু নিজেদের সমর্থনপুষ্ট লোকদের পাইয়ে দেওয়ার যে ঝোঁক, তা আমরা বরদাস্ত করতে পারব না, সেজন্যই বি, ডি, সি'তে যাওয়া হয় না, কাজেই এই সমস্ত অপকর্মে আমাদের সহযোগীতা করাও সম্ভব নয়। সে জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি অনুরোধ রাখছি, যে পরিমাণ অর্থ এই বাজেটে ধরা হয়েছে, তার বেশীর ভাগ অর্থ-ই ঐ সাধারণ গরীব-দুঃখীদের কোন কাজে আসে না বা তাদের নায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই এই বিষয়ে সরকারের আরও তৎপর হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তাই এইসব দিক বিবেচনা করে বিরোধী দলের সদস্যদের যে সব কাটমোশান এসেছে এবং আমার নিজের যেসব কাটমোশান রয়েছে, সেগুলিকে সমর্থন করে, বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য হরিচরন সরকার।

শ্রীহরিচরণ সরকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসে রেখেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই সরকারের প্রশাসন গরীব মানুষের স্বার্থে এবং ধনী শ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করছেন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচী গ্রহণ করেছেন। সেই জন্য এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করি। ডিমাণ্ড নং ১২তে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার উপর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কাট মোশন এনেছেন এবং তাতে বিরোধীতা করেছেন। কারণ তারা চায় বামফ্রন্ট সরকারের আগের সরকারের যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল সেটাকে

বজায় রাখতে। কংগ্রেসী আমলে পুলিশের উপর যে অত্যাচার হত, তারা মানুষ হিসাবে গণ্য হত না। সেই পুলিশকে আজকে বামফ্রন্ট সরকার মর্যাদা দিয়েছে, তাদেরকে সংগঠন করার অধিকার দিয়েছে এবং তাদের উপর যে অত্যাচার চলছিল তা বন্ধ হয়েছে। কংসেগ্র আমলে পুলিশকে দিয়ে গুণ্ডা দমন করা হত। ১৯৮০ সালে যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছে সেই দাঙ্গা দমনে পুলিশ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। নগেন্দ্রবাবুরা চেয়েছিল যে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যে ভাতৃঘাতি দাঙ্গা চলছে সেটা ত্রিপুরাতেও চলুক। সেই জন্য তারা এই ব্যয় বরাদ্দের বিরোধীতা করছেন। আজকে দেখা যায় প্রতিটা খুন, ডাকাতি, দাঙ্গার পেছনে কংগ্রেসীরা যুক্ত নয়তো ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির লোকেয়া যুক্ত। আজকে ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বুঝতে পেরেছে সেই জন্য দ্বিতীয়বার বামফ্রন্ট সরকারকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছে। সামনে এ. ডি. সির ইলেক্শন এবং সেই ইলেক্শনে ওদের ভরাডুবি হবে সেটা জেনেই তারা এই হাউসে চীৎকার দিচ্ছেন। বিনন্দ জমাতিয়া তিনি সন্ত্রাসমূলক কাজ ছেড়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে দেশের জন্য কাজ করতে চেয়েছিলেন এবং অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী যারা ছিল তাদেরকে গণতান্ত্রিক পথে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু টি. ইউ. জে. এস. তাকে খুন করে প্রমাণ করে দিল যে গণতান্ত্রিক পথে যাওয়ার উপায় নাই। কর্মচারীদের ডি. এ.র ব্যাপারে মাননীয় সদস্য ভানুলাল সাহা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনটা ডি. এ. ই কেন্দ্রের সাতটা ডি এ -র সমান। উনি বুঝিয়ে দিয়েছেন কি করে তিনে তিনে ছয় হয়। কিন্তু বিরোধী সদস্যরা তো তিনে তিনে চার গুণেন। তারা বুঝতে চাইছেন না। জেগে ঘুমাচ্ছেন। কাজেই এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে সেগুলি খুবই যুক্তি সংগত। তাই আমি প্রতিটা কাট মোশনের বিরোধীতা করে এবং ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা :— মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশনগুলি এবং বিরোধী সদস্যরা যে কাট মোশন এনেছেন সেগুলিকে সমর্থন করছি। আমি মোবাইল ট্যাক্স ফোর্স-এর উপর একটা কাট মোশন এনেছি। সেখানে বাজেট ধরা হয়েছে ১১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। ত্রিপুরা একটা ছোট রাজ্য। এখানে নানা জাতের লোক বাঙ্গালী, ত্রিপুরী, মনিপুরী, লোকের বাস। এখানে নুন আনতে পান্তা পুরায়। সেখানে এই মোবাইল ট্যাক্স ফোর্সে এত টাকা রাখার কোন যুক্তি নাই। সেই জন্য এটার বিরোধীতা করছি। আরেকটা

হল ত্রিপুরা ষ্ট্যাট রাইফেলস্ সেখানে ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পুলিশের কি কাজ আমরা লক্ষ করছি। আমাদের মাননীয় সদস্য মতিলাল সাহা বিশালগড়ের গাড়ী নিয়ে বললেন যে দুটো আছে কিন্তু মাননীয় চীফ মিনিষ্টার বললেন না ৫টা আছে এই বরাদ্দকৃত টাকা নিয়ে একটা নয় ছয় হচ্ছে। টাকারজলাতে গোপী রমন দেববর্মাকে খুন করা হল কিন্তু পুলিশ সেটাকে ডাকাতি বলে চালিয়ে দিল বার বার জানানো সত্বেও কোন এরেস্ট নেই, কোন অ্যাকশন নেই।

কাজেই গ্রামবাসীরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ৪০ জন নিয়ে একটি শান্তি কমিটি গঠন করেছে। সেখানকার এস. আই. কে জানিয়েছে। কাজেই পুলিশ বাজেটে এই ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা রাখার কোন মানে ছিল না। আর একটা কথা হলো, এখানে সৈনিক বোর্ড-এ ১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। আমার কাছে টাকারজলা, বিশ্রামগঞ্জ থেকে অনেক প্রাক্তন সৈনিক এসেছেন পেনসনের দাবী নিয়ে। কিন্তু বার বার ধর্ণা দিয়েও ওরা কিছুই পায়নি। আপনারা প্রমান চাইলে আমি দিতে পারব। কাজেই সৈনিক বোর্ডের জন্য এই ১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা রাখার কোন মানে হয় না। এই সব নানা অসংগতির জন্য এই ডিমাণ্ডগুলিকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং আমার যে তিনটি কাট মোশন আছে সেগুলির উপর আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সব মাননীয় সদস্য যে সকল ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন এই সকল ছাটাই প্রস্তাব সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে ত্রিপুরার যে অবস্থা চলেছে সেদিকে যদি লক্ষ্য রাখি, তাহলে আমাকে বলতে হবে, চাতকের মত তৃষ্ণা তৃষ্ণা না করে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা যেন বাস্তবকে উপলব্ধি করতে পারেন। বিদ্যাবাবু বলেছেন, খরচ কি হচ্ছে ? আমরাও একথা বলছি। আজকে আপনাদের মুখ থেকেও কিছু কিছু কথা বেরুচ্ছে সরকারী অর্থ কিভাবে অপব্যবহার হচ্ছে সেকথা জানিয়ে। কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে তা উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু ত্রিপুরার জনগণ বসে নেই। তাই বলব, বাস্তবের দিকে তাকিয়ে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা বিষয়টি চিন্তা করুন। ডিমাণ্ড নাম্বার ১১তে পুলিশ খাতে প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে। গত ২৪শে মার্চ, মুখ্যমন্ত্রী হাউসের মধ্যে বিগত এক বছরে কত খুন, সন্ত্রাস, রাহা-

জানি, নারী নির্য্যাতন হয়েছে তার হিসাব দিয়েছেন। কিন্তু পুলিশ কতজনকে ধরতে পেরেছে কিংবা শায়েস্তা করতে পেরেছে তার কোন হিসাব দিতে পারেন নি। শায়েস্তা হয়ত পুলিশ করতে পারে না কিন্তু ধরতে তো পারে। এটা তো পুলিশের ডিউটি। মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশ খাতে এত টাকা ধরা হয়েছে, দলীয় ক্যাডার করার জন্য। অর্থাৎ পুলিশে সেল আছে। ঐ সেলের মাধ্যমে ক্যাডার করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্য নয়। দলীয় কর্মী হিসাবে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকার কতটুকু পালন করেছে তা'ও চিন্তার বিষয়। কেন না, আজকে পর্যন্ত নির্বাচিত অফিস বেয়ারারদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে না। কেননা, তারা নিজেদের সমর্থক নয়, তাদের ছাতার নীচে আসছে না কিংবা তাদের কথা মত নিরীহ লোক-দের গ্রেপ্তার করছে না। কাজেই তাদের শাস্তিমূলক বদলী করা হচ্ছে। তাদের অবস্থার উন্নয়ন, তাদের বর্তমান সামাজিক কাঠামোর উন্নতি করা হলে কিংবা বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হলে উগ্রপন্থী দমনের জন্য, তাহলে নিশ্চয়ই এই বাজেট সমর্থন করতাম। ফরেষ্ট সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, এখানে প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে। ৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। তাদের কার্যকলাপ দেখে মনে হয়, এত টাকা ধরার কোন মানে ছিল না। আজকেও এ ব্যাপারে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। আলোচনা হলে কি হবে, এগুলি সরকার বিরোধী দলের বক্তব্য হিসাবে উড়িয়ে দেবেন, উপলব্ধি করবেন না। আমার অমরপুর ফরেষ্ট অফিসের রেঞ্জার-এর কথা বলতে হয়। উনি কিছু খাসের জায়গা জোতের জায়গা দেখিয়ে সেখানকার গাছ বিক্রি করে দিয়েছেন। ডলুমাতে রেট করা হয়েছে। এক একটা রেটের জন্য ৪০ হাজার টাকা করে মোট ৮০ হাজার টাকার খরচ দেখান হয়েছে। কিন্তু ঐ খরচ ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকার মধ্যে হবে। এই ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু কোন তদন্ত করা হয়নি। বাউণ্ডারী নিজের লোক দিয়ে দিয়েছেন। তাদের টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। পেচারথলে ৫০ হাজার টাকার উপর খরচ করে বাগান করা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি নিজে গিয়েই দেখতে পারেন সেই বাগানে ১০ পারসেন্ট গাছও আছে কিনা?

এই ভাবে বিভিন্ন জায়গাতে উন্নয়ন করার নামে টাকা নয় ছয় করা হচ্ছে। সত্যিই যদি উনাদের দৃষ্টিভংগীটা উন্নয়ন-মূলক কাজের দিকে থাকত তাহলে আমাদের বিরোধীতা করার কোন প্রশ্ন আসত না। মিঃ স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নং,১৫ মেজর হেড ২৮৮ ষ্টেট

লোটারী সম্পর্কে এই হাউসে অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি জানিনা এই ষ্টেট লটারীতে তিনি আবার কি করবেন। ষ্টেট লটারীর কেলেংকারী রিপোর্ট আজও হাউসে আসল না, আমরা জানতে পারলাম না সেটাকে কেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ষ্টেট লটারীর আয় দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে, টাউন হল নির্মান করা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে এই স্টেট লটারীর দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ষ্টেট লটারীতে দুর্নীতি হয়ে থাকলে তার তদন্ত হতে পারে, কিন্তু স্কীমটাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল কেন বুঝতে পারছি না। স্যার, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এই কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করবেন এই আশা নিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে আজকে যে ব্যয় বরাদ্দ উপস্থাপন করেছেন সেগুলিকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এই ব্যয় বরাদ্দের উপর যে সমস্ত ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, পুলিশ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার উপর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা এবং শ্রীরসিক লাল রায় ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন। আমি বুঝতে পারছি না মাননীয় সদস্যরা কি করে এই এই ব্যয় বরাদ্দকে বিরোধীতা করেছেন। তারাই তো এই সভায় বলেছেন যে, রাজ্যে বিভিন্ন জায়গাতে যে চুরি ডাকাতি হচ্ছে, তা দমনার্থে পুলিশকে আরও সক্রিয় করা প্রয়োজন। পুলিশ কর্মীরা যাতে থানা এলাকাতেই বাসস্থানের সুযোগ পান, যে সব থানাতে গাড়ী নেই সেগুলিতে গাড়ীর ব্যবস্থা করার জন্যই এই ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এবং এটা খুবই যুক্তিসংগত। কিন্তু বিরোধী দলেব সদস্যরা বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা করেছেন। কারণ তারা তাদের ছাটাই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ কোন যুক্তি দেখাতে পারেন নি। আমরা জানি এমন অনেক থানা আছে যেখানে কোন গাড়ী নেই। যেমন উত্তর ত্রিপুরার দামছড়া থানা। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, এখানে পুলিশের কোন গাড়ী না থাকার ফলে চুরি ডাকাতির খবর বা কোন বিশৃঙ্খলার খবর পেয়েও তারা দ্রুত সেখানে যেতে পারে না। পুলিশকে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। সমাজবিরোধীদের দমন করতে হলে পুলিশের

যান বাহনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং পুলিশ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা খুবই যুক্তিসংগত এবং এই বরাদ্দটিকে আমি সমর্থন করছি। স্যার, ফরেস্ট খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তারও বিরোধীদলের বন্ধুরা বিরোধীতা করেছেন বিভিন্ন ছাটাই প্রস্তাব এনে। আমি বুঝতে পারছি না এই খাত নিয়ে বিরোধীতা করার কি যুক্তি রয়েছে। স্যার, আমরা নিশ্চয় জানি যে বন বিভাগের মাধ্যমে ত্রিপুরার অধিকাংশ বনাঞ্চলগুলিতে কাজ চলছে। যে কাজের ফলে হাজার হাজার জুমিয়া এবং গরীব অংশের মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহ করছেন। সুতারাং ত্রিপরার বনভূমিকে আরও সুন্দর ভাবে রূপায়িত করতে হলে এবং ফরেষ্ট এরিয়া বাড়াতে হলে আরও অর্থের প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর নতুন করে আরও অনেক বনাঞ্চল সৃষ্টি করেছেন। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এখানে অভিযোন করছেন যে ফরেস্ট এলাকা থেকে প্রচুর পরিমান কাঠ চুরি হয়ে যাচ্ছে। যদি আমরা এই ঘটনাগুলিও কারা করছে খুঁজতে যাই তাহলে দেখব তাদের দলের লোকেরাই এই সব সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত। আমি একটা উদাহরণ দিতে পারি উত্তর ত্রিপুরার বংশূল ফরেস্ট অফিরসর ফরেস্টার এবং ফরেস্ট গার্ডকে কাঠ চুরি ধরার জন্য যারা আক্রমন করল এবং পুলিশ যাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে তারা সবাই বিরোধী দলের লোক। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যাদের অনুরোধ করছি, তারা যেন তাদের বন্ধুদের, যারা এই সব সরকারী মূল্যবান সম্পদ অপহরন করছে, তাদেরকে বিরত থাকতে বলেন। অবৈধ ভাবে চুরি চামারি করে তারা যেন তাদের নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি না করেন। এগুলি আমাদের দেশের সম্পদ. এগুলি কারও চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অধিকার নেই। স্যার. ফরেস্টের খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেটা পর্যাপ্ত নয়, আরও অর্থ এই খাতে ধরা উচিৎ ছিল। সুতরাং এই খাতে বিরোধী দলের সদস্যদের কাটমোশান আনার কি যুক্তি থাকতে পারে আমি বুঝতে পারি না। আমি এই কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করছি। এখানে রেভিনিউ এবং মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট খাতে ৫, ৫৯, ৭২, ০০০ এবং ১২, ৫৩, ৫১০০০ টাকা ব্যয় ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এটাকে আমি সমর্থন করছি এবং এখানে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা যে কাটমেশান এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি।

এখানে বিভিন্ন ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে ভাবে বিভিন্ন এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, একজন নির্দল সদস্য যে ভাবে এই ষ্টেট লটারি কেন বন্ধ হলো তার জন্য অনেক কথা বলেছেন, আমি বুঝতে পারছি না যে ষ্টেট লটারি নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছিল এটা সবাই জানেন এবং তার জন্য মাননীয়

বিধায়ক বহু কথা এই হাউসে বলেছেন। এটা যখন বন্ধ করে দেওয়া হলো তার জন্য এটার পক্ষে তিনি আবার চিৎকার করছেন। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই দুর্নীতির সঙ্গে যদি কেউ জড়িত থাকেন তাহলে তাঁদের লোকেরা আছেন, তাদের এখানে মদত আছে কিনা তাদের আলোচনা থেকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। কাজেই আমি এই কাট-মোশানের বিরোধীতা করছি এবং মূল ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর মাননীয় সদস্যরা যে সব বক্তব্য রেখেছেন তার মধ্যে এই সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উপর কিছু প্রশ্ন উঠেছে এবং তার উপর কিছু সমালোচনা হয়েছে। যে সব ক্ষেত্রেতে সমালোচনা কংক্রিট, সুনির্দিষ্ট আছে সরকার সেগুলি নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবেন, যদি দুর্বলতা কোথাও থেকে থাকে সেগুলি দূর করার চেষ্টা হবে। কারণ আমি কাটমোশান আনার কোন যুক্তি দেখতে পারছি না। কাট মোশানের উপর বিভিন্ন দলের সদস্যরা যে সব বক্তব্য রেখেছেন আমি তার কয়টা এখানে উল্লেখ করছি শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বিধায়ক তিনি এখানে একটা চিঠি পড়ে শুনালেন চিঠিটা টি, এন ভি-র নেতা কার্তিক কলই শ্রীবঙ্কিমোহন দেববর্মাকে লিখেছেন। আমি জানি না, এই চিঠিটা কেন নগেনবাবুর হাতে, এটা তো পুলিশের হাতে থাকা উচিত ছিল। আমাদের কাছে যখন থেট্রেনিং লেটার দেয় আমরা চাই এটার তদন্ত হোক। আমি যদি আজকে নগেনবাবুকে একটা চিঠি দেই যে ১০,০০০ টাকা দেবেন তাহলে এটা টি, এন, ভি-র চিঠি নয়। আমি কি করে বুঝবো না যে, এটা টি, ইউ, জে, এসের লোকেরাই এটা লিখে বিধানসভার মধ্যে উপস্থিত করেছেন এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য উপস্থিত করেছেন, এটা অস্বীকার করতে পারেন, শ্রীনগেনবাবু অস্বীকার করতে পারবেন? আমি লক্ষ্য করেছি, শুধু এই বিধানসভায় নয় বিধানসভার বিভিন্ন অধিবেশনে যেখানে কোন উগ্র-পন্থী আত্মসমর্পণ করছে ওরা সমালোচনা করছে, ওরা তো বিনন্দ জমাতিয়াকে বলেছে, আপনি আত্মসমর্পণ করতে গেলেন কেন? আজকে দেখছি যে টি, এন, ভি, ৩০ জনের বেশী তাঁরা বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে বিভিন্ন জায়গায় আত্মসমর্পণ করেছে এত চটবার কারণটা কি? আমি জিজ্ঞাসা করি ওরা কি সব পালিয়ে এসেছে? আমরা পুলিশের কাছে যে সমস্ত বিবৃতি পেয়েছি তারা বলছে আমাদের নাম হিট লিস্ট আছে। টি, এন, ভি, নেতা বিজয় রাংখল নাকি সার্কুলার দিয়েছেন যদি কেউ আত্মসমর্পণ করে তার শাস্তি হবে মৃত্যু-

দণ্ড। তারা যদি গোপনে এসে আত্মসমর্পণ করে এত বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে, এই রকম ৪/৬ জন খুন হয়েছে ইতিমধ্যে। নগেনবাবুর এত চটবার কারণটা কি? কেন যে ওরা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসছে, কেন তারা খগেনবাবুর কাছে যাচ্ছে? আমি জিজ্ঞাসা করি নগেনবাবু তো পারতেন আমাদের হাতে কয়েকজন তুলে দিতে, ওদের বাড়ীতে কি কম ওরা যায়? স্যার, নগেনবাবু বলেছেন তাঁরা নাকি ক্রমাগত ট্রাইবেলদের কাছে যাচ্ছেন, যদি তাই হয় আর টি. এন, ভি তো ট্রাইবেলদের বাড়ীতে আসে, ট্রাইবেলদের বাড়ীতে ঘুমায়, একজন লোককে তো নগেনবাবু বলেন নি যে এই লোকটাকে আমি তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করিয়েছি আত্মসমর্পণ করার, না এটা দেবেন না, এই কাজে ওরা সাহার্য্য করবেন না। খালি পুলিশকে গালিগালাজ করবেন এই জন্য যে কিছু কিছু পুলিশ তাদের পাকড়াও করেছে সেই জন্য পুলিশকে গালিগালাজ করা। এই টি, এন. ভি, গ্রেপ্তার করার জন্য পলিশকে সাহায্য করা যায় না, এমন কোন জায়গায় সাহার্য্য করেছেন একটা দৃষ্টান্ত খুজে পাওয়া যাবে, যেখানে সাহার্য্য করেছেন? যে ওরা পুলিশকে সাহায্য করেছেন এই জায়গায়? পাওয়া যাবে না, হ্যাঁ, এই জায়গায় টি, এন. ভি, আছে আপনারা এসে তাদের গেপ্তার করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমি সারেণ্ডারের কথায় যাচ্ছি, হ্যাঁ, ওরা কয়েকজন সারেণ্ডার করেছে। রাত্রে যে ছেলেটি সর্বশেষ সারেণ্ডার করেছে সে পালিয়ে এসেছে। সে ৪/৬টা বড় বড় ঘটনার সঙ্গে জড়িত যে সমস্ত ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং তার জন্য সে অনুতপ্ত এই সব ঘটনা ঘটেছে। এ. ডি, সি'তে ইলেকটোরল রুলস্ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এ, ডি. সি'র যে ইলেকটোরল রুলস্ সেটা সর্বশেষ যে বিধানসভার রুলস্ সেটা ভিত্তি করেই হয়েছে। কোন নূতন এনরোলমেণ্ট সেখানে করার কোন সুযোগ নাই কার এ. ডি. সি রুলসের মধ্যে সেটা রয়েছে যে কোন জায়গায় যদি বাইরে থেকে এসে থাকে তবে নিশ্চয়ই সেটা বাদ পড়বে তাতে কোন সন্দেহের বিষয় নেই।

আমি ইদানীং একটা জায়গা দেখলাম যে একটা জেনারেল নির্বাচক মণ্ডলীকে এস টি, বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরেও কারেকশান করে এইটা সারকুলেট করা হয়েছে। ছাপানোর ভুলে বা অন্য কারণে এ, ডি, সি'র বাইরের কোন ভোটার যদি ভিতরে ঢুকে সেটাকে বাতিল করার সুযোগ সুবিধা রয়েছে। মাননীয় সদস্যরাও করতে পারেন। এবং যারা ইলেক্টরেল রুলস্ তৈরী করেছেন সেই চীফ. ইলেক্টরেল অফিসারও এইটা সংশোধন করতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েট অফ অর্ডার স্যার, এইখানে আমি যেটার সম্পর্কে

বলেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জবাবে তা আমি পাই নি, আমি জানতে চাই তদন্ত করে দেখা হবে কিনা।

মিঃ স্পীকার ঃ— এইটা পয়েন্ট অফ অর্ডার হয় না। মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্যে বাধা দেবেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি আপনার বক্তব্য বলুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এ, ডি, সি'র ইলেক্টরেল রুলস্ এইটা চীফ্ ইলেক্টরেল অফিসারের অফিস থেকে সবকিছু করা হয়। রাজ্য সরকারের এর মধ্যে করনীয় কিছু নেই। সেখানে যেতে হবে আপনাদের। সমস্ত বিভাগে মহকুমায়, জেলাতে সেই সমস্ত অফিসার রয়েছেন যাদের কাছে এর কোন সংশোধন বা সংযোজন করতে হলে সেখানে যেতে হবে। গৌহাটিতে ত্রিপুরা ভবন সম্পার্কে বলেছেন, এইটা এখনও ফুল প্লেজেড ত্রিপুরা ভবন আমরা করতে পারিনি। কারণ বাড়ী পাইনি। আমরা একটা জায়গা পেয়েছিলাম কিন্তু সেই জায়গা আসাম গভর্ণমেন্ট কোন ডেভালাপমেন্ট করেনি, রাস্তা দেয়নি, বিদ্যুৎ দেয়নি, জল দেয়নি। একটা প্লট দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সেখানে আমরা ১০ বৎসরের মধ্যেও ত্রিপুরা ভবন করতে পারব বলে আশা করছি না। সেখানকার আসাম মন্ত্রীদের আমরা বলে এসেছিলাম আপনাদের ত তৈরী বাড়ী অনেক আছে আমাদের একটা বাড়ী দিন। সেটাও ওরা দেবেন কিনা তা আমরা জানি না। গৌহাটিতে আমাদের একটি ত্রিপুরা ভবন করতে হবে। কারণ আমাদের অনেক কাজে আসাম যেতে হয়। মামলা মোকদ্দমার জন্য যেতে হয়। সুতরাং এর জন্য গৌহাটিতে ত্রিপুরা ভবনের প্রয়োজন রয়েছে। এখানে করাপশান কেইস এর কথা বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন, একটা শক্তিশালী সেল আমরা গঠন করেছি। যে কোন জায়গা থেকে যে কোন মানুষ নামে বেনামে সেখানে যদি আপনাদের অভিযোগগুলি দেন সেগুলি তদন্ত করে দেখা হবে। এইটা একটা নিরপেক্ষ সংগঠন। যেখানে জুডিশিয়ারীর একজন অফিসার রয়েছেন। অনেকগুলি কেইস এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যা আমরা ধরেছি, শাস্তি দিয়েছি অনেকগুলি কেইস এখনও চালু আছে এবং যাদের নামে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ রয়েছে সেগুলি আমরা দেখছি। এইটা যদি মনে করা হয় ত্রিপুরা রাজ্যেই শুধু হচ্ছে অন্য জায়গায় হচ্ছে না, তাহলে এইটা মনে করা ভুল হবে। ত্রিপুরায় কম হচ্ছে অন্যান্য জায়গার তুলনায়। এই যে মণিপুরে কংগ্রেস (আই) এর টি পি, এস সির চেয়ারম্যান লেভোচন্দ্রন, সুপ্রিম কোর্ট এখন তার বিচার করছে। কারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি বড় বড় চাকরীগুলি টাকা নিয়ে নিয়ে বিলিবন্টন করেছেন। কংগ্রেস

আইএর সরকার দীর্ঘদিন যাবৎ আছে। তাদেরই একজন টি পি এস সির চেয়ারম্যান, সুপ্রীম কোর্ট বলছে যে এর বিচার আমরা করব। এইরকম আর ভারতবর্ষে হয়নি। এই প্রথম ভারতবর্ষে এইরকম ঘটনা ঘটল। অন্যান্য জায়গায়ও হচ্ছে আন্দোলের ব্যাপার তো আমি বলতে যাচ্ছি না। তারপর মেঘালয়ে ১৭-১৮ কোটি, ৩ জন মন্ত্রীর পদত্যাগ। ওরা যা খুশী তাই করুক আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই কর্মাপশানটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ফরেষ্টের কথা বলা হয়েছে। যে ফরেষ্টের বিভিন্ন রকমের অফিসার-দের কাজকর্ম সম্পর্কে। এইটা খুবই দুঃখজনক যে ফরেষ্টে একদিকে উগ্রপন্থী। আর এক দিকে সমাজবিরোধী। ফরেষ্টে কাজকর্ম করাই তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এইখান থেকে সেই কাঞ্চনবাড়ীর ফরেস্টারকে আমি আমায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। খুব চমৎকার রাবার বাগান তৈরী করেছিলেন। সেখানে রাবার বাগান করার জন্য তাকে জীবন দিতে হয়েছিল টি, এন, ভি'র হাতে। পুলিশের কাছে আমরা যতটা খবর পেয়েছি তা টি, ইউ, জে, এস. সমর্থকদের হাত রয়েছে। তারা তাদের জায়গায় খবর দিয়েছে, এই সমস্ত করেছে। এইখানে টি, ইউ, জে, এস, বন্ধুরা বলছেন যে বাগান-টাগান কিছুই হচ্ছে না। আর ওখানে গিয়ে বলেছেন জুমিয়াদের আর তোমরা জুম কাটিতে পারবে? এইসব জায়গা ফরেস্ট দখল করে নিয়েছে। জুমের জায়গাগুলি দখল করে নিয়েছে। কাঞ্চনবাড়ী ফরেস্টারের বিরুদ্ধে এইটাই ছিল মেইন ক্যামপেইন। ওরা অস্বীকার করতে পারবে? বহু জায়গাতে ফরেস্ট দপ্তরে আপনারা যাবেন না। আমরা ত মানুষকে বুঝাই। টি, ইউ, জে, এস'কে জনবিচ্ছিবিন্ন না করতে পারলে ফরেস্ট করা অসম্ভব। কারণ ওরা এইসব ভাল কাজ যাতে না হয় তার জন্য ধ্বংসাত্মক নীতি হাতে নিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে মাননীয় কমলপুরের বিধায়ক শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস তার বক্তব্যের মধ্যে আরও সিকিউরিটি ফোর্স বারানোর জন্য বলেছেন। আমি খুবই দুঃখিত কমলপুর একটি ছোট এলাকা, এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে টি, এন, ভি, যেভাবে তাদের উপর আঘাত করছে, এর জন্য তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজন অবশ্যই দরকার। আমি কমলপুরবাসীদের আমার মর্মবেদনা জানাচ্ছি। এই নিরাপত্তার জন্য কি করা যায় আমরা দেখব। এইখানে আমরা দেখেছি এই যে আক্রমণ হচ্ছে এর সঙ্গে টি, ইউ, জে, এসের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে আমাদের মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা তিনি একটা ওয়ার-লেস সেনচুয়ারীর কথা বলেছেন। এইটা অনেক আগে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করেছি। প্রথমতঃ হাতির জন্য করেছিলাম। এইখানে আমরা লক্ষ্য করেছি, একটিও হাতি নেই। সব চলে

যাচ্ছে। আসাম রিজার্ভে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশ রিজার্ভে চলে যাচ্ছে। এইখানে আসবার জন্য রাস্তা নেই। এইখানে যদি তাদের জন্য একটি পেসেইজ করে দিতে পারতাম একটা নির্দ্ধারিত এলাকা করতে পারতাম সেখানে হাতী বসবাস করতে পারত। হাতী একটা সম্পদ এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু এই সমস্ত এলাকায় ট্রাইবেলরা রয়েছেন দীর্ঘ-দিন যাবৎ সেইজন্য জায়গা দেওয়া অসম্ভব। অরগেনাইজেশানের প্রতিনিধি এবং ফরেষ্ট দপ্তর থেকে এসেছিলেন আমার কাছে একটা জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য গণ্ডাছড়ার মত জায়গা। আমি বললাম সম্ভব নয়। কারণ, আমাদের জায়গা কম। সুতরাং আমার সেঙ্কচ্যুয়ারী করতে পারছি না। সেঙ্কচ্যুযারী করার মত ব্যবস্থা আমাদের কোন এলাকার মধ্যে নেই। মাননীয় সদস্য, মোবাইল টাস্ক ফোর্সের কথা। মোবাইল টাস্ক ফোর্স দিয়ে আমরা বাঙলাদেশীকে চিহ্নিত করে ফেরৎ পাঠিয়েছি। কত পাঠানো হয়েছে তার সংখ্যা আমি দিয়েছি। এই কাজ-টাকে আরও শক্তিশালী করা যায়। ত্রিপুরা স্টেইট রাইফেল্‌স সম্পর্কে বলেছেন। এইখানে এই কথা বলা হয়েছে যে, অ্যাক্সট্রিমিষ্টদের দমন করার জন্য যে ট্রেনিং দরকার এটা রাজ্য পুলিশের নাই। এইটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে কংগ্রেস আমলে যাদের ওরা নিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় কি অফিসার কি কর্মী তারা বাজারে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাড়ী ধরে এবং তা থেকে কিছু পয়সা সংগ্রহ করার কারচুপি তাদের করতে হয়। কিন্তু আজকেতো তা নয়, আজকে তো সারা ভারতের মধ্যে আমি তো দিল্লী থেকে চিঠি পাচ্ছি, ওরা এলার্ট করে দিচ্ছে ৬ তারিখে কি হবে জানি না, আপনারা সব পুলিশকে সতর্ক করে দেবেন। তা এই যে আমরা সতর্ক করেছি কি করার জন্য, আর কি করলেন তারা, যদি তারা সত্যি সত্যি ট্রেইনড্‌ না হন, বিভিন্ন জায়গায় যদি আমরা তাদের সেইভাবে প্রস্তুত করতে না পারি। কাজেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত বাহিনী বা ব্যাটেলিয়ান আছে তার মধ্যে অন্ততঃ একটা ব্যাটেলিয়ান আমরা করতে চাই যেটা না কি ভালভাবে ট্রেনিং প্রাপ্ত হবেন, যে কোন ঘটনা, মোকাবিলা করার জন্য যে সমস্ত ট্রেনিং সেগুলি তারা পাবেন। যেমন আসাম রাইফেলস্‌ একটা বাহিনী, ওরা তৈরী হয়েছেন এবং অন্যদের তুলনায় আসাম রাইফেল্স অনেকটা ভাল ট্রেইন দিতে পারে। কাজেই তার জন্য যে টাকা আমার চেয়েছিলাম গত বছর তা পাইনি, তাই এ বছর আমাদের নিজেদের বাজেটের মধ্যে সেই টাকাটা রেখেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে এক দিন নয় দুই দিন বলা হল, কেন বলা হল আমি জানি না। কারণ গোপীরমন জমাতিয়ার সঙ্গে ডাকাত দলের যোগাযোগ আছে বলেই সে

গ্রেপ্তার হয়েছে এবং কোর্ট থেকে জামিন দেওয়া হয়েছে। কাজেই তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি যে তা তো নয়, ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তা গ্রামের লোক যদি তাকে শাস্তি দিয়ে থাকে, সেটা গ্রামের লোক দিয়েছে, কেন দিয়েছে পুলিশ দেখবে। কিন্তু সরকার থেকে তাকে কোন রকমের মদত বা সমর্থন দেওয়া হচ্ছে না। কেউ কোন আইন বিরুদ্ধ কাজ করলে বা সন্ত্রাসবাদী কাজে অংশ গ্রহন করলে তাকে কোন রকমের ক্ষমা করা হবে না, এইটা মাননীয় সদস্যরা জেনে রাখুন। এক্স মিলিটারীদের সম্পর্কে বলেছেন, এক্স মিলিটারী সংগঠনটা যে খুব দুর্বল এইটা ঠিক, আমরা আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছি, জায়গা নিয়েছি অফিস ঘর খুব তাড়াতাড়িই তৈরী করতে পারব। একটা মাষ্টার প্লেন আমরা নিচ্ছি এবং তাদের পুর্ণবাসনের জন্য কেন্দ্রিয় সরকার ৫০ ভাগ টাকা দেবেন আর আমরা দেব ৫০ ভাগ, এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার একটা পরিকল্পনা আমরা তৈরী করেছি। এইটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠাচ্ছি, এ ছাড়াও দৈনন্দিন কাজের জন্য আমরা যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছি তাও একেবারে কম নয়। যারা এক্স সার-ভিসমেন যারা মহারাজার আমলে ছিলেন তাদের আমরা পেনসন ইত্যাদি দিচ্ছি। আমি লক্ষ্য করলাম যে অমরপুরের বিধায়ক জহর সাহাকে যেখানে গোলমাল হয় সেখানেই তার হাত আছে, এইটা একটা চমৎকার ব্যাপার। সম্ভবত তিনি নিজেই গোলমাল করে দল থেকে বেরিয়েছেন বলেই গোলমাল খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে, রাজ্যের মধ্যে কোন জায়গায় গোল-মাল হচ্ছে, এই রকম হবেন কেন? একজন বিধায়ক দুই একটা ভাল কাজ করুন না। এখন এমন জায়গায় তিনি হাত দিয়েছেন এবং দিয়ে পুলিশের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার জন্য, এই ক্ষমতা কেউ দিয়েছে না কি? অন্য রাজ্যের মধ্যে এমন আর একটা রাজ্যওতো দেখতে পাই না যেখানে সমস্ত পুলিশকে একটা এসোসিয়েশানের মধ্যে ভোটার করে গোপনভাবে সরকারী তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাচন করে। একটা ডিভিশন আমরা তৈরী করি, তাদেরকে কাজ করতে দিন না। তাদের মধ্যে যদি ঝগড়া ঝাটি হয় তারা করুক এবং এই কথা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি যে পুলিশ এসোসিয়েশান কোন ট্রেড ইউনিয়ন না, কোন ধর্মঘট করার উস্কানী যদি কেউ দেয় তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে, কোন শৃংখলা ভঙ্গ যদি কেউ করে তাহলে তাদের শাস্তি পেতে হবে। তিনি বলেছেন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কেন? মাননীয় সদস্য চাচ্ছেন সেখানেও একটা গোলমাল বাঁধিয়ে তা থেকে ফায়দা করতে, কিন্তু এইটা তিনি কার কাজ করছেন আমি বুঝতে পারছি না, ত্রিপুরার জনগনের না অন্য কারও। আমি মাননীয় সদস্যকে বলছি যে ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে যদি করেন তাহলে সেখানে

হাত দেবেন না, এইটা মাননীয় সদস্যের হাত দেওয়ার জায়গা নয়। অনেক জায়গা আছে যেখানে তিনি হাত দিয়েছেন, সেখানে আরও করুন, যেমন এস ডি, ও/বি. ডি, ও.র বিরুদ্ধে লেগেছেন, আরও কত লোকের বিরুদ্ধে লেগেছেন, টি. এন, ভি, কোথায় কোথায় আছে তার জন্য আরমি অফিসারকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি জানি না. এই সমস্ত যোগ্যতা ও গুনাবলীকে কি করে কংগ্রেস (ই) দল থেকে ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছেন. ওকে আবার নিয়ে যান। যিনি একসময় ছিলেন সি পি আই এমে, ছিলেন কংগ্রেস (ই)তে, ছিলেন "আমরা বাঙ্গালী"তে। এখন আবার টি, ইউ, জে, এস-এর টি, এন, ভি হয়েছেন, তাকে আপনারা ঘরে আবার আনেন, তার জন্যইতো এই সমস্ত কথা বলছেন।

শ্রীজহর সাহা :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমি "আমরা বাঙ্গালীতে" ছিলাম, টি, এন, ভি হয়েছি, সেটা ওনাকে প্রমান করার জন্য বলছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এইটা পয়েন্ট অফ অর্ডার হয় না।

শ্রীজহর সাহা :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজেও এক সময় কংগ্রেসে ছিলেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার বক্তব্য বলুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার ওরা যে সব বক্তব্য এখানে রেখেছেন আমি মোটামোটি তার উপর আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। তার পরও আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আবার ওদের বলছি যে, এর মধ্যে যে সব নির্দিস্ট অভিযোগ বা আমাদের কাজ কর্মের উন্নতি আনার জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব ওরা রেখেছেন সেইগুলি সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

Mr. Speker :—

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 13,96,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 9,88,000/- (inclusive of the sum specified in colnmn-3 of the scheduleto the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in courecse of payment during the year ending on the 31st March, 1985 in respect of

Demand No. 2 under the following (Major Head :— 213-Council of Ministers Rs. 13,96,000/-).

(It was then put and passed by voice vote).

The Cut Motion of Shri Shyama Charan Tripura on Demand No. 3, Major Head-215 "that the amount of the demand be reduced Re. 1/- to represent disapproval of the policy under lying the demand viz.

Dis-approval of policy on making Electrol Rolls".

(It was then put and lost by voice vote).

Mr. Speaker :— Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,62,63,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 9,09,000/- (inclusive of the sum specified in column of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 3 under the following (Major Heads :— 214-Administration of Justice Rs. 1,16,96,000/-. Major Head :— 215-Election Rs. 44,00,000/-, Major Head :— 265-Other Administrative Services Rs. 1,67,000/-. Total—1,62,63,000/-.

(It was then put and passed by voice vote)

The Cut Motion of Shri Shyama Charan Tripura on demand No 7. major head —265-that the amount of the demand be reduced by Rs. 1000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and claminate westeful expenditure on Vigilance Organisation.

(It was then put and lost by voice vote).

Now the question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 11,13,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1986 in respect of Demand No. 7 under the following :— (Major Head-265—Other Administrative Services Rs. 11.13,000/-.

(It was then put and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—Now Demand No. 9.

There are two CUT MOTIONS move by—

1. Shri Shyama Charan Tripura, Demand No. 9, Major Head—265,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 1/- to represent dis-approval of the policy viz—

Dis-approval of Govt. policy on Guest House, Govt. Hostels Etc.".

2. Shri Rasik Lal Roy, Demand No. 9, Major head—252,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate the wasteful expenditure in office expenses".

(The above Motions were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is that the Demand for grant No. 9 moved by the Hon'ble Finance Minister—that a sum not exceeding Rs 1,68,61,000/- (inclusive of the sum specified in culumn-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on

Account) Bill, 1985, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1986 in respect of Demand No. 9 under the following Major Heads :—

252—Secretariate General Serviees—	Rs. 1,46,17,000/-
265—Other Administative Services (Guest House, Govt. Hostel etc. and Training of ICS/Secretariat Officers)—	Rs. 22,44,000/-
Total—	1,68,61,000/-

(The Demand No. 9 was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker : --Demand No. 11.

There are 4 Cut Motions.

Now the question before the House is the CUT MOTION moved by—

1. Shri Buddha Deb Barma, Demand No 11, Major head—255,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on mobile task force."

2. Shri Rasik Lal Roy, Demand No. 11, Major Head– 255,

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure in other charges.'

3. Shri Buddha Deb Barma, Demand No. 11, Major Head-255,

"That the amount of demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Tripura State Rifles/First Battalion."

4. Shri Nagendra Jamatia, Demand No. 11, Major Head-255,

"That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent dis-approval of policy viz—

Dis-approval of Govt. policy on Criminal investigation "

(All the Cut Motions were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker : – Now the question before the House is that the Demand for grant No. 11 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 18,30,22,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the scheduled to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985) be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 11, under the following Major Heads :—

255—Police	Rs. 14,53,85,000/-
260—Fire Protection and Control	Rs. 1,16,00,000/-
265—Other Administrative Services (Civil Defence)	Rs. 4,54,000/-
265—Other Administrative Services (House Guard, Training)	Rs. 1,74,35,000/-
344—Other Transport and Communication Services (Wireless Planning and Co-ordination)	Rs. 81,48,000/-
Total –	Rs. 18,30,22,000/-

(The Demand was put to voice vote and was passed)

Mr. Speaker :—Demand No. 25.

There are one Cut Motion moved by—

Shri Buddha Deb Barma, Demand No. 25, Major Head-288.

"That the amount of the Demand be reduced to Re-1/-to represent the policy viz-

Dis-approval of the Govt. Policy on Rajya Sainik Broad."

(The Cut Motion was put to Vote and lost.)

Mr. Speaker :—Now the question before the house is that the Demand for grant No. 25. moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceedind Rs. 11,33,000/- (inclusive of the sum specified in column—3 of the schedule to Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :—

265	Other Administrative Services	Rs.	10,000/-
288	Social Security and Welfare	Rs.	10,70,000/-
295	Other Social and Community Service (Celebration of Republic Day)	Rs.	1,03,000/-
		Total Rs.	11,83,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker : Demand No. 40. There is no Cut Motion.

Now the question before the house is the Demand for grant No. 40 moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not

exceeding Rs. 38,30,000 (inclusive of the sum specified in column—3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985) be granted to defray the charges which will come in a course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads.

314—Community Development. Rs. 38,30,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker : Demand No. 45.

There is one Cut Motion moved by Shri Nagendra Jamatia, Major Head 268

"That the amount of the Demand be reduced to Re 1/- to represent the policy viz.

Dis-approval of Govt. Policy on State Lotteries."

(The Cut Motion was put to voice and lost.)

Mr. Speaker :— Now the question before the House is Demand for Grant No. 45 moved by the Hon' ble Finance Minister- that a sum not exceeding Rs. 15, 33, 12, 000/- (exclusive of charges expenditure of Rs. 15, 21, 65, 000/- (inclusive of the sum specified in colum-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st. March, 1986, in respect of Demand No. 45 under the following Major Heads :—

247-Other Fiscal Services (Promotion of small Savings)	Rs.	4,70,000/-
265-Other Administrative Services (State Lottery and A,F,C.)	Rs.	12,30,00,000/-
266-Pension and Other Retirement Benefits-	Rs.	2,50,40,000/.
260-Miscellaneous General Services	Rs.	47,94,000/.
	Total--Rs.	15,33,12,000/-

(The Demand was put to voice vote and was passed.)

Mr. Speaker :— Demand No. 46. There is no Cut Motion on this Demand Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 46 moved by the Hon' ble Minister in Charge of the Department that a sum not exceeding Rs. 2,73,50,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 17,77,00,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 46 under the Major Head 766—Loans to Government Servants.

(The demand was put and PASSED by voice vote).

Mr. Speaker :— Now, Demand No. 37. There is one Cut Motion on this Demand. Now, the question before the House is the Cut Motion moved by Syed Basit Ali on Demand No. 37 "that the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter :—

Failure to control and eliminate wasteful expenditure in other charges."

(The Cut Motion was put and LOST by voice vote).

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is that the Demand for Grant No. 37 moved by the Hon'ble Minister in charge of the Department that a sum not exceeding Rs. 8,53,38,000/- (inclusive of the sum specified in column-3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1985), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1986 in respect of Demand No. 37 under the following Major Heads :—

299—Special and Backward Areas	Rs. 16,60,000/-
307—Soil and Water Conservation	Rs. 1,38,38,000/-
313—Forest	Rs. 6,23,40,000/-
500—Investment in General Financial and Trading Institution	Rs. 75,00,000/-
	8,53,38,000/-

(The Demand was put and PASSED by voice vote).

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ৩০শে মে, ১৯৮৫ ইং বেলা ১১টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No :— 15

Name of M, L, A, Shri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের রৌয়াগ্রামে পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্রটি কবে স্থাপিত হয়েছিল এবং

২। এতদ্বারা কত সংখ্যক মানুষ পানীয় জল সরবরাহের সুযোগ পেয়েছেন ?

১। ধর্মনগরের রৌয়াগ্রামে পানীয় জল সরবরাহ কেন্দ্রটি ১৯৮৩-৮৪ সনে স্থাপিত হইয়াছে।

২। এরদ্বারা উক্ত গ্রামের আনুমানিক ৫০০০ হাজার লোকের উপকার হইতে পারে। তবে এখনও বৈদ্যুতিক যোগাযোগের অভাবে চালু করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 21

Name of M, L, A, Shri Subodh Chandra Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর বি, ডি, ও অফিস ও বি, ডি, সি, মিটিং এর হলঘর নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ তারা কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়; এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। পানিসাগর ও কাঞ্চনপুরে বি, ডি, ও অফিস বহুকাল পূর্বে নির্মিত হইয়াছে। এই দুই ব্লকের বি, ডি, সি মিটিং এর হল ঘর নির্মানের পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। যত শীঘ্র সম্ভব এই নির্মান কাজ শুরু করার চেষ্টা করা হইতেছে।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Assembly Starred Question No. 37 asked by Shri Matilal Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে বিশালগড় ব্লকে মোট কয়টি সরকারী নায্য মূল্যের দোকান আছে।

২। চলতি বৎসরে আরও নূতন দোকান বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৩। থাকিলে কত দিনের মধ্যে উহা বাড়ানো হবে বলে আশা করা যায় ;

৪। উক্ত ব্লকে ন্যায্য মূল্যের দোকানের মধ্যে মোট কতটি ল্যাম্পস্ এর এবং প্যাক্সের অন্তর্গত তার আলাদা হিসাব।

৫। উক্ত ন্যাযামূল্যের দোকানগুলিতে নিয়মিত পন্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয় কিনা ;

৬। না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। বর্তমানে বিশালগড় ব্লকে ৯১টি ন্যায্য মূল্যের দোকান আছে।

২। চলতি বৎসরে আর কোন নুতন ন্যাযামুল্যের দোকান আপাতত বাড়ানোর পরিকল্পনা নাই।

৩। এখনই বলা সম্ভব নয়।

৪। উক্ত ব্লকের মোট ন্যায্য মূল্যের দোকানের মধ্যে ১৬টি প্যাক্স এবং ৪টি ল্যাম্পস্ এর মাধ্যমে পরিচালিত হইতেছে। ইহা ছারাও ৪টি রেশন দোকান কোঅপারেটিভ্ এবং ৫টি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিচালিত হইতেছে।

৫। হ্যাঁ। তবে উৎস হইতে সরবরাহ না পাওয়াতে মাঝে মাঝে সুস্ট বন্টনে ব্যাঘাত ঘটে।

৬। প্রশ্ন উঠে না।

Admited Starred Question No. 39

Name of M. L. A. Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রাইভেট হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদের রেজিষ্টারী ভুক্ত করে তাদের লাইসেন্স দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকিলে কবে নাগাদ তা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। পাশ করা ডাক্তারদের লাইসেন্স দেওয়ার প্রশ্ন আসেনা। তাহারা Indian

Council of Homoeopathy হইতে Registration পান। পাশ না করা হোমিও প্যাথিক ডাক্তারদের লাইসেন্স দেওয়া উক্ত Council অনুমোদন করেন না।

২। প্রশ্ন আসেনা।

Admited Starred Question No. 55

Name of M. L. A. Smti. Gita Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। বর্তমানে সমগ্র ত্রিপুরায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত, (২৩,৩,১৯৮৫ পর্যন্ত হিসাব)

২। গাঁওসভা ভিত্তিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৩। খাসিয়া মঙ্গল বাজারে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৪। থাকিলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী করা হবে আশা করা যার।

৫। তেলিয়ামুড়ায় হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারী স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৬। থাকিলে কবে নাগাদ তাহা করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ২৩,৩,১৯৮৫ ইং পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ২১৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

২। নাই। ১টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতি ৫ হাজার সমতলবাসী এবং প্রতি ৩ হাজার উপজাতি অঞ্চলের অধিবাসীর জন্য স্থাপন করার নিয়ম। সেই অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে ২। ৩টি গাঁওসভা মিলাইয়া ১টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে পারে আবার একটি গাঁওসভাতে একাধিক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রও হইতে পারে।

৩। নাই। নিকটবর্তী মাণিক দেববর্মা পাঁড়াতে সম্প্রতি একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

৪। প্রশ্ন আসেনা।

৫ ও ৬। তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে মোহরছড়ায় একটি আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারী খোলা হইয়াছে। সপ্তম যোজনাকালে তেলিয়ামুড়াতে আর একটি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী স্থাপন করা যায় কিনা বিবেচনা করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 78

Name of M.L,A, Shri Hari Charan Sarkar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। সদর মহকুমার বামুটিয়া ডিসপেনসারীকে প্রাথমিক হেলথ সেণ্টার উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ আছে।

২। সপ্তম যোজনা কালের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার চেস্টা নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 90

Name of Member : Shri Diba Ch. Hrangkhal

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cooperative Department be pleased to state :

১। উত্তর ত্রিপুরার ধুমাছড়া এবং আমবাসা ল্যাম্পস্-এর মাধ্যমে আই. আর. ডি, পি, স্কীমে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে কতজনকে লোন দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং;

২। উক্ত লোন এখন পর্যন্ত উক্ত এলাকার কতজনকে দেওয়া হয়েছে ?

৩। যদি এখনও ঐ ল্যাম্পস্ থেকে উক্ত লোন দেওয়া না হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ ?

ANSWER

১। উত্তর ত্রিপুরার আমবাসা ল্যাম্পস্ এর মাধ্যমে আই আর, ডি, পি, স্কীমে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে কোন লোন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

তবে ধূমাছড়া ল্যাম্পস্ এর মাধ্যমে উক্ত স্কীমে ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বছরে ২৭৬ জনকে লোন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

২। আমবাসা ল্যাম্পস্ এর ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে না; ধূমাছড়া ল্যাম্পস এ উক্ত লোন এখন পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

৩। ফাইনানসিং ব্যাঙ্ক (ইউ, বি, আই) ঋণের আবেদন এখন পর্যন্ত মঞ্জুর না করায় ঐ ল্যাম্পস এর মাধ্যমে উক্ত লোন বিলি করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 91

Name of Member :— Shri Diba Ch Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Deptt. be pleased to state.

১। উত্তর ত্রিপুরার ধূমাছড়া ল্যাম্পস এর হিসাবপত্র অডিট করা হয়েছে কিনা ?

২। হয়ে থাকলে ঐ অডিটে ঐ ল্যাম্পস এর টাকা পয়সার হিসাবের কোন গড়মিল ধরা পড়েছে কিনা ?

৩। গড়মিল হয়ে থাকলে ঐ অর্থের পরিমাণ কত ?

ANSWER

১। উত্তর ত্রিপুরার ধূমাছড়া ল্যাম্পস এর হিসাবপত্র অডিট হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 92

Name of M. L. A. :— Shri Diba Ch. Hrangkhal,

Admitted Starred Question No. 92

Name of M. L. A. Shri Diba Ch. Harngkhal,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরা ধুমাছড়া বাজারে পানীয় জল সরবরাহের জন্য অগভীর নলকূপ খনন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

সত্য হইয়া থাকিলে ইহা কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ধুমাছড়া বাজারে পানীয় জল সরবরাহের জন্য অগভীর ইণ্ডিয়া মার্ক-২ নলকূপ খনন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

Admitted Starred Question No. 98

Name of M, L, A, Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ সালের ৫ই মে পর্য্যন্ত রাজ্যে আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া এবং এনকেফেলাইটিস রোগে কতজন মারা গিয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত রোগের প্রকোপ বন্ধ করতে সরকারীভাবে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। উক্ত সময়ের মধ্যে ম্যালেরিয়া, আন্ত্রিক এবং এনকেফেলাইটিস রোগ মৃতের সংখ্যা মহকুমা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল :—

মহকুমা	ম্যালেরিয়া	আন্ত্রিক	এনকেফেলাইটিস
সদর	৩	২৭৮	৩৯
খোয়াই	৬	৩১	
সোনামুড়া	—	১৯	

উদয়পুর	—	১৮	—
অমরপুর	২	১৬	—
সাব্রুম	—	১৮	—
বিলোনিয়া	৯	১৩	—
কৈলাশহর	৩	২৩	—
ধর্মনগর	১৩	২১	১
কমলপুর	—	১৬	—
মোট :—	২৫ জন	৪৬৩ জন	৪০ জন

২। ম্যালেরিয়া রোগের প্রকল্প বন্ধ করতে গৃহীত ব্যবস্থাদি —

ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রামন বন্ধ করার জন্য বৎসরে দুইবার ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হয়। সার্ভেলেন্স কর্মীগন নিজ নিজ এলাকায় প্রোগ্রাম অনুযায়ী মাসে ২ বার প্রতিটি বাড়ী গিয়ে জ্বরাক্রান্ত রোগী খুঁজে বের করে রোগীর আঙ্গুল থেকে রক্তের স্লাইড নেয় এবং বয়স অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় ক্লরোকুইন বড়ি খাইয়ে দেন। এই রক্তের স্লাইড পরীক্ষার জন্য নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয় এবং পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া জীবানু পাওয়া তাহা নির্মূলের চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সরকারী চিকিৎসালয় এবং জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে জ্বরাক্রান্ত রোগীদের রক্তের স্লাইড নিয়ে ম্যালেরিয়ার জীবানু আছে কিনা পরীক্ষা করা হয় এবং জীবানু পাওয়া গেলে তাহা নির্মূলের চিকিৎসা করা হয়। যেই সব অঞ্চলে উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা দেয় সেই সব অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল পাঠানো হয় এবং অতিরিক্ত স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হয়।

জিরানিয়া এলাকায় ম্যালেরিয়া জাতীয় রোগ সংক্রামিত হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হয়। জ্বরাক্রান্ত রোগী হইতে রক্তের নমুনা গ্রহণ করা হয় এমন রোগীর সংখ্যা ১৩৮৩৮। ঐ রক্তের নমুনা পরীক্ষার পর ১৩৪১ জনের মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবানু পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১২২১ জনের পি. ফেলসিফেরাম রোগের জীবানু পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ রোগে ১ ব্যাক্তির মৃত্যু হইয়াছে। ঐ সময়ে প্রতি ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার বড়ি জ্বরাক্রান্ত রোগীকে সেবন করানো হইয়াছে এবং ম্যালেরিয়া গ্রস্থ রোগীকে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। সমগ্র সংক্রামিত গ্রামে ডি, ডি, টি, স্প্রে করানো হইয়াছে।

এনকেফেলাইটিস রোগের প্রকোপ বন্ধ করতে গৃহীত ব্যবস্থাদি :—

এনকেফেলাইটিস রোগ প্রতিরোধের জন্য মশক নিবারনী ব্যবস্থাই নেওয়া হয়। তাছাড়া গবাদি পশু ও শুয়োরের খোয়াড় বাস গৃহ হইতে কিছু দূরে রাখার জন্য জনসাধারনকে উপদেশ দেওয়া হয়।

আন্ত্রিক রোগের প্রকোপ বন্ধ করতে গৃহীত ব্যবস্থাদি :—

আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাওয়া মাত্র প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুবিধার্থে স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তার অফিসে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়। তিনটি জেলার জন্য ৩টি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল গঠন করা হয়। এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল প্রয়োজনে রোগ প্রকোপিত অঞ্চল সমূহে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। আন্ত্রিক রোগ দেখা দিলে যাহাতে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে জনগণের মনে আস্থা স্থাপন করা সম্ভব হয় তার জন্য জিলা থেকে মহকুমা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্তর পর্য্যন্ত মেডিকেল টীম গঠন করা হয়।

হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রে ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে পাঠানো হয়েছে। ১৯৮৪ ইং সনে আন্ত্রিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ অন্তর্বিভাগ ও বর্হিবিভাগ খোলা হয়।

রিহাইড্রেশন সলিউশন বা বিশেষ সরবত সম্পর্কে প্রচার অভিযান জোরদার করা হয় যাতে জনসাধারণ নিজেরাই এই সরবত তৈয়ার করিতে পারেন। এজন্য পত্র-পত্রিকা রেডিও ইত্যাদি গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো হয়। এছাড়া পোষ্টার, হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং এ রোগের প্রতিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার কাজ জোরদার করা হয়। পানীয় জলের উৎসগুলিকে ক্লোরিনেশনের মাধ্যমে জীবানু মুক্ত করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলিকেও প্রচারাভিযানে কাজে লাগানো হয়।

যেসব অঞ্চলে রোগের প্রকোপ বেশী সেইসব অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল পাঠানো হয় এবং তাদের সুপারিশ অনুযায়ী হাসপাতাল এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এ রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে নির্দেশিকা পাঠানো হয়।

Admited Starred Question No. 105

Name of M. L. A.— Smti. Gita Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের সংখ্যা কত, (হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডিসপেন্সারীর আলাদা হিসাব)

২। তন্মধ্যে কম্পাউণ্ডার দ্বারা পরিচালিত চিকিৎসালয়ের সংখ্যা কত,

৩। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৪। থাকিলে তার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরাতে ২টি রাজ্য ভিত্তিক হাসপাতাল, ২টি জেলা হাসপাতাল, ৭টি মহকুমা হাসপাতাল, ৩টি গ্রামীন হাসপাতাল, ৩৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ১৩০টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

২। তন্মধ্যে ৫৪টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ফার্মাসিষ্ট দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

৩ ও ৪। নাই। তবে ২টি স্থানে ২টি চিকিৎসালয়কে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং একটি স্থানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গ্রামীন হাসপাতালে উন্নয়নের পরিকল্পনা আছে। এছাড়া আরও ৩টি সাবসিডিয়ারী হেলথ সেণ্টারকে নূতন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 139

Name of M.L.A.— Shri Fayzur Rahaman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে মোট কয়টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে মধুপুরে ও মুহুরীপুরে ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

চালু করা যাইবে আশা করা হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন না থাকায় নূতন কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালু করা যাইবে না।

Assembly Admitted Starred Question No. 142 asked by Shri Fayzure Rahaman, M,L,A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state :

১। ধর্মনগর মহকুমার ইছাইলাল ছড়া রেশন দোকানটি স্থানীয় প্যাক্সের মাধ্যমে পরিচালনার জন্য উক্ত এলাকার পঞ্চায়েত কমিটি ১৯৮২ সন থেকে ৩০/৪/৮০ পর্যন্ত মোট কতটি রিজিলিউশন ধর্মনগরের এস, ডি, ও এবং ডি, সি, ফুড এর কাছে দিয়েছেন,

২। উক্ত রেশন দোকানটি প্যাক্স অথবা স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে চালু করার জন্য এলাকাবাসী উক্ত সময়ে ধর্মনগর মহকুমা শাসকের অফিসে কোন ডেপুটেশন দিয়েছেন কি ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।

Admitted Starred Question No :— 148

Name of M, L, A, Shri Monoranjan Majumder.

Will fhe Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। প্যাথোলজি লেবরেটরী করিতে হইলে কি কি শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয়,

২। উক্ত লবরেটরী খুলতে গেলে সরকার অনুমোদিত লাইসেন্স এর প্রয়োজন আছে কি না,

৩। বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়া ও আগরতলা পৌর এলাকায় গড়িয়ে উঠা লেবরেটরী গুলি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং লাইসেন্স আছে কিনা সরকার তা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

উত্তর

১। প্যাথলজি লেবরেটরীতে একজন এম, বি, বি. এস, ডাক্তার লেবরেটরীর কাজের জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। সেই লেবরেটরীতে একজন পাশ করা লেবরেটরী টেকনিসিয়ান থাকিতে হইবে।

২। হ্যাঁ আছে।

৩। হ্যাঁ দেখা হবে।

Admitted Starred Question No. 149

Name of M. L. A. :— Shri Rabindra DebBarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার প্রসার ও উন্নয়ন কল্পে রাজ্য সরকারের কোন প্রকল্প আছে কি না,

২। থাকিলে বর্তমানে কয়টি স্থানে ও কোথায় কোথায় চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে এবং পরবর্তীকালে কোথায় কোথায় চিৎিসা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে,

৩। বর্তমানে রাজ্যে (১৯৮৫ এর এপ্রিল পর্যন্ত) বি. এ, এম, এস, পাশকরা কতজন চিকিৎসক রয়েছেন এবং তাহারা সকলে সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন কি না,

৪। উক্ত বি, এ, এম, এস, পাশ করা সমস্ত চিকিৎসকদের গেজেটেড হিসাবে গণ্য করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ,

৫। ইহা ও কি সত্য যে আগরতলাস্থিত আয়ুর্বেদিক ফার্মাসিষ্টস ট্রেনিং সেন্টারে উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব রয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ আছে।

২। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত আগরতলা, ধর্মনগর এবং মোহরছড়ায় মোট ৩টি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল। বর্তমান বর্ষে চলিত মাসে দক্ষিণ সোনাই ছড়িতে মোহনপুর (জিরানিয়া) এবং সালেমাতে আরও ৩টি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সপ্তম যোজনাকালে ২০টি আয়ুর্বেদ ডিসপেনসারী খোলার পরিকল্পনা আছে। এছাড়া যোগেন্দ্রনগরে ১টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ ও হোমিও হাসপাতাল নির্মানাধীন আছে।

৩। ৫ জন। তাহারা সকলেই সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত আছেন। তারমধ্যে ২ জনকে ১৯৮৫ সনের এপ্রিল মাসের পূর্বে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং বাকী ৩ জনকে মে মাসে নিযুক্তি পত্র দেওয়া হইয়াছে।

৪। বর্তমানে নাই। উক্ত বিষয়ে তাদের সমিতি হইতে সরকারের নিকট দাবী পেশ করা হইয়াছে।

৫। ইহা সত্য নহে।

Admitted Starred Question No. 155

Name of Member : Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cooperative Deptt. be pleased to state :—

১। ধর্মনগর মহকুমার স্বস্তী সমিতির হাতে বর্তমানে কি পরিমান জমি আছে; (৩১/৩/৮৫ইং পর্য্যন্ত)

২। কোন সাল থেকে উক্ত জমিগুলো উক্ত সমিতির দখলে এসেছে?

উত্তর

১। ৩১/৩/৮৫ ইং পর্য্যন্ত ধর্মনগর মহকুমার স্বস্তী সমিতির হাতে ৭৮০ দ্রোন ৭ কানি জমি আছে।

২। ১৯৪৯ ইং থেকে জমিগুলো সমিতির দখলে আছে।

Admitted Starred Question No. 156

Name of M. L. A. :— Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.

১। অমরপুর মহকুমার ছেছুয়া এবং কাচকক বাজারে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। না থাকিলে তার কারন?

উত্তর

১। ছেছুয়াতে কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের নাই। পশ্চিম সরবং এ ভাড়া বাড়ীতে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু করা এখনও সম্ভব হয়নি।

২। ছেছুয়ার জনসংখ্যা মাত্র ৯১১। ইহার নিকটবর্তী নগারাইতে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। নিয়মানুযায়ী ছেছুয়াতে একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা যায় না।

Admitted Starred Question No. 165

Name of Member— Shri Nagendra Jamatia.

Will the hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development department be pleased to state.

প্রশ্ন :— ১। বর্ত্তমানে রাজ্যে কয়টি পঞ্চায়েতে ডি, আর. ডি. এ স্কীম কর্তৃক চালু করা হয়েছে

উত্তর :— ১। ১৯৮৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ডি. আর. ডি. এ কর্তৃক ৬৩১টি পঞ্চায়েতে আই, আর, ডি, পি চালু করা হইয়াছে।

প্রশ্ন :— ২। এই স্কীম চালু করার জন্য ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে সব বাঁধা রয়েছে তা দূর করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কি না?

উত্তর :— ২। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 167

Name of Member :- Shri Monoranjan Majumder.

Will the hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে, গোপাল সূত্রধর নামে আগরতলা কল্যানী ওয়াটার সাপ্লাই নিকটস্থ জনৈক জুটমিলের কর্মচারী কুকুরের কামড়ে জলাতংক রোগে আক্রান্ত হইয়া গত এপ্রিলের ১৫ তাং মারা গিয়াছে এবং

২। ইহাও কি সত্য যে Directorate এ ঔষধ মজুত থাকা সত্বেও তাহাকে সময়মত উক্তরোগের প্রতিষেধক প্রয়োগ করা হয় নাই?

উত্তর

১। হ্যাঁ. সত্য। তবে ১৫ই এপ্রিল নয় ১৬ই এপ্রিল তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

২। সত্য নহে, ভি, এম হাসপাতালের এন্টিরেবিক ক্লিনিকে ৯টি Vaccine নেওয়ার পর V, M, Hospital এর Vaccine এর Stock শেষ হইয়া যায়। ঐ সময় Directorate এর Central Medical Store এ খোঁজ নেওয়া হয় সেখানে Vaccine আছে কিনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ Central Medical Stored এও ঐ সময় Vaccine মজুত ছিলনা। এবং শিলং ও কলকাতায় ট্রাংককল করিয়া জানা যায় সেখানেও ঐ সময় vaccine ছিল না। কয়েক দিন পর vaccine সংগ্রহ করার জন্য শিলংয়ে একজন অফিসার পাঠানো হয় এবং ১৪ই এপ্রিল তিনি অল্প কিছু vaccine সংগ্রহ করিয়া আনেন। কশৌলিতেও টেলিগ্রাম যোগে vaccine পাঠানোর অনুরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু সেখান হইতেও vaccine পাওয়া যায় নাই।

Admited Starred Question No. 169

Name of M. L. A.— Smti. Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত, (৩১,৩,৮৫ ইং পর্য্যন্ত)

২। উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির শয্যা সংখ্যা কত,

৩। প্রতিদিন গড়ে কতজন রোগী ঐ কেন্দ্রগুলিতে ভর্তি হয়ে থাকেন, (১৯৮৪-৮৫ ইং সনের গড় হিসাব)

৪। ইহা কি সত্য যে ২০ শয্যা বিশিষ্ট কল্যানপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রতিদিন ৪০/৫০ জন রোগী ভর্তি হয়ে থাকেন।

৫। সত্য হলে এই কেন্দ্রটিকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। ৩০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (৬ শয্যা বিশিষ্ট ৮টি, ১০ শয্যা বিশিষ্ট ২২টি

এবং ২০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি) ও ৩টি গ্রামীন হাসপাতাল আছে।

২। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ৩২৮ টি শয্যা আছে এবং গ্রামীন হাসপাতাল-গুলিতে ৯০টি শয্যা আছে।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৪। ইহা সত্য নহে। তবে প্রতিদিন ৩০। ৪০ জন রোগী ভর্তি থাকেন।

৫। নাই।

Admitted Starred Question No. 170

Name of Member : Shri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cooperative Deptt. be pleased to state :—

ক) ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বৎসরে ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাঙ্ক হইতে কতজনকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

খ) গত পাঁচ বছরে (১৯৮০ হইতে ১৯৮৪ ইং) উক্ত ব্যাঙ্ক এর ঋণ আদায়ের পরিমাণ কত ?

প্রশ্ন

ক) ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩-৮৪ ইং আর্থিক বছরে ল্যাণ্ড ডেভেলাপট ব্যাঙ্ক হইতে-২৬৭ জনকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

খ) মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

মহকুমার নাম	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা ১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪
সদর	২১	৬০
সোনামুড়া	১	২
খোয়াই	২	৮
উদয়পুর	২	২৩
অমরপুর	—	২

মহকুমার নাম	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	
	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪
বিলোনীয়া	৪	৪৭
সাব্রুম	---	৬
কৈলাশহর	৪	৫২
কমলপুর	—	১০
ধর্মনগর	৩	১৫
	০৭	১২৫

ক) গত পাঁচ বৎসরে (১৯৮০ হইতে ১৯৮৪ ইং) উক্ত ব্যাঙ্কের ঋণ আদায়ের পরিমাণ টা: ৪৩,৭৫,০০০'০০

Admitted Starred Question No. 175

Name of M.L.A — Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state.

১। ১৯৮০ সনের জানুয়ারা হইতে ১৯৮৫ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে কত হেক্টর ভূমি কফি চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত কফি বাগানগুলি হইতে কফি উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে কি না,

৩। উৎপাদন আরম্ভ হইয়া থাকিলে ৩০-৪-৮৫ ইং পর্য্যন্ত তাহার পরিমান কত ?

উত্তর

১। ১৯৮০ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ সনে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্যে মোট ২৭২,২০ হেক্টর ভূমি কফি চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

তেলিয়ামুড়া বন বিভাগ	৭০,০০ হেক্টর
মনু বন বিভাগ	৭৪,০০ হেক্টর
আমবাসা বন বিভাগ	২০,৬০ হেক্টর
মনু রিসেটেলমেণ্ট বন বিভাগ	১১,৫০ হেক্টর
ফরেষ্ট রিসার্চ বন বিভাগ	১৭,০০ হেক্টর

সদর বন বিভাগ	৫৫.২০ হেক্টর
দক্ষিণ বন বিভাগ (বগাফা)	২০,০০ হেক্টর
উদয়পুর বন বিভাগ	৩,৯০ হেক্টর
	১৭২,২০ হেক্টর

২। উক্ত কফি বাগান গুলির মধ্যে মাত্র ১৯৮০ সনের ৪ (চার) হেক্টর বাগানে উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে।

৩। উক্ত বাগানে ৩০-৪-৮৫ ইং পর্যান্ত মোট ১১৬০ কেজি কফি উৎপাদিত হইয়াছে।

Assembly Admitted Starred Question No. 176

Name of M. L. A. :— Shri Narayan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state—

১। ১৯৮৪-৮৬ইং বৎসরে রাজ্য সরকার কত টাকার ধান চাউল ক্রয় করিয়াছেন তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।

Admitted Starred Question No. 182

Name of Member :— Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state—

১। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জেইল সংস্কার সর্বত্র ব্যাপারে যে কমিশন গঠন করা হয়েছিল ঐ কমিশন সরকারের নিকট তার রিপোর্ট পেশ করেছেন কিনা ?

২। যদি করে থাকেন তবে ঐ রিপোর্টের সুপারিশগুলি কার্য্যকরী করার জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং তা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে ?

উত্তর

Minister-in-charge Shri Jogesh Chandra Chakraborty

১। হ্যাঁ

২। রিপোর্টের সুপারিশগুলি সরকারের বিবেচনায় আছে।

Admitted Starred Question No. 192

Name of M. L. A. Shri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.

১। সদর উত্তরাঞ্চলের কলাগাছিয়ায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করিবার কো পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩। না থাকিলে তাহার কারন ?

উত্তর

১। নাই।

২। প্রশ্ন আসেনা।

৩। সদর উত্তরাঞ্চলের মোহনপুর ও কাতলামারায় ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে অতএব উক্ত স্থানে আর একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার যৌক্তিকতা অনুভূত হয়না।

Admitted Starred Question No. 194

Name of M, L, A, Shri Dhirendra Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

১। মোহনপুর হাসপাতালে X-Ray মেশিন আছে কি না,

ক) যদি না থাকে তবে উক্ত হাসপাতালে X-Ray মেশিন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

খ) যদি না থাকে তবে তাহার কারন ?

উত্তর

১। নাই।

২। নাই।

৩। হাসপাতাল এবং গ্রামীন হাসপাতালে X-Ray মেশিন দেওয়া হইয়াছে। কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে X-Ray মেশিন দেওয়া হয় না।

ANNEXURE—"B"

Admitted Starred Question No. 5

Name of Member :- Shri Subodh Ch. Das.

Will the hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state.

১। ধর্মনগর বিভাগে মোট কতটি প্যাক্স রয়েছে ; (নামের তালিকা)

২। ১৯৮০-৮১ ইং আর্থিক বছর হতে ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছর পর্যন্ত কোন প্যাকসের মাধ্যমে কৃষককে কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমায় মোট ২১ (একুশটি) প্যাক্ক আছে নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। শানিছড়া প্যাক্স লিঃ

২। গঙ্গানগর টঙ্গীবাড়ী প্যাক্স লিঃ

৩। কামেশ্বর গাঁও ,, ,,

৪। পল্লীমঙ্গল ,, ,,

৫। রাজনগর ,, ,,

৬। হাফলং ,, ,,

৭। চন্দ্রপুর বরুয়াকান্দি ,, ,,

৮। রাগনা পল্লীমঙ্গল ,, ,,

৯। ইছাই ,, ,,

১০। গোবিন্দ পুর ,, ,,

১১। ফুলবাড়ী সেবা সমবায় সমিতি লিঃ

১২। ন্যাশান্যাল প্যাক্স লিঃ

১৩। কুর্ত্তি প্যাক্স লিঃ
১৪। ইউনাইটেড ,, ,,
১৫। বিষ্ণুপুর ,, ,,
১৬। জলবাসা প্যাক্স লিঃ
১৭। রোয়া ,, ,,
১৮। পানিসাগর ,, ,,
১৯। জনমঙ্গল ,, ,,
২০। দেওছড়া রামনগর ,, ,,
২১। তিলথৈ ,, ,,

২। নিম্নলিখিত প্যাক্সগুলি তাহার সভ্যদিগকে ১৯৮০-৮১ইং আর্থিক বৎসর হইতে ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বৎসর পর্যন্ত স্বল্প ম্যায়াদী কৃষিঋণ দিয়াছে :—

১। পল্লীমঙ্গল প্যাক্স লিঃ
২। হাফলং ,, ,,
৩। কামেশ্বর গাঁও ,, ,,
৪। রাগনা পল্লীমঙ্গল ,, ,,
৫। বিষ্ণুপুর ,, ,,
৬। ইছাই ,, ,,
৭। ইউনাইটেড ,, ,,

Admitted Starred Question No. 8
Name of Member. Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :

১। ৩১-৩-৮৫ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স এর সংখ্যা কত ?

২। ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্যন্ত কতটি ল্যাম্পস্ ও কতটি প্যাক্স এর অডিট হয়েছে ;

৩। অডিট রিপোর্টে কতটি ল্যাম্পস্ ও কতটি প্যাক্স' এর হিসাবের গড়মিল দেখা গিয়েছে ; এবং

৪। উক্ত গড়মিল অর্থের পরিমান কত ; (ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স এর পৃথক হিসাব)

৫। ঐ অর্থ গড়মিলের ব্যাপারে ল্যাম্পস্ বা প্যাক্সগুলির সংশ্লিষ্ট কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে কিনা ;

৬। করা হলে ল্যাম্পস্ বা প্যাক্স ভিত্তিক ঐরূপ ব্যক্তির সংখ্যা।

উত্তর

১। ৩১/৩/৮৫ইং পর্যন্ত রাজ্যে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৫টি এবং ২১২টি।

২। ১৯৮৫ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যে সমস্ত ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের অডিট হইয়াছে তাহার হিসাব এইরূপ ঃ— ল্যাম্পস = ৩২ টি।

প্যাক্সের = ১৮১ টি।

৩। অডিট রিপোর্টে ১টি ল্যাম্পস্ এবং ১১টি প্যাক্সের হিসাবের গড়মিল দেখা গিয়াছে।

৪। উক্ত গড়মিল অর্থের পরিমান নিম্নরূপ ঃ—

ল্যাম্পস = টা ১৪,৬৯৩'২০ পঃ

প্যাক্স — টা ৫৭,৩৮৬'১০ পঃ

৫। হ্যাঁ।

৬। ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা এইরূপ :—

ল্যাম্পস্ = ১ জন।

প্যাক্স = ১৮ জন।

Admitted Starred Question No :— 11

Name of M, L, A, Smti Gita Chaudury.

QUESTION

Will fhe Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state—

১। বিগত ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বৎসরে এস, আর, ই, পি ও এন, আর ই, পি বাবত সরকার কত টাকা খরচ করেছেন, তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

২। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে উক্ত পরিকল্পনায় কত টাকা ধরা হইয়াছে তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক বৎসরে এস, আর, ই, পি ও এন, আর, ই, পি' র খাতে খরচের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

উত্তর ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	এস, আর, ই, পি	এন, আর, ই, পি
১। সালেমা [কমলপুর]	২০,১৫,০০০ টাকা	৯,৯১,৬০০ টাকা।
২। পানিসাগর	৯,০০,০০০ টাকা	৯,৬৯,০৭৬ টাকা।
৩। কাঞ্চনপুর	৮,২০,০০০ টাকা	৪,০০,০০০ টাকা।
৪। ছামনু	২০,০০,০০০ টাকা	৮,৬৫,৪০০ টাকা।
৫। কুমারঘাট	১২,৭৫,০০০ টাকা	৩,০০,০০০ টাকা।
মোট—	৭০, ২০, ০০০ টাকা	৩৯, ২৬, ০৭৬ টাকা।

দক্ষিণ ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	এস, আর, ই পি	এন, আর, ই, পি
১। মাতারবাড়ী	৯,৪৯,৮৬৮,৫০ পঃ	৭,৪৪,৫৫১,৩০ পঃ
২। বগাফা	১৩,৯৫,০০০ টাকা	৪,২০,৩৯১,৯৫ পঃ।
৩। রাজনগর	৯,৩০,০০০ টাকা	৫,৭১,২৮০,১৫ পঃ।
৪। সাতচাঁন্দ	১৬,১৯,৯৯৭,১০ পঃ	৮,১২,৫০১,৩০ পঃ।
৫। অমরপুর	১১,০০,০০০ টাকা	৪,৩৭,৪৯৪,৫০ পঃ।
৬। ডম্বুরনগর	৪,৭৪,৯৪৫,৫০ পঃ	৯৯,৪১৩,৮২ পঃ।
মোট—	৬৪,৬৫,৮১১,১০ পঃ	৩০,৮৫,৬৩২-৯০ পয়সা।

পশ্চিম ত্রিপুরা

১।	জিরাণীয়া	১১,২৯.৮৬০.৫০ পঃ	২,৯৪,৬৯০.৯২ পয়সা।
২।	খোয়াই	৮,৫০,৬৪৮.৭১ পঃ	৪,০৯,৮২৪.০০ টাকা।
৩।	তেলিয়ামুড়া	৭.৪২,৭৬৫.৭৫ পঃ	২,৮২,৯২৬ ৫৮ পয়সা।
৪।	মোহনপুর	৭,৮৩'০৯৩.০০ টাকা	২,৬৩,৪৯৭ টাকা।
৫।	বিশালগড়	১০,৫৩,৯৫৯.৫০ পঃ	১,৩১,৭৯৩.০৭ পয়সা।
৬।	মেলাঘর	৮,১২,৩৬০.০০ টাকা	২,৯৩,১০৬ টাকা।
৭।	জম্পুইজলা-টাকার জলা সাব ব্লক	৩.৭৫,২৭৯.০০ টাকা	১,৯৭,২২১ টাকা।
	মোট—	৫৭.৫৭,৯৬৬'৪৬ পঃ	১৮,৭৩,০৫৮.৫৭ পয়সা

২। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে আর, ডি, ডিপার্টমেন্টের বাজেটে এস, আর, ই, পি'র জন্য ১৬০ ০০ লক্ষ টাকা ও এন, আর, ই, পি'র জন্য ১৫১.০০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এস, আর, ই, পি ও এন, আর ই, পি'র কাজ চালু রাখার জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন জেলা শাসক বন বিভাগ ও স্বশাসিত জেলা কর্তৃপক্ষকে মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। জেলা শাসকগণ ও স্বশাসিত জেলা পরিষদদ্বারা ব্লক ভিত্তিক বরাদ্দে বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি।

		এস, আর, ই, পি	এন, আর, ই, পি
১।	পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	৩২.০০ লক্ষ	১২.৮০ লক্ষ
২।	দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা	১৪.০০ লক্ষ	১৪.০০ লক্ষ
৩।	উত্তর ত্রিপুরা জেলা	২৪.০০ লক্ষ	১৪.০০ লক্ষ
৪।	বন বিভাগ	—	১৭.৬০ লক্ষ
৫।	স্বশাসিত জেলা কর্তৃপক্ষ	২০.০০ লক্ষ	২০.০০ লক্ষ
	মোট	১০০,০০ লক্ষ	৭৮,৪০ লক্ষ

Admitted Unstarred Question No. 12

Name of M. L. A : Shri Subodh Ch. Das.

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Develepent Department bpleaseds to state :—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮৫ ইং সনের ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত পানিসাগর ব্লক ও কাঞ্চনপুর ব্লকের কোন কোন গাঁওসভায় S, R, E, P,/N, R, E, P, ও R, L, E, G, P-এর মোট কত শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে : (তার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব) এবং

২। তাতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তরঃ— ১ ও ২)
তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 14

Name of Member— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cooperative Deptt. be Pleased to state.

১। ত্রিপুরা Land Development Bank থেকে জনসাধারণকে ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি কি,

২। রাজ্যের সমস্ত ব্লক ও সাব ব্লকগুলিতে উক্ত ব্যাংক এর Field Supervisor অথবা Field Officer আছে কি না,

৩। না থাকলে কোন্ কোন্ ব্লক বা সাবব্লকে নেই,

৪। ১৯৮১ সন থেকে ১৯৮৫ সালের ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত কোন ব্লকে কত জনকে ঐ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে, এবং প্রদেয় ঋণের পরিমাণ কত (বৎসর ও ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড হইতে জমি বন্ধকের ভিত্তিতে সভ্যদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়। ঋণের দরখাস্ত পাওয়ার পর ইহা ফিল্ড অফিসারের মাধ্যমে তদন্ত পরীক্ষা করা হয় এবং উক্ত অফিসারের সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলীর অনুমোদন ক্রমে ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

২। রাজ্যের সমস্ত ব্লকেই ফিল্ড সুপারভাইজার আছে। কেবল ডুম্বুরনগর ব্লক ছাড়া।

তবে ঐ ব্লকে এবং সাব ব্লকগুলিতে দেখাশোনার ভার নিকটবর্ত্তী ফিল্ড সুপারভাইজারদের উপর ন্যাস্ত আছে।

৪। ১৯৮২-৮৩ হইতে ১৯৮৪-৮৫ (মার্চ মাস পর্যন্ত) পর্যন্ত প্রদেয় ঋণের পরিমাণ ও ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা ব্লকভিত্তিক হিসাব এইরূপ : —

(ঋণের পরিমাণ লক্ষ টাকার হিসাবে)

	১৯৮১-৮৩		১৯৮৩-৮৪		১৯৮৪-৮৫	
ব্লকের নাম	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ	ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা	ঋণের পরিমান
বিশালগড়	২	০,৬৯	৩৩	১,৬৯	২৩	০,৯৬
মোহনপুর	২	০,৪১	৬	০,২৮	১১	০,৩৮
জিরানিয়া	৭	০,১১	১৯	০,৮৩	১৪	০,৪৭
তেলিয়ামুড়া	২	০,১৮	৬	০,১৮	১	০,১১
খোয়াই	-	০,০৫	২	০,১২	-	০,০৪
পৌর এলাকা	-	-	২	০.০৫	১০	০,৪৫
মেলাঘর	১	০,০৩	২	০,০৬	৪	০,১৮
মাতাবাড়ী	২	০,৫৫	২৩	১.৮৫	১১	০,৮১
বগাফা	১	০,১৯	২৬	১,২৫	১০	০,৪১
রাজনগর	৩	০,২৫	২১	১,০৩	৬	০,৩২
অমরপুর	-	০,০৫	১	০,১১	২	০.০৮
সাতচাঁদ	-	-	৬	০,৯২	২	০,০৯
কুমারঘাট	৩	০,২৫	৫১	২,২৫	১৫	০,৫৮
দালেমা	-	০,০৫	১০	০,২৭	৪	০,১৬
পানিসাগর	-	০,০১	১৩	০,৫৭	২	৩,১৬
কাঞ্চনপুর	৩	০,০৭	২	০,১২	১	০,০৪
ছামনু	১	০,০৪	১	০.০৬	-	-

Admitted Unstarred Question No. 23

Name of M. L. A. Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state.

১) ১৯৮২ ইং থেকে ১৯৮৫ ইং সালের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত রাজ্যে কি পরিমাণ এবং কতটাকা মূল্যের রাবার উৎপাদন করা হইয়াছে, (মহকুমা ও বছর ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)'

২) ত্রিপুরায় উৎপাদিত রাবারের মান ভারতের অন্যান্য রাজ্যে উৎপাদিত রাবারের সঙ্গে তুলনা মূলক গুণগত বিচারে কোন পর্য্যায়ে আছে,

৩) রাজ্যে প্রত্যেকটি মহকুমায় রাবার উৎপাদনের জন্য সমভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি,

৪) না নেওয়া হয়ে থাকলে তাহার কারণ,

৫) বর্ত্তমানে রাজ্য সরকার রাবার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১) ১৯৮২ ইং হইতে ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত রাজ্যে ত্রিপুরা বনউন্নয়ন কর্পোরেশনের পরিচালনাধীন বাগান হইতে মোট ৪,০৩,০১৬'৬৭৭ কেজি ও ৬১,১০,৪২৪ টাকা মূল্যের রাবার উৎপাদিত হইয়াছে। মহকুমা ও বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

উৎপাদিত রাবারের পরিমাণ-কেজিতে

	সদর	বিলোনীয়া	সাব্রুম	কৈলাশহর	মোট, কেজি	উৎপাদিত রাবারের মূল্য
জানুয়ারী, ৮২ থেকে মার্চ '৮২	৭,৬৩৩.৮৩৫	১০,৯৭৯,৩৫০	৮৫৩.৫৬৭	১,৬৭৫.৩২৮	২১.১৪২.০৪০	টাকা ২,৩৪,০০০.০০
১৯৮২,৮৩	৩৫,২৩২.২৬৭	৫০,৩৫০.৪৬২	৪,৭৭৪১.৯০	১৩,৬৪৩.০৮১	১০৪,০০০.০০০	টাকা ১৪,৫৯,০৩২.০০
১৯৮৩,৮৪	৪০,৭২৩.৮৬৩	৭২,১১১.৪৫৫	৪,৩৯৪.৭২৬	১৫,৩১৭.২৯৩	১,৩২,৫৪৭.৩৩৭	টাকা ১৯,১৭,৩৯২.০০
১৯৮৪,৮৫	৪৩,৩৩০.৫৪০	৭৯,১৭৮.৩৩০	৪,৪৯১.৩৯০	১৮,৩২৭.০০০	১,৪৫,৩২৭.২৬০	টাকা ২৫,০০,০০০.০০
মোট-	১,২৬,৯২০.৫০৫	২,১২,৬১৯.৫৯৭	১৪,৫১৩.৮৭৩	৪৮,৯৬২.৭০২	৪,০৩,০১৬.৬৭৭	টাকা ৬১,১০,৪২৪.০০

২। ত্রিপুরায় উৎপাদিত রাবারের মান ভারতের অন্যান্য রাজ্যে উৎপাদিত রাবারের সঙ্গে তুলনামূলক গুনগত বিচারে সমপর্য্যায়ে আছে।

৩। সারা রাজ্যে যেখানেই রাবার বাগান করার উপযুক্ত স্থান পাওয়া যাইতেছে সেখানেই বনউন্নয়ন কর্পোরেশন রাবার বাগান সৃষ্টির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে সারা রাজ্যে আরো প্রচুর পরিমানে রাবার বাগান সৃষ্টি করা হইবে।

৪। উপরোক্ত ৩নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই আসেনা।

৫। রাজ্যে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বনউন্নয়ন কর্পোরেশন ৭ম পরিকল্পনা কালে আরো ৫,০০০ হেক্টর ভূমিতে রাবার চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 24
Name of M.L.A.— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :

১) ১৯৭৭ ইং সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত রাজ্যে কি পরিমাণ ভূমিতে শাল, সেগুন ও বাঁশের বাগান করা হয়েছিল। (বিভাগ ভিত্তিক পৃথক হিসাব)।

২) ১৯৭৭ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত রাজ্যে কি পরিমাণ ভূমিতে কত টাকা ব্যায়ে কতগুলি শাল, সেগুন ও বাঁশের বাগান কর হইয়াছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩) গত ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের আর্থিক বৎসরে পেচার থল রি-সেটেলমেণ্ট রেঞ্জ-এর অধীনে সেবা চন্দ্র বাড়ীতে কত হেক্টর ভূমিতে কত টাকা ব্যয়ে বাঁশ বাগান করা হয়েছিল।

৪) উক্ত বাগানে কতটি বাঁশের চারা রোপন করা হয়েছিল এবং বর্তমানে কতটি চারা আছে ?

৫) ইহা কি সত্য উক্ত বাগানে যতগুলি বাঁশের চারা রোপন করা হয়েছিল এর মধ্যে বর্তমানে ৫০ পার্সেন্ট চারা নেই।

৬) সত্য হইলে সরকার এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি না ?

১) ১৯৭৭ ইং পর্যান্ত রাজ্যে নিম্ন পরিমাণ ভূমিতে শাল, সেগুন, বাঁশের বাগান করা হইয়াছে।

শাল — ১২৩৬০ হেক্টর
সেগুন — ১৩৬৩০ হেক্টর
বাঁশ — ৩৬৫ হেক্টর

২৬৩৫৫ হেক্টর

২) ১৯৭৭ ইং সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্যান্ত নিম্ন

পরিমাণ ভূমিতে উল্লেখিত অর্থ ব্যায়ে শাল, সেগুন ও বাঁশের বাগান তৈরী করা হইয়াছে।

গাছের নাম	জমির পরিমাণ	আনুমানিক ব্যয়
শাল	১৭৭৯ হেক্টর	১৩,৯০,০০০'০০ টাকা
সেগুন	২২৬৬১ হেক্টর	১,০১,৯৭,০০০'০০ টাকা
বাঁশ	১৭৬ হেক্টর	২,৯৯,০০০'০০ টাকা
	২৫৬১৬ হেক্টর	১,১৮,৮৬.০০০.০০ টাকা

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের বিভাগ ভিত্তিক জবাব মনু ও কাঞ্চনপুর বিভাগ হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়ার জন্য বিভাগ ভিত্তিক দেওয়া গেল না।

৩) গত ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের আর্থিক বৎসরে পেচার থলে রি-সেটেলমেণ্ট রেঞ্জ-এর অধিনে সেবা চন্দ্রবাড়ীতে ১৬ হেক্টর ভূমিতে ৩২,৬৮৯৪৫ টাকা ব্যয়ে বাঁশ বাগান করা হয়েছিল (১৯৮৪ বাগান)।

৪) উক্ত বাগানে ৩৪৬২টি বাঁশের চারা রোপন করা হয়েছিল এবং বর্তমানে ১৮২৯টি চারা আছে।

৫) না, উক্ত বাগানে বর্তমানে প্রায় শতকরা ৫১'৮৩ পার্সেণ্ট চারা বেঁচে আছে।

৬) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 31

Name of Member :- Shri Haricharan, Sarker M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

১। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৮৩ সালের এপ্রিল থেকে ত্রিপুরার কত সংখ্যক পরিবারকে আই, আর, ডি, পি, স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১৯৮৩ সালে এপ্রিল থেকে ১৯৮৫ সালের মার্চ পর্যান্ত দুই বৎসরের যতগুলি পরিবার আই, আর. ডি প্রোগ্রামের আওতায় আনা হইয়াছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	পরিবারের সংখ্যা	ব্লকের নাম	পরিবারের সংখ্যা
১। পানিসাগর	১১৩০	১১। মেলাঘড়	১১৫৪
২। কুমারঘাট	২৪০০	১২। মাতাবাড়ী	১৫৪৫
৩। ছাউমনু	১৫৬	১৩। অমরপুর	১৩১৯
৪। কাঞ্চনপুর	৬৬২	১৪। ডুম্বুরনগর	৩৩৯
৫। সালেমা	৯৩৪	১৫। বগাফা	১৬১৩
৬। খোয়াই	১০৫২	১৬। রাজনগর	১৯১২
৭। তেলিয়ামুড়া	১১৮০	১৭। সাঁতচান্দ	৫০৫
৮। জিরানিয়া	৮৭৬		
৯। মোহনপুর	১৪১১		
১০। বিশালগড়	২৮০১		

Admitted Unstarred Question No :— 35

Name of Member Shai Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কোন ব্লকে সর্বমোট কতজন আই. আর. ডি. পি. বেনিফিশারী ১৯৮৩ সন থেকে এখন পর্যান্ত ডি, আর, ডি. এ. নির্বাচন করেছেন (বছর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৮৩ সন থেকে ১৯৮৫ সালের মার্চ মাস পর্য্যান্ত আই, আর. ডি, পির জন্য ডি, আর, ডি, এ. কর্তৃক যতগুলি পরিবার নির্বাচিত হইয়াছে তাহাদের ব্লক ভিত্তিক এবং বছর ভিত্তিক তথ্য নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	নির্বাচিত পরিবারের সংখ্যা	
	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
পানিসাগর	৫৯১	৫০৫
কুমারঘাট	১২১২	১২৫৬

ছামনু	১৩৬	৮৫৮
কাঞ্চনপুর	৩১৬	৬২৩
সালেমা	৬৫৬	৭৭১
খোয়াই	৪১৪	৬০৯
তেলিয়ামুড়া	৫২৫	৭৬৫
জিরানীয়া	৪৮১	১২৬
মোহনপুর	৫৩৫	৬৩৬
বিশালগড়	৯৫৩	৭৮৪
মেলাঘর	৫২৩	৫৭৫
মাতাবাড়ী	৭০৪	৬৬৮
অমরপুর	৬৩৩	৬৯৪
ডম্বুরনগর	৫৬৮	-
বগাফা	৮৬৫	৫৭৩
রাজনগর	৭৭২	৬০৯
সাঁতচান্দ	৮২০	৫৫৯

প্রশ্ন

২। ডি· আর· ডি· এ· নির্বাচিত বেনিফিশারীদের উপরোক্ত সময়ে কতজনকে কোন স্কীমে (benefit) দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

২। বিগত ২ বৎসরে বিভিন্ন স্কীমের সেক্টর-এ নিম্নে প্রদত্ত সংখ্যা পরিবারগুলিকে বেনিফিট হিসাবে ব্যাংক হইতে ঋণ এবং ঋনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক ভর্তুকী দেওয়া হইয়াছে।

	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
১। প্রাইমারী সেক্টর	৯২৫৭	৯৫৫৬
(কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি)		

২। সেকেণ্ডারী সেক্টর	২৫৬৯	৩৫৫১
(হস্তশিল্প, বয়নশিল্প, খাদি এবং গ্রামীন শিল্প ইত্যাদি)		
৩। টারসিয়ারী সেক্টর	২৬০৫	৪১২৩
(ব্যবসা, পরিবহন ইত্যাদি)		

নোট :— অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি পরিবারের জন্য একাধিক স্কীম থাকাতে পরিবারের সংখ্যাগুলি একাধিকবার গননা করা হইয়াছে ইহাতে উপরোক্ত পরিবারের সংখ্যা নীট সংখ্যা হইতে অনেক বেশী।

Admitted Starred Question No. 37

Name of Member Shri Mono Ranjan Mozumder,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state.

১। ১৯৮০ সনের ১লা মার্চ হইতে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে কতটা ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স-এ চুরি ও অগ্নিদাহের ঘটনা হইয়াছে। (ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের নামসহ)

২। ঐ সকল চুরি ও অগ্নিদাহে মোট ক্ষতির পরিমাণ কত ? (পৃথক পৃথক ভাবে)

৩। উক্ত ল্যাম্পস্/প্যাকসে্ ইনস্যুরেন্স আছে কিনা।

৪। থাকিলে উল্লিখিত ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন-এর নিকট কি পরিমাণ টাকার ক্লেইম করা হইয়াছে ?

৫। চুরি ও দুর্নীতির দায়ে উক্ত সংস্থায় উপরোক্ত সময়ে কতজনকে এপর্যন্ত অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

উত্তর

১। ১৯৮০ সনের ১লা মার্চ হইতে ১৯৮৫ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে ৩৩টি ল্যাম্পস্ ও ৫৩ টি প্যাক্স চুরি এবং ২০টি ল্যাম্পস্ ও ১৫টি প্যাক্সে অগ্নিদাহের ঘটনা হইয়াছে। উক্ত ল্যাম্পস্ ও পেক্সের নামের তালিকা এতদ্সঙ্গে দেওয়া গেল।

২। ঐ সকল চুরি ও অগ্নিদাহের মোট ক্ষতির পরিমাণ এইরূপ :—

চুরি –টাঃ ২২, ৪৬, ৫৪৯. ৯৬ পঃ

অগ্নিদাহ – টাঃ ১২, ৯৪, ৫৪৩. ৭৪ পঃ

৩। উক্ত ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের মধ্যে অনেকের ইনস্যুরেন্স আছে।

৪। উল্লেখিত ঘটনায় ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর নিকট টাঃ ১০, ২৪, ৬৩৮. ৬৬ পঃ ক্লেইম করা হইয়াছে।

৫। অধিকাংশ ঘটনা পুলিশের তদন্তাধীন। একটি ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং একটি ক্ষেত্রে দোষী ধরা পড়িয়াছে।

১৯৮০ সনের ১লা মার্চ হইতে ১৯৮৫ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যে সকল ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সে চুরি ও অগ্নিদাহের ঘটনা হইয়াছে সেগুলির নামের তালিকা :—

চুরির ঘটনা

ল্যাম্পস্	প্যাক্স
১। দামছড়া ল্যাম্পস্ লিঃ	১। লেম্বুছড়া প্যাক্স লিঃ
২। মাছমারা ,, ,,	২। বড়লুতমা ,, ,,
৩। পেচারথল ,, ,,	৩। আমবাসা ,, ,,
৪। কৃষককল্যান ,, ,,	৪। কাটালুতমা ,, ,,
৫। জনকল্যান ,, ,,	৫। কুলাই ,, ,,
৬। আমবাসা ,, ,,	৬। জনকল্যাণ ,, ,,
৭। মহারানী	৭। কামেশ্বর গাঁও ,, ,,
৮। গঙ্গানগর	৮। গঙ্গানগর টঙ্গিবাড়ী ,, ,,
৯। ছামনু	৯। গোবিন্দপুর ,, ,,
১০। ছৈলেংটা	১০। পানিসাগর ,, ,,
১১। শিলাছড়ি	১১। প্রগতি ,, ,,
১২। বনকুল	১২। রাজনগর মাধবনগর ,, ,,
১৩। গণ্ডাছড়া	১৩। বগাবাসা ,, ,,
১৪। রামপুর	১৪। বাগমা ,, ,,
১৫। করবুক	১৫। গঙ্গাছড়া ,, ,,

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ল্যাম্পস

১৬। মালবাসা ল্যাম্পস্ লিঃ

১৭। তৈতু ,, ,,

১৮। কেল্লা ,, ,,

১৯। বীরচন্দ্র নগর ,, ,,

ও পতিছড়া

২০। জনতা ,, ,,

২১। সুকান্ত ,, ,,

২২। বড়কাঠাল ,, ,,

২৩। দলদলি ল্যাম্পস লিঃ

২৪। চম্পকনগর ,, ,,

২৫। গ্রমবিকাশ ,, ,,

২৬। গৌরচান্দ ,, ,,

২৭। টাকারজলা ,, ,,

২৮। গাবরর্দ্দি

২৯। জম্পুইজলা ,, ,,

৩০। সোনামুড়া বিভাগীয় ,, ,,

৩১। অগ্রগতি ,, ,,

৩২। উপজাতি কল্যাণ ,, ,,

৩৩। দক্ষিণ পদ্মবিল ,, ,,

প্যাক্স

১৬। পিত্রা প্যাক্স লিঃ

১৭। গ্রামীন ,, ,,

১৮। লক্ষীপতি ,, ,,

১৯। কাকড়াবন ,, ,,

২০। আমতলা ,, ,,

২১। ইচাছড়া ,, ,,

২২। লুলুঙ্গা ,, ,,

২৩। মুহুরীপুর ,, ,,

২৪। আদর্শ প্যাক্স লিঃ

২৫। রাজনগর ,, ,,

২৬। রামকৃষ্ণ ,, ,,

২৭। কমলাদেবী ,, ,,

২৮। চম্পাকাঞ্চন ,, ,,

২৯। মধুসূর্য রাজলক্ষী ,,

৩০। পল্লিউন্নয়ন ,, ,,

৩১। পল্লীজীবন ,, ,,

৩২। চন্দ্রনগর ,, ,,

৩৩। গোপীনগর ,, ,,

৩৪। গোলাঘাটি ,, ,,

৩৫। পূর্বলক্ষীবিল ,, ,,

৩৬। গৌতম ,, ,,

৩৭। নেহালচন্দ্রনগর ,, ,,

৩৮। জিরানীয়া ,, ,,

৩৯। রাণীরগাঁও মোহনপুর ,,

৪০। পূর্ব্বনোয়াগাঁও পল্লীমঙ্গল ,,

প্যাক্স

৪১। পুরাতন আগরতলা
আদর্শ প্যাক্স লিঃ
৪১। কাশীপুর ,, ,,
৪৩। প্রগতি ,, ,,
৪৪। লক্ষ্মীলুঙ্গা ,, ,,
৪৫। দেবেন্দ্রনগর গাঁওসভা ,,
৪৬। পল্লীউন্নয়ন ,, ,,
৪৭। কুলুবাড়ী ,, ,,
৪৮। জুমেরঢেপা ,, ,,
৪৯। নবোদয় ,, ,,
৫০। চৌমুহুনী ,, ,,
৫১। খাস চৌমুহনী ,, ,,
৫২। নলছড় ,, ,,
৫৩। গৌতম (সোনামুড়া) ,,

অগ্নিদাহের ঘটনা

ল্যাম্পস্

১। করমছড়া ল্যাম্পস্ লিঃ
১। ছৈলেংটা ,, ,,
৩। মাছমারা ,, ,,
৪। পেচারথল ,, ,,
৫। ছামনু ,, ,,
৬। কৃষককল্যাণ ,, ,,
৭। বনকুল ,, ,,
৮। ভুরাতলী ,, ,,
৯। বামপুর ,, ,,

প্যাক্স

১। কচুছড়া আদর্শ প্যাক্স লিঃ
২। শনিছড়া ,, ,,
৩। বিবেকানন্দ ,, ,,
৪। পল্লীমঙ্গল ,, ,,
৫। নবশক্তি ,, ,,
৬। পূর্ব বগাফা ,, ,,
৭। দেবেন্দ্রনগর গাঁওসভা ,,
৮। পশ্চিম নলছড় ,, ,,
৯। মোহনভোগ ,, ,,
১০। জুমেরঢেপা ,, ,,

ল্যাম্পস্			প্যাক্স		
১০। করবুক	ল্যাম্পস্ লিঃ		১১। চৌমুহনী	প্যাক্স লিঃ	
১১। মালবাসা	,,	,,	১২। বেহালাবাড়ী	,,	,,
১২। গোমতী	,,	,,	১৩। জনকল্যাণ	,,	,,
১৩। চেলাঙ্গা	,,	,,	১৪। পূর্ব্ব রামচন্দ্রঘাট	,,	,,
১৪। কিল্লা	,,	,,	১৫। নবোদয়	,,	,,
১৫। ধনঞ্জয়					

ল্যাম্পস

১৬। কোবরাখামার আঞ্চলিক ল্যাম্পস্ লিঃ
১৭। পাটনীপাড়া ,, ,,
১৮। জম্পুইজলা ,, ,,
১৯। অগ্রগতি ,, ,,
২০। দক্ষিণ পদ্মবিল ,, ,,

Admitted Unstarred Question No. 45

Name of M.L.A.— Shri Samar Cnowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :

১। ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের মাধ্যমে রাজ্যে কয়টি রেশন দোকান এবং কয়টি অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ বিক্রয়ের দোকান সরকার সংগঠিত করেছেন।

২। এই সকল দোকানের মাধ্যমে ১৯৮৪-৮৫ বৎসরে কত মূল্যের এবং কত পরিমাণ কি জাতীয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রামীন জনগণকে সস্তায় সরবরাহ করা হয়েছে ; এবং

৩। উক্ত ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলিতে আরও শক্তিশালী করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স রাজ্যে ২৬৭টি রেশন দোকান এবং ২৩১টি অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের বিক্রয়ের দোকান সংঘটিত করিয়াছে ;

২। এই সকল দোকানের মাধ্যমে ১৯৮৪-৮৫ বৎসরে প্রায় তিন কোটি বিরানব্বই লক্ষ টাকা মূল্যের চাউল, ডাল, সরিষার তৈল, কেরোসিন তৈল, লবণ, কাপড়, সাবান, মোমবাতি, বিড়ি, সাদা কাগজ, ম্যাচ, সুতা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রামীন জনগণকে সস্তায় সরবরাহ করা হইয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে সারা রাজ্যের সমস্ত LAMPS ও প্যাক্স হইতে সরবরাহকৃত সমস্ত দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

৩। ত্রিপুরা কোঃঅপারেটিভ কণজিউমার্স ফেডারেশন এবং মহকুমার বিভিন্ন মার্কেটিং সোসাইটিগুলিকে শক্তিশালী করিয়া তাদের মারফৎ ল্যাম্পস্ প্যাক্সগুলিকে আরও সহজতর ভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এন, সি, ডি, সি, ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্যে দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের কর্মীদের ত্রিপুরা টেনিং ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 53

Name of Member— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be Pleased to state.

প্রশ্ন :— ১। গত তিন বৎসরে আই-আর-ডি-পি স্কীমের আওতায় রাজ্যের কত সংখ্যক গরীব পরিবারকে আনা সম্ভব হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :— ১। গত তিন বৎসরে আই-আর-ডি-পির আওতায় যতগুলি গরীব পরিবারকে আনা হইয়াছে তাহাদের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	আওতাভুক্ত পরিবারের সংখ্যা
১। পানিসাগর	১৯৭২
২। কাঞ্চনপুর	১১০৭
৩। কুমার ঘাট	৪২০৮
৪। ছামনু	৪৪১

ব্লকের নাম	আওতাভুক্ত পরিবারের সংখ্যা
৫। সালেমা	১৪২৮
৬। খোয়াই	১১৫৮
৭। তেলিয়ামুড়া	১৪৫৩
৮। জিরানীয়া	১৭৮৮
৯। মোহনপুর	২০১৩
১০। বিশালগড়	৪০১৯
১১। মেলাঘর	১৫১৩
১২। মাতাবাড়ী	৩৭৮৩
১৩। অমরপুর	১৫৫৮
১৪। ডম্বুরনগর	৩৫৫
১৫। বগাফা	২২০৪
১৬। রাজনগর	২৬৪৪
১৭। সাতচান্দ	৮৭২

প্রশ্ন ঃ— ২। কত সংখ্যক পরিবার উপরোক্ত সময়ে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে উক্ত স্কীমের সম্পূর্ণ মঞ্জুরীকৃত টাকা পেয়েছেন (ব্লক ভিত্তিক ও ব্যাংক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর ঃ— বিগত তিন বৎসরে যে সকল পরিবার তাহাদের স্কীমের প্রয়োজনীয় মূলধনের সম্পূর্ণ টাকা পাইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা নিম্নে ব্লক এবং ব্যাংক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	ব্যাঙ্কের নাম	যে সমস্ত পরিবারের স্কীমের সম্পূর্ণ টাকা পাইয়াছেন তাহার সংখ্যা
পানিসাগর	ইউ, বি, আই	১৮১
	এস, বি, আই	২৬৬
	টি, জি, বি	২৭৫
২। কাঞ্চনপুর.	টি, জি, বি	১৪৪

ব্লকের নাম	ব্যাংকের নাম	যে সমস্ত পরিবার স্কীমের সম্পূর্ণ টাকা পাইয়াছেন তাহার সাংখ্যা
৩। কুমারঘাট	ইউ, বি, আই	৬২১
	এস, বি, আই	১৭৯
	টি, জি, বি	৫৮১
৪। ছামনু	টি, জি, বি	১৭৯
	এস, বি, আই	৩৯
৫। সালেমা	ইউ, বি, আই	৩০৯
	টি, জি, বি	১৭৯
	এস, বি, আই	৭৭
৬। খোয়াই	টি, জি, বি	৩৩২
	ইউ, বি, আই	৩০
	এস, বি, আই	২০৩
৭। তেলিয়ামুড়া	টি, জি, বি	২৩৫
	ইউ, বি, আই	৪৭
	ইউ-কোঃ	৯৭
	এস, বি, আই	১২৩
৮। জিরানীয়া	টি, জি, বি	১৯২
	ইউ, বি, আই	৮৩
	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১১৪

ব্লকের নাম	ব্যাংকের নাম	যে সমস্ত পরিবার স্কীমের সম্পুর্ণ টাকা পাইয়াছেন তাহার সংখ্যা
৯। মোহনপুর	টি, জি, বি	১৯৭
	ইউ, বি, আই	৩০০
	ইউ, কোঃ	১৮
	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১৫৬
	এস, বি, আই	২৯১
১০। বিশালগড়	টি, জি, বি	১১১৭
	ইউ, কোঃ	১৯২
	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১৮
	এস, বি, আই	১৯৭
১১। মেলাঘর	টি জি, বি	৩২৪
	ইউ, বি, আই	১৮৫
	এস, বি, আই	১০
১২। মাতাবাড়ী	টি, জি, বি	৭১৭
	ইউ, বি, আই	১৬২
	এস, বি, আই	৩৫
	টি, এস, সি, বি	৭০
১৩। অমরপুর	টি, জি, বি	১৩৮
	ইউ, বি, আই	২৯৩
	এস, বি, আই	৮০
	টি, এস, সি, বি	১৪৪
১৪। ডম্বুরনগর	টি, জি, বি	২৭৫

ব্লকের নাম	ব্যাংকের নাম	যে সমস্ত পরিবারের স্কীমের সম্পুর্ণ টাকা পাইয়াছেন তাহার সংখ্যা
১৫। বগাফা	টি, জি, বি	১২৩
	ইউ, বি, আই	২৫৫
	এস, বি, আই	৭৫
	টি, এস, সি, বি	৬২
১৬। রাজনগর	টি, জি, বি	৪২৫
	ইউ, বি আই	৮৫
	এস, বি, আই	১৪৬
	টি, এস, সি, বি	১২৯
১৭। সাঁতচান্দ	টি, জি, বি	১২০
	ইউ বি, আই	৮৮

টি, জি, বি — ত্রিপুরা গ্রামীন ব্যাংক
ইউ, বি. আই = ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া
এস, বি, আই = ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া
ইউ-কোঃ — ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক
টি, এস, সি, বি = ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃপারেটিভ ব্যাংক

প্রশ্ন : ৩। বর্ত্তমানে প্রতিব্লকে এই স্কীমের আওতায় আর্থিক ঋণ/অনুদানের কোটা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ?

উত্তর : ৩। বর্ত্তমান বছর হইতে পরিবার পিছু ঋণ এবং ভর্ত্তুকীর পরিমান বাড়ানোর কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

Assembly Admitted Starred Question No. 54
Name of M L A :— Shri Tarani Mohan Sinha

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৩ ইং হইতে চলতি বৎসরের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য বরাদ্দকৃত চাল, চিনি, ভোজ্য, তৈল, কেরোসিন ও সিমেন্ট-এর পরিমাণ কত ছিল ;

২। কেন্দ্র কর্তৃক বরাদ্দকৃত ঐ দ্রব্যগুলি ত্রিপুরার প্রয়োজনের তুলনায় কম না বেশী ?

৩। উল্লেখিত বৎসরগুলি উপরোক্ত জিনিষগুলির টন বা কিলোমিটার প্রতি কোনটার দাম কত ছিল তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।

Admitted Unstarred Question No. 57

Name of M.L.A.— Syed Basit Aly.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। ক) ১৯৮৩ সালের মে মাস থেকে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন এলাকায় ম্যালেরিয়া ও আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হয়ে কত জনের মৃত্যু ঘটেছে,

খ) উল্লেখিত সময়ের মধ্যে ত্রিপুরার কোন্ কোন্ হাসপাতালে মোট কতজন ম্যালেরিয়া ও আন্ত্রিক রোগীকে ভর্তি করা হইয়াছে, এবং

গ) উক্ত রোগীদের মধ্যে কোন্ কোন্ হাসপাতালে কতজনের মৃত্যু ঘটেছে ?

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department.
(Name of the Minister) : Shri Khagen Das.

ক) তথ্য সংগ্রহাধীন।

খ) তথ্য সংগ্রহাধীন।

গ) তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No :— 60
Name of Member Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state—

১। কৈলাশহর মহকুমায় মোট কতটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি বর্তমানে আছে, (এই সোসাইটিগুলির নাম),

২। কৈলাশহর কনজিউমারস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটির বর্তমান মুলধনের পরিমাণ কত ;

৩। উক্ত কো-অপারেটিভ সোসাইটির বিগত ১ বৎসরে ব্যবসায়ের হিসাব কত টাকা লাভ বা লোকসান হইয়াছে ; এবং

৪। উক্ত সোসাইটির ১৯৮১-৮৩ ইং সনে মুলধনের মোট পরিমাণ ?

উত্তর

১। কৈলাশহর মহকুমায় বর্তমানে মোট ৮৬টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে। (এই সোসাইটিগুলির নামের তালিকা এতৎসঙ্গে দেওয়া গেল) ;

২। কৈলাশহর মহকুমায় "কৈলাশহর কনজিউমার্স কো-অপারেটীভ সোসাইটি" নামে কোন সমিতি নাই; "তবে কৈলাশহর সাবডিভিসনেল কো-অপারেটীভ কনজিউমার্স স্টোর্স লিমিটেড" নামে একটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি ছিল; তাহা ২৩-২-৮১ ইং তারিখে লিকুইডিসানে দেওয়া হইয়াছে।

৩)

ও প্রশ্ন উঠেনা

৪)

কৈলাশহর মহকুমার অন্তর্গত সমবায় সমিতি সমূহের নামের তালিকা।

১। ছৈলেংটা ল্যাম্পস লিঃ
২। ধুমাছড়া ,, ,,
৩। কমছড়া ,, ,,
৪। ছামনু ,, ,,
৫। বেলকম ,, ,,
৬। বাজকান্দি ,, ,,
৭। সমাজকল্যাণ প্যাক্স লি,
৮। বিলাসপুর ,, ,,
৯। রাধানগর ,, ,,
১০। দারচই ,, ,,
১১। ছণতইল ,, ,,
১২। জনকল্যাণ ,, ,,
১৩। গকুলনগর ,, ,,
১৪। কুমারঘাট ,, ,,
১৫। কাঞ্চনবাড়ী ,, ,,
১৬। শ্রীরামপুর ,, ,,
১৭। সোনাভেলী , ,,
১৮। জলাই কয়ালী কুড়া ,,
১৯। ফুলসী ,, ,,
২০। প্রগতি ,, ,,

কৈলাশহর মহকুমা অন্তর্গত সমবায় সমিতি সমূহের নামের তালিকা ঃ

২১) ধন বিলাস জগন্নাথপুর প্যাক্স লিঃ
২২) জারুলতলী ,,
২৩) কঠিকরয় ,,
২৪) টীলাবাজার ,,
২৫) পশ্চিম রাতাছড়া ,,
২৬) সোনাইমুড়া ,,
২৭) লক্ষীভেলী ,,
২৮) ইন্দিরানগর ,,
২৯) শ্রীলক্ষী ,,
৩০) গ্রাম উন্নয়ন ,,
৩১) ইবানী ,,
৩২) কৃষ্ণনগর ,,
৩৩) অনিলা ,,
৩৪) বাতাছড়া সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ
৩৫) আদর্শ-উপজাতী সার্ভিস কোঃ সোসাইটি লিঃ
৩৬) টাক্রাবল ,, ,, ,, ,,
৩৭) তারাবন জনসেবা ,, ,, ,, ,,
৩৮) ওয়েষ্ট মাসলী সেবা ,,
৩৯) সায়েনী কুমার সার্ভিস ,, ,,
৪০) কৈলাশহর প্রাইমারী মার্কেটিং ,, ,,
৪১) ছৈলেংটা আদর্শ মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ
৪২) মনুঘাট মৎসজীবি ,, ,, ,,
৪৩) কৈলাশহর বিভাগীয় জনকল্যাণ ,, ,,
৪৪) পেঁচারদহর প্রাইমারী মৎসজীবি ,, ,,
৪৫) মৎসজীবি কল্যাণ সমবায় ,,
৪৬) পশ্চিম মছলী নবোদয়
৪৭) জুরিভেলী আদীবাসী মৎসজীবি

কৈলাশহর মহকুমার অন্তর্গত সমবায় সমিতি সমূহের নামের তালিকা ঃ

৪৮) দুধপুর মৎসজীবি সমবায় সমিতি লিঃ
৪৯) প্রগতি ,, ,, ,,
৫০) ফিস ট্রেডিং ,, ,, ,, ,,
৫১) জলাই প্রাথমিক ,, ,, ,, ,,
৫২) যুবরাজনগর ,, ,, ,, ,,
৫৩) খাওরাবিল প্রাথমিক ,, ,, ,, ,,
৫৪) ছনবৈল দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি লিঃ
৫৫) ফুলতলী শিল্প সমবায় সমিতি ,,
৫৬) বিদ্যানগর মহিলা তাঁত শিল্প সমবায় ,, ,,
৫৭) লক্ষীভেলী মহিলা ,, ,, ,, ,, ,,
৫৮) কাঞ্চনবাড়ী ,, ,, ,, ,, ,, ,,
৫৯) জলাই কৎলিকুড়া ,, ,, ,, ,, ,,
৬০) ইছাবপুর ,, ,, ,, ,, ,,
৬১) শ্রীনাথপুর তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
৬২) জনকল্যাণ ,, ,, ,, ,, ,,
৬৩) বিশাষপুর ,, ,, ,, ,, ,,
৬৪) জারুইতলী মহিলা কুটির ও তাঁত ,, ,,
৬৫) ছৈলেংটা অগ্রগামী তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ
৬৬) কামরাঙ্গা বাড়ী তাঁত শিল্প ,, ,, ,,
৬৭) চণ্ডীপুর ,, ,, ,, ,, ,,
৬৮) প্রগতি ,, ,, ,, ,, ,,
৬৯) রামপুর ,, ,, ,, ,, ,,
৭০) মিলিটারী অটোমবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ সোসাইটি লিঃ
৭১) উইমেন টেইলারিং কোঃ ,, ,,
৭২) পূর্বাশা মালটিপারপাস্ কোঃ ,, ,,
৭৩) টি প্লেনটেশন কোঃ ,, ,,
৭৪) দুর্গাপুর কার্পেনটার্স কোঃ ,, ,,

কৈলাশহর মহকুমার অন্তর্গত সমবায় সমিতি সমূহের নামের তালিকা :

৭৫'	ভদ্রপল্লী সমবায়	সমিতি		লিঃ
৭৬)	উর্বশী হস্ত শিল্প সমবায় সমিতি			,,
৭৭)	বাবুয়াপার মৃত শিল্প ,,	,,		,,
৭৮)	শ্রীলক্ষ্মী ,, ,, ,,	,,		,,
৭৯)	কৈলাশহর চর্মকার সমবায় সমিতি			,,
৮০)	প্রাক্তন সৈনিক কনজিউমার্স	কোঃ	সোঃ	লিঃ
৮১)	ফিস ট্রেডিং	,,	,,	,,
৮২)	উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ এপ্লইজ কনজিউমার্স কোঃ	,,		,,
৮৩)	মটর শ্রমিক	সমবায়	সমিতি	লিঃ
৮৪)	কৈলাশহর পরিবহণ কর্মী	,,	,,	,,
৮৫)	মটর শ্রমিক	,,	,,	,,
৮৬)	কৈলাশহর রিক্সা পুলার	কোঃ	সোঃ	লিঃ

Admitted Unstarred Question No. 63

asked by Name of Syed Basit Ali. M. L. A.

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food and Civil supplies Department be pleased to state.

১। ১৯৭৮ সাল হইতে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কি পরিমাণ চিনি ও কেরোসিন আমদানী করা হইয়াছে (আলাদা আলাদা হিসাব)

২। খ) যে সকল ঠিকাদারের মাধ্যমে উক্ত জিনিষগুলি আমদানী করা হইয়াছে তাহাদের নাম ও আমদানীকৃত মালের পরিমাণ ;

গ) উক্ত চিনি ও কেরোসীন বন্টন ব্যবস্থায় উপর তদারকি করার জন্য সরকারের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ;

ঘ) থাকিলে উক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা .

ঙ) গ্রামাঞ্চলে চিনি ও কেরোসীন বন্টনের ব্যাপারে সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগীতা গ্রহণ করেন কিনা ;

চ) গ্রহণ করিলে তাহা কিরূপ ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ANNEXURE "C"

Postpuned Starred Question No. 355

Name of Member— Shri Samar Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be Pleased to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের নিম্ন ও উচ্চ কোন শ্রেনীর আদালতে কত সংখ্যক মামলা মোকদ্দমা ১৯৮৫, ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের বেশী সময় বিচারাধীন রয়েছে ?

২। উপরোক্ত আদালতে বৎসারাধীক কাল বিচারাধীন রয়েছে এরূপ মামলার সংখ্যা কত ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। রাজ্যের নিম্ন আদালতে মোট ৪,৭৩৩টি ও উচ্চ আদালতে ২৫৫টি মামলা ১৯৮৫,৩১ শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসের বেশী সময় বিচারাধীন রয়েছে।

২। উপরোক্ত আদালত সমূহে বৎসরাধীক কাল বিচারাধীন রয়েছে এরূপ মামলার সংখ্যা নিম্নরূপ (মহকুমা ভিত্তিক)

সদর—১৯৮২

সোনামুড়া—১০৮

খোয়াই—৩৪৭

উদয়পুর—৩৫৯

অমরপুর—৬২

বিলোনীয়া—২৯৩

সাব্রুম—১৫
কৈলাসহর—৬৯০
ধর্মনগর—১১৯২
কমলপুর—৬৬

এছাড়া গৌহাটি হাইকোর্টের অধীনে আগরতলা বেঞ্চে মোট ১৯২৮ টি মামলা বৎসারাধীককাল বিচারাধীন আছে।

Admited Unstarred Question No. 82 (Postponed)
Name of M. L. A.— Shri. Samir Kumar Nath

Will the Hon'ble Minister-ni-charge of the Education Department be pleased to state—

১। সারা রাজ্যে বিগত বন্যায় সর্বমোট কতটি স্কুল নষ্ট হইয়াছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত স্কুল ঘরগুলির পুনরায় মেরামতির জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি?

৩। যদি নিয়ে থাকেন তাহা হইলে কত দিনের মধ্যে ঘরগুলির মেরামতের কাজ করা হবে বলে আশা করা যায়?

৪। উক্ত ঘরগুলি মেরামতের জন্য বা পুনর্নির্মানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে কোন অর্থ বরাদ্দ করেছেন কি না?

উত্তর

Minister-in Charge :— Shri D Deb

১। ৩৫২ টি (বিলোনিয়া—৫৩; অমরপুর—৫৭; উদয়পুর—৪;
খোয়াই—১৩; সদর—৮; সোনামুড়া—২৩;
কৈলাসহর—৪৯, কমলপুর—৭৬; ধর্মনগর—৬৯

২। হ্যাঁ।

৩। অতিসত্বর।

৪। হ্যাঁ।

Printed by
The Secretary, Tripura Press Owners Association
Agartala.